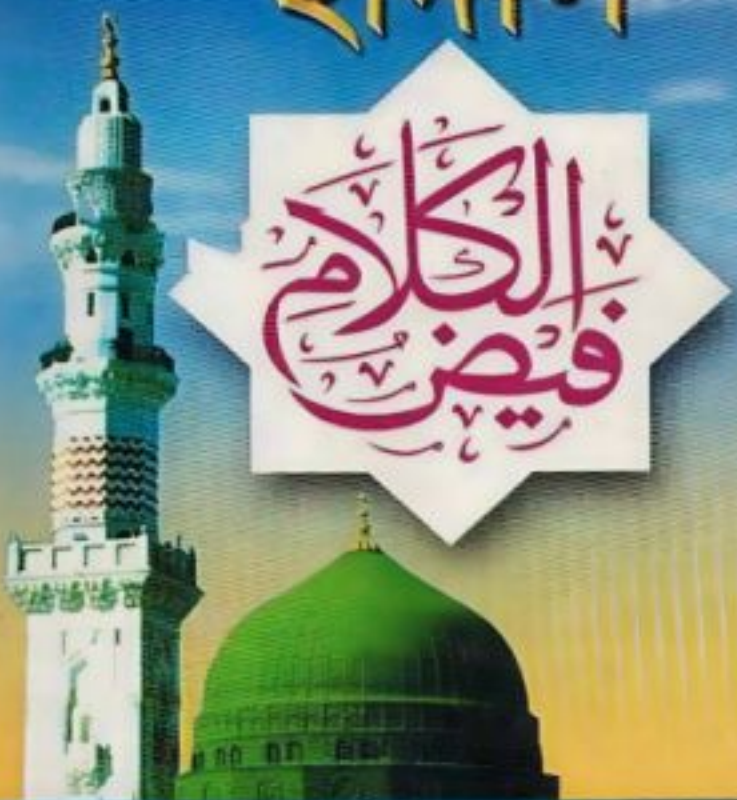
বাংলা

ফয়যুল কালাম

বিষয়ভিত্তিক হাদীস



মুফতী আযম আল্লামা ফয়যুল্লাহ (রহঃ)

বাংলা

ফয়যুল কালাম

বিষয়ভিত্তিক হাদীস

মূল ঃ

মুফতী আযম আল্লামা ফয়যুল্লাহ (রহঃ)

[১৩১০-১৩৯৬]

অনুবাদ, সংকলন ও সম্পাদনায় ঃ

মুফতী ফালাহুদ্দীন

মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী

শিক্ষক, মাদ্রাসা তাহ্‌ফিযুল কোর্‌আনিল কারীম
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

আল-এছহাক প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

http://kitabbhubon.com

রূহের খোরাকের জন্য আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই পড়ুন–

❑ **হযরত থানভী (রহঃ)এর সর্বশেষ খলিফা মুহিউস্ সুন্নাহ্ সাইয়িদ আবরারুল হক সাহেব** (রহঃ)-এর লিখিত কিতাবসমূহ–

❑ **মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (ছদর সাহেব** রহঃ)-এর লিখিত সমাজ সংস্কারমূলক বাংলা কিতাবসমূহ–

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য কিতাবসমূহ–

- ✪ আনোয়ারুল বয়ান (কুরআনের তাফসীর) ৯ খণ্ডে
- ✪ আল-কোরআন শ্রেষ্ঠ মোজেযা
- ✪ হাদীস কাহিনী
- ✪ বিষয় ভিত্তিক হাদীস
- ✪ হার পেরেশানী কা এলাজ "দুশ্চিন্তা মুক্তির উপায়"
- ✪ জরুরী মাসআলা-মাসায়িল
- ✪ প্রিয় নবীর (সা) অশ্রু
- ✪ মরা লাশ যুদ্ধ করে
- ✪ নারী পর্দায় থাকবে কেন ? ও নারী মুক্তির পথ
- ✪ রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন
- ✪ ফেরেশতাদের ইতিহাস
- ✪ গীবত ভয়াবহ
- ✪ স্বামী-স্ত্রীর মিলন তত্ত্ব ও দাম্পত্য জীবনের জরুরী কথা
- ✪ ছোট বেলায় প্রিয় নবী (সা)
- ✪ দাকায়েকুল হাকায়েক "মৃত্যু রহস্য"
- ✪ খ্রীস্ট ধর্মের বিকৃতির ইতিহাস
- ✪ রূহে তাসাউফ
- ✪ দাড়ি রাখব কেন?
- ✪ বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে আল্লাহকে দেখেছি
- ✪ মা'রেফতের মূলকথা
- ✪ সুন্নাত ও বিদ'আত
- ✪ মুসলিম শিশুদের নামের ভাণ্ডার
- ✪ ফাঁসির মঞ্চে ঈমানের অগ্নী পরীক্ষা
- ✪ মকছুদুল মোমেনীন– ছোট সাইজ /বড় সাইজ
- ✪ প্রিয় নবীর (সা) হাস্য-রসিকতা
- ✪ বিশ্ব নবীর (সা) ১০০ অনন্য বৈশিষ্ট্য
- ✪ সমকালীন জরুরী মাসায়েল
- ✪ সহীহ পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা ও নামাযের জরুরী মাসাইল
- ✪ আল্লাহর জিকিরের মাহাত্ম্য
- ✪ মাদক ও তামাক
- ✪ নবী-ওলীদের মহামূল্যবান ১০০০ উপদেশ
- ✪ হালাল রুযী রোযগার
- ✪ বিশ্বনবীর (সঃ) জীবনী
- ✪ মহিলাদের ওয়াজ
- ✪ ওয়াজে বে-নজীর বা চমৎকার ওয়াজ
- ✪ থানবী (রঃ) -এর অমীয় বাণী
- ✪ গল্প শুধু গল্প নয়
- ✪ সাহাবায়ে কেরামের (রা) কান্না
- ✪ দারিদ্র মুক্তির আমল
- ✪ সোনালী সংসার
- ✪ মহিলাদের তা'লীম বা আদর্শ নারী শিক্ষা
- ✪ মরনের পূর্বে ও পরে
- ✪ সহীহ্ আমালে যিন্দেগী
- ✪ বার চান্দের আমল ও ঘটনা
- ✪ ছোটদের প্রিয় নবী (সা)
- ✪ বুখারী শরীফ (তাজরীদুস সহীহ্)
- ✪ দ্বীনদার স্বামী ও দ্বীনদার স্ত্রী
- ✪ বেহেশতী খুশবু
- ✪ মহিলাদের মাসআলা মাসায়িল
- ✪ টি, ভি, দেখার ভয়াবহ পরিনতি
- ✪ বিষয় ভিত্তিক মাসয়ালা-মাসাইল
- ✪ শেখ সাদীর ১০০ গল্প
- ✪ কবীরা গুনাহ্
- ✪ মছনবীর গল্প
- ✪ আখেরাতের সম্বল
- ✪ অসুস্থতা ও বিপদাপদের প্রতিদান
- ✪ তওবার ফযীলত ও গুরুত্ব
- ✪ আল-কুরআনের জ্ঞান কোষ
- ✪ নামাযের দার্শনিক তত্ত্ব
- ✪ বেহেশতী জেওর
- ✪ মুসলিম মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- ✪ আখেরাতের পাথেয় বা সংশোধনের পথ

❑ **বিশ্বখ্যাত ইসলামী ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযীর লিখিত বই —**

১. চূড়ান্ত লড়াই, ২. রক্তাক্ত ভারত, ৩. রক্ত নদী পেরিয়ে, ৪. সিংহ শাবক, ৫. শত বর্ষ পরে, ৬. লৌহ মানব, ৭. সাংস্কৃতিক সন্ধান, ৮. সেই বৃক্ষটি, ৯. মরু সাইমুম, ১০. গীর্জার আগুন।

❑ **বিশ্বনন্দিত ইসলামী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাস রচিত–**

✪ দামেস্কের কারাগারে ✪ শেষ আঘাত (১ম+২য় খণ্ড) ✪ (লেখকের অনান্য বই বের হবে)

❑ **খুচরা, পাইকারী ও ভি. পি. যোগে কিতাব পাইবার জন্য–**

আল-এছহাক প্রকাশনী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং– ৩৭
৩৭, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১২৩৫২৬

আল-আবরার প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং ৩
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৫৬৩৩৪০৭৫

http://kitabbhubon.com

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন,প্রথিতযষা শিক্ষাবিদ
উপমহাদেশের গৌরব হযরাতুল আল্লামা মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহ)-এর
আজীবন সহচর ও একান্ত মুরীদ এবং হাটহাজারী মাদ্রাসার সুনামধন্য
শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল কাইউম (রহঃ)-এর একমাত্র খলিফা
ঢাকাস্থ অন্যতম ইলমে নবুবী শিক্ষাকেন্দ্র (জামিয়া শামছুল উলুম)
মতিঝিল কলোনী মাদ্রাসার মহাপরিচালক জনাব আলহাজ্জ
হযরত মাওলানা ছফীউল্লাহ সাহেবের সুচিন্তিত

অভিমত ও দোয়া

আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাহীয়ে বিদআত মুফতীয়ে আজম (রহঃ)-এর লিখিত 'ফয়যুল কালাম লি সাইয়্যিদিল আনাম' নামক হাদীস গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আনন্দ ধরে রাখতে পারছি না। উস্তাদে মোহতারামের বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর এই কিতাবখানিকে যারা বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে তুলে দিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন সেই স্নেহাস্পদ অনুবাদকদ্বয় ও বিশেষ করে প্রকাশক জনাব তারিক আজাদ চৌধুরীকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ফয়যুল কালামের ফয়েজ এতদিন পেয়ে আসছিলেন এ দেশের কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসের ছাত্র-শিক্ষক। আলহামদুলিল্লাহ এই বই থেকে যাদের সবচেয়ে উপকৃত হওয়া দরকার সেই আম জনতার বোধগম্যতার ভাষায় একে উপস্থাপন করে জনাব প্রকাশক এক বিশাল দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দিতে পেরেছেন। এতে বোধকরি কোন সন্দেহ নেই। আমার আশা উস্তাদে মোহতারামের কিতাবখানিকে এখনও যারা মাদ্রাসা, ইনষ্টিটিউট ও মহিলা শিক্ষায়তনগুলোয় সিলেবাস ভুক্ত করেন নি তারা এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করবেন। সেই সাথে মসজিদ, পাঠাগার ও রাজনৈতিক সংগঠনের ভাই বন্ধুরা তাঁদের রোজকার হাদীস অধ্যয়ন সিলেবাসে এ গ্রন্থখানিকে ভূক্তি করবেন-এ কামনাও করি। কারণ উস্তাদের মোহতারামের আশা ছিল কিতাবখানি দ্বারা সকলে উপকৃত হোক। আরবী, উর্দু ও বাংলায় অনুবাদ তো হলো; আমার এক্ষনের আশা কিতাবখানি ইংরেজীতেও অনূদিত হোক; তাহলেই উস্তাদের আশা পুরোপুরি সফল হয়েছে বলে মনে করব। জানি না আগামীতে কে বা কারা ফয়যুল কালামের ইংরেজীতে অনুবাদ নিয়ে দাঁড়াবেন। আল্লাহর তৌফিক হলে সে মাহেন্দ্রক্ষণটিও বোধ হয় আসতে দেরী নেই।

পরিশেষে উল্লেখ্য প্রকাশক তারিক আজাদ চৌধুরী আমার স্নেহের ছাত্রও বটে তার প্রতিষ্ঠানের ও প্রকাশিত বইয়ের ব্যপক প্রচার কামনা করি। সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের যরিয়া হোক সে দোয়াও করি। আমীন!

২৫- ১২ - ২০০১ ইং
ঢাকা

ছফীউল্লাহ
(মাওলানা ছফীউল্লাহ)

http://kitabbhubon.com

অনুবাদকের আরজ

অনুবাদকের হাতে খড়ি যে পরিবেশে, সে পরিবেশ ছিল قال الله ও قال رسول الله -এর গুঞ্জনে মুখরিত। আশৈশব তাই গুরুজন ও শ্রদ্ধাস্পদকে সে দেখেছে এলমে নববীর প্রেম সাগরে ডুব দিতে। দেখেছে তাদের ঘামঝরা মেহনত ও বিনিদ্র রাত কাটাতে। বড় হয়ে সে পড়েছে মুহাদ্দিসীনে কেরামের হাদীস সংকলনের জান কবুল পরিশ্রমের কাহিনী। পুলকিত হয়েছে তাঁদের নূরানী রাহায় সহযাত্রী হতে। তার আপাদমস্তক সহসাই ঝটা মেরে ওঠে এ অকল্পনীয় দুর্গম পথের পথিক হওয়ার দুঃসাহসে। কিন্তু সে-দুঃসাহস চাপা পড়ে যায় দামাল মনের অপ্রতিরোধ্য উত্তাল-তরঙ্গের সামনে। এ উত্তাল উর্মিমালা এক সময় হাতে হাদীস সংকলনের মত গুরু দায়িত্ব না উঠালেও হাদীস অনুবাদের কলম তুলে দেয়। কিন্তু সে কলম নেহায়েত ভোঁতা প্রমাণিত হয়। অবশ্য মহান ওস্তাদ ও একান্ত কাছের মানুষদের পিঠ চাপড়ানো উৎসাহ তাকে নিয়ে গেছে স্বপ্নিল গন্তব্যে পৌছার শীর্ষচুড়ে। এরই ফলশ্রুতি বক্ষ্যমান অনুবাদ গ্রন্থ।

এ অনুবাদের পাতায় পাতায় ধরা পড়বে তার কাঁচা হাতের ছোঁয়া, ধরা পড়বে হোচটের পর হোচটের ধাক্কা। পাঠক হয়তবা ছুঁড়ে দেবেন অজস্র গালি। এগুলোকে বুকে আগলেই সে পথ চলেছে– কাজেই পাঠকের সমালোচনা, তীর্যক উক্তি ও তর্জনী হেলনে সে খুব একটা মুষড়ে পড়বে না কিংবা আত্মহননের পথও বেছে নেবে না।

অনুবাদ গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি রূপ পাওয়ার পর সে যখন যান্ত্রিকরূপ পাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল– তখনই আল্লাহর রহমত তাকে পেয়ে বসেছিল পুরোদস্তুর। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক যিনি অনুবাদকের অগ্রজও প্রথম চিন্তাটা দূর করেছিলেন ইলমে নববী প্রচারের সুতীব্র পিয়াসী জনাব তারিক আজাদকে এটি প্রকাশে রাজি করিয়ে। বক্ষ্যমান অনুবাদকে মার্জিত ও সুখপাঠ্য করতে শত কাজের ফাঁকেও তাঁর সম্পাদকীয় কলম চালিয়ে তিনি দ্বিতীয় ও সর্বশেষ চিন্তাটায়ও ছেদ টেনেছিলেন। পুস্তক প্রকাশের এই আনন্দঘন মুহূর্তে সে উভয়কে স্মরণ করছে আকাশসম সুউচ্চ অনুভূতি দিয়ে। অনুভূতি আর উপলব্ধির সবটুকু নির্যাস ঝেড়ে তাই সে জোর গলায় বলতে পারছে– جزا كما الله أحسن الجزاء কওমী নেছাবের ছাত্র-শিক্ষকের জন্য কিতাবখান উপহার দেয়া হলো। তাঁদের এটি সামান্য উপকারে এলে অনুবাদক মনে করবে তার ভাঙ্গা কিশতী সাফল্যের বন্দরে নোঙ্গর ফেলেছে। কাজেই আল্লাহর উপর অগাধ আস্থা রেখে তার বলতে কষ্ট হবে না–

شادم از زند گی خویش که کارے کردم
'ধন্য এ জীবন কাজের কাজ করেছি একটা'

বিনয়াবত

ফালাহুদ্দীন

জামিআ ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম
মুসলমান পাড়া রোড, খুলনা

http://kitabbhubon.com

সম্পাদকের কথা

কালামে ইলাহীর পরে শরীয়তের দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে, হাদীসে রসূল ﷺ। এই দলীলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) থেকে নিয়ে অদ্যাবধি জোর প্রচেষ্টা চলে আসছে। চলতে থাকবে কিয়ামতাবধি। হাদীসে রাসূলের লেখক, সংকলক ও অনুবাদকের নূরানী তালিকা দীর্ঘ। ওহীয়ে-গায়রে মাতলুকে কোরআনের-ই ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলা চলে। কোরআন মজীদ অত্যন্ত সংক্ষেপ অথচ জীবনের এমন কোন দিক নেই যার নির্দেশনা দেয়নি মহামুক্তির মহাসনদ এই চিরন্তন অবিকৃত গ্রন্থখানি। কোরআনের পাশাপাশি হাদীস শরীফও মুসলিম জীবনে রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে থাকে। আল্লাহ পাক তাঁর কালামকে যেভাবে সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন, আমাদের মহান মুহাদ্দিসীনে কেরামও সেই সংরক্ষণের পাশাপাশি হাদীসে রাসূল ﷺ কে সংরক্ষণ করার চ্যালেঞ্জে ব্রতী থেকেছেন। তাইতো লাখো হাদীস থেকে ইমাম বোখারী শর্ত দিয়ে দাঁড় করেছেন হাজার পাঁচেক হাদীস সম্বলিত তার ছহী গ্রন্থ। তাঁরই কাছাকাছি দঁড়িয়ে ইমাম মুসলিম। পরিণতিতে তাঁদের বর্নিত হাদীস মানব সমাজে কালামে ইলাহীর পরে গৃহীত হয়ে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। মুহাদ্দিসীনে কেরামের নূরানী তালিকা অতি দীর্ঘ। তাই আম-জনতা ও সাধারণ শিক্ষিত দ্বীনদার ের থেকে নির্দেশনা খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেয়ে আসেছেন। জনসাধারণের এই কষ্ট লাঘব করেছেন তারগীব-তারহীব, মেশকাতুল মাছাবীহ'র মত হাদীস প্রণেতাগণ। বিশাল এ কিতাবদ্বয় থেকেও সহজে প্রয়োজনীয় দীক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ছাত্র ও জনসাধারণকে। এ দিকটিকে লক্ষ্য করেই উপমহাদেশের বহু আকাবীর 'বাব ভিত্তিক' দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় হাদীস নিয়ে পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে 'আলাফিয়াতুল হাদীস' 'মেশকাতুল আনোয়ার' ও 'ফয়যুল কালাম' অন্যতম। বাংলার গৌরব মুফতীয়ে আযম মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহঃ) বক্ষ্যমান পুস্তিকার প্রণেতা। পুস্তিকাটি এ দেশের বহু মাদ্রাসার সিলেবাস হিসাবে সুখপাঠ্য হয়ে আসছে। পুস্তকখানি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক হওয়ায় ছাত্ররা এর থেকে উপকৃত হলেও জনগণ এর থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পারছিলেন না দেখে আমার অনুজপ্রতীম ভাই হাফেজ মাওলানা মুফতী ফালাহুদ্দীন এর অনুবাদে হাত দেন। এক সময় তিনি এর ওপর নজর বুলানোর দায়িত্ব চাপেন আমার কাঁধে। দারুল ইহ্সানের শত কাজের ফাঁকে আহকারকে কলম চালিয়ে যেতে হয়েছে। সম্পাদনার কাজে আমাকে অপরিসীম সাহায্য করেছেন অগ্রজপ্রতীম বন্ধু মাওলানা মুফতী আঃ সালাম (ফাযেল, দারুল উলুম দেওবন্দ।) পুস্তক প্রকাশের এই অনাবিল শিহরনকালে তাকে বড্ড মনে পড়ে। তাই সম্পদকীয় কলামে তার নাম না নিলে নিজকে অকৃতজ্ঞ মনে হবে। আল্লাহ পাক তাঁর হায়াত দরাজ করেন। প্রকাশক বন্ধুবর মুহাম্মাদ তারিক আজাদ সাহেবকে দ্বীনের এমন অযুত-নিযুত কেতাব প্রকাশের জন্য আযাদ করেন– পরিশেষে সে দোয়াও করি। গ্রন্থখানি ছাত্র-শিক্ষক ও জনসাধারণে সামান্য উপকারে আসলে আমরা মনে করব রাত জাগা ঘাম ফেলানো শ্রম বৃথা যায়নি এবং এটি গন্তব্যে নোঙ্গর ফেলতে পেরেছে।

আহকার

ফজলুদ্দীন শিবলী

১৮/০১/২০০১

http://kitabbhubon.com

প্রকাশকের অনুভূতি

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে **'ফয়যুল কালাম'** সূর্যের মুখ দেখল। অনেক বাধা, অজস্র চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছুল। এর পেছনে যে কাঠখড় পোড়ানো হয়েছে– তা কেবল ভুক্তভোগী মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন। ১৯৮৫ সাল থেকে আল-এছহাক প্রকাশনীর ব্যানারে লেখনী প্রকাশ করে আসছি। রাব্বুল আলামীনের ফজলে প্রায় শতাধিক বই ইতিমধ্যে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। দেশ-বিদেশে সুনাম-দুর্নাম দু'টোই কুড়িয়েছি সমানভাবে। এতগুলো ইসলামী বই বাজারে আনার পরও মনের কোথায় যেন একটা খুতখুতি অহর্নিশ জ্বালাছিল। অনেক কিছুই প্রকাশ করেছি কিন্তু তারপরও যেন কি করিনি– কিছুই করিনি বলে মনে হচ্ছিল। হাদীস বিষয়ে কিছু একটা বের করার স্বপ্ন মনে পুষে আসছিলাম। বই প্রকাশ করেছি, করছি এবং করবও ইনশাআল্লাহ, তবে হাদীস প্রকাশবৃন্দের নূরানী তালিকায় নিজের নামটা না থাকলে প্রকাশনার স্বার্থকতা রইল কোথায়– এ অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ বক্ষ্যমান বই। বইটির মূল লেখক উপমহাদেশের গৌরব মাহীয়ে বেদ'আত মুফতীয়ে আজম (রহঃ)। বইটি যুগ যুগ ধরে দেশের অধিকাংশ কওমী নেসাবে সুখপাঠ্য হিসেবে পঠিত হয়ে আসছে। ছাত্র-শিক্ষকগণ এর থেকে উপকৃত হয়ে আসছেন। কিন্তু এর ব্যাখ্যা ও পাদটীকাগুলো উর্দুতে হওয়ায় কম মেধার ছাত্রদের বেশ কষ্ট করতে হত। তাছাড় জনসাধারণ এর থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পারছিল না। আলহামদুলিল্লাহ বাংলা অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সর্বোপরি জরুরী টীকা-টিপ্পনী দিয়ে আমরা একে সাজাতে সচেষ্ট হয়েছি।

কিতাব খানির অনুবাদ করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞ পাশে আবদ্ধ করেছেন তরুণ আলেম, মুফতী ফালাহুদ্দীন সাহেব। বিশিষ্ট লেখক সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও মুফতী মাওলানা ফজলুদ্দীন সাহেব সম্পাদনা করে পুস্তকখানিকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। বিশেষ করে মুফতী মাওলানা আঃ সালাম সাহেবের নিরলস প্রচেষ্টা এই কিতাবকে নির্ভুল করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। আমরা আশা করি দেশের ছাত্র-শিক্ষক ও জনসাধারণ এ থেকে সহজেই উপকৃত হতে পারবেন। কিতাবখানি সর্বমহলে গৃহীত হলে আমরা আমাদের শ্রমকে স্বার্থক মনে করব। সুধী পাঠকের কোথাও অসমাঞ্জস্যতা ও ভুল ধরা পড়লে সরাসরি প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠালে আগামী সংস্করণে শুধরে দেয়ার আগাম প্রতিশ্রুতি রইল। এর দ্বারা আল্লাহ আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী নসীব করেন– পরিশেষে এই দোয়া করি।

অধম

মুহাম্মাদ তারিক আজাদ চৌধুরী

২৭/০২/২০০১

http://kitabbhubon.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈমান পর্ব	
ঈমান, ইসলাম, ইহসান	১৯
ঈমানের নিদর্শনাবলী	২৪
তাক্বদীরে বিশ্বাস করা	২৭
তাক্বদীর সম্পর্কে অধিক অনুসন্ধান করা হতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা	৩০
ক্বাদারিয়া ও মুরজিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে হুশিয়ারী	৩১
মুমিন যখন মারা যায় আসমান জমিন তার বিরহে ক্রন্দন করে	৩৩
মুমিনের মর্যাদা	৩৪
মুমিনের সাহচর্য	৩৫
মুসলমানের উপর দয়া	৩৬
মুসলমানকে সহানুভূতি করার অধ্যায়	৩৮
মুসলমানের ইজ্জত রক্ষার অধ্যায়	৪০
অন্তরে খটকা পয়দা হলে করণীয় কী?	৪১
আল্লাহর সহিত শরীক করা	৪২
ইসলামে থেকে জাহেলিয়্যাত যুগের পন্থা অন্বেষীর উপর হুশিয়ারী	৪৬
অশুভ লক্ষণ হতে নিষেধাজ্ঞা	৪৬
জ্যোতিষীর নিকট আগমন করা হতে নিষেধাজ্ঞা	৪৯
গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা হতে নিষেধাজ্ঞা	৫০
শিরকের মূলোৎপাটন করা	৫২
লৌকিকতা	৫৩
মুনাফিকের পরিচয়	৫৮
যে মুনাফিক উপদেশ ও কল্যাণের কথা বলে	৫৯
মুনাফিকের নামায	৬০
আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর মর্যাদাবলী	৬১
মহানবী ﷺ-এর নবুঅতের নিদর্শন	৬৪
বিশ্বনবীর সর্বশেষ নবী হওয়ার প্রমাণ	৬৬
উম্মতের উপর মহানবীর মমতা	৬৮
মহানবী ﷺ -কে ভালবাসার ফযীলত	৭৪
মহানবীর সুন্নাতের অনুসরণ ও তাঁর মহব্বতের নিদর্শন	৭৬
সুন্নাত ত্যাগীর নিন্দা	৭৯

http://kitabbhubon.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
❁ মহানবী ﷺ-এর অনুসরণেই সমস্ত বুযুর্গী সীমাবদ্ধ, যদিও বাহ্যত তা ইবাদাত না হয়, বিদয়াত ও প্রবৃত্তির অনুসরণে বুযুর্গী নেই, যদিও প্রকাশ্যভাবে তা বড় ইবাদাত বলে মনে হয়	৮০
❁ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ফযীলত	৮৪
❁ রসূল কর্তৃক স্বীকৃত কল্যাণকর যুগের আলোচনা	৮৭
❁ নবীর সুন্নাতের বিরোধীতায় কারো অনুসরণ নেই	৮৮
❁ বিদয়াত হতে দূরে থাকার গুরুত্বারোপ	৯১
❁ যে দোয়ায় হাত ওঠান নেই সেই দোয়ায় হাত ওঠান নিকৃষ্ট বিদআত	৯৫
❁ শরীয়তে যেখানে যে দোয়া প্রমাণিত নেই সে দোয়া সেখানে পাঠ করা নিন্দিত বিদআত	৯৬
❁ অতি উচ্চস্বরে যিকির করার খারাবীর বর্ণনা	৯৭
❁ মিলাদে ক্বিয়ামের পর্যালোচনা	৯৮
❁ হরেক রকম ও কু-প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ও মানুষের মাঝে আমূল পরিবর্তন সাধন	৯৯
❁ খতমে দুআয়ে ইউনুছ সম্পর্কে শরয়ী হুকুম	১০৯
❁ অন্তরে ফিৎনা আগমন করা	১১০
❁ আখেরি জামানায় আমলের ফযীলত	১১১
❁ পাপী, অপরাধী, নিকৃষ্ট, বিদয়াতীদের জন্য সাবধানতা	১১৩
❁ পাপের বিস্তৃতির কারণে হরেক রকম বালা-মুছিবত, ফিৎনা ও জগৎ বিধ্বংসীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে	১১৪
❁ ঢোল, বাদ্যযন্ত্র গান হতে নিষেধাজ্ঞা	১২১
❁ যাতে মানুষের উন্নতি ও অবনতি	১২৫
❁ সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ	১২৭
❁ এই কল্যাণ মহাভাণ্ডার	১৩০
❁ **ইলমে দ্বীন পর্ব**	১৩১
❁ প্রকৃত ইলম কি?	১৩৯
❁ তালবে ইলম (জ্ঞান অন্বেষক) এর সাথে উত্তম ব্যবহার এবং তার সদুপদেশ প্রদান	১৪০
❁ ইলম অন্বেষণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত	১৪০
❁ ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসার	১৪১
❁ ইলমে দ্বীন শিখানো ও তা প্রচার প্রসারের ফযীলত	১৪৩
❁ প্রকৃত আলিম	১৪৫
❁ উম্মতের সংস্কারক	১৪৬
❁ ইলম গোপন করা	১৪৭

http://kitabbhubon.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইলম উঠে যাওয়া	১৪৭
অসৎ উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণকারীর প্রতি কঠিন হুশিয়ারী	১৪৮
রসূলের নামে মিথ্যাচার (মিথ্যা হাদীস বর্ণনা)	১৪৯
শাসকদের নিকট আলেমদের যাতায়াত	১৫০
যে আলেম স্বীয় ইলম দ্বারা উপকৃত হয় না	১৫২
যা ইসলামকে (ইসলামের ভিত্তিকে) ধ্বংস করে	১৫২
কুরআনের ফযীলত ও মর্যাদা	১৫৩
পবিত্র কুরআনের ধারক-বাহকের সম্মান ও মর্যাদা	১৫৮
উত্তম সুরে কুরআন পড়া	১৫৯
রাসূল ﷺ-এর তিলাওয়াত পদ্ধতি ও নিয়ম	১৬১
কুরআন মুখস্থ করে পুনরায় ভুলিয়ে দেয়া	১৬১
প্রদর্শনেচ্ছা ও দুনিয়া অর্জনের নিমিত্তে কুরআন পাঠকারীদের প্রতি সতর্কবাণী	১৬২
মনগড়া তাফসীর করার প্রতি ধমকি	১৬৫
অন্যের কাছ থেকে কুরআন মজীদ শ্রবণ করা	১৬৬
যিকির ও আল্লাহ তায়ালার স্মরণের ফযীলত	১৬৭
দোয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ	১৭০
রাসূল ﷺ-এর উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণের ফযীলত	১৭৪
ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা	১৭৮
তওবা	১৮১
ছলাতুত-তওবা বা তওবার নামায	১৮৪
মহানবী ﷺ-এর অতি উত্তম অভ্যাস, উৎকৃষ্ট চরিত্র মাধুর্য্য এবং উন্নততর বিভিন্ন অবস্থার কিঞ্চিত বিবরণ	১৮৫
নবী করীম ﷺ-এর জীবন যাপন	১৮৭
কোন জিনিসের উপর রাসূল ﷺ খানা খেতেন	১৯০
রাসূল ﷺ-এর পোশাক পরিচ্ছদ	১৯০
রাসূল ﷺ-এর পান করার নিয়ম	১৯১
লোকজনের সাথে (একত্রে) রাসূল ﷺ-এর খানা খাওয়া	১৯২
পাঁজরের গোশত রাসূল ﷺ-এর দাঁতের দ্বারা ছিড়ে খাওয়া	১৯৪
রাসূল ﷺ-এর কদু পছন্দ করা	১৯৫
রাসূল ﷺ-এর পাত্রের অবশিষ্ট খাদ্যাংশ খেতে পছন্দ করা	১৯৬
খাদ্য পাত্র ও আঙ্গুল চেটে খাওয়া	১৯৬
রাসূল ﷺ-এর হাটা-চলা	১৯৮
রাসূল ﷺ-এর আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করা	১৯৮

http://kitabbhubon.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
❁ রাসূল ﷺ-এর কথা-বার্তা বলা ও হাসা	১৯৯
❁ মহানবী ﷺ-এর আখলাক্ব ও স্বভাব	২০২
❁ রাসূল ﷺ-এর লাজুকতা	২০৬
❁ রসূল ﷺ-এর বিনয়তা	২০৬
❁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা	২১০
❁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোদন	২১১
❁ রাসূল ﷺ-এর অধিক নামাজের বিবরণ	২১১
❁ রাসূল ﷺ-এর রোজা রাখা	২১২
❁ মহিলাদের থেকে রাসূলের বায়য়াত গ্রহণ	২১৩
❁ **পবিত্রতার অধ্যায়**	
❁ পেশাব পায়খানার আদব (শিষ্টাচার)	২১৫
❁ যে সকল স্থানে পেশাব পায়খানা করা নিষিদ্ধ	২১৭
❁ মিসওয়াকের ফযীলত	২১৮
❁ সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট বা আম্বিয়া (আঃ) গণের সুন্নাতাবলী	২২০
❁ উযূর ফযীলত	২২১
❁ নামাযের ফযীলত	২২৩
❁ নামাযের ভিতর এদিক-ওদিক তাকানো	২২৭
❁ সাজদার ফযীলত	২২৮
❁ ঘুমের দরুণ রাতের আমল ছুটে গেলে তা দিনে আদায় করার ফযীলত	২২৮
❁ আযান দিয়ে নামায আদায়কারী রাখালের ফযীলত	২৩২
❁ বিপদকালীন নামায	২৩২
❁ নামাযের মাধ্যমেই গৃহে কল্যাণ ও বরকত আসে	২৩৫
❁ আযানের ফযীলত	২৩৬
❁ মসজিদের মর্যাদা ও ফযীলত	২৪১
❁ মসজিদ নির্মানের ফযীলত	২৪৩
❁ মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা	২৪৪
❁ মসজিদের সম্মান-মর্যাদা	২৪৪
❁ যারা হাশরের ময়দানে আল্লাহর আরশের ছায়া লাভ করবে	২৪৬
❁ জামাআতের ফযীলত ও গুরুত্ব	২৪৭
❁ জামাআতে নামায ছেড়ে দেওয়ার প্রতি হুশিয়ারী	২৫১
❁ নামাযের কাতার ঠিক করণ	২৫৩
❁ ইমামতির বর্ণনা	২৫৭

http://kitabbhubon.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
❁ যে ব্যক্তি ফযরের নামায পড়ে জামাআতের সহিত, জিকিরে মশগুল হয় (এশরাক ও চাশতের ফযীলত)	২৫৯
❁ মাগরীব বাদ নফল নামায পড়া (আওয়াবীন নামাযের ফযীলত)	২৬২
❁ রাত্রে উঠার (তাহাজ্জুদ নামাযের) প্রতি উৎসাহ প্রদান	২৬৩
❁ জুমুয়ার দিনের ফযীলত	২৬৭
❁ জুমুয়ার নামায না পড়ার প্রতি ভীতি প্রদর্শন	২৭১
❁ জুমুয়ার দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও সকালে সকালে মসজিদে গমন	২৭৩
❁ রোযার ফযীলত	২৭৭
❁ সাহরী খাওয়া	২৮২
❁ তাড়াতাড়ি (সময় হলেই) ইফতার করা	২৮৪
❁ ইফতারের সময় যা বলবে	২৮৫
❁ রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা	২৮৬
❁ নফল রোযা	২৮৭
❁ ক্বদরের রজনী	২৮৯
❁ কুরবানীর ফযীলত	২৯১
❁ হজ্জের ফযীলত	২৯৫
❁ যাকাত আদায় না করার প্রতি ধমক	২৯৮
❁ সদকায়ে ফিতর	৩০০
❁ সদকার ফযীলত	৩০১
❁ বিভিন্নমুখী পুণ্য ও নেককাজ করা	৩০৪
❁ মৃত্যুর পূর্বে দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান	৩১০
❁ পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রতি ব্যায় নির্বাহের ফযীলত	৩১১
❁ ভিক্ষা বৃত্তির নিন্দাবাদ	৩১২
❁ রুগ্ন ব্যক্তির সেবা শুশ্রুষা	৩১৩
❁ অসুস্থতার প্রতিদান	৩১৯
❁ মৃত্যু কামনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	৩২৬
❁ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর আঘাত সহ্য করার উপর সওয়াবের আশা রাখার ফযীলত	৩২৭
❁ শোক বিলাপের নিন্দা	৩২৮
❁ মৃতের উপর যতটুকু কাঁদা এবং যতটুকু দুঃখ প্রকাশ বৈধ	৩৩০
❁ মুসীবত গ্রস্তকে শান্তনা দান করার ফযীলত	৩৩১
❁ মৃতের গোছল দান ও তার দাফন-কাফনের মর্যাদা	৩৩২
❁ সন্তানের মৃত্যুতে সওয়াবের আশা রাখার ফযীলত	৩৩৩
❁ কবর যিয়ারত	৩৩৭

http://kitabbhubon.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
❁ কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করা, সেখানে প্রদীপ জ্বালানো এবং এতদাভিন্ন অন্যান্য শরীয়ত বিরোধী কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা	৩৩৯
❁ দাফনের পর কবরের উপর যতটুকু দাঁড়ানো মুস্তাহাব	৩৪৪
❁ বিবাহের ফযীলত এবং কোন নিয়তে তা বাঞ্ছনীয়	৩৪৪
❁ কোন ধরনের মেয়েকে বিবাহ করতে হবে	৩৪৭
❁ নেককার নারীর পরিচয়	৩৪৯
❁ কোন বিবাহে বরকত নিহিত	৩৫১
❁ নারীদের ফিৎনার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন	৩৫১
❁ গায়রে মোহাররাম মহিলাদের নিকট গমনাগমন করা হতে নিষেধাজ্ঞা এবং মহিলাদের পর্দা করা পুরুষ থেকে ও অপরিচিতা মহিলা থেকে দৃষ্টি নত করার বিধান	৩৫৩
❁ রান সতরের অন্তর্গত	৩৫৮
❁ বিনা প্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	৩৫৯
❁ যে সকল শর্ত পূরণ হওয়ার বেশী দাবীদার	৩৬০
❁ কোন নারী তার বোনের তালাক চাবে না	৩৬০
❁ শাওয়াল মাসে বিবাহ	৩৬১
❁ একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যজনের প্রস্তাব দেওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	৩৬১
❁ স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা	৩৬২
❁ মোহর বেশী করা সম্পর্কে আলোচনা	৩৬৩
❁ বৈবাহিক ভোজানুষ্ঠান	৩৬৪
❁ সফর হতে আগমনকারীর মেহমানদারী করা	৩৬৫
❁ ওলীমার দাওয়াত কবুল করা	৩৬৬
❁ লোক দেখানো দাওয়াত কবুল করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	৩৬৭
❁ স্ত্রীদের সহিত উত্তম ব্যবহার করা	৩৬৯
❁ স্ত্রীদের মধ্যে পালা বণ্টন বা সমতা রক্ষা	৩৭১
❁ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একের উপর অন্যের হক	৩৭২
❁ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অবাধ্যতার প্রতি সতর্কতা	৩৭৬
❁ স্ত্রীকে প্রহার	৩৭৬
❁ স্বামী-স্ত্রীর ভিতর দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দেওয়ার প্রতি হুশিয়ারী	৩৭৮
❁ স্ত্রীর তালাক চাওয়ার উপর ধমক	৩৭৮
❁ দাস-দাসীদের অধিকার	৩৭৮
❁ উটের অধিকার	৩৮০
❁ দুই শ্রেণীর জাহান্নামী	৩৮১

http://kitabbhubon.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না	৩৮২
হাঁচিদান ও হাই তোলার অধ্যায়	৩৮৩
সালামের অধ্যায়	৩৮৬
অনুমতি কিভাবে নিতে হবে	৩৯২
খাওয়ার আদব বা শিষ্টাচার	৩৯৩
পান করার আদব বা নিয়মাবলী	৩৯৬
স্যান্ডেল ও জুতা পরিবার নিয়ম	৩৯৯
সন্ধ্যার সময় করণীয় কি	৪০০
রাত্রে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনলে কি করণীয়	৪০২
মোরগের ডাক শুনলে করণীয় কি	৪০৩
অন্যায়ভাবে হত্যা করা	৪০৩
রাষ্ট্র, প্রশাসন ও বিচার	৪০৫
উপার্জন করা ও হালাল রুজী অন্বেষণ	৪০৭
সন্দেহজনক জিনিস হতে বেঁচে থাকা	৪১০
ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেনে শপথ করা	৪১১
সুদ প্রসঙ্গ	৪১২
ঋণের দ্বারা মুনাফাখোরীর হুকুম	৪১৪
ঋণের লেন-দেন যথাযথ করার প্রতি গুরুত্বারোপ	৪১৫
সত্যবাদী ও ন্যায়-নিষ্ঠ ব্যবসায়ীর ফযীলত	৪১৮
খিয়ানতকারী ব্যবসায়ীর প্রতি হুশিয়ারী	৪১৯
ধোকাবাজীর প্রতি হুশিয়ারী	৪১৯
জবর দখল করা	৪২০
জুলম বা অত্যাচারের শাস্তি মন্দ পরিণাম	৪২২
প্রকৃত নিস্ব, দেউলিয়া কে	৪২৪
মুসলমানের পরস্পরের সম্পর্কচ্ছেদ	৪২৪
হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা	৪২৬
বিশ্বাসঘাতকতা ও ধোকার নিন্দাবাদ	৪২৬
উত্তম ব্যবহার ও আত্মীয়তা বজায় রাখা	৪২৭
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে বাঁচার তাগিদ	৪২৯
মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ বা উত্তম ব্যবহার	৪৩০
মাতা-পিতার অবাধ্যচরণ করা	৪৩১
পিতা-মাতার মৃত্যুর পর (সন্তানের) কর্তব্য কি?	৪৩২
অহংকারের প্রতি হুশিয়ারী	৪৩৩
ঔদ্ধত্য ও অহংকার	৪৩৬
ক্রোধের অনিষ্টতা ও তার চিকিৎসা	৪৩৭

http://kitabbhubon.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
❁ জীব-জন্তুর ছবি আঁকা ও তোলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং কঠোর হুশিয়ারী	৪৩৯
❁ অছিয়্যাত (ওয়ারিশদের) ক্ষতি করা	৪৪১
❁ অন্যায় পক্ষপাতিত্বের বা সাম্প্রদায়িকতা থেকে নিষেধাজ্ঞা	৪৪২
❁ দ্বিমুখী স্বভাবের নিন্দাবাদ	৪৪৩
❁ মজদুরীর মজুরী (শ্রমিকের পাওনা) আদায় না করার উপর চরম হুশিয়ারী	৪৪৪
❁ ফিতনা-বিপর্যয়ের সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন	৪৪৫
❁ এই উম্মতের মধ্যেও ভূমি ধ্বস (আযাব) হবে	৪৪৬
❁ গীবত বা পরনিন্দা	৪৪৬
❁ বাপ-দাদা উল্লেখ করে গৌরব করার তীব্র নিন্দা	৪৪৭
❁ ফেরেশতা ও শয়তানের ছোঁয়া	৪৪৮
❁ ইবলিস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে	৪৪৯
❁ যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভালবাসেন অথবা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন	৪৫০
❁ লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট টাখনু গীরার নিচে পরিধানের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন	৪৫০
❁ প্রকৃত আমানতদারী ও ঈমানের নূর উঠে যাওয়া	৪৫৪
❁ আরাফার দিনের ফযীলত ও তাতে দোয়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা	৪৫৫
❁ সামান্য দুনিয়া অর্জনে তুষ্ট থাকা	৪৫৭
❁ ধন-সম্পদ প্রিয় হওয়া	৪৬১
❁ মদপানের প্রতি হুশিয়ারী	৪৬৩
❁ ইসলামে জিহাদ প্রসঙ্গ	৪৬৫
❁ প্রয়োজনীয় ও উপকারী নসিহতসমূহ	৪৬৮
❁ মূল্যবান অছিয়্যাত নামা	৪৭০
❁ হাশরের ময়দানে আলিমগণের সুপারিশ	৪৭১
❁ হাউজে কাউসারের বিবরণ	৪৭২
❁ সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া করার ফযীলত	৪৭৩
❁ কোমলতা ও নম্রতার ফযীলত	৪৭৫
❁ এই উম্মতের গুরুত্ব ও মর্যাদা	৪৭৬
❁ জান্নাত তরবারির ছায়াতলে	৪৭৯
❁ দুটি চোখের ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম	৪৭৯
❁ তীরন্দাযী শিখে ভুলে গেলে	৪৭৯
❁ শহীদের মৃত্যুকালীন ব্যথা না পাওয়া	৪৮০
❁ অল্প আমল নেকী বেশি	৪৮০

http://kitabbhubon.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْاَمِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ! فَهٰذِهٖ رِسَالَةٌ عَجِيْبَةٌ وَدُرَّةٌ فَرِيْدَةٌ غَرِيْبَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلٰى اَنْوَاعٍ كَثِيْرَةٍ مِّنْ اَحَادِيْثِ خَيْرِ الْاَنَامِ وَمُحْتَوِيَةٌ عَلٰى جُمَلٍ مُفِيْدَةٍ مِّنْ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ الْكِرَامِ وَاقْتَبَسْتُهٗ مِنْ كُتُبٍ - اَلْاَحَادِيْثُ الَّتِىْ صَنَّفَهَا الْعُلَمَاءُ الْعِظَامُ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ الْفَخَّامِ الْمَعْرُوْفِيْنَ بَيْنَ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ فَرَتَّبْتُهَا بِتَرْتِيْبٍ حَسَنٍ مُعْجِبٍ وَذَكَرْتُ بَعْدَ كُلِّ حَدِيْثٍ مِّنْهَا مَاْخَذَهٗ مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ فَجَاءَتْ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِحَيْثُ تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ وَتُرَوِّقُ قُلُوْبَ الطَّالِبِيْنَ تُفِيْدُ كُلَّ اَحَدٍ مِّنَ الطَّلَبَةِ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ سَيِّمَا تَشْتَدُّ اِلَيْهَا حَاجَةُ الْمُذَكِّرِيْنَ وَالْوَاعِظِيْنَ - سَمَّيْتُهَا بِفَيْضِ الْكَلَامِ لِسَيِّدِ الْاَنَامِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَجَعَلْتُهَا صَغِيْرَةَ الْجِسْمِ وَخَفِيْفَةَ الْحَمْلِ لِيَتَيَسَّرَ حَمْلُهَا فِى الْاَسْفَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا كُلْفَةٍ فَالْمَرْجُوُّ مِمَّنْ يُطَالِعُهَا وَيَنْتَفِعُ بِهَا وَلَوْ فِىْ حِيْنٍ مِّنَ الْاَحْيَانِ اَلَّا يَنْسَوْنَا مِنَ الدُّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ عِنْدَ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَاجْعَلْهَا ذَرِيْعَةً لِنَجَاةِ جَامِعِهَا وَكَاتِبِهَا وَنَاقِلِهَا وَقَارِبِهَا يَوْمَ الدِّيْنِ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

اَلْاَحْقَرُ

فَيْضُ اللّٰهِ عُفِىَ عَنْهُ

http://kitabbhubon.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালনকারী আল্লাহর জন্যই। অগণিত দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উম্ম ও বিশ্বস্ত রসূলের উপর, আরও বর্ষিত হোক তাঁর সমস্ত পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম, পুণ্যাত্মা বিবি ও তাঁর বংশধরগণের উপর।

এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপকারী এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী সমৃদ্ধ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সম্বলিত দূর্লভ মতি এবং একটি অভূতপূর্ব কিতাব। আমি এ কিতাবে বর্ণিত হাদীসসমূহকে পরিচিত, ব্যাপক পরিচিত বড় বড় আলিম মুহাদ্দিসগণের রচিত হাদীস গ্রন্থাবলী থেকে চয়নপূর্বক প্রত্যেক হাদীসের শেষে এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি। সবিশেষ প্রশংসা আল্লাহ পাকের যে, কিতাবটি পাঠকদের বিপুলভাবে আনন্দিত ও ছাত্র সমাজের হৃদয় আকর্ষণ করেছে। সকল শিক্ষার্থী ও আমলকারী আলিম সমাজের জন্য কিতাবটি খুবই উপকারী। বিশেষ করে উপদেশ দাতা ও বক্তাদের জন্য কিতাবটি খুবই প্রয়োজনীয়। আর এর নাম রেখেছি "ফয়জুল কালাম লি সাইয়্যিদিল আনাম" কোন প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা ছাড়াই সফরে যাতে এটি সাথে রাখা যায় এজন্য কিতাবটি ওজনে হাল্কা এবং আকৃতিতে ছোট করেছি। সুতরাং যারা এ কিতাব পাঠ করবে এবং যে কোন সময় এর থেকে উপকৃত হবে তাদের কাছে প্রত্যাশা এবং দাবী এটা যে, তারা যখন আল্লাহ পাকের নিকট নিজেদের জন্য দু'আ করবে তখন যেন আমাকে না ভোলে। (বরং আমার জন্যও এভাবে একটু দু'আ করে যে) হে আল্লাহ তা'আলা! আমাদের এই সামান্য খিদমত কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা এবং সম্যক অবহিত। হে রহমানুর রহীম! তুমি এ কিতাবকে তার সংকলক, লেখক, বর্ণনাকারী এবং পাঠকের জন্য কিয়ামতের দিন নাজাতের উসীলা হিসাবে মনোনীত কর। আমীন!

বিনয়াবনত

ফয়জুল্লাহ

http://kitabbhubon.com

كِتَابُ الْإِيْمَانِ

ঈমান পর্ব

اَلْإِيْمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَالْإِحْسَانُ

ঈমান, ইসলাম, ইহ্সান

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَايُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَايَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَامُحَمَّدُ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِسْلَامِ . قَالَ : اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَاَخْبِرْنِيْ عَنْ اَمَارَاتِهَا. قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ اِنْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِيْ يَاعُمَرُ اَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَعَ اِخْتِلَافٍ وَفِيْهِ وَاِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ فِيْ خَمْسٍ لَايَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَرَأَ "اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَاتَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - مِشْكٰوة ص١١)

http://kitabbhubon.com

(১) অর্থঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম; এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় ও কাল কুচকুচে চুলবিশিষ্ট এক লোক আমাদের নিকট আবির্ভূত হলেন। তার মধ্যে (আগন্তুকের ন্যায়) ভ্রমণের কোন চিহ্নও দেখা যাচ্ছিল না, অথচ আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতেও পারছিল না। (স্থানীয় হলে আমরা তাঁকে অবশ্যই চিনতাম।) এমনকি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বসে পড়লেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই হাটুর সাথে হাটু মিশিয়ে এবং দুই হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন– (ইসলাম কি?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর প্রদান করলেন: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রসূল এ ঘোষণা করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে– যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হও, এটাই হল ইসলাম। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন! তাঁর আচরণে আমরা আশ্চর্য বোধ করলাম– (অজ্ঞ লোকের ন্যায়) প্রশ্ন করছেন আবার (বিজ্ঞের ন্যায়) এর সমর্থনও করছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: আমাকে বলুন ঈমান কাকে বলে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর বললেন: আল্লাহতে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর নবী রসূলগণে ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং তাকদীর– এর ভালতে ও মন্দতে বিশ্বাস করবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। এখন আমাকে বলুন ইহ্সান কাকে বলে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ পাকের ইবাদাত ঐরূপে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না-ও পাও, তাহলে (মনে করবে যে) তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমাকে বলুন! কিয়ামত সম্বন্ধে, (তা কবে হবে?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসুর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানেন না। (আমি আপনার চেয়ে অধিক জানি না) তিনি বললেন, তবে তার নিদর্শনসমূহ আমায় বলে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাঁদী আপন মনিবকে প্রসব করবে এবং (এককালের) নাঙ্গা পা, নাঙ্গা শরীর, দরিদ্র, মেষ চালকদের (পরবর্তীকালে) দালান কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে! হযরত উমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর লোকটি চলে গেল। এরপর আমি দীর্ঘ সময় (অন্য বর্ণনায় তিন দিন) অতিবাহিত করলাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উমর! জানো প্রশ্নকারী লোকটি কে? আমি বললাম, না (ইয়া রসূলাল্লাহ) আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলই তা অধিকতর জ্ঞাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি হচ্ছেন হযরত জিব্রীল (আঃ)। তোমাদিগকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদের নিকট এসেছিলেন। ইমাম মুসলিম এটা হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে তা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও

http://kitabbhubon.com

বর্ণিত আছে এবং তাতে আছে– যখন নাঙ্গা পা, নাঙ্গা শরীর ও মুক-বধিরগণকে (তথা অযোগ্য) লোকদিগকে দেশের রাজা বা শাসক হতে দেখবে এবং কিয়ামত সে পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্গত যা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ অবগত নন। অতঃপর তিনি (প্রমাণস্বরূপ কুরআনের এই আয়াতটি) তিলাওয়াত করলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানেনা আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-পৃষ্ঠা ১১)

ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্নকারী হযরত জিব্রীল (আঃ) ছিলেন বলে এই হাদীসকে "হাদীসে জিব্রীল" বলা হয়। যেহেতু এতে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে, সেহেতু একে 'উম্মুস সুন্নাহ' বা 'উম্মুল আহাদীস'ও বলা হয়। যেভাবে সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' বলা হয়। সেভাবে কলেমার ঘোষণা ও নামায-রোযা প্রভৃতি পাঁচটি জিনিসকে ইসলাম বলা হয়েছে। এর অর্থ হল– এই পাঁচটি বিষয় ইসলামের প্রধান অংগ। অন্যথায় জীবনের পূর্ণ কর্মসূচীর নামই ইসলাম।

ঈমান ঃ আরবী ভাষায় ঈমান শব্দের সাধারণ অর্থ– বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা, বক্তাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেয়া। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের অর্থ– হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের নিকট যা পৌছিয়েছেন তাতে বিশ্বাস বা তাঁকে এ ব্যাপারে সত্যবাদী বলে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া। আল্লাহতে বিশ্বাস, ফিরিশতাগণকে বিশ্বাস, আল্লাহর কিতাবসমূহে বিশ্বাস, নবী রসূলগণে বিশ্বাস এবং পরকালে ও তাকদীরে বিশ্বাস এর প্রধান অংগ।

ইসলামঃ ইসলাম اَلْإِسْلَامُ শব্দের মূল سَلَمٌ সলম অর্থ–শান্তি, স্বেচ্ছায় কারো অনুগত হওয়া, বিনা আপত্তিতে কারো আদেশ-নিষেধ মেনে নেয়া। শরীয়তে ইসলামের অর্থ স্বেচ্ছায় আল্লাহর অনুগত হওয়া বা বিনা আপত্তিতে জীবনের সর্বব্যাপারে তাঁর আদেশ নিষেধকে মেনে নেয়া। **পঞ্চম স্তম্ভ**– কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এর প্রধান অংগ।

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য ঃ উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল যে, ঈমান অন্তরের বিশ্বাস বা আস্থার নাম। আর ইসলাম বাহ্যিক আমল বা কার্যের নাম। ইলমে কালামে যে বলা হয়েছেঃ ঈমান ও ইসলাম এক ও অভিন্ন– এর অর্থ এই যে প্রকৃত মুমিন মাত্রই মুসলিম এবং প্রকৃত মুসলিম মাত্রই মুমিন। ইসলাম ঈমানের-ই ফল।

ইহসানের অর্থঃ ইহসান শব্দের আভিধানিক অর্থ– অন্যের উপকার করা, কোন কাজকে উত্তমরূপে ও নিখুঁতভাবে সম্পাদন করা। শরীয়তে এর অর্থ ইবাদতে একাগ্রতা বা গভীরভাবে এতে মনোনিবেশ করা যাতে তা নিখুঁত হয়। ইহ্সানের দুটি স্তর রয়েছে। শ্রেষ্ঠ স্তর হচ্ছে– আল্লাহর ইবাদাত এভাবে করা যেন সে আল্লাহকে দেখছে। যখন মানুষের এ অবস্থা হয় তখন তার ইবাদাতে একাগ্রতা বা তন্ময়তার অবধি থাকে না। সে একেবারে ভাবের দরিয়ায় ডুবে যায়। সুফীগণ একে 'মুশাহাদা' বা 'ইস্তিগরাক' বলেন। এ অবস্থায় পৌছুতে না পারলে অন্তত মনে করবে যে, আমি না দেখলেও নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে দেখছেন। এ অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় ন্যূন হলেও এতেও তন্ময়তা না এসে পারে না। সুফীগণ এ প্রকারকে 'মুরাকাবা' বলে থাকেন। এটা

http://kitabbhubon.com

ইহ্সানের দ্বিতীয় স্তর। ইবাদাতে ইখলাস ও একাগ্রতার প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এই হাদীসে ইহ্সান শব্দের অবতারণা করা হয়েছে।

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص ١٢)

(২) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে। তার শ্রেষ্ঠটি হল আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই– এই ঘোষণা করা এবং নিম্নতমটি হল পথ হতে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারিত করা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ (ক) ঈমানের শাখা এখানে সত্তরের বেশী বলা হয়েছে। অপর এক হাদীসে ষাটের উপরের কথাও বর্ণিত আছে। এর অর্থ এই যে, ঈমানের বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এখানে মাত্র দুটি সীমাই বর্ণিত হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রঃ) বলেছেন, ঈমানের চারটি অর্থ রয়েছে। এক অর্থে প্রত্যেক ভাল কাজকেই ঈমান বলা হয় এবং পরকালের মুক্তি এর উপর নির্ভরশীল। (খ) লজ্জাশীল ব্যক্তি অশ্লীল কাজ করতে পারে না। এজন্য একে ঈমানের বিশেষ বা বড় শাখা বলা হয়েছে।

ঈমানের শাখার বর্ণনা ঃ ঈমানের মোট ৭৭টি শাখা। এর মধ্যে ৩০টি অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। ৭টি মুখের সাথে সংশ্লিষ্ট, ৪০টি অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট।

অন্তর সংশ্লিষ্ট ৩০টি শাখা ঃ ১। আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ২। আল্লাহ পাক ব্যতিরেকে বাকী সব মাখলুক ও ধ্বংসশীল এ বিশ্বাস করা, ৩। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা, ৪। আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন, ৫।সমস্ত পয়গম্বরদের প্রতি ঈমান আনয়ন, ৬। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন, ৭। কিয়ামতের দিবসের উপর ঈমান আনয়ন, ৮। জান্নাতকে বিশ্বাস করা, ৯। জাহান্নামকে বিশ্বাস করা, ১০। আল্লাহর সহিত ভালবাসা রাখা, ১১। আল্লাহকে সন্তুষ্টি কল্পে কাউকে ভালবাসা ও আল্লাহকে সন্তুষ্টিকল্পে কারো উপর অসন্তুষ্টি হওয়া, ১২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ভালবাসা রাখা, ১৩। ইখলাছ, ১৪। তওবা, ১৫। ভয়, ১৬। আশা, ১৭। লজ্জাশীলতা, ১৮। শোকর, ১৯। অঙ্গীকার পূরণ করা, ২০। ধৈর্য্যধারন করা, ২১। বিনয়, ২২। মাখলুকের উপর দয়া ও স্নেহ, ২৩। আল্লাহর ফয়সালার উপর রাজী হওয়া, ২৪। তাওয়াক্কুল করা, ২৫। স্বৈরাচারিতা বর্জন করা, ২৬। বিদ্বেষ বর্জন করা, ২৭। অহংকার বর্জন করা, ২৮। গোস্বা পরিহার করা, ২৯। কু-অভ্যাস পরিহার করা, ৩০। দুনিয়ার মহব্বত পরিহার করা।

যবান সংশ্লিষ্ট ৭টি শাখা ঃ ৩১। কলেমা তাওহীদ পাঠ করা, ৩২। কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, ৩৩। ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা, ৩৪। ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া, ৩৫। দুয়া করা, ৩৬। যিকির করা, ৩৭। বেহুদা ও নিষিদ্ধ কথাবার্তা হতে বেঁচে থাকা।

অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংশ্লিষ্ট ৪০টি শাখাঃ ৩৮। পবিত্রতা অর্জন করা, ৩৯। নামায কায়েম করা, ৪০। সদকা আদায় করা, ৪১। রোজা রাখা, ৪২। নিজের দ্বীন রক্ষার্থে কোথাও পালিয়ে যাওয়া, ৪৩। ইতিকাফ করা, ৪৪। হজ্ব করা, ৪৫। মান্নত পূরণ করা,

http://kitabbhubon.com

৪৬। কসমের প্রতি খেয়াল রাখা, ৪৭। কাফফারা আদায় করা, ৪৮। সতর ঢেকে রাখা, ৪৯। কুরবানী করা, ৫০। ঋণ পরিশোধ করা, ৫১। লেন-দেনে ন্যায়-নীতি বজায় রাখা ও শরীয়ত বিরোধী কাজ হতে বেঁচে থাকা, ৫২। সত্য সাক্ষ্য দেয়া, ৫৩। কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা, ৫৪। বিবাহ করে পবিত্রতা বা সতীত্ব অর্জন করা, ৫৫। পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা, ৫৬। মাতা-পিতার খিদমত করা ও তাদের কষ্ট না দেয়া, ৫৭। সন্তানাদি লালন-পালন করা, ৫৮। আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা, ৫৯। মনিবের অনুগত হওয়া, ৬০। বিচারে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করা, ৬১। মুসলিম জামাতের অনুসরণ করা, ৬২। শাসকদের অনুসরণ করা, ৬৩। মানুষের মাঝে সংশোধন করে দেয়া, ৬৪। ভাল কাজে সাহায্য করা, ৬৫। সত্য কথা বলা, ৬৬। মন্দ কথা হতে নিষেধ করা, ৬৭। দন্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করা, ৬৮। আমানত আদায় করা, ৬৯। অভাবী বা বিপদের সম্মুখীনকে ধার দেয়া, ৭০। সন্তোষজনক মুআমিলা করা, ৭১। প্রতিবেশীর সহিত সুন্দর ব্যবহার করা, ৭২। মাল যথাস্থানে খরচ করা, ৭৩। সালামের জবাব দেয়া, ৭৪। হাঁচি দাতার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা, ৭৫। বেহুদা খেল-তামাশা হতে বেঁচে থাকা, ৭৬। মানুষের ক্ষতি না করা, ৭৭। কষ্টদানকারী জিনিস রাস্তা হতে অপসারণ করে দেয়া।

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَايَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَا نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ ١٢)

(৩) অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন রয়েছে তাঁর কসম, এই উম্মতের যে কেউ ইহুদী হোক বা খৃষ্টান আমার নবুওয়াতের কথা শুনবে, অথচ যা সহকারে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মরে যাবে সে নিশ্চয়ই দোযখী হবে। (মুসলিম, মিশকাত– ১২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ উম্মত ঐ দলকে বলে যাদের প্রতি কোন পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন, এদের মধ্যে যারা পয়গম্বরের আহবানে সাড়া দিয়েছে তাদেরকে বলে 'উম্মাতে ইজাবাত'। আর যারা সাড়া দেয়নি তাদেরকে বলে 'উম্মাতে দাওয়াত'। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন থেকে কিয়ামতাবধি সকল মানবই তাঁর উম্মত। মুসলমানগণ 'উম্মাতে ইজাবাত' আর অমুসলমানগণ 'উম্মাতে দাওয়াত'। কারণ তিনি সকলের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন এবং বিশ্বনবী হিসেবে সকলকেই তিনি দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন।

(٤) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ ١٢)

(৪) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ (কামেল) মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষ হতে প্রিয়তম হই। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ১২ পৃষ্ঠা)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যা ঃ ভালবাসা দুই প্রকার। স্বাভাবিক ও যৌক্তিক। স্বাভাবিক ভালবাসা স্বভাব প্রসূত যা মানুষের ক্ষমতাধীন নয়। আর যৌক্তিক ভালবাসা বিবেকপ্রসূত। যা মানুষের ক্ষমতাধীন। যথা– এক ব্যক্তি কোন একটি খাওয়ার জিনিস তার পুত্র যাকে সে প্রকৃতিগতভাবে ভালবাসে, তাকে না দিয়ে পিতার ইহসানের কথা স্মরণ করে বা কর্তব্যবোধে বাধ্য হয়ে পিতাকেই দিল। এতে সে বিবেকসঙ্গত ও যৌক্তিকভাবে পিতাকেই ভালবাসল। হাদীসে এ প্রকার ভালবাসাই উদ্দেশ্য। আর কারো যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রকৃতিগত ভালবাসাই জন্মে যায়, তবে তাতো অতি বড় সৌভাগ্যের কথা।

اٰثَارُ الْاِيْمَانِ

ঈমানের নিদর্শনাবলী

(٥) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً ـ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ ١٢)

(৫) অর্থঃ হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন আব্দুল মুত্তালিব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে-ই ঈমানের স্বাদাস্বাদন করেছে যে আল্লাহকে পালনকর্তা, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে। (মুসলিম, মিশকাত–১২)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ সন্তুষ্টিচিত্তে আল্লাহ তায়ালাকে নিজের মালিক জানা এবং তার উপর রাজী হওয়া, তার হুকুমের উপর রাজী হওয়া এবং তাঁর বন্দেগী করা, ইসলামকে নিজের দ্বীন ধার্য করা ও যা কিছু এতে আছে তা কার্যে পরিণত করা ও মহানবীকে সন্তুষ্টিচিত্তে রসূল জানা ও তাঁর আনুগত্য করা, এসব প্রকৃতপক্ষে ঈমানের নিদর্শন।

(٦) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ ١٤)

(৬) অর্থঃ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসবে অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে কারো সাথে শত্রুতা রাখবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করবে অথবা আল্লাহর ওয়াস্তেই দান-খয়রাত থেকে বিরত থাকবে; সে তার ঈমান পূরণ করে নিল। (আবু দাউদ, মিশকাত–পৃষ্ঠা ১৪)

ব্যাখ্যাঃ উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তার সমস্ত কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করল, অন্য উদ্দেশ্যে নয় ও প্রবৃত্তি পূরণের জন্যও নয়, সে তাহলে নিজের ঈমান পরিপূর্ণ করে নিল। চারটি খাছ করার উদ্দেশ্য হল এই যে, একাজগুলি বহু কষ্টে আল্লাহর ওয়াস্তে হয়ে থাকে। যখন এই চার কাজে ইখলাস পয়দা হবে তখন অন্যান্য কাজেও পয়দা হয়ে যাবে ও সে কামিল মুমিন হবে।

http://kitabbhubon.com

(৭) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْاِثْمُ قَالَ اِذَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ شَيْئٌ فَدَعْهُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ ١٦)

(৭) অর্থঃ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করল হুযূর! ঈমান কি? (অর্থাৎ ঈমানে বিশুদ্ধতার পরিচয় কি?) হুযূর বললেনঃ যখন তোমার সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎ কাজ তোমাকে পীড়া দিবে, তখন তুমি (বিশুদ্ধ) মুমিন। সে পুণরায় জিজ্ঞাসা করল, হুযূর! অসৎকাজ (গোনাহ) কি? হুযূর বললেনঃ যখন কোন কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে তখন (মনে করবে যে তা অসৎ কাজ এবং) তা ছেড়ে দিবে। (আহমাদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৬)

ব্যাখ্যাঃ সৎ লোকদের অবস্থা যে, অসৎ কাজ তার মনে খটকায় কিন্তু অন্তর এর উপর স্থায়ী হয় না। কিংবা এই অর্থ যে কোন জিনিস অন্তরে দুরু দুরু ভাব পয়দা করে এবং তা বর্জন করাতে সতর্কতা মনে হয় তবে তা বর্জন করে দিবে, আর কোন জিনিসে সংশয় পয়দা হলে এবং তা করতে সতর্কতা মনে হলে তা করে ফেলবে যাতে গোনাহে লিপ্ত না হতে হয়। (মিরকাত, মাযাহের)

(٨) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَايُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ ١٢)

(৮) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি জিনিস এমন যে ব্যক্তির মধ্যে সেগুলি আছে সে-ই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে- (১) যার নিকট আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল এতদুভয় ব্যতীত সকল ও সবকিছু থেকে প্রিয়তম। (২) যে ব্যক্তি কাউকে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসে (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক তাকে কুফর হতে নাজাত দেয়ার পর পুণরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করে যেভাবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-পৃষ্ঠা ১২)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে আছে, জান্নাতে ইয়াকুতের খুঁটি ও স্তম্ভের উপর মহামূল্যবান অলংকারের বানানো বালাখানা হবে যার দরজা উন্মুক্ত থাকবে এবং তা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় চমকাতে থাকবে, সাহাবারা বললেন, ঐরূপ বালাখানায় কারা বাস করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা আল্লাহর ওয়াস্তে আপোষে মহব্বত রাখত ও আল্লাহর ওয়াস্তে মিলেমিশে থাকত ও আল্লাহর ওয়াস্তে দেখা সাক্ষাত রাখত। (বায়হাকী)

http://kitabbhubon.com

(٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو وقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ (رَوَاهُ شَرْحُ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة ص ٣٠)

(৯) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অধীন হয়। (শরহে সুন্নাহ, মিশকাত- ৩০)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যতক্ষণ আকীদা, ইবাদাত, মুয়ামিলার মধ্যে নিজের প্রবৃত্তি শরীয়তের অধীন না হবে ততক্ষণ সে কামেল মুমিন হতে পারবে না। বস্তুত কু-প্রবৃত্তি বিদূরিত হয়ে নূরানী গুণে গুণান্বিত হওয়া এটা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অবস্থা, যা নৈকট্যশীল ও কামেলদের মাঝে পাওয়া যায়। আর যদি শরীয়তে মুহাম্মাদীয়ার আদৌ অনুসরণকারী না হয় বরং যদি অস্বীকার করে তবে মূল ঈমানই থাকবে না।

(١٠) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثٌ مِّنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَاتُكَفِّرُهٗ بِذَنْبٍ وَلَاتُخْرِجُهٗ مِنَ الْاِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَّالَ لَايُبْطِلُهٗ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ ـ (اَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة ص١٧)

(১০) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি বিষয় হচ্ছে ঈমানের বুনিয়াদী বিষয়সমূহের অন্তর্গত– (১) যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমা পড়েছে, তার প্রতি আক্রমণ করা হতে বিরত থাকা; কোন গোনাহর দরুণই তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করবে না ও কোন আমলের কারণে তাকে ইসলাম হতে বহিস্কার করে দিবে না (যাবত না সে স্পষ্ট কুফরী কাজ করে)। (২) জিহাদ যেদিন হতে আল্লাহ আমাকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, সেদিন হতে এ উম্মতের শেষ লোকেরা দাজ্জালের সহিত জিহাদ করা পর্যন্ত উহা চলতে থাকবে, কোন অবিচারী শাসকের অবিচার বা কোন সুবিচারী হাকীমের সুবিচার জিহাদকে বাতিল করতে পারবে না এবং (৪) তাকদীরে বিশ্বাস। (আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭)

ব্যাখ্যা ঃ মুনাফিকরা মনে করত যে, ইসলামী হুকুম কয়েক দিনের। নবীর মৃত্যুর পর জিহাদও বন্ধ হবে, হুকুমাতও শেষ হবে। নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ ধারণার প্রতিবাদে বলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ ফরজ থাকবে, কোন সময়ই তা বন্ধ করা আমার উম্মতের পক্ষে জায়িয হবে না। চাই ইসলামী হুকুমাতের নেতা জালিম হোক বা ন্যায়পরায়ণ হোক। সুতরাং ইসলামী হুকুমাত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। (তা'লীক্ব) যখন মুসলমানরা এ ফরয বর্জন করবে তখন তাদের অবস্থা কি হবে এটা হতে তা সহজেই বুঝা যায় এবং একথাও বুঝা যায় যে, সব সময়ই মুসলমানদের পক্ষে জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা ফরয। উম্মতের শেষ মুজাহিদ বলতে হযরত ঈসা (আঃ)।

http://kitabbhubon.com

(١١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَاَنَّهٗ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهٖ فَقَالَ لَهٗ هٰكَذَا اَیْ بِيَدِهٖ فَذَبَّهٗ عَنْهُ (بُخَارِی، مِشْكٰوة ص٢٠٦)

(১১) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ মুমিন নিজের গোনাহকে এরূপ মনে করে, যেন সে কোন পাহাড়ের নীচে বসা, যা সে তার উপর ভেঙ্গে পড়ার আশংকা করে। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তি আপন গোনাহকে দেখে যেন একটি মাছি তার নাকের উপর বসল। আর সে আপন হাতের ইংগিতে তাকে তাড়িয়ে দিল। (বুখারী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২০৬)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে হে লোক সকল! তোমরা বহু এমন কাজ কর যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুল অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং হাল্কা কিন্তু তা আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইরশাদ করেছেনঃ নিজেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোনাহ হতে দূরে রাখবে, কেননা আল্লাহর পক্ষ হতে এর উপরও পাকড়াও হবে।

اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ
তাকদীরে বিশ্বাস করা

(١٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ وَحَتّٰى يَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَهٗ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهٗ وَاَنَّ مَا اَخْطَاَهٗ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهٗ ـ (اَلتِّرْمِذِیُّ ص٣٧ ج ٢)

(১২) অর্থঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ততক্ষণ কোন বান্দা পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না সে তাকদীরের ভাল মন্দের উপর বিশ্বাস করে এবং ততক্ষণ কোন বান্দা পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না সে নিশ্চিত না জানবে যে (নিয়ামত বা মুসিবত) তার কাছে পৌছেছে তা তার কাছে না পৌছার ছিল না, ও যা তার নিকট পৌছেনি তা তার নিকট পৌছার ছিল না। (তিরমিযী-৩৭)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেন, উল্লেখিত হাদীসে অল্পে তুষ্টি, তাওয়াক্কুল এবং বিপদে ধৈর্য্যধারণ করার উপর উৎসাহ দান করা হয়েছে।

(١٣) عَنْ اَبِیْ خُزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِیَّ ﷺ فَقَالَ اَرَاَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقٰةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِیَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، تِرْمِذِیُّ، مِشْكٰوة ص٢٢)

(১৩) অর্থঃ হযরত আবু খুযামা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির

http://kitabbhubon.com

হয়ে বললো, হুযূর! রোগে আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি, বা কোন ঔষধি দ্বারা ঔষধ করে থাকি অথবা কোন উপায়ে আমরা যে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করি তা কি তাকদীরের কিছু প্রতিরোধ করতে পারে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের এ সব চেষ্টাও আল্লাহর (নির্ধারিত) তাকদীরের অন্তর্গত। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত-২২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যিনি রোগ ধার্য করেছেন, ঔষধ ইত্যাদি দ্বারা তার প্রতিষোধকও তিনি ধার্য করেছেন, মাধ্যম অবলম্বন করা তাকদীরের পরিপন্থী নয়, আর যে ব্যক্তি ঔষধ সেবন করল কিন্তু কোন উপকার পেল না তাহলে সে যেন জেনে নেয় যে ঐ ঔষধ দ্বারা তার সবল হওয়া নির্ধারিত ছিল না। মন্ত্র হলো- যা পাঠ করে দম দেয়া হয় বা গলা বা বাজুতে লটকিয়ে দেয়া হয়। উহার হুকুম হলো- যদি কুরআন হাদীসের দুআ বা আল্লাহর নাম ও ছিফাতের সাথে হয় ও তাকে প্রকৃত ক্রিয়াকারী মনে না করে তাহলে দুরস্ত আছে। নতুবা হারাম। আর যে মন্ত্র বা তাবীজ এমন ভাষায় হয় যা বোধগম্য হয় না ও অস্পষ্ট হয় তা ব্যবহার করাও শরীয়তে জায়েয নেই। (মিরকাত)

(١٤) عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهٗ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الخ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٠)

(১৪) অর্থঃ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার দোযখের বা বেহেশতের ঠিকানা লিখে রাখা হয়নি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন হুযূর! তাহলে আমরা কি আমাদের সে লেখার উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দিব না? হুযূর বললেন, (না) আমল করতে থাক। কেননা প্রত্যেকের জন্য তা সহজ করা হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে সৌভাগ্যবান তার জন্য নেকীর কাজ সহজ হয় আর যে দুর্ভাগ্যবান তার জন্য বদীর কাজ সহজ হয়। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এর প্রমাণে কুরআনের এই আয়াত) পাঠ করলেন- فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الخ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দান করেছে, অন্যায় হতে পরহেয করেছে এবং ভাল কথায় (ইসলামে) সমর্থন জানিয়েছে- (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ২০ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবাবের সারাংশ এই যে, তাকদীর পূর্বে লিখে রাখার জন্য তা আমল বর্জন করার মাধ্যম হতে পারে না। বরং

http://kitabbhubon.com

আমলকে সফলতা ও বিফলতার প্রতীক ধার্য্য করেছেন এবং এটাও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। জানতে হবে ভালভাবে যে লেখা অনুপাতেই আমরা আমল করতে বাধ্য নই বরং আমরা সামনে যা করবো আল্লাহ পাক জানেন তাই লিখে রেখেছেন, করবো অনুপাতে লেখা, লেখা অনুপাতে করা নয়। প্রকাশ থাকে যে আমল ব্যতিরেকে তাকদীরের উপর ভরসা করা এই উদাহরণ দ্বারা অনুধাবন করা যায় যে, কোন এক ব্যক্তি নৌকাটি উল্টিয়ে দিল তখন ঐ লোক পানিতে পড়ে ডুবতে থাকে, এখন সে ইয়াকীনের সাথে একথা বলতে পারে না যে, সে ডুবে মারা যাবে, না কি জীবিত সহী-সালামতে কিনারায় উঠে আসতে পারবে। ঐ অবস্থায় তার স্বভাবে আপনাতেই একথা পয়দা হয়ে যায়, ভাগ্যে মরা থাকুক বা বাঁচা, আমার দায়িত্ব হল হাত-পা মেরে বাঁচার চেষ্টা করি। অনুরূপভাবে দুনিয়ার জীবন সাগরেও নিজকে বাঁচানোর জন্য আমলী হাত-পা মারা স্বভাবগত হওয়া উচিত।

(١٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ كَمَا تَنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص ٢١)

(১৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক সন্তানই ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা (নিজেদের সংশ্রব দ্বারা) তাকে ইহুদী করে দেয় বা নাসরানী করে দেয় অথবা অগ্নি উপাসক করে দেয়। যেভাবে পশু পূর্ণাঙ্গ পশুই প্রসব করে, তাতে তোমরা কোন কান কাটা দেখ কি? (দেখ না! অতঃপর মানুষ তার কান কেটে, নাক ছিদ্র করে বিকলাঙ্গ করে দেয়।) অতঃপর (এর প্রমাণে এই আয়াতটি) পাঠ করলেন– فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ["আল্লাহর ফিত্‌রাত" যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (তার উপর তোমরা ঠিক থাকবে)। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল সোজা মজবুত দ্বীন।]

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত–২১ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ "ফিতরাত" শব্দের আভিধানিক অর্থ– ফাড়া, নতুন সৃষ্টি করা। সৃষ্টি করা। কিন্তু এখানে ইহার অর্থ– দ্বীন বা সত্য কবুল করার যোগ্যতা। সকল মানব সন্তানই এই যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যদি তাদের পরিবেশ তাদেরকে অন্য পথে পরিচালিত না করত, তাহলে সকলেই কবুল করত। আর সে সত্য হচ্ছে ইসলাম। এই মূল যোগ্যতার কখনও পরিবর্তন হয়না– আয়াতে এটাই বুঝাচ্ছে। এজন্যই মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ না করলে আল্লাহর নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

http://kitabbhubon.com

اَلتَّشْدِيْدُ فِى الْخَوْضِ فِى الْقَدْرِ

তাকদীর সম্পর্কে অধিক অনুসন্ধান করা হতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা

(١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتّٰى اِحْمَرَّ وَجْهُهٗ حَتّٰى كَاَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَنَازَعُوْا فِيْهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٢)

(১৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বের হয়ে আমাদের নিকট এলেন, আমরা তখন তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। এটা দেখে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপর এত রাগান্বিত হলেন যে, রাগে তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল যেন তাতে আনারের দানা নিংড়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদর কি এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা আমি কি এই নিয়েই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্বকালের লোকেরা ধ্বংস হয়েছে যখনই তারা,এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। আমি তোমাদের কসম দিয়ে বলছি, পুনঃ কসম দিয়ে বলছি– সাবধান! এ নিয়ে কখনও বিতর্কে লিপ্ত হয়োও না। (তিরমিযী, মিশকাত–২২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মুফতী রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী (রঃ) বলেনঃ যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকদীর এর ব্যাপারে অধিক অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়াকে নিষেধ করেছেন, অর্থাৎ এতে মনোনিবেশ করা ও দলীল দ্বারা প্রমাণ করা ও জ্ঞানের অশ্ব চালানো অনুচিত। উহার প্রকৃত রূপ বিকশিত হওয়া অসম্ভবের কাছাকাছি। তাই তাকদীরে বেশী গবেষণায় মগ্ন হওয়ার ফলাফল এটা যে মানুষ জাবারিয়া বা কাদারিয়া হয়ে যায়। তাই প্রত্যেকের উচিৎ তাকদীরের উপর ঈমান আনা ও আল্লাহর রসূল ঐ ব্যাপারে যে পথ নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা, এর প্রকৃত বিষয়ের ইলম না হলেও সওয়াব ও শাস্তি দেয়া তার ইচ্ছাধীন, এর তিনি মালিক। মালিক তার মালিকানায় যেভাবে খুশী হস্তক্ষেপ করতে পারে। যদি তিনি শাস্তিও দেন তথাপি যুলূম হবে না, কেননা যুলুম যখন অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা হবে তখন হবে। মোটামুটি বান্দা সম্পূর্ণ বাধ্যও নয় তার কাজে আবার স্বাধীনভাবে ক্ষমতা এর অধিকারীও নয় বরং তার প্রচেষ্টাও ইচ্ছা করার ক্ষমতা আছে। উদাহরণত নামায পড়া না পড়া ইচ্ছাধীন যদি পড়ে সওয়াব পাবে, আর না পড়লে শাস্তি পাবে তার স্বাধীনতা থাকায় তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য নামায ছেড়ে দেয়াই যথেষ্ট। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ হওয়ার কারণ হল তাকদীর আল্লাহর গোপন রহস্যের অন্তর্গত, তাই আল্লাহর ভেদ তালাশ করা নিষেধ। অতএব তাকদীরের মূল ব্যাপার উদঘাটনের পিছনে লেগে যাওয়া নিষেধ। (কাওকাবে দুররী ২য় খণ্ড) (কাওকাবে দুররী ২য় খন্ড ৪৪ পৃষ্ঠা)

http://kitabbhubon.com

وَعِيْدُ الْقَدْرِيَّةِ وَالْمُرْجِيَّةِ

কাদারিয়া ও মুরজিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে হুঁশিয়ারী

(١٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِىْ لَيْسَ لَهُمَا فِى الْاِسْلَامِ نَصِيْبٌ اَلْمُرْجِئَةُ وَالْقَدْرِيَّةُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٢)

(১৭) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের দুই ধরনের লোকের ইসলামে কোন অংশ নেই। মুরজিয়া ও কাদারিয়া। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ আলিমের মতে জাবারিয়াগণকেই মুরজিয়া বলা হয়। জাবারিয়াগণ বলে বান্দার কাজের উপর বান্দার কোনই ক্ষমতা নেই, মানুষ আল্লাহর হাতে একেবারেই যন্ত্রের ন্যায়। কাজের সম্বন্ধ বান্দার দিকে হওয়া ঠিক তেমন যেমন কাজের সম্বন্ধ করা পাথর ও জড় পদার্থের দিকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে এই দল ও মত ভ্রান্ত।

"কাদারিয়া" দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সব লোক যারা তাকদীরে বিশ্বাস করে না। মানুষের কাজের স্রষ্টা মানুষই, মানুষ তার কাজে পূর্ণ স্বাধীন। এই মতাদর্শে মু'তাযিলা ও রাফেজীরা অন্তর্ভুক্ত। হাদীছের বাহ্যিক দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় এই উভয় দল কাফির। কিন্তু উলামাদের নির্বাচিত মতামত হলো কাফির নয় বরং ফাসিক। কেননা এরা কুরআন হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ করে ও অভিনব ব্যাখ্যা করে নিজেদেরকে কুফরী হতে বাঁচিয়ে রাখে। তাই এ হাদীছ ধমক ও হুশিয়ারীর জন্য। কিন্তু বিশ্লেষকদের নিকটে ঐ দু'দলের ব্যাপারে কুফরীর হুকুম। (মাজাহের, মিরকাত) এই দুই দলের মধ্যে অতিরঞ্জিত ও শিথিলতা আছে– এই অতিরঞ্জিত ও শিথিলতার মাঝামাঝিই সঠিক পথ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। যা জাফর সাদিকের উক্তির অনুকূলে– বান্দা আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে একেবারে বাধ্যও না আবার সর্বভাবে তার কাজে স্বাধীনও না বরং আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে বান্দাকে ইচ্ছাও অর্জনের সুযোগ দেয়া হয়েছে যার উপর তাকে সওয়াব বা শাস্তি দেয়া নির্ভরশীল।

(١٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقَدْرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ ـ
(رَوَاهُ اَحْمَدُ، اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٢٢)

(১৮) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কাদারিয়াগণ হচ্ছে এ উম্মতের মাজুসী। সুতরাং যদি পীড়িত হয় তাদের দেখতে যেও না, মারা গেলে তাদের জানাযায় হাযির হয়ো না। (আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত–২২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ এ উম্মতের মাজুসী– মাজুসীরা যেমন একাধিক স্রষ্টা মানে, কাদারিয়ারা তেমনই একাধিক খালেক মেনে থাকে। আল্লাহ আর মানুষ। এরা বলে আল্লাহ পাক জগতের খালেক আর বান্দা তথা মানুষ নিজের কাজের খালেক।

http://kitabbhubon.com

(١٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذَالِكَ فِى الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدْرِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٢٢)

(১৯) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি আমার উম্মতের মধ্যেও খাসফ ও মাসখ রূপ শাস্তি হবে, তবে ইহা তাকদীরে অবিশ্বাসীদের মধ্যেই হবে। (আবু দাউদ, মিশকাত-২২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ "খাসফ" অর্থ জমিনে ধসিয়ে দেয়া, জমিনে অদৃশ্য করে দেয়া, আর মাসখ অর্থ- আকার পরিবর্তন করে দেয়া; এদুটি শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে হয়েছিল এবং এ উম্মতের মধ্যে যদি হয় তাহলে তাকদীরে অবিশ্বাসী কাদারিয়াদের মধ্যেই হবে। কারো কারো মতে এটাই এ হাদীসের মর্ম।

(٢٠) عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُجَالِسُوْا اَهْلَ الْقَدْرِ وَلَاتُفَاتِحُوْهُمْ (رَوَاهُ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٢٢)

(২০) অর্থঃ হযরত উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কাদারিয়াদের সঙ্গে ওঠা-বসা করো না এবং তাদেরকে হাকিম বা সালিস নিযুক্ত করো না। (আবু দাউদ, মিশকাত-২২)

ব্যাখ্যা ঃ উঠা-বসা না করার অর্থ হলো তাদের সংগে মহব্বত রেখ না, কেননা ওঠা-বসা রাখা, মহব্বত রাখার আলামত। কাজেই অর্থ হবে সম্পর্কও তাজীমের দ্বারা তাদের সাহচর্য অবলম্বন করো না। এজন্য যে এতে তাদের ভ্রান্ত আকীদা শিখে ফেলবে ও তাদের বাতিল আমল তোমাদের অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। আর وَلَاتُفَاتِحُوْهُمْ এর অর্থ কেউ কেউ এটা করেছেন যে- তাদের সহিত সালাম-কালাম দ্বারা সাক্ষাতের সূচনা ঘটিও না, কেউ কেউ বলেছেন তাদের সাথে বিতর্ক করো না, কেননা তাদের অন্তরে মহর মেরে দেয়া হয়েছে বিতর্ক তাদের অন্তরে কোন ক্রিয়া করবে না।

(٢١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ اَوْ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ اَوْ قَذْفٌ فِىْ اَهْلِ الْقَدْرِ ـ
(رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٢٣)

(২১) অর্থঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের অথবা [নবী বলেছেন] এই উম্মতের মধ্যে যমীনে তলিয়ে দেয়া, আকৃতি পরিবর্তন করা অথবা পাথর বর্ষানরূপ শাস্তি তাকদীরে অবিশ্বাসীদের উপরে হবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত-২৩ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ "খাসফ" দ্বারা উদ্দেশ্য জমিনে ধসিয়ে দেয়া, "মাসখ" দ্বারা উদ্দেশ্য শরীর বিকৃতি হয়ে বানর ও শুকরের রূপে রূপান্তরিত হওয়া। কেহ কেহ বলেছেনঃ খাসফ দ্বারা

http://kitabbhubon.com

উদ্দেশ্য চেহারা ও শরীর কাল হয়ে যাওয়া, আর মাসখ দ্বারা উদ্দেশ্য অন্তর পরিবর্তন হওয়া ও তাতে বক্রতা ও কাঠিন্য প্রবেশ করানো, মুর্খতা ও অহংকার প্রবেশ করানো। কযফ দ্বারা উদ্দেশ্য পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া। (মিরকাত)

(٢٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِىْ اَلْاِسْتِسْقَاءُ بِالْاَنْوَاءِ وَحَيْفُ السُّلْطَانِ وَتَكْذِيْبٌ بِالْقَدْرِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٣٢٢)

(২২) অর্থঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য তিনটি জিনিসের আশংকা করি। (উহা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায় না কি?) ক. চাঁদের বা তারকার কক্ষপথ অতিক্রম করার হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টি কামনা করা, খ. বাদশাহ বা শাসকের যুলূম ও অত্যাচার করা গ. তাকদীর (ভাগ্যলিপি) কে অস্বীকার বা অবিশ্বাস করা। (আহমাদ, মিশকাত- ৩২২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ انواء চাঁদ বা তারকার কক্ষপথ হিসেব অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথ। এখানে চাঁদ বা তারকা এলে বৃষ্টি হয় এ ধারণা করা যদিও এটা ভ্রান্ত আকীদা। ছাহেবুন্নিহায়া বলেন انواء হলো ২৮টি কক্ষপথ দৈনিক এক একটা দিয়ে চাঁদ গমনাগমন করে। কোন কক্ষপথে যাওয়ার তারীখ বৃষ্টি হলে মুর্খরা বলত অমুক কক্ষপথে চাঁদ যাওয়ায় বৃষ্টি হয়েছে। একথা ইসলাম খন্ডন করেছে।

اِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يَبْكِىْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ

মুমিন যখন মারা যায় আসমান জমিন তার বিরহে ক্রন্দন করে

(٢٣) عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَلَهٗ بَابَانِ بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهٗ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهٗ فَاِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ فَذَالِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٥١)

(২৩) অর্থঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক মুমিনের জন্যই দুটি দরজা রয়েছে, একটি দরজা যা দিয়ে তার আমল উপরের দিকে যায়। দ্বিতীয় দরজা যা দিয়ে তার রিযিক অবতীর্ণ হয়। যখন সে মৃত্যুবরণ করে দরজা দুটি তার জন্য রোদন করে। এটা হচ্ছে আল্লাহর এ বাণীর অর্থঃ "তাদের (কাফিরদের) প্রতি আসমান ও যমীন রোদন করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।" (তিরমিযী, মিশকাত-১৫১ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ কাফিরদের মমতায় আসমান ও যমীন রোদন করেনি- যখন বলা হয়েছে তখন বিপরীতভাবে বুঝা গিয়েছে যে মুমিনদের প্রতি এ দুটি রোদন করে। একে শরীয়তের পরিভাষায় মফহুমে মুখালিফ (বিপরীত অর্থ) বলে।

http://kitabbhubon.com

تَعْظِيْمُ الْمُؤْمِنِ
মুমিনের মর্যাদা

(٢٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَاتُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَاتَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهٗ مَنْ يَّتَّبِعْ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ يَّتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهٖ (رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٦٨)

(২৪) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আরোহন করে উচ্চৈ স্বরে বললেনঃ হে ঐ সকল লোকজন! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ, অথচ অন্তরের গহীনে ঈমানের প্রভাব পৌঁছেনি, তোমরা খাটি মুসলমানদের কষ্ট দিও না, তাদেরকে লজ্জা দিওনা এবং তাদের গোপন দোষ অন্বেষণ করোনা। কারণ যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষান্বেষণ করবে আল্লাহ তায়ালা তার দোষ অন্বেষণ করবেন। আর আল্লাহ তায়ালা যার দোষ খুজবেন তাকে অপমান করবেন, যদিও সে তার গৃহের ভিতরে লুক্কায়িত থাকে। (তিরমিযী, মিশকাত-৪২৮)

ব্যাখ্যা ঃ "তাদেরকে লজ্জা দিওনা" অর্থাৎ যে গোনাহ অতীতে করেছে তুমি তার উপর তার তওবা সম্পর্কে অবগত হও বা না হও তার উপর সতর্ক করা ও ভর্ৎসনা করবে না। অবশ্য যখন করছে বা করার পর তওবা প্রকাশ পায়নি তো তখন সতর্ক করা ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে সতর্ক করার ক্ষমতা রাখে।

"তাদের দোষান্বেষণ করো না" অর্থাৎ তাদের দোষ জানার জন্য ছিদ্রান্বেষণ করো না। যে দোষ সম্পর্কে তোমরা না জান এবং ঐ দোষ যা তোমরা জান প্রকাশ করো না। আর যে, একজন নেক মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তায়ালাও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করে দিবে আল্লাহ তায়ালাও আখেরাতে তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন এবং তাকে বেইজ্জতি করবেন। অবশ্য যে প্রকাশ্যে ফাসেক হবে, হিকমত ও কৌশলের সহিত তাকে সতর্ক করা ওয়াজিব।

(٢٥) عَنْ نَافِعٍ نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا اِلَى الْبَيْتِ اَوْ اِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ مَا اَعْظَمَكَ وَاَعْظَمَ حُرْمَتَكَ وَالْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللّٰهِ مِنْكَ (تِرْمِذِيّ صـ٢٤ ج ٢)

(২৫) অর্থঃ হযরত নাফে' বলেন- একদিন হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বাইতুল্লাহ বা কা'বা শরীফের দিকে দৃষ্টি উঠালেন, তারপর বললেন, (হে

http://kitabbhubon.com

আল্লাহর ঘর) তুমি কতইনা মর্যাদার অধিকারী ও তুমি কতইনা সম্মানের অধিকারী। কিন্তু একজন মুমিন আল্লাহর নিকট সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তোমার থেকে অনেক মর্যাদাবান। (তিরমিযী ২য় খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত হাদীছে মুমিনের মর্যাদা যে বাইতুল্লাহ অপেক্ষা বেশী তার দাবী করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ব্যাপারও তাই। বাইতুল্লাহর সত্ত্বাগত কোন মূল্য নেই যে তাতে তার মর্যাদা, বরং আল্লাহর আদেশ ঐ দিকে মুখ করে ইবাদত করার, সকলের আল্লাহর নির্দেশ পালনের লক্ষ্যস্থল হওয়ায় তার মর্যাদা।

صُحْبَةُ الْمُؤْمِنِ
মুমিনের সাহচর্য

(٢٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَاتُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِىٌّ (رَوَاهُ التِّرمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢٦)

(২৬) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেনঃ ঈমানদার ব্যতীত কাউকেও সাথী বানিও না। আর পরহেযগার ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খানা না খায়।

(তিরমিযী, মিশকাত- ৪২৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তোমার খানা হালাল হওয়ার কারণে মুত্তাকীদের খাবারের যোগ্য হতে হবে। কাউকে খাওয়াতে হলে মুত্তাকীদেরকে খাওয়াও, যাতে এ দ্বারা তাদের ইবাদাতের শক্তি অর্জন হয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের, ফাসেক ও পাপীদেরকে বন্ধু বানাতে নিষেধ করেছেন, যাতে করে ঐ সাহচর্য মহব্বতের কারণ না হয়ে বসে এবং তাদের সাহচর্যে তাদের খারাপ গুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে। অবশ্য যাদের খরচা শরীয়তের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব বা ফরজ তারা মুত্তাকী না হলেও তাদেরকে খানা খাওয়াতে হবে। এমনিভাবে যদি কোন ভিক্ষুক হয়, চাই সে কাফির হোক বা ফাসিক তাকেও খানা খাওয়াতে হবে। আর হাদীছে এদিকেও ইশারা যে সবচে' শ্রেষ্ঠ সাথী ও বন্ধুও খানা খাওয়ার যোগ্য ও সাথে থাকার উপযুক্ত তোমাদের পরিবার-পরিজন। তাদের সবাইকে মুত্তাকী ও মুমিন বানানোর চেষ্টা করতে থাক। তোমার সামর্থ অনুযায়ী মুমিন ও মুত্তাকীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

(٢٧) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٤٢٦)

(২৭) অর্থঃ হযরত আবু মুসা (আশআরী) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভাল লোকের সঙ্গ এবং মন্দ

http://kitabbhubon.com

লোকের সঙ্গের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে কস্তুরী বিক্রেতা আর কামারের হাঁপরে ফুঁ দানকারীর মত। কস্তুরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দিয়ে দিবে অথবা তুমি তার নিকট হতে কিছু খরিদ করবে অথবা তার সুঘ্রাণ তুমি পাবেই। আর কামারের হাঁপরের ফুলকি তোমার জামা-কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তার দুর্গন্ধ তো তুমি পাবেই। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- ৪২৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ প্রবাদে বলা হয়- اَلصُّحْبَةُ مُتَاثِرَةٌ অর্থাৎ, সাহচর্যের প্রভাব পড়েই থাকে। আর দার্শনিকদের উক্তি- সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ বা নরক বাস।"

بَابُ شَفَقَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

মুসলমানের মুসলমানের উপর দয়া করা

(٢٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ (بُخَارِى، مِشْكٰوة صـ١٢) وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ امنه النَّاس عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ ـ

(২৮) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (কামেল) মুসলমান সে যার জবান ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদে রয়েছে এবং মুহাজির সে, যে আল্লাহ পাক যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করেছে। (বুখারী, মিশকাত- ১২ পৃষ্ঠা)

আর তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে, প্রকৃত মুমিন সে, মানুষের জান ও মাল যার থেকে নিরাপদ রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ কবি বলেনঃ حق ندارد دوست خلق آزار را × نیست ایں خصلت یکے دیندار را অর্থাৎ আল্লাহ পাক সৃষ্টিজীবে কষ্ট দানকারীকে ভালবাসেন না এবং সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়া কোন দ্বীনদারের বৈশিষ্ট্য নয়। এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনে হিব্বান বলেন যে, শরীয়তের বিধান বা আইনের বিধান ব্যতীত যে কোন রকমের কষ্ট যে কোন অঙ্গ দ্বারা দেওয়াই ইসলামের পরিপন্থী। হাত-মুখ বা যে কোন প্রকারের হোক।

(٢٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَخُوْنُهٗ وَلَا يَكْذِبُهٗ وَلَايَخْذُلُهٗ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهٗ وَمَا لُهٗ وَدَمُهٗ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْتَقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ (تِرْمِذِى صـ١٥ ج ٢)

(২৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই।

http://kitabbhubon.com

যেন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে, মিথ্যা কথা না বলে এবং অসুবিধার সময় তার সাহায্য বর্জন না করে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল, মান-মর্যাদা হারাম। তাকওয়া ও পরহেযগারীর কেন্দ্রস্থল অন্তর। (এখন কোন ব্যক্তির অন্তরে তাকওয়া থাকলে সে যেন নিজ মুসলমান ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান না করে কেননা) কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে তার মুসলমান ভাইয়ের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে। (তিরমিযী ২য় খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ "اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا" তাকওয়ার কেন্দ্র অন্তর। তাই যার অন্তরে তাকওয়া আছে সে মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন করে না। কেননা মুত্তাকী কোন মুসলমানকে হেয় করে না। هٰهُنَا এর ইঙ্গিত অন্তরের দিকে।

(٣٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِ ﷺ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ فِى الدُّنْيَا يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ (تِرْمِذِىْ صـ ١٥، ج ٢)

(৩০) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন পার্থিব বিপদ থেকে মুক্ত করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের অগণিত বিপদ হতে মুক্ত করবেন। যে ব্যক্তি লেন-দেনের ব্যাপারে কোন দরিদ্র লোকের সংগে সহজ ব্যবহার করবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তার সংগে সহজ ব্যবহার করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লেগে থাকবে আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ তার সাহায্যে লেগে থাকবেন। (তিরমিযী ২য় খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত হাদীসে মুসলমানের উপর মুসলমানের দয়া করার মাধ্যমে পরকালে চির সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার উপর উৎসাহ দান করা হয়েছে।

(٣١) عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٤٢٣)

(৩১) অর্থঃ হযরত জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার অঙ্গীকার নিয়ে বাইয়াত করলাম। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত ৪৩২ পৃষ্ঠা)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যা ঃ ইবাদাত হয়ত হক্কুল্লাহ হবে বা হক্কুল ইবাদ হবে। সুতরাং হক্কুল্লাহ-এর মধ্য হতে ঐ সকল ইবাদাত বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন যেগুলো শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাতের স্তম্ভ। অর্থাৎ নামায ও যাকাত। আর এও হতে পারে বাইয়াতের সময় রোযা ও হজ্জ ফরয হয়নি। মুসলমানদের কল্যাণ কামনার মধ্যে সমস্ত হুকূকুল ইবাদ শামিল।

(٣٢) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَضٰى لِاَحَدٍ مِنْ اُمَّتِىْ حَاجَةً يُرِيْدُ اَنْ يَّسُرَّهٗ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِىْ وَمَنْ سَرَّنِىْ فَقَدْ سَرَّ اللّٰهَ وَمَنْ سَرَّ اللّٰهَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ (اَلْبَيْهَقِىْ، مِشْكٰوة صـ٤٢٥)

(৩২) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারো অভাব পূরণ করবে, এতে তার উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করবে, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল, আল্লাহপাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। (বায়হাকী, মিশকাত ৪২৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ জামে ছগীর কিতাবে আছে যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের এক প্রয়োজন পূরণ করে দিবে সে হজ্জ ও উমরাকারীর সওয়াব প্রাপ্ত হবে। চিন্তা করা দরকার সামান্য একটা আমলের দ্বারা কত বিশাল পুরস্কার অর্জন হয় যে, যদি কোন মুসলমানকে খুশী করে দেয় তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি মিলে যাচ্ছে। যা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।

بَابُ اِعَانَةُ الْمُسْلِمِ

মুসলমানকে সহানুভূতি করার অধ্যায়

(٣٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهٗ وَلَا يُسْلِمُهٗ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ ٤٢٢)

(৩৩) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ফেলে দিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহ তায়ালা তার অভাবে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার বিপদ সমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি

http://kitabbhubon.com

কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত ৪২২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ "কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখা হবে" অর্থাৎ যারা অবগত তাদের থেকে লুকিয়ে রাখা হবে এবং হিসেব বর্জন করা হবে। উলামাগণ লিখেছেনঃ দোষ যা গোপন করা মুস্তাহাব তা সম্মানিত ও লজ্জাশীলদের ব্যাপার। আর যে নিজেই লজ্জার পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছে ও প্রকাশ্যে গোনাহ করে চলছে, তো তাকে ধমকানো ও নিষেধ করা ওয়াজিব। হ্যাঁ এ ব্যাপারেও যথাসাধ্য কৌশল অবলম্বন করবে।

(٣٤) عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتِيْبَ عِنْدَهٗ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ فَنَصَرَهٗ نَصَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَاِنْ لَّمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ اَدْرَكَهُ اللّٰهُ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

(رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة صـ٤٢٣)

(৩৪) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির কাছে তার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা হয়, আর সে তার সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে এবং সাহায্য করে। আল্লাহ তায়ালা ইহকাল ও পরকালে তার সাহায্য করবেন। আর যদি সে সাহায্য না করে অথচ সে তার সাহায্য করার ক্ষমতা রাখত, আল্লাহ তায়ালা তাকে ইহকাল ও পরকালে পাকড়াও করবেন। (শরহে সুন্নাহ, মিশকাত- ৪৩২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ কারো অগোচরে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, চাই তার মধ্যে সে দোষ থাকুক বা না থাকুক একে গীবত বলে। দোষটা তার মধ্যে না থাকলে তাতো আরো মারাত্মক, তা হলো অপবাদ। আর এখানে সাহায্য করা অর্থ- গীবতকারীকে গীবত করা হতে বিরত রাখার চেষ্টা করা।

(٣٥) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَغَاثَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ ثَلَاثًا وَّسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ فِيْهَا صَلَاحُ اَمْرِهٖ كُلِّهٖ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ لَهٗ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اَلْبَيْهَقِى، مِشْكٰوة صـ٤٢٥)

(৩৬) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মাযলূমের সাহায্য করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ৭৩টি মাগফিরাত লিপিবদ্ধ করবেন। তন্মধ্যে একটি মাগফিরাত হল তার সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন, আর বাহাত্তরটি হল কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ। (বায়হাকী, মিশকাত ৪২৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ উলামায়ে কিরাম বলেছেনঃ ক্ষমা দ্বারা উদ্দেশ্য সগীরা গোনাহ। আর কবীরা গোনাহ হালকা হওয়া, এসব পরকালে মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ হবে। (মিরকাত)

http://kitabbhubon.com

بَابُ الرَّدِّ عَنْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ

মুসলমানের ইজ্জত রক্ষা করার অধ্যায়

(٣٦) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَرُدُّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة صـ٤٢٤)

(৩৬) অর্থঃ হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ যে কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের মান-সম্মান বিনষ্ট করা হতে অন্যকে বিরত রাখে, তখন আল্লাহ তায়ালার উপর অপরিহার্য হয়ে যায় যে, কিয়ামতের দিন তিনি তার উপর হতে দোযখের আগুন প্রতিহত করবেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, এবং ঈমানদারদের সাহায্য করা আমার উপর অপরিহার্য কর্তব্য। (শরহে সুন্নাহ, মিশকাত- ৪২৪ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ "আগুন প্রতিহত করবেন" অর্থাৎ স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুন তাদের থেকে প্রতিহত করবেন। তবে প্রাথমিকভাবে অন্য কোন পাপের দরুণ জাহান্নামে যেতে পারে। আর এটা হাদীছের অর্থের পরিণামের দিক বিবেচনায় আদৌ বিরোধী নয়। (মিরকাত) যারা মুমিন হবে তাদেরকেও ঐ উপকার করলে এ ফল পাবে।

(٣٧) عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُّسْلِمًا فِىْ مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهٗ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهٗ وَمَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِىْ مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ وَيُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهٖ اِلَّا نَصَرَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهٗ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة صـ٤٢٤)

(৩৭) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের এমন জায়গায় সাহায্য পরিহার করবে যেখানে তার সম্মানের লাঘব হচ্ছে বা ইজ্জতহানি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এমন জায়গায় তার সাহায্য পরিত্যাগ করবেন, যেখানে সে নিজেকে সাহায্য করার আকাঙ্খা করবে। আর যে কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের এমন স্থানে সাহায্য করবে যেখানে সে অসম্মানিত হচ্ছে বা ইজ্জতহানী হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সে নিজেকে সাহায্য করার প্রত্যাশা রাখে। (আবু দাউদ, মিশকাত-৪২৪ পৃঃ)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যা ঃ মানব জাতির উভয় জাহানের কল্যাণ ও অকল্যান অপর মানব তথা মুসলমানের ইজ্জত রক্ষা ও ইজ্জত নষ্ট করার উপর বলতে গেলে নির্ভরশীল। এ হাদীসে সে বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

(٣٨) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ صـ ١٥ جـ ٢)

(৩৮) অর্থঃ হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করবে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিবসে তার চেহারা হতে জাহান্নামের আগুন হটিয়ে দিবেন। (তিরমিযী ২য় খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের ইজ্জতহানী না করা জান্নাতে যাওয়ার বড় একটা আমল ও জাহান্নাম হতে রক্ষা পাওয়ার বিশাল এক উপকরণ। একথা হাদীছে ব্যক্ত করা হয়েছে।

اَلْوَسْوَسَةُ وَمَاذَا يُفْعَلُ اِذَا وُجِدَهَا

অন্তরে খটকা পয়দা হলে করণীয় কি?

(٣٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوْهُ اَنَّا نَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهٖ قَالَ اَوَ قَدْ وَجَدْتُّمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ ١٨)

(৩৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মধ্য হতে কতক লোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হুযূর! আমাদের মধ্যে কেউ তার অন্তরে এমন কোন কথা অনুভব করে যা ব্যক্ত করাকে সে বড় গুরুতর (অপরাধ ও তদ্বারা ঈমান চলে গেছে) বলে মনে করে। হুযূর বললেনঃ তোমরা কি একে গুরুতর বলে মনে কর? তাঁরা বললেন জী হাঁ! হুযূর বললেন, এটা তোমাদের স্পষ্ট ঈমান। (মুসলিম, মিশকাত ১৮ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ মূলে 'ওয়াস ওয়াসা" শব্দ রয়েছে। আরবীতে এর অর্থ– মৃদু ধ্বনি, মেয়েদের গহনার আওয়াজ। হাদীসে এর অর্থঃ মনের কুকল্পনা বা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা, মনের খটকা; মনের সুচিন্তা বা ফারিশতার সুমন্ত্রণাকে ইলহাম বলে।

মানুষের মনে যে কু-কল্পনার উদয় হয় তার চারটি স্তর রয়েছে। (১) বিনা ইচ্ছায় হঠাৎ কল্পনা এসে যদি চলে যায় উহাকে হাজিছ বলে। (২) যা এসে অন্তরে স্থায়ী থাকে তাকে খাতির বলে। এটা সকল উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য মাফ। আর হাজিছ সকল উম্মতের জন্য মাফ। কেননা এর উপর মানুষের কোন হাত নেই। (৩) কল্পনা আসার পরে মনে যদি উহার মহব্বত ও লাভের আকাঙ্খা জন্মে তাকে হাম্ বলে। এটাও এই

http://kitabbhubon.com

উম্মতের জন্য মাফ। এটা তাদের আমলনামায় লেখা হবে না, যে পর্যন্ত না তারা একে কার্যে পরিণত করে। বরং এরূপ কল্পিত কার্য হতে বিরত থাকার জন্য তাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে। (৪) কোন কু-কল্পনা মনে আসার পর যদি তাকে বদ্ধমূল করে নেয়া বা তার উপর সংকল্প দৃঢ় হয়ে যায় (যদিও উপায় অবলম্বনের অভাবে তা করতে পারা না যায়,) তাকে আযম বিল যজম বলে। কোন কোন হাদীছ হতে বুঝা যায় যে, এটাও মাফ করে দেয়া হবে। একদল উলামা এই মত পোষণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ আলিমই কুরআন-হাদীসের অন্যান্য নছের পরিপ্রেক্ষিতে আযমের উপর মুয়াখাজা বা কিছুটা শাস্তি হবে বলে মনে করেন। (আশিয়্যা)

স্পষ্ট ঈমান– কারণ খোদার ভয়ে তোমরা একে গুরুতর বলে মনে কর। সুতরাং ঈমান গেল কি করে? (মুসলিম)

(٤٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٨)

(৪০) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শয়তান তোমাদের কারো কাছে এসে (এবং বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে) প্রশ্ন করতে থাকে–এটা কে সৃষ্টি করেছেন? ওটা কে সৃষ্টি করেছেন? অবশেষে এও বলে বসে যে তোমার খোদাকে কে সৃষ্টি করেছেন? যখন শয়তান এ পর্যন্ত পৌঁছে তখন যেন সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট পানাহ চায় এবং এখানেই ক্ষ্যান্ত হয়। (বিতর্ক হতে সরে দাড়ায়)। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত ১৮ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ শয়তানের সহিত বিতর্কে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনাই শ্রেয়। মানুষরূপী শয়তানের বেলায়ও তাই।

اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ

আল্লাহর সহিত শরীক করা

(٤١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ ١٥)

(৪১) অর্থঃ হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুটি বিষয় (অপর দুটি বিষয়কে) অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল– হুযূর সে দুটি বিষয় কি? হুযূর বললেনঃ যে আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করে মৃত্যুবরণ করেছে সে দোযখে যাবে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, মিশকাত ১৫ পৃষ্ঠা)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যা ঃ ثِنْتَانِ এটা উহ্য مُبْتَدَا এর ছিফাত। বলা হয়, اَوْجَبَ الرَّجُلُ যখন কেউ ভাল আমল করে যা জান্নাতকে ওয়াজিব করে বা খারাপ আমল করে যা জাহান্নামকে ওয়াজিব করে। শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করা জাহান্নামে যাওয়ার সবচে' বড় কারণ। আর তাওহীদ (একত্ববাদের) উপর মৃত্যুবরণ করা জান্নাতে যাওয়ার বিরাট কারণ। (মিরকাত)

(٤٢) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ مُؤْخَرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَايُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَاتُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٤)

(৪২) অর্থঃ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একই গাধার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে আরোহন করলাম– আমার ও তার মধ্যে হাওদার হেলানো কাঠ ব্যতীত অপর কিছুই ব্যবধান ছিল না। (অর্থাৎ আমি তাঁর অতি নিকটে ছিলাম, এ অবস্থায় আমাকে সম্বোধন করে) তিনি বললেনঃ হে মুয়ায! তুমি কি অবগত আছে যে, আল্লাহর বান্দাদের উপর আল্লাহর কি হক এবং আল্লাহর নিকটই বা (তাঁর) বান্দাদের কি হক রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই এ বিষয়ে অধিক অবগত। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ বান্দাদের উপর আল্লাহর এই হক রয়েছে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর নিকট বান্দাদের এই হক রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, আল্লাহ তায়ালা তাকে শাস্তি দিবেন না। (যেভাবে কাফির মুশরিকদের দিবেন) আমি বললাম, তাহলে কি আমি লোকদিগকে এ সুসংবাদ দিব না? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন না, এ সংবাদ দিও না। তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। (এবং আমল করবে না) (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– ১৪ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো গাধার উপর সওয়ার হতেন। আর তিনি যে বললেনঃ যে ব্যক্তি শিরক করবে না তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– কাফিরদিগকে যেভাবে জাহান্নামে স্থায়ীভাবে শাস্তি দেয়া হবে ঐরূপ শাস্তি দেয়া হবে না। যদি কোন গোনাহের কারণে কিছু শাস্তি হয়ও তবুও শেষ পরিণামে মুক্তি পেয়ে যাবে। আল্লাহর উপর হক এর অর্থ, তিনি ওয়াদা করেছেন যে শাস্তি দিবেন না যদি বান্দা ইবাদাত করে ও শিরক না করে। আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই কার্যকরী হবার। কিংবা ইবারাতের সামাঞ্জস্যতা রক্ষার্থে বান্দার হকের মুকাবিলায় আল্লাহর হককে উল্লেখ করা হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধ করা সত্ত্বেও মুয়াজ (রাঃ) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার কারণ হুযূরের নিষেধ

http://kitabbhubon.com

ঐ সময়ের সাথে খাছ ছিল যখন অধিকাংশ লোক নব মুসলিম ছিল। একথাও মুয়াজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর পূর্বে ইলম গোপন করার হুশিয়ারী থেকে বাঁচার জন্য এ হাদীস বর্ণনা করে গেছেন।

(٤٣) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَاتَعُقَّنْ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَاتَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُعَتَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَانْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ ١٨)

(৪৩) অর্থঃ হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। যদিও তোমাকে নিহত করা হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়, (২) তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না। যদি তারা তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ও তোমার মালমাত্তা ছেড়ে যেতেও বলেন, (৩) ইচ্ছা করে কখনও ফরয নামায বর্জন করবে না। কেননা যে ইচ্ছা করে ফরয নামায বর্জন করবে তার (হেফাজতের) পক্ষে আল্লাহর প্রদত্ত দায়িত্ব উঠে যাবে। (এখন তাকে কাফেরের ন্যায় হত্যা করা যেতে পারে।) (৪) কখনও শরাব পান করবে না, কেননা তা সমস্ত অশ্লীলতার মূল, (৫) সাবধান! (সর্বদা) গোনাহ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা গোনাহ দ্বারা আল্লাহর ক্রোধ পৌঁছে থাকে। (৬) খবরদার! জিহাদ হতে পলায়ন করবে না। যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়। (৭) যখন লোকের মধ্যে মহামারী দেখা দিবে আর তুমি সেখানে থাকবে, তখন তথায় অবস্থান করবে। (পলায়ন করবে না।) (৮) তোমার সামর্থ অনুযায়ী তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে (কার্পণ্য করে তাদের খাওয়ায় কষ্ট দিবে না।) (৯) তাদের (পরিবারের লোকদের) আদব-কায়দা শিক্ষা দানের ব্যাপারে শাসন হতে কখনও বিরত থাকবে না। (১০) এবং আল্লাহর সম্পর্কে তাদের ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে। (আহমাদ, মিশকাত- ১৮ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ পিতা-মাতার খিদমতের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই পিতা-মাতার আদেশে যথাসর্বস্ব ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় শরীয়ত অনুসারে যা অন্যায় এরূপ আদেশ পালন করা সন্তানের উপর ওয়াজিব নয়। পিতা-মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সম্পর্কে মুহাক্কিক উলামাদের মতামত হল- যদি বাস্তবিক পক্ষে স্ত্রী অপরাধিনী হয় এবং তা তাদের কষ্টের কারণ হয় তবে স্ত্রীকে তালাক দেয়া পিতা-মাতার আদেশে জায়েয আছে। আর যদি স্ত্রীকে বিনা অপরাধে তালাক দিতে বলে তবে স্ত্রীকে কষ্টে ফেলা তালাক দেয়া অবশ্যই জুলুম ও হারাম হবে। (হাকীমুল উম্মত থানবীর (রহঃ)

http://kitabbhubon.com

তাহকীক এটা) এ হাদীস হতে একথাই বুঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে তার হিফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে যে নামায পড়ে না তাকে কাফেরের ন্যায় হত্যার অনুমতি দান করেছেন। এ কারণে ইমাম শাফেঈ প্রমুখ ইমামগণের মতে হত্যাই নামায তরককারী ব্যক্তির একমাত্র শাস্তি। কেবল ইমাম আবু হানীফা ও মালিক (রঃ) প্রথমে তার প্রতি কিছু দয়া প্রদর্শন করে বলেন, তাদের মতে প্রথমে তাকে মারপিট করবে ও জেলে দিবে। এতে নামায পড়া আরম্ভ করলে তাকে ছেড়ে দিবে অন্যথায় জেলেই মরতে দিবে।

কুরআনে বলা হয়েছে– "لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ" দ্বীনের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই। এর অর্থ– দ্বীন গ্রহণ করার ব্যাপারে জবরদস্তি নেই। আমরা ইসলাম গ্রহণে কাউকেও বাধ্য করতে পারি না। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর এর হুকুম-আহকাম মেনে চলতে সে বাধ্য। যেমন– কোন সমিতি বা প্রতিষ্ঠানে শামিল হতে কেউ বাধ্য নয়; কিন্তু স্বেচ্ছায় শামিল হওয়ার পর এর নিয়ম-কানুন মেনে চলতে সে বাধ্য।

"মহামারীর স্থানে থাকলেই মরবে ও তথা হতে ভাগলেই বাঁচবে" এরূপ ধারণা অন্যায়। এতে যেমন আল্লাহর উপর ভরসা নষ্ট হয় ও অপরদিকে বাকী লোকের মন দূর্বল হয়ে পড়ে। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তিদের খেদমত অচল হয়ে যায়। সুতরাং সংগত পন্থা হল এই, মহামারী স্থানে থাকলে সেখান হতে পলায়ন করবে না, দূরে থাকলে বিনা আবশ্যকে তথায় যাবে না। শরীয়তের এটাই নির্দেশ।

"শরাব পান করবে না" তৎকালে শরাব সাধারণত খেজুর, গম, যব ও মধু হতে প্রস্তুত হলেও (আঙ্গুর হতে প্রস্তুত হত না বললেই চলে।) শরাবের অবৈধতা এসকল জিনিসে প্রস্তুত শরাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। কেননা অপর হাদীসে আছে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ كُلُّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ প্রত্যেক দ্রব্য যা মাদকতা আনয়ন করে তা হারাম। সুতরাং সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্যই হারাম।

"শরাব পান সমস্ত অপকর্মের মূল"– এর কারণ হল এতে মানুষের বিবেক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। অথচ বিবেক-বুদ্ধিই হচ্ছে মানুষের যাবতীয় কর্মের নিয়ামক এবং ভাল-মন্দের বিচারক। বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ যা ইচ্ছা তা করতে পারে।

(٤٤) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ لَوْ لَقِيْتَنِىْ بِقِرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَاتُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَةً (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٠٤)

(৪৪) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ নিয়েও আমার সাক্ষাত কর এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক না করে আমার সাক্ষাত কর, তাহলে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব। (তিরমিযী, মিশকাত ২০৪ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের উদ্দেশ্য হল– যদি শিরকের সমস্ত প্রকারকে বর্জন করা যায় তবে আশা করা যায় যে, অবশ্যই গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। যত পরিমাণই গোনাহ হোক না কেন।

http://kitabbhubon.com

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى مَنِ ابْتَغٰى سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

ইসলামে থেকে জাহিলি যুগের পন্থা অন্বেষীর উপর হুশিয়ারী

(٤٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَهٗ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٧)

(৪৫) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচে ঘৃণিত। (১) যে ব্যক্তি মক্কার হরমে নিষিদ্ধ বা গোনাহের কাজ করে, (২) যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে (ইসলাম পূর্ব) জাহিলিয়্যাত যুগের পন্থার অনুসরণ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে নিছক রক্তপাতের মানসেই (বিচারকের নিকট) কোন মুসলমানের রক্ত চায়। (বুখারী, মিশকাত–২৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ মক্কার হরমে ভাল কাজের সওয়াব যেমন অত্যাধিক, খারাপ কাজের গোনাহও তেমন অসীম। জাহিলিয়্যাত যুগের পন্থা বলতে অনৈসলামিক পন্থাকেই বুঝানো হয়েছে, যা কুরআন ও হাদীসে স্বীকৃত নেই।

اَلنَّهْىُ عَنِ الطِّيَرَةِ

অশুভ লক্ষণ হতে নিষেধাজ্ঞা

(٤٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاعَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٩١)

(৪৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রোগ সংক্রামক বলতে কিছু নেই, কোন কিছুতে অশুভ নেই, পেঁচকের মধ্যে কুলক্ষণ নেই এবং সফর মাসেও কুলক্ষণ নেই বা কোন অশুভ নেই। (বুখারী, মিশকাত– ৩৯১ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ هَامَة (হা-মাহ্) অর্থ- নিশাচর পাখী। জাহেলী যুগে লোকেরা এই আকীদা পোষণ করত যে, যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় অন্যায়ভাবে আর তার প্রতিশোধ না নেয়া হয়, তখন সেই নিহত ব্যক্তির মাথার খুলি থেকে একটি পাখী বের হয়ে আসে এবং নিহত ব্যক্তির আপনজনের ঘরের আশে পাশে এসে আমাকে পানি পান করাও বলে ডাকতে থাকে। এভাবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ডাকে। আর যখনই তার প্রতিশোধ নেওয়া হয় তখনই পাখিটি চলে যায়। আবার কেউ কেউ এই ধারণা করত, যে পাখিটি নিহত ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে বসে চীৎকার করতে থাকে। এই হাদীসে উক্ত আকীদাকে রদ করা হয়েছে। যে এটা ভিত্তিহীন। রোগের মধ্যে সংক্রামকতা নেই– তবুও দূর্বল ঈমানের লোকদেরকে কুষ্ঠ রোগীর কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা

http://kitabbhubon.com

যদি সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন সে আল্লাহর হুকুমে হয়েছে এই ধারণা না করে রোগ সংক্রামী হয়েছে এবং ঐ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার দরুণ সেও আক্রান্ত হয়েছে এমন ধারণা করে বসবে। অথচ ছহীহ এক হাদীছে আছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুষ্ঠ রোগীকে সংগে নিয়ে খানা খেয়েছেন।

طِيَرَة (তিয়ারাহ) অর্থ– অশুভ লক্ষণ। জাহেলী যুগে এই প্রথা বিদ্যমান ছিল, যখন তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হত তখন নিজেদের পোষা পাখিকে ছেড়ে দিত কিংবা অপোষা পাখীকে ঢিল ছুঁড়ত। যদি তা ডান দিকে উড়ে যেত তখন নিজ উদ্দেশ্যকে সফলকাম হবে বলে ধারণা করত এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে কাজে অগ্রসর হত। কিন্তু যদি পাখিটি বাম দিকে উড়ে যেত তখন তাকে অশুভ লক্ষণ মনে করত এবং সে কাজ হতে বিরত থাকত, তবে ইসলাম এই ধারণাটিকে পাল্টিয়ে দিয়েছে এবং বলেছে পেঁচক কিংবা অন্য পাখীর উড়ানোর মধ্যে শুভ-অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। এরূপ করাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করেছেন।

"সফর মাস অশুভ" এ কথার কোন ভিত্তি নেই। জাহেলী যুগের লোকেরা ধারণা করত, সফরের (চান্দ্র) মাস একটি অশুভ মাস। তাই তারা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে খেয়াল-খুশী মতে মহররমকে সফর এবং সফরকে মহররম মাস বানিয়ে আগে পিছে করে নিত। এর অন্য অর্থ হল– পেটে বড় কৃমি জাতীয় সাপের মত এক রকম প্রাণী হত, ফলে পেটে দারুণ যন্ত্রণা হত। আরবদের ধারণায় এটাও একটি সংক্রামক ব্যাধি। তাই নবী সংক্রামকতাও ভ্রান্ত আকীদা ফলো করা থেকে নিষেধ করেছেন।

(٤٧) عَنْ قُطْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ وَالطِّيَرَةُ مِنَ الْجِبْتِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٣٩٢)

(৪৭) অর্থঃ হযরত কাতান ইবনে কাবীছা (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (ভাগ্যের ভাল-মন্দ নির্ণয়ের জন্য) পাখী উড়ানো বা ঢিল ছোঁড়া বা কোন কিছুতে অশুভ লক্ষণ মান্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ, মিশকাত– ৩৯২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ طِيَرَة ও عِيَافَة এর মধ্যে পার্থক্য হল طِيَرَة হলো عَام অর্থাৎ অশুভ লক্ষণ পাখীর দ্বারা নেয়া হোক বা অন্য কোন প্রাণী দ্বারা নেয়া হোক। আর عِيَافَة এর ব্যবহার শুধু প্রাণীর আওয়াজ ইত্যাদির সঙ্গে খাছ। طُرُق অর্থ– কংকর বা ঢিল ছোঁড়া। جِبْت বাতিল উপাস্যকে বলে, যা শিরক হতে উদগত।

(٤٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ قَالَهُ ثَلَاثًا وَمَا مِنَّا اِلَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ (اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٣٩٢)

(৪৮) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরকী কাজ। এই বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। আর আমাদের মধ্যে কেউ নেই যার মনে অশুভ লক্ষণের ধারণার উদ্রেক হয় না, কিন্তু আল্লাহর উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল করলে তিনি তা দূরীভূত করে দেন। (আবু দাউদ, মিশকাত ৩৯২ পৃষ্ঠা)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যা ঃ "অশুভ লক্ষণ" শিরক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তা মুশরিকদের কু-প্রথার অন্তর্ভুক্ত এবং শিরকে খফীর কারণ আর যদি নির্ঘাত এই ধারণা করে যে, এতে তা ঘটবেই তবে তা কুফরী। হাদীসে তাকীদ দেয়া হয়েছে যে, মনে অশুভ লক্ষণ উদ্রেক হলে আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ করতে থাকলে এর বদৌলতে তা দূর হয়ে যাবে।

(٤٩) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ مَايَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ لَايَأْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص ٣٩٢)

(৪৯) অর্থঃ হযরত উরউয়া ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন তিনি বললেনঃ নেক ফাল তথা শুভ লক্ষণ গ্রহণ করাই উত্তম। কোন মুসলমানকে অশুভ লক্ষণ তার উদ্দেশ্য হতে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। তবে হাঁ, যদি তোমাদের কেউ মন্দ কিছু দেখতে পায় তবে এই দোয়া পাঠ করবেঃ اَللّٰهُمَّ لَايَأْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ الخ অর্থাৎ হে আল্লাহ! ভাল কাজ আপনার দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং মন্দ আপনিই দূর করেন। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোন শক্তি-সামর্থ নেই। (আবু দাউদ, মিশকাত- ৩৯২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম ধর্ম সর্বদিক দিয়ে সুন্দর ও উত্তম। এতে মন্দ ও খারাবীর প্রশ্রয় নেই। শুভ লক্ষণ ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে কিন্তু অশুভ লক্ষণকে স্বীকার করেনি। এটাই ইসলামের সৌন্দর্যের প্রমাণ বহন করে।

(٥٠) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَمْسَكَ اللّٰهُ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهٖ خَمْسَ سِنِيْنَ ثُمَّ اَرْسَلَهٗ لَاَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سُقِيْنَا بِنَوْءِ الْمَجْدَحِ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٩٤)

(৫০) অর্থঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হতে পাঁচ বৎসর বৃষ্টি বন্ধ করে রাখেন এবং তারপর তা বর্ষণ করেন, তবুও মানুষের একদল এই বলে আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করবে যে, মিজদাহ্ নক্ষত্র কক্ষ স্থানে পৌছার কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। (নাসায়ী, মিশকাত- ৩৯৪)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ বিগত পাঁচ বৎসর মিজদাহ্ নক্ষত্র উদিত হয়নি ফলে বৃষ্টিও হয়নি। এতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, বৃষ্টি হওয়া ও না হওয়া আল্লাহর মর্জির অধীনে নয়। বরং তারকারই প্রভাবে হয়ে থাকে। এটা স্পষ্ট কুফরী আকীদা। মিজদাহ্ এটা চাঁদের এক কক্ষপথের নাম। যা বৃষ্টি বর্ষণের কারণ হয়। একে প্রকৃত প্রতিক্রিয়াকারী মনে করা কুফরী। কেননা তা-ই যদি হবে তবে বছরকে বছর যখন বৃষ্টি হয় না তখন কি ঐ কক্ষপথ থাকে না? অবশ্যই থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃষ্টি হয় না। তাই স্বীকার করতেই হবে যে, বৃষ্টি স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন-ই বর্ষণ করেন।

http://kitabbhubon.com

اَلنَّهْيُ عَنْ اِتْيَانِ الْكُهَّانِ

জ্যোতিষীর নিকট আগমন করা হতে নিষেধাজ্ঞা

(٥١) عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَاَلَهٗ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُقْبَلْ لَهٗ صَلٰوةُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٣٩٣)

(৫১) অর্থঃ হযরত হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি গণকের (জ্যোতিষীর) কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য মনে পোষণ করে) তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৯৩)

ব্যাখ্যাঃ নামায কবুল না হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য, ঐ ৪০দিনের নামাযের বিনিময়ে কোন সওয়াব মিলবে না। অবশ্য তার দায়িত্ব হতে ফরয আদায় হয়ে গেছে বলা হবে ও ক্বাজা করা লাগবে না। এটা বড় দুর্ভাগ্যের কথা যে, সামান্য ভুলের কারণে সর্বোত্তম ইবাদাত বিনষ্ট ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। তবে অন্যান্য ইবাদাত তো কবুলই হবে না। كَاهِن ও عَرَّاف এর মাঝে পার্থক্য হল- كَاهِن ভবিষ্যতের গায়েবী কথা বলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে আর عَرَّاف হল চুরি করা ও হারানো মাল-ছামান সম্পর্কে খবর দেয়।

(٥٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهٗ بِمَا يَقُوْلُ اَوْ اَتٰى اِمْرَاَتَهٗ حَائِضًا او اَتٰى اِمْرَاَتَهٗ فِىْ دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة صـ٣٩٣)

(৫২) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষীর কাছে যায় এবং সে যা কিছু বলে তা বিশ্বাস করে অথবা যে ব্যক্তি ঋতুমতী অবস্থায় নিজের স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করে কিংবা যে ব্যক্তি স্ত্রীর পশ্চাদ্বারে বা গুহ্যদ্বারে সহবাস করে, সে ঐ জিনিস হতে সম্পর্কহীন হয়ে গেল যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। (আহমাদ ও আবু দাউদ, মিশকাত- ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তি হাদীসে উল্লেখিত সমস্ত কাজ হালাল মনে করে লিপ্ত হয় সে কুফরী করল। তাকে অবশ্যই তওবা করে ঈমান আনতে হবে।

(٥٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اِقْتَبَسَ بَابًا مِنْ عِلْمِ النُّجُوْمِ لِغَيْرِ مَاذُكِرَ اللّٰهُ فَقَدْ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ اَلْمُنَجِّمُ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ (رَوَاهُ رَزِيْنٌ، مِشْكٰوة صـ٣٩٤)

(৫৩) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নক্ষত্র বিদ্যা

http://kitabbhubon.com

বিষয়ে আল্লাহর বাত্‌লানো (তিন) উদ্দেশ্য ব্যতীত [(১) আকাশের শোভা বৃদ্ধির জন্য, (২) জ্বিন শয়তানদের বিতাড়িত করার জন্য এবং (৩) পথ ভোলা পথিকদের দিক নির্ণয়ের জন্য।] কিছুও শিক্ষা গ্রহণ করেছে, সে বস্তুত যাদু বিদ্যার এক অংশ হাসিল করেছে। আর জ্যোতিষী হল প্রকৃতপক্ষে গণক, আর গণক হল যাদুকর আর যাদুকর হল কাফির। (রাযীন, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৯৪)

ব্যাখ্যাঃ নক্ষত্র আল্লাহ তায়ালা যে তিন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন– তা হলঃ (১) আকাশের শোভা বৃদ্ধির জন্য (২) জ্বিন-শয়তানদের বিতাড়িত করার জন্য (৩) পথভোলা পথিকের দিক নির্ণয়ের জন্য। কাজেই এছাড়া অন্য কারণে এগুলো সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ হারাম।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللّٰهِ

গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা হতে নিষেধাজ্ঞা

(٥٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٩٦)

(৫৪) অর্থঃ হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল সে শিরক করল। (তিরমিযী, মিশকাত– ২৯৬)

ব্যাখ্যাঃ যদি অনিচ্ছাবশতঃ হঠাৎ করে গাইরুল্লাহর নামে শপথ বাক্য উচ্চারিত হয়ে যায়, আর সে বস্তুর সম্মান প্রদর্শন করাটা উদ্দেশ্য না থাকে, তখন তাকে শিরকের সাদৃশ্য হিসেবে শিরক বলা যেতে পারে। মূলত তা শিরক নয়। কিন্তু যদি সম্মান প্রদর্শন ও তাযীমের নিয়তে এরূপ বলে থাকে তাহলে তা প্রকৃত শিরক হবে নিঃসন্দেহে।

(٥٥) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٢٩٦)

(৫৫) অর্থঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমানত শব্দের দ্বারা শপথ করল, সে আমাদের দলভূক্ত নয়। (আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৯৬)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর রীতি বহির্ভূত কাজ। কেননা আহলে কিতাবরা এইরূপে শপথ করত। উলামাদের মতে এইরূপে শপথ সংঘটিত হবে না। কারণ আমানত শব্দটি আল্লাহপাকের নাম কিংবা তাঁর ছিফাত নয়, বরং এর দ্বারা আল্লাহর হুকুম ও বিধান বুঝান হয়।

(٥٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ او لِيَصْمُتْ .
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢٩٦)

http://kitabbhubon.com

(৫৬) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেন। যদি কারো শপথ করতেই হয়, সে যেন আল্লাহর নামেই শপথ করে বা নীরব থাকে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৯৬)

ব্যাখ্যাঃ বাপ-দাদার নামে শপথ না করার মানে হল- গাইরুল্লাহর নামে শপথ না করা। কেননা যে জিনিসের দ্বারা শপথ করা হয় প্রকৃতপক্ষে তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ হয়ে থাকে। হাদীসে বাপ-দাদার উল্লেখ উপমাস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, নতুবা সমস্ত গাইরুল্লাহর নামে শপথ করাই নিষিদ্ধ।

(٥٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ وَلَا بِاُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْاَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوْا بِاللّٰهِ اِلَّا وَاَنْتُمْ صَادِقُوْنَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ، مِشْكٰوة ص٢٩٦)

(৫৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা, মা-নানী এবং প্রতিমাদের নামে শপথ করো না। আর আল্লাহর নামেও শপথ করো যখন তোমরা সত্য হও। (আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত- ২৯৬ পৃঃ)

ব্যাখ্যাঃ বাপ-মা, দাদা-দাদী, নানী, দেব-দেবী এসবের নামে শপথ করা শিরকের নামান্তর। বিধায় উম্মতকে শিরক মুক্ত করার জন্য এসব তথা গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা নিষেধ করা হয়েছে। সর্বোপরি আল্লাহর নামে সত্য বৈ মিথ্যা শপথ করা থেকেও।

(٥٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَاتَسْاَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا وَاِذَا حَلَفْتَ عَنْ يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٩٦)

(৫৮) অর্থঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা! নেতৃত্ব চেয়ে নিয়োনা। কেননা যদি তোমাকে তা চাওয়ার ফলে দেওয়া হয় তাহলে তোমার উপর তা ন্যস্ত করা হবে। আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ব্যতীত দেওয়া হয়, তাহলে সেই দায়িত্ব পালনে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি তুমি কখনও শপথ কর এবং পরে এর বিপরীত কাজকে উত্তম মনে কর তখন এর কাফফারা আদায় করবে এবং সেই উত্তম কাজটি করে ফেলবে। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে- প্রথমে সেই উত্তম কাজটি করে ফেল এবং পরে তোমার কসমের কাফফারা আদায় কর। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ২৯৬)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ কোন "পদ" বা ক্ষমতা যদি আপনা আপনিই এসে যায় সেখানে প্রবৃত্তির লালসা থাকে না। সুতরাং সেক্ষেত্রে আল্লাহর রহমতের আশা করা যায়। কিন্তু তা হাসিল করার চেষ্টা করলে তা কখনও নিঃস্বার্থ হতে পারে না। কাজেই তাতে আল্লাহর সাহায্য পাবে না।

قَطْعُ عِرْقِ الشِّرْكِ

শিরকের মূলোৎপাটন করা

(٥٩) عَنْ عَابِسِ ابْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ مَاتَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْ لَا اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ مَا قَبَّلْتُكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢٢٨)

(৫৯) অর্থঃ হযরত আবিস ইবনে রবীয়া বলেন, আমি হযরত উমর (রাঃ)-কে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি– আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, তুমি একটি পাথর যা কাউকেও লাভ-লোকসান পৌছাতে পার না, যদি আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম, তোমাকে চুম্বন করতাম না। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- ২২৮)

ব্যাখ্যাঃ "লাভ-লোকসান পৌছাতে পার না"– হযরত উমর (রাঃ) এটা এজন্য বললেন, যাতে নূতন মুসলমানরা যেন মনে না করে যে, পাথরেরও মানুষের লাভ-লোকসান করার অধিকার রয়েছে, তাই এ কে চুম্বন করা হচ্ছে। উমার (রাঃ) কেন তা করেছেন তার কারণ তিনি নিজেই বলেছেন– হুযূরের অনুকরণেই তিনি তা করেছেন। হুযূর কেন করেছেন তার হেতু জানতে চাননি। কারণ আল্লাহ ও রসূলের হুকুমের হেতু তালাশ না করে তার প্রতি আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম। তবে বেহেশতের জিনিসকে বেহেশতের মহব্বতে মহব্বত করা অহেতুক নয় আদৌ।

(٦٠) اِنَّ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهٗ اَنَّ النَّاسَ يَتَنَا وَبُوْنَ الشَّجَرَةَ الَّتِىْ بُوْيِعَ تَحْتَهَا بِالنَّبِىِّ ﷺ اَرْسَلَ اِلَيْهَا فَقَطَعَهَا (مَجَالِسُ الْاَبْرَارِ صـ١٢١)

(৬০) অর্থঃ বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছল যে, লোকেরা দূর-দূরান্ত হতে পালাক্রমে (বরকত অর্জন করার মানসে) ঐ বৃক্ষের কাছে আসে, যে বৃক্ষের নীচে (হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল বিসর্জন দেওয়ার উপর) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাতে বাইয়াত করা হয়েছিল। তখন উমর (রাঃ) ঐ বৃক্ষের নিকট লোক পাঠিয়ে তা কেটে ফেললেন। (মাজালিসুল আবরার-১২১)

ব্যাখ্যাঃ আদিকাল হতে বিধর্মীদের এক প্রথা চালু আছে যে, তারা যখন সৃষ্টির মাঝে বড় কিছু দেখে তখনতারা তার পুজা শুরু করে দেয়। তাই গাছটাও যেন পুজার কেন্দ্রস্থল না হয় ও বিদআতের ও শিরকের মধ্যে মানুষ লিপ্ত না হয় এই লক্ষ্যে তিনি এ কাজ করেছেন।

http://kitabbhubon.com

اَلرِّيَاءُ

লৌকিকতা

(٦١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِىْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَنَا مِنْهُ بَرِئٌ هُوَ لِلَّذِىْ عَمِلَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٥٤)

(৬১) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন– আমি অংশীবাদীদের অংশীবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমলে (ইবাদাতে) আমার সহিত অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে তার সেই শিরকসহ বর্জন করি। অপর এক বর্ণনায় আছে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুত: ঐ কাজ বা আমলটি তার জন্যই গণ্য হবে যার জন্যে সে করেছে। (মুসলিম, মিশকাত– ৪৫৪)

ব্যাখ্যাঃ দুনিয়ার মানুষ তাদের প্রত্যেক কাজ-কর্মে শরীকের প্রতি মুখাপেক্ষী। আল্লাহ বলেন, কিন্তু আমি আল্লাহ এর উর্ধ্বে। আমি বান্দার কোন ইবাদাতে শিরক সহ্য করি না। এতে থাকতে হবে ইখলাস ও নিষ্ঠা। رِيَاء অর্থ লোক দেখানো কাজ ও লৌকিকতা, এটা ইবাদতে শিরক তুল্য ও মুনাফেকী স্বভাব। তাই তা বর্জন করা উচিৎ।

(٦٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ فُضَالَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَارَيْبَ فِيْهِ يُنَادِىْ مُنَادٍ مَنْ كَانَ اَشْرَكَ فِىْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ اَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٤٥٤)

(৬২) অর্থঃ হযরত আবু সায়ীদ ইবনে আবু ফুযালা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন যখন মানুষদিগকে একত্রিত করবেন যেদিন সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেদিন কোন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোন আমল করতে অন্য কাউকেও অংশীদার বানিয়েছে সে যেন আল্লাহ ব্যতীত ঐ ব্যক্তির নিকট হতেই এর প্রতিদান অন্বেষণ করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা অংশীদারীর অংশীবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। (আহমাদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৫৪)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য দ্বারা প্রতিভাত হয় যে আমলে লৌকিকতা ও পর দেখানো অবস্থা মানুষকে পরকালে প্রকৃত প্রতিদান হতে বঞ্চিত করে দিবে। এমনকি যেদিন মাখলূকের কোনই ক্ষমতা থাকবে না সেদিন যে মাখলুককে দেখানোর জন্য ইবাদাত করত তার কাছে তার প্রতিদান চাইতে বলা হবে। কিন্তু সে-ত কিছুই দিতে পারবে না, তাই আমলহীন অসহায় হয়ে তাকে শাস্তি ভোগের স্থানে গমন করতে হবে।

http://kitabbhubon.com

(٦٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهٗ خَرَجَ يَوْمًا اِلٰى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ يُبْكِيْنِيْ شَيْئٌ سَمِعْتُهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَمَنْ عَادٰى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ الَّذِيْنَ اِذَا غَابُوْا لَمْ يُتَفَقَّدُوْا وَاِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوْا قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٤٥٥)

(৬৩) অর্থঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদের দিকে বের হয়ে হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযার পার্শ্বে ক্রন্দনাবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, এমন একটি জিনিসে কাঁদাচ্ছে যা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– 'রিয়া' এর সামান্য পরিমাণও শিরক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধুদের সহিত শত্রুতা পোষণ করে সে যেন আল্লাহর মুকাবিলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। বস্তুত: আল্লাহ তায়ালা পুণ্যবান, খোদাভীরু, লোকচক্ষু হতে আত্মগোপন কারীদিগকে ভালবাসেন যারা লোক চক্ষু হতে অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদের খোঁজ নেয় না এবং উপস্থিত হলেও কেউ তাদেরকে (মজলিসে) ডাকে না। আর (ডাকলেও) তাদেরকে নিজেদের পাশে বসায় না। (অথচ) তাদের অন্তর হল হিদায়েতের প্রদীপ। তারা প্রত্যেক অন্ধকারাচ্ছন্ন জীর্ণ-শীর্ণ কুটির হতে বের হয়। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৫৫)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ তারা সাধারণ বেশে, দীনহীন হালে, জরাজীর্ণ গৃহে অবস্থান কর। তাদের অন্তর সর্বদা খোদার স্মরণে জাগ্রত। রিয়া-সুমআর স্পর্শ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ফলে মানুষের দৃষ্টিতে তারা খুবই হীন। রিয়া এমন শিরক যা অন্ধকার রাত্রে পিপিলিকার ন্যায় তা টের পাওয়া দুঃসাধ্য। তাই মুয়াজ (রাঃ) কাঁদছেন। আরেক কারণ হলো কাঁদার, আল্লাহর ওলীরা অপরিচিত চেনা দুস্কর তথাপি তাদের সাথে শত্রুতা করা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করার শামিল। বাহ্যিক আড়ম্বরতা ও অনাড়ম্বরতা দিয়ে কাউকে ওলী নির্বাচন করা সম্ভব নয়।

(٦٤) عَنْ شَدَّادِ ابْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٤٥٥)

(৬৪) অর্থঃ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি

http://kitabbhubon.com

মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল সে শিরক করল। যে দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা রাখল সে শিরক করল। আর যে দেখানোর জন্য সদকা-খয়রাত করল সেও শিরক করল। (আহমাদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৫৫)

ব্যাখ্যাঃ শরীয়তের পরিভাষায় রিয়াকে শিরক বলা হয়। অবশ্য এটা প্রকাশ্য শিরক নহে। বরং শিরকে খফী বা প্রচ্ছন্ন শিরক।

(٦٥) عَنْ شَدَّادِ ابْنِ اَوْسٍ اَنَّهٗ بَكٰى فَقِيْلَ لَهٗ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ شَيْئٌ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرْتُهٗ فَاَبْكَانِىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِىْ الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُشْرِكُ اُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ قَالَ نَعَمْ اَمَا اِنَّهُمْ لَايَعْبُدُوْنَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنًا وَلٰكِنْ يُرَاءُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ اَنْ يُّصْبِحَ اَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهٗ شَهْوَةٌ مِّنْ شَهْوَاتِهٖ فَيَتْرُكُ صَوْمَهٗ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٥٥)

(৬৫) অর্থঃ হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি কাঁদছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল- কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেনঃ ঐ কথাটি আমাকে কাঁদাচ্ছে যা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। এখন এর স্মরণ আমাকে কাঁদাচ্ছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি- আমি আমার উম্মতের উপর প্রচ্ছন্ন শিরক ও গোপন প্রবৃত্তির ভয় করছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার পরে আপনার উম্মত শিরকে লিপ্ত হবে? তিনি বললেন হাঁ লিপ্ত হবে। অবশ্য তারা সূর্য-চন্দ্রের ইবাদাত করবে না, পাথর এবং মূর্তির পুজা করবে না, কিন্তু নিজেদের আমল সমূহ মানুষকে দেখানোর নিয়তে করবে। আর গোপন প্রবৃত্তি হল- যেমন তাদের কেউ রোযাবস্থায় ভোর করল, এর পর তার সম্মুখে প্রবৃত্তির কোন চাহিদা উপস্থিত হলে সে রোযা পরিত্যাগ করে দেয়। (আহমাদ, বায়হাকী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৫৫)

ব্যাখ্যাঃ যেমন কোন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ইবাদাত ও আনুগত্যের নিয়তে রোযা রাখা শুরু করল, হঠাৎ তার সম্মুখে কোন লোভনীয় খাদ্যবস্তু বা স্ত্রী সঙ্গমের সুযোগ এসে পড়ায় সে নফসের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এতে প্রমাণিত হয় তার নিয়তের মধ্যেই নফসের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবৃত্তি লুকানো ছিল। পরিণামে তা তাকে ধ্বংস করবে। আর তার এ ধ্বংসটি সে প্রকাশ্যে দেখতে পায় না। এজন্যই এটাকে প্রচ্ছন্ন বা খফী বলা হয়েছে।

(٦٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ اَخْوَفُ

http://kitabbhubon.com

عَلَيْكُمْ عِنْدِىْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ فَقُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ اَنْ يَّقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّى فَيُزَيِّدُ صَلٰوتَهٗ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٤٥٦)

(৬৬) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মাসীহ-দাজ্জাল সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন এবং বললেন– খবরদার! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যাপারে অবহিত করব না যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মাসীহে-দাজ্জাল হতেও অধিক আশংকাজনক? আমরা বললাম হাঁ বলূন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হল শিরকে খফী অর্থাৎ কোন ব্যক্তি নামাযে দাড়িয়ে নামাযকে এই কারণে দীর্ঘায়িত করে যে, তার নামায কোন ব্যক্তি দেখছে। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৫৬)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ রিয়ার ভয়াবহতা দাজ্জাল হতেও মারাত্মক। কেননা দাজ্জাল মিথ্যুক হওয়ার দলীল এবং নিদর্শন সুস্পষ্ট, কিন্তু রিয়া এক গোপন জিনিস। প্রত্যেকের প্রতি সময় প্রত্যেক আমলে সর্বভাবে খারাবী জানা যায় না। কবি বলেনঃ

کلید دوزخ ست آں نماز × کہ درچشم مردم گذاری دراز

অর্থাৎ ঐ নামায জাহান্নামের চাবি, যে নামাযকে মানুষকে দেখানোর জন্য দীর্ঘায়িত করা হয়।

(٦٧) عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالَ اَلرِّيَاءُ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَزَادَ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ يَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَازِى الْعِبَادَ بِاَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَرَاءُوْنَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً وَ خَيْرًا (مِشْكٰوة صـ٤٥٦)

(৬৭) অর্থঃ হযরত মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমি তোমাদের জন্য যে ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করিছি তাহলো ছোট শিরক। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন, রিয়া। –আহমাদ। আর বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানে (অতিরিক্ত) বর্ণনা করেছেন– বান্দাদের আমলের প্রতিদানের দিন আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত লোকদিগকে বলবেন– যাও তোমরা সেই সমস্ত লোকদের নিকটে যাদেরকে দেখিয়ে দুনিয়াতে আমল করতে এবং দেখ তাদের নিকট হতে কোন প্রতিদান বা কোন কল্যাণ পাও কি না? (মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৫৬)

ব্যাখ্যাঃ এই নির্দেশ হবে তিরস্কারমূলক। কেননা এটা জানা কথা যে, আল্লাহ ব্যতীত কল্যাণ ও প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই।

http://kitabbhubon.com

(٦٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٥٤)

(৬৮) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদের প্রতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকান। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৫৪)

ব্যাখ্যাঃ অন্তর দেখেন অর্থ- অন্তরের বিশ্বাস ও ইয়াকীন দেখেন ও ইখলাস দেখেন। রিয়া, আত্মপ্রসিদ্ধির লোভ আছে কি-না তাও দেখেন ও সমস্ত আখলাক দেখেন। আর আমল দেখেন তা শুদ্ধ ও সঠিক হয় কি না তা দেখেন এবং তিনি তোমাদের প্রতিদান দিবেন আমল হারে। (মিরকাত)

(٦٩) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٥٤)

(৬৯) অর্থঃ হযরত আবু যর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল- ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, যে কোন নেক কাজ করে আর লোকেরা এর দরুণ তার প্রশংসা করে। অপর বর্ণনায় রয়েছে- এই কাজের কারণে লোকে তাকে ভালবাসে। (এতে কি তার সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে?) তিনি বললেন (না, বরং) এটা মুমিনদের নগদ সুসংবাদ। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৫৪)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ নিজের অন্তরে লোক দেখানোর নিয়ত না থাকলে লোকদের প্রশংসা অথবা ভালবাসার কারণে আমল নষ্ট হবে না, বরং সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে লাভবান হবে। দুনিয়ার লাভ নগদ হাসিল করল এবং আখিরাতের লাভ আল্লাহর নিকট পাওনা রইল।

(٧٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهٖ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ اَسَامِعَ خَلْقِهٖ وَحَقَّرَهٗ وَصَغَّرَهٗ ـ
(رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٥٤)

(৭০) অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের কাছে নিজের আমলের কথা শুনায়, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার বদ উদ্দেশ্যে কৃত আমল শুনিয়ে দিয়ে তাকে হেয় ও অপমানিত করবেন। (বায়হাকী, মিশকাত- ৪৫৪)

ব্যাখ্যাঃ তার খারাপ নিয়ত ও বাতিল উদ্দেশ্যকে আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দিবেন। কেননা তার আমল আল্লাহর জন্য ছিল না। অনুরূপভাবে তাকে অপমান করে দিবেন ও পরকালে সওয়াব হতে বঞ্চিত করে দিবেন এবং বলা হবে শুনানোর জন্য আমল

http://kitabbhubon.com

করেছিলে তাদের কাছে এর প্রতিদান প্রার্থনা কর। কেউ খালেছ নিয়তে উৎসাহ দেয়ার জন্য শুনালে সে এ হুশিয়ারীর অন্তর্ভুক্ত হবে না। ডবল নেকীর আশা করতে পারে।

(٧١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَيْنَا اَنَا فِىْ بَيْتِىْ فِىْ مُصَلَّاىَ اِذْ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ فَاَعْجَبَنِىْ الْحَالُ الَّتِىْ رَاٰنِىْ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَكَ اللّٰهُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ لَكَ اَجْرَانِ اَجْرُ السِّرِّ وَاَجْرُ الْعَلَانِيَةِ (تِرْمِذِىْ، مِشْكٰوة صـ٤٥٤)

(৭১) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম– ইয়া রসূলাল্লাহ! একদা আমি আমার ঘরে নামায পড়ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার নিকট এল। সে আমাকে এই অবস্থায় দেখেছে বিধায় আমার মনে আনন্দ জাগল। (আমার খুশী হওয়াটা কি রিয়াকারী!) তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, হে আবু হুরায়রা! তোমার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে, একটি হল গোপনীয়তার আর দ্বিতীয়টি হল ইবাদাত প্রকাশ হয়ে পড়ার। (যাতে অন্যরা তোমার অনুসরণ করবে।) (তিরমিযী, মিশকাত–পৃষ্ঠা ৪৫৪)

ব্যাখ্যাঃ মনের মধ্যে আনন্দ জাগলেই রিয়া হবে এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা এটা মানুষের স্বভাব যে অন্যে ভাল অবস্থায় তাকে দেখুক, এটা সে পছন্দ করে। তার খারাপ অবস্থায় তাকে দেখুক তা সে পছন্দ করে না। তবে অন্যেরা এই আমলটি দেখে আমার প্রশংসা করুক, এরূপ কামনা রাখাই রিয়া।

عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ

মুনাফিকের পরিচয়

(٧٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٧)

(৭২) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে পাক্কা মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর একটা বৈশিষ্ট্য থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটা স্বভাব থাকবে যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। (১) যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তাতে সে খিয়ানত করে, (২) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, (৩) যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে (৪) যখন কলহ করে অশ্লীল কথা বলে বা অশ্লীল ব্যবহার করে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত–১৭ পৃষ্ঠা)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যা ঃ মুনাফিকী দুই প্রকার– (১) আকীদায় মুনাফিকী, (২) আমলে মুনাফিকী। এ হাদীসে আমলে মুনাফিকী উদ্দেশ্য। আকীদাগত মুনাফিকী উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ এসব স্বভাব মুনাফিকদের। এথেকে মুসলমানদের সাবধান থাকা উচিৎ এবং হাদীসের উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি ঐ সব স্বভাবকে হালাল মনে করবে সে পাক্কা মুনাফিক।

(٧٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ (رَوَاهُ النَّسَائِىْ، مِشْكٰوة صـ٢٨٤)

(৭৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যারা স্বামী হতে পৃথক হতে চাহে এবং যারা খুলা করতে চায়, তারা হলো মুনাফিক নারী। (নাসায়ী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৮৪)

ব্যাখ্যা ঃ "مُنْتَزِعَات" দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সব মহিলা যারা অন্যায় করে নিজকে স্বামীর হাত হতে মুক্ত করে নেয়। অর্থাৎ এমন সব কাজ করে, যাতে স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে তালাক দিয়ে দেয়। مُخْتَلِعَات দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সব নারী যারা যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই খুলা কামনা করে, এসব মহিলা ধোকাবাজীর কারণে মুনাফিক।

اَلْمُنَافِقُ الَّذِىْ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ

যে মুনাফিক উপদেশ ও কল্যাণের কথা বলে

(٧٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ الْاُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ (اَلْبَيْهَقِى، مِشْكٰوة صـ٤٥٦)

(৭৪) অর্থঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এই উম্মতের (অর্থাৎ আমার উম্মতের) ঐ সকল মুনাফিকদের কারণে শংকিত, যারা ইলম ও হিকমতের কথা বলবে, আর যুলম ও কঠোর ব্যবহার করবে। (বায়হাকী, মিশকাত– ৪৫৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় লোকের মধ্যে মুনাফিকী চরিত্রের প্রভাব দেখা দিবে। তারা জনপ্রিয়তার জন্য প্রতারণা মূলক সাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বলবে, কিন্তু কাজে কর্মে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও সাধারণের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারে লিপ্ত থাকবে।

(٧٥) عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ لَسْتُ كُلَّ كَلَامِ الْحَكِيْمِ اَتَقَبَّلُ وَلٰكِنِّىْ اَتَقَبَّلُ هَمَّهٗ وَهَوَاهُ فَاِنْ كَانَ هَمُّهٗ وَهَوَاهُ فِىْ طَاعَتِىْ جَعَلْتُ صَمْتَهٗ حَمْدًا لِّىْ وَوَقَارًا وَاِنْ لَّمْ يَتَكَلَّمْ (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٥٦)

(৭৫) অর্থঃ হযরত মুহাজির ইবনে হাবীব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি

http://kitabbhubon.com

জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতিটি কথা গ্রহণ করি না, বরং আমি তার নিয়ত ও প্রেরণাকে কবুল করি। সুতরাং যদি তার নিয়ত ও প্রেরণা আমার আনুগত্যের অনুকূলে হয়, তাহলে তার নীরবতাকে আমি আমার প্রশংসা এবং তার জন্য একে স্থিরতা ও সহিষ্ণুতার অন্তর্ভুক্ত করি। যদিও মুখের বাক্য দ্বারা সে কিছুই উচ্চারণ না করে থাকে। (দারেমী, মিশকাত- পৃষ্ঠ ৪০৬)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ভাল কাজের নিয়ত বা ইচ্ছা রাখলে সে আল্লাহর কাছে সওয়াব লাভের আশা করতে পারে। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের নিয়ত রেখে মুখে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করলেও গুনাহের ভাগী হবে।

صلوة المنافق

মুনাফিকের নামায

(٧٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ صَلٰوةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٦٢)

(৭৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফিকদের পক্ষে ফজর ও ইশা অপেক্ষা কোন কঠিন নামায নেই। যদি তারা জানত ঐ দুই নামাযে কি রয়েছে, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আদায়ের জন্য আসত। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- ৬২)

ব্যাখ্যা ঃ মুনাফিকদের স্বভাবে ইবাদাতে অলসতা বেশী হয়। আর যা আদায় করে তাও দেখানো ও শুনানোর জন্য। আর এই দুই ওয়াক্ত- ইশা ও ফজরযখনিদ্রার বিশ্রাম, স্বাদ ও শীতল এবং অন্ধকারও হয়, তাই একে অন্যকে কম চিনতে পারে। এজন্য এদের উপর এই দুই নামায সবচে' কঠিন। হাদীসে ইশারা এদিকেও যে, খালিছ মুমিনদের ঐ অভ্যাস থেকে বাঁচা একান্ত দরকার, যাতে তাদের সহিত সাদৃশ্য না হয়। অন্য হাদীসে এসেছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ইশার নামায জামাতে পড়েছে আর যে ফজরের নামায জামাতে পড়েছে সে সম্পূর্ণ রাত যেন নামায পড়েছে।

(٧٧) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَايَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٦٠)

(৭৭) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওটা মুনাফিকের নামায- যে বসে সূর্য্যের অপেক্ষা করে, যাবত না সূর্য হলদে হয় এবং শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যখানে আসে, তখন উঠে চার ঠোকর মারে এতে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬০)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যা ঃ চার ঠোকর মারার দ্বারা উদ্দেশ্য হল খুব দ্রুত পাখির দানা নেয়ার মত সাজদা করা। আছরের ফরযে সাজদা আটটি হয়, এখানে চার এই হিসেবে বলা হয়েছে যে দ্রুত যখন সাজদা করে তখন দুই সেজদার মাঝে পার্থক্য করে না। তাহলে দুই সাজদা এক সাজদার মতই হল। আছরের নামাযের কথা উদাহরণ স্বরূপই বলা হয়েছে, কেননা কুরআন ও হাদীসে তা আদায়ের বহু তাকীদ এসেছে এবং একে শ্রেষ্ঠ নামায বলা হয়েছে। সুতরাং এর সাথে যখন এই অবস্থা হবে, অন্যান্য নামাযের সহিত তার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যখানে সূর্য আসার দ্বারা উদ্দেশ্য হল– সূর্য যখন ডুবতে আরম্ভ করে শয়তান তখন সূর্যের সামনে এই ধারণা করে দন্ডায়মান হয় যে, এই সময় যারা ইবাদাত করে তারা আমার উপাসনা করে।

فَضَائِلُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদাবলী

(٧٨) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰتِىْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَسْتَفْتَحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ اَنْ لَّا اَفْتَحَ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٥١١)

(৭৮) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কিয়ামতের দিন আমি বেহেশতের দরজায় এসে তা খোলার জন্য বলব। তখন এর পাহারাদার বলবেন, কে আপনি? বলব, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন পাহারাদার বলবেন, আপনার সম্পর্কে আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার পূর্বে আমি যেন অন্য কারো জন্য এই দরজা না খুলি। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৫১১)

ব্যাখ্যাঃ অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা সমস্ত নবীদের উপর। সমস্ত উম্মতের ঐক্যমত যে, মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদম সন্তানদের সর্দার এবং রসূলদের নেতা। তাঁর পরে হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ ও মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ)।

(٧٩) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَّمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِىْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا فَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ فَلْيُصَلِّ وَاُحِلَّتْ لِىَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص ٥١٢) وَفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةً وَاُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ .

http://kitabbhubon.com

(৭৯) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে, আর কাকেও দেয়া হয়নি। (১) আমাকে এক মাসের দূরত্বের মধ্যে রোব (ভীতি) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, (২) আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপাদান বানানো হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে, সে যেন সেখানেই নামায আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না। (৪) আমাকে শাফায়াতের অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নবী প্রেরিত হয়েছেন কেবলমাত্র আপন আপন সম্প্রদায়ের জন্য, কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৫১২) মুসলিমের আরেক বর্ণনায় বেশী আছে আমাকে অর্থ বহুল স্বল্প শব্দ বা ব্যাপক পরিধিময় আদর্শ ও নীতি, ব্যাপক অর্থের শব্দাবলীতে রচিত ও প্রকাশিত করার বিশেষ শক্তি ও গুণ দান করা হয়েছেও আমার দ্বারা সকল নবীর নবুওয়াতের ধারা পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ স্বয়ং কুরআনের নিরানব্বইটি আয়াত ও দুইশত দশটি হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। মোটকথা, যেহেতু আল্লাহর কিতাব, রাসূলের হাদীস, সাহাবীদের ইজমা এবং পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের উক্তি এই অকাট্য সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে যে খাতামুন্নাবিয়্যীন শব্দটি তার প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মধ্যে কোন রূপকতা, অতিশয়োক্তি, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ বা রাখ-ঢাক নেই– তাই এখন কারো এই অধিকার নেই যে, সে খাতামুল মুহাক্কিকীন, খাতামুল মুফাচ্ছিরীন, ইত্যাদি শব্দের উপর অনুমান করে এ দাবী করে বসবে যে এ শব্দটিও রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(٨٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ حَتّٰى اِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُوْنَ قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَقَالَ اٰخَرُ مُوْسٰى كَلَّمَهُ تَكْلِيْمًا وَقَالَ اٰخَرُ فَعِيْسٰى كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْحُهُ وَقَالَ اٰخَرُ اٰدَمُ اصْطَفَاهُ اللّٰهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَهُوَ كَذَالِكَ وَمُوْسٰى نَجِيُّ اللّٰهِ وَهُوَ كَذَالِكَ وَعِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَالِكَ وَاٰدَمُ اصْطَفَاهُ اللّٰهُ وَهُوَ كَذَالِكَ اَلَا وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ اٰدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللّٰهُ لِيْ فَيُدْخِلُنِيْهَا وَمَعِيْ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ عَلَى اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، مِشْكٰوة صـ٥٢٣)

http://kitabbhubon.com

(৮০) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবী একস্থানে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। এসময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকে বের হলেন এবং তাদের নিকট পৌঁছে তাদের কথাবার্তা শুনলেন। তাদের একজন বললেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীমকে খলীল বানিয়েছেন। আরেকজন বললেন, হযরত মূসা (আঃ) কালীমুল্লাহ ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা যার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। অপর একজন বললেন, হযরত ঈসা ছিলেন কালিমাতুল্লাহ ও রূহুল্লাহ এবং আরেকজন বললেন, হযরত আদমকে আল্লাহ তায়ালা ছফী উল্লাহ বানিয়েছেন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি তোমাদের কথাবার্তা ও তোমরা যে বিস্ময় প্রকাশ করেছ তা শুনেছি। ইব্রাহীম যে খলীলুল্লাহ ছিলেন সেটা ঠিকই। মূসা যে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলেছেন তাও সত্য কথা। ঈসা যে রূহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ ছিলেন এটাও প্রকৃত কথা এবং আদম যে আল্লাহর মনোনীত, মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, তাও সম্পূর্ণ বাস্তব। জেনে রাখ! আমি হলাম আল্লাহর হাবীব– এতে গর্ব নেই এবং কিয়ামতের দিন আমিই হামদের ঝান্ডা উত্তোলনকারী হব– আদম ও অন্যান্য নবীগন উক্ত ঝান্ডার নিচেই থাকবেন, এতে গর্ব নেই। কিয়ামতের দিন আমিই হব সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই কবুল করা হবে, এটাতে গর্ব নয়। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের কড়া নাড়া দিব। তখন আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য তা খুলে দিবেন এবং আমাকে প্রবেশ করাবেন। আর আমার সঙ্গে থাকবে গরীব ঈমানদারগণ, এটাতে গর্ব নয়। আর আমিই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে সম্মানিত, এতেও গর্ব নেই। (তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৫১৩)

ব্যাখ্যা ঃ খলীল ও হাবীবের মধ্যে পার্থক্য হল– খলীল মুরীদের স্থানে যে মুরাদ এর জন্য আগ্রহী। পক্ষান্তরে হাবীব হলেন মুরাদের স্থানে, মুরীদ হলেন স্রষ্টা তথা আল্লাহ রসূলের রাজীতে রাজী। এতে গর্ব নয়, অর্থাৎ এসব আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত শুকরিয়া স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ وَاَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ অর্থাৎ তাঁর নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুণ। (সুরা দুহা)

(٨١) عَنْ اُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٥١٤)

(৮১) অর্থঃ হযরত উবাই কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই হব নবীদের ইমাম ও মুখপাত্র এবং তাদের জন্য শাফায়াতের অধিকারী। এতে আমার কোন অহংকার নেই। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৫১৪)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যা ঃ اِمَامُ النَّبِيِّيْنَ এখানে হামযার হরকতে জের ও জবর উভয়টা হতে পারে। জবর তখন সহীহ হবে যখন قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ এর হাদীস এই হাদীসের অনুযায়ী হবে। কিন্তু জুমহুর মুহাদ্দিসগণ বলেছেন اَمَام জবর দিয়ে পড়া ভুল। জবর পড়া যাবে না। যের দিয়েই পড়তে হবে।

(٨٢) عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِيْ لِتَمَامِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْاَفْعَالِ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة ص٥١٤)

(৮২) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলী পরিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করেছেন। (শরহে সুন্নাহ, মিশকাত–পৃষ্ঠা ৫১৪)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমাকে লোকদের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। যাতে অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও বাহ্যিক কার্যাবলীর মধ্যে মানুষ পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়।

(٨٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ لَيْلَةٍ اُضْحِيَانَ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَاِذَا هُوَ اَحْسَنُ عِنْدِيْ مِنَ الْقَمَرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، مِشْكٰوة ص٥١٧)

(৮৩) অর্থঃ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা আমি চাঁদনী রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। অতঃপর একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে তাকাতাম আর একবার চাঁদের দিকে। সে সময় তিনি লাল (জোড়া) বর্ণের পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁকে আমার কাছে চাঁদের চেয়ে অধিকতর খুব সূরত মনে হল। (তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৫১৭)

ব্যাখ্যাঃ হযরত জাবির (রাঃ)-এর নিকট সুন্দর মনে হয়েছে তার আগ্রহ প্রকাশার্থে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। নতুবা বাস্তবে সমস্ত আশেকদের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ হতেও মহা সুন্দর ছিলেন।

عَلَامَةُ نُبُوَّتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নবুওয়াতের নিদর্শন

(٨٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ وَكَانَ يَرْقِيْ مِنْ هٰذَا الرِّيْحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ اَهْلِ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُوْنٌ فَقَالَ لَوْ اَنِّيْ رَأَيْتُ هٰذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَشْفِيْهِ عَلٰى يَدِيْ قَالَ فَلَقِيَهٗ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنِّيْ اَرْقِيْ مِنْ هٰذَا الرِّيْحِ فَهَلْ

http://kitabbhubon.com

لَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اَعِدْ عَلَىَّ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلَاءِ فَاَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلَاءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ قَامُوْسَ الْبَحْرِهَاتِ يَدَكَ اُبَايِعْكَ عَلَى الْاِسْلَامِ قَالَ فَبَايَعَهٗ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٥٢٥)

(৮৪) অর্থঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আয্‌দে শানুয়া গোত্রের যিমাদ নামে এক ব্যক্তি একদা মক্কায় আগমন করল। যিমাদ মন্ত্র দ্বারা জিন-ভুতের ঝাঁড়-ফুঁক করত। সে মক্কার জাহেল, নির্বোধ লোকদের কাছে শুনতে পেল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগল হয়ে গেছে। এটা শুনে সে বলল, যদি আমি ঐ ব্যক্তিকে [মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে] দেখতাম তাহলে চিকিৎসা করতাম। হয়ত আমার চিকিৎসায় আল্লাহ পাক তাঁকে সুস্থ করে দিতে পারেন। রাবী বলেনঃ অতঃপর যিমাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমি জ্বিন-ভুতের মন্ত্র পড়ে ঝাড় ফুঁক করি। যদি তুমি বল আমি তোমার চিকিৎসা করব। তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) পাঠ করলেনঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি তাঁরই প্রশংসা করি এবং সাহায্য কামনা করি। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউই গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউই সোজা পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল।" অতঃপর [রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পর্যন্ত বলার পর] যিমাদ বলল, আপনি উক্ত বাক্যগুলি পুনরাবৃত্তি করুন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বাক্যাবলী তিনবার পাঠ করলেন। এতদশ্রবণে যিমাদ বললঃ আমি গণকের কথাও শুনেছি, যাদুকরের কথাও শুনেছি এবং কবিদের কথাও শুনেছি। কিন্তু আপনার এ বাক্যগুলির মত এমন বাক্য আমি আর কখনও শুনতে পাইনি। বস্তুত: আপনার প্রতিটি বাক্য (সাহিত্যের) অথৈ-সাগরের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। (মোটকথা এটা কোন পাগলের প্রলাপ হতে পারেনা)। সুতরাং আপনি আপনার হাতখানা প্রশস্ত করুন। আমি আপনার হাতে ইসলামের বাইয়াত করব। রাবী বলেনঃ তখনই সে হুযুরের হাতে বাইয়াত নিল। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৫২৫)

ব্যাখ্যা ঃ ضِمَاد এর ضَاد এর জের, কেউ বলেছেন পেশ, কেউ শেষাক্ষর "م" পড়েছেন– ضِمَام কেহ পড়েছেন ص صِمَام দিয়ে। (হাশিয়ায়ে মিশকাত)। নবুওয়াতের নিদর্শন ও নবীদের মুজিযা মূলত বস্তু দুটি একই পর্যায়ের। তবে উভয়ের মধ্যে এতটুকু

http://kitabbhubon.com

পার্থক্য বলা যায় যে, প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় যা পেশ করা হয় তা মুজিযা, যেমন চাঁদ দ্বিখন্ডিত করা। আর যাতে প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জ ছিল না, যেমন খাদ্য বৃদ্ধি পাওয়া, অঙ্গুলী হতে পানি নির্গত হওয়া প্রভৃতি নবুওয়াতের নিদর্শন। মোটকথা উভয়টাই গায়েবী ও অলৌকিক ব্যাপার।

كَوْنُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ নবী হওয়ার প্রমাণ

(٨٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ نَبِىُّ اللّٰهِ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٦٥)

(৮৫) অর্থঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতে ত্রিশজন এমন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে যাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর নবী হওয়ার দাবী করবে। অথচ প্রকৃত কথা হল "আমিই শেষ নবী" আমার পরে আর কোন নবী নেই। (মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত- ৪৬৫)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ঈসা (আঃ) কিয়ামতের পূর্বে উম্মত হিসেবে অবতরণ করবেন। নবী হিসেবে অবতরণ করবেন না। তাই আর নতুন নবী নেই এবং ঈসা (আঃ) নতুন নবী নন পুরাতন নবী। আমাদের নবীর শরীয়ত অনুসরণ করবেন ষোল আনা।

(٨٦) يَقُوْلُ اَبُوْ حَازِمٍ قَاعَدْتُّ اَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِيْنَ فَسَمِعْتُهٗ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهٗ نَبِىٌّ اٰخَرُ وَاِنَّهٗ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ صـ٤٩١ ج ١)

(৮৬) অর্থঃ আবু হাযিম (রঃ) বলেন, আমি একাধারে দীর্ঘ পাঁচ বছর হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর সান্নিধ্যে ছিলাম। আমি তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- বনী ইসরাঈলের মধ্যে তাদের বিপর্যয়কালে নবীগণ ধারাবাহিকভাবে আগমন করতেন ও তাদের নেতৃত্ব দিতেন। (এ নিয়মে নবীদের ধারা জারী ছিল) যখন কোন নবী দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করতেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তার পশ্চাতে অপর একজন নবী প্রেরণ করতেন। (কিন্তু নিঃসন্দেহে (আমি শেষ নবী) আমার পরে কোন নতুন নবী নেই, তবে আমার পরে আমার খলীফা বা প্রতিনিধিদের আগমন ঘটবে। (বুখারী- ৪৯১ পৃষ্ঠা ১ম খন্ড)

ব্যাখ্যাঃ তবে ত্রিশজন ভন্ড নবীর আবির্ভাব ঘটবে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এ যাবত বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন দেশে সে মিথ্যা দাবীদারদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং

http://kitabbhubon.com

তাদের মিথ্যাচারিতাও নির্মূল হয়ে গেছে। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীও ঐ মিথ্যুকদের একজন, যার মিথ্যার মুখোশও খুলে গিয়েছে। এরূপ দাবীদার ভবিষ্যতে আরো আসতে পারে। অবশেষে দাজ্জাল হবে সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যাবাদী, এমনকি সে খোদা হওয়ারও দাবী করবে।

(٨٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَاَنْتُمْ اٰخِرُ الْاُمَمِ (اِبْنُ مَاجَةَ)

(৮৭) অর্থঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি নবীদের সর্বশেষ নবী, আর তোমরা সর্বশেষ উম্মাত। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ নবী যখন শেষ নবী, উম্মতও তাঁর শেষ উম্মত হবে। কাজেই শেষ নবীর মর্যাদা যেমন সকল নবীর উপর, শেষ উম্মতের মর্যাদাও সমস্ত উম্মতের উপর। আমাদের নবীর মর্যাদায় আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(٨٨) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ لِيْ اَسْمَاءً اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِيْ الَّذِيْ يَمْحُو اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَيَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهٗ نَبِيٌّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٥١٥)

(৮৮) অর্থঃ হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমার অনেকগুলি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহমাদ, আমি মাহী, আল্লাহপাক আমার দ্বারা কুফরকে নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি আল হাশির, (কিয়ামতের দিন) মানব জাতিকে আমার পশ্চাতে সমবেত করা হবে। আর আমি হলাম আল-আক্বিব এবং আকিব ঐ ব্যক্তি যার পরে আর কোন নবী নেই। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৫১৫)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা ইবনে কুতাইবা বলেন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুহাম্মাদ অন্য কোন নবীর নাম ছিল না। এটা আমাদের নবীর নবুওয়াতের নিদর্শনের অন্তর্গত। এ হাদীসেও আকিব শব্দ দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ হক নবী তার পরে নতুন কোন নবী নবী হিসেবে নেই-এর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

(٨٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِيْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ اَحْسَنَ بُنْيَانَهٗ تُرِكَ مِنْهُ مَوْضَعُ لَبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهٖ اِلَّا مَوْضَعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ فَكُنْتُ اَنَا سَدَدْتُّ مَوْضَعَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص ٥١١)

http://kitabbhubon.com

(৮৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার দৃষ্টান্ত ও (আমার পূর্ববর্তী) অন্যান্য নবীদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ- যেমন একটি প্রাসাদ। যা সৌন্দর্যমন্ডিত করে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এক স্থানে একটি জায়গা খালী রাখা হয়েছে। অতঃপর লোকেরা তা ঘুরে দেখে বিস্মিত হয় যে, এটার নির্মাণ কত সুন্দর কিন্তু একটি ইটের স্থান খালী রয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমিই উক্ত খালী ইটের স্থানটি পূরণ করি। আমার দ্বারাই উক্ত প্রাসাদটি সমাপ্ত করা হয়েছে এবং আমার দ্বারাই নবী আগমনের সিলসিলা শেষ করা হয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– আমিই সেই ইট এবং আমিই নবীদের সিলসিলা সমাপ্তকারী। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– ৫১১ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ নবুওয়াতের ও রিসালাতের পরম্পরাকে উপমা দেওয়া হয়েছে নয়নাভিরাম অট্টালিকার সাথে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনে খালী স্থানটি পূরণ হল মানে, আর কোন ইটের স্থান অবশিষ্ট নেই। সুতরাং তিনিই হলেন শেষ নবী তারপর আর কোন নতুন নবীর আগমন হবে না।

شَفَقَتُهٗ عَلٰى اُمَّتِهٖ

উম্মতের উপর মহানবী ﷺ -এর মমতা

(٩٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ وبْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اِبْرَاهِيْمَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَقَالَ عِيْسٰى اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ وَبَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاجِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْهِ فَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ فَسَاَلَهٗ فَاَخْبَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهَا قَالَ فَقَالَ اللّٰهُ لِجِبْرَئِيْلَ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اَنَا سَنُرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٤٨٩)

(৯০) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উক্তি সম্বলিত এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, (অর্থাৎ) হে আমার রব! এই সমস্ত প্রতিমাগুলি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত ও গোমরাহ করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে-ই আমার দলভূক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল দয়ালু। আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর উক্তিও পাঠ করলেন, অর্থাৎ যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা" (আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তবে তুমি তো মহাক্ষমতাশালী ও মহাজ্ঞানী)। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হস্তদ্বয় উঠিয়ে এই ফরিয়াদ

http://kitabbhubon.com

করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত! (তুমি তাদেরে ক্ষমা কর!) এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রীল (আঃ)-কে বললেনঃ তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা কর তিনি কেন কাঁদছেন? অবশ্য আল্লাহ ভালভাবেই জানেন তাঁর কাঁদার কারণ কি? তখন জিব্রাঈল এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই অবহিত কররেন যা তিনি বলছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিব্রীল কে পুনরায় বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাও এবং তাকে বল– আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে দিব এবং আপনাকে ব্যথা দিব না। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৮৯)

ব্যাখ্যাঃ "মাজাহেরে হক" কিতাবের প্রণেতা লিখেন যে, বর্ণনায় এসেছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তাবত রাজী হব না যাবত না আমার উম্মত এক এক করে সবাইকে ক্ষমা করা হবে। ইমাম নববী বলেন যে, এই হাদীসে কয়েকটি ফায়দা বিদ্যমান। এক তো মহানবীর তাঁর উম্মতের উপর পরিপূর্ণ মহানুভবতা ও তাদের সংশোধনের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। দ্বিতীয়ত এই উম্মতের জন্য মহা সুসংবাদ রয়েছে আল্লাহর ওয়াদার কারণে যে তোমাকে আমি রাজী করে দিব, উম্মতের ব্যাপারে, তৃতীয়ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহামর্যাদাবান হওয়ার বর্ণনা।

(٩١) عَنْ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِى مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهٗ وَدَعَا رَبَّهٗ طَوِيْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ سَأَلْتُ رَبِّىْ ثَلَاثًا فَاَعْطَانِىْ ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِىْ وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّىْ اَنْ لَّا يُهْلِكَ اُمَّتِىْ بِالسَّنَةِ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُ اَنْ لَّا يُهْلِكَ اُمَّتِىْ بِالْغَرْقِ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُهٗ اَنْ لَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ وَالنَّسَائِىِّ سَأَلْتُهٗ اَنْ لَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاَعْطَانِيْهَا مَقَامَ اَنْ لَّا يُهْلِكَ بِالْغَرْقِ (مِشْكٰوة ص٥١٣-٥١٢)

(৯১) অর্থঃ হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুয়াবিয়ার মসজিদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাতে প্রবেশ করে দুই রাকায়াত নামায পড়লেন এবং আমরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। নামায শেষে তিনি এক দীর্ঘ দুআ করলেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আমি আমার রব্বের কাছে তিনটি বিষয় ফরিয়াদ করেছিলাম। তিনি আমাকে দুটি দিয়াছেন এবং একটি নিষেধ করেছেন। (১) আমি আমার রব্বের কাছে চেয়েছিলাম, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা যেন আমার উম্মতকে ধ্বংস না করেন। আমার এই দুআ তিনি কবুল করলেন। (২) আমি আমার রব্বের কাছে এটাও চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস না করা হয়। তিনি আমার এই দুআও কবুল করেছেন এবং (৩) আমি

http://kitabbhubon.com

তাঁর কাছে চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মতের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়। কিন্তু তিনি তা আমাকে দান করেননি। (মুসলিম)। তিরমিযী ও নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে আমি চেয়েছিলাম যেন সমগ্র মুসলমানদের উপর অমুসলিমদিগকে চাপিয়ে না দেন, এটাও তিনি আমাকে দান করেছেন– তিনি যেন ডুবিয়ে ধ্বংস না করে দেন বাক্যটির স্থানে। (মিশকাত পৃষ্ঠা –৫১২–৫১৩)

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রতিভাত হয় নবীদের কোন কোন দুআ কবূল হয় না। হযরত খাব্বাব বিন আরিত এর বর্ণনায় যা এর প্রতি সাপোর্ট দেয় যে হুযুরের ঐ দুআ নামাযের মধ্যে ছিল। যেমন খাব্বাব (রাঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সঙ্গে এক নামায আদায় করলেন এবং ঐ নামায খুব লম্বা করলেন। সাহাবারা আরয করলেন যে, হে আল্লাহ রসূল! আপনিতো সাধারণত এমন লম্বা নামায পড়েন না। এবার এত লম্বা করার কারণ কি? হুযূর বললেনঃ এটা আশা ও ভয়ের নামায ছিল। আমি এ নামাযে আল্লাহর কাছে তিনটি দুআ করেছিলাম। দুটি আমায় দান করেছেন একটি দান করেননি। এরপর প্রশ্নোত্তর বিস্তারিত দিলেন।

(٩٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِيْ وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ فَرَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِيْنٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنِّيْ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَ وَدِدْتُ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ أَكُوْنَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ (تِرْمِذِيْ صـ١٠٦)

(৯২) অর্থঃ হযরত আয়িশা ছিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হতে বাহিরে তাশরীফ নিলেন, তখন হুযূরের চোখ ঠান্ডা ছিল ও মানসিকতা খুব আনন্দময় ছিল, কিন্তু বাহির হতে তাশরীফ নিয়ে এলেন অত্যন্ত পেরেশান অবস্থায়। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি কাবা ঘরে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে, যদি আমি অনুরূপ না করতাম তবে ভাল হত, কেননা আমি আশংকা করছি যে হয়ত আমি এই কাজের দ্বারা আমার পরে উম্মতদিগকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি। (তিরমিযী পৃষ্ঠা ১০৬)

ব্যাখ্যাঃ এই আশংকার কারণ এই যে, মানুষেরা কা'বার ভিতরে প্রবেশ করাকে কোন বিশেষ ফযীলত মনে করে বসবে এবং ঐ জন্যে মারাত্মক ভীড় করবে। যা নিষ্প্রয়োজনে কষ্টের কারণ হবে। এটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাঁর উম্মতের উপর মমতার দলীল। কেননা ভবিষ্যতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করে যে কষ্টের মধ্যে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তার চিন্তার দ্বারাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুঃশ্চিন্তা পয়দা হয়ে গেছে।

(٩٣) عَنْ جَابِرٍ فِيْ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُوْنَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ انْزِعُوْا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَّغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٢٥)

http://kitabbhubon.com

(৯৩) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, অতঃপর তিনি (আপন গোত্র) বনী আব্দুল মুত্তালিবের নিকট পৌঁছলেন, যারা যমযমের পাড়ে দাড়িয়ে লোকদের পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি তাদের বললেন– হে বনু আব্দুল মুত্তালিব! টান, টান, যদি আমি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদেরকে পরাভুত করে দিবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি টানতাম। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২২৫)

ব্যাখ্যাঃ হযরত রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী (রঃ) বলেন, হাদীসের মধ্যে বনী আব্দুল মুত্তালিবকে সান্তনা দেয়া উদ্দেশ্য, যে যমযমের পানি হাজীদের পান করানোর জিম্মাদারীর কারণে যদি তোমরা তাওয়াফ ইত্যাদি বেশী করতে না পার তো এতে আক্ষেপ করার কিছুই নেই। কেননা স্বয়ং যমযমের পানি পান করানো এতবড় ফযীলতের কাজ যে, যদি আমার এই আশংকা না হত যে আমার ঐ কাজটা করার দ্বারা লোকেরা একে হজ্জের মাসয়ালার মধ্যে গণ্য করে বসবে এবং সবাই ভীড় করবে এবং তোমাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাবে; তবে আমিও হাজীদেরকে পানি তুলে পান করাতাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইরশাদ দ্বারা বনু আব্দুল মুত্তালিবের উপর দয়া তো সুস্পষ্ট এবং উম্মতের উপর দয়া হল এই যে, নিজে পান করানো হতে বিরত থেকে উম্মতকে কষ্টের হাত হতে রক্ষা করেছেন। উম্মত কোন সময় যমযম থেকে পানি তুলে হাজীদেরকে পান করানোর জন্য মারাত্মক ভীড় করে কষ্টের সম্মুখীন হতে পারে তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

(٩٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মতের উপর মুশকিল মনে না করতাম তাহলে অবশ্যই ইশার নামায (এক তৃতীয়াংশ বা মধ্যরাত পর্যন্ত) বিলম্বিত করার এবং সমস্ত নামাযের (উযুর) সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম তথা এসব ফরয করে দিতাম। (বুখারী. মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য এটা যে, এই দুটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। মুস্তাহাব ও বড় ফযীলতের অধিকারী। এটাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীমাহীন দয়ার বহিঃপ্রকাশ যে, এ বিষয় দুটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এত প্রিয় ও পছন্দনীয় ও উপকারী হওয়া সত্ত্বেও মুশকিল ও কষ্টের আশংকায় এইগুলি ফরয করে দেননি।

(٩٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلّٰى فِيْهَا لَيَالِىَ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوْا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُّوْا اَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ مَازَالَ بِكُمُ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ

http://kitabbhubon.com

كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَاقُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلَّا الصَّلٰوةُ الْمَكْتُوْبَةُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١١٤)

(৯৫) অর্থঃ হযরত জায়িদ বিন সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মসজিদে মাদুর দ্বারা একটি হুজরা প্রস্তুত করলেন এবং তথায় কয়েক রাত্র (নফল) নামায পড়লেন, যাতে লোক সকল তাঁর নিকট একত্রিত হতে লাগল। অতঃপর এক রাত্রে সাহাবীগণ তাঁর কোন সাড়া শব্দ পেলেন না এবং ধারণা করলেন, তিনি হয়ত ঘুমিয়ে আছেন; তাই, তাদের কেউ গলা খাকরাতে লাগলেন– যেন তিনি তাঁদের নিকট (জামাতের জন্য) বের হয়ে আসেন। এটা দেখে তিনি বলেন, আমি তোমাদের বরাবরের (আগ্রহের) অবস্থা দেখছি এবং আশংকা করছি, এটা তোমাদের উপর ফরয হয়ে না যায়। আর যদি ফরয হয়ে যায় তাহলে তোমরা তা পালন করতে পারবে না। সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা (নফল) নামায তোমাদের ঘরেই পড়; কেননা, কারো উত্তম নামায হচ্ছে তার ঘরের নামায– ফরয নামায ব্যতীত। (বুখারী-মুসলিম পৃষ্ঠা ১১৪)

ব্যাখ্যাঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফের জন্য মসজিদে নববীর এক পার্শ্বে এভাবে হুজরা প্রস্তুত বা ঘেরাও করে নিতেন। এথেকে জানা গেল যে চাটাই বা কোন জিনিস দ্বারা হুজরা প্রয়োজনের সময় মসজিদে বানানো জায়িয আছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা না আটকানোর শর্তে এবং মুসল্লীদের সংকীর্ণ না হয়। আর জানা গেল তারাবীহের জন্য জামাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীহের জন্য স্থায়ী জামাতের ইন্তিজাম করেননি। এর কারণ স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন– যে আমলে স্থায়ী করার দ্বারা ফরযে আইন হওয়ার আশংকা ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)ও মুরতাদদের প্রতিহত করা এবং উম্মতের নিয়ম-শৃংখলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে মগ্ন থাকার কারণে ঐ তারাবীহের দিকে লক্ষ্য দেয়ার সুযোগ জুটেনি। এমনকি তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। হযরত উমর (রঃ) ও তাঁর খিলাফতের সূচনা লগ্নেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত ছিলেন। কিছুদিন পরে তৎকালীন বর্তমান যে সাহাবীগণ ছিলেন প্রায় সব সাহাবীদের উপস্থিতিতে তারাবীহের নামায বিশ রাকাত ধার্য করে দিলেন এবং জামাতের সাথে আদায় করার হুকুম দিয়েছেন এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-কে ইমাম নির্ধারণ করেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের হুকুমও দলীল।

(٩٦) عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(৯৬) অর্থঃ হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু আমলকে ছেড়ে দিতেন তা আমল করতে অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও; এই আশংকায় যে মানুষেরাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাংক অনুসরণ করে ঐ আমল করতে থাকবে ফলে তাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে। (বুখারী)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ এ ব্যাপারটিও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু বড় দয়ার দলীল যে, বহু আমল অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় ছেড়ে দিয়েছেন।

(٩٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَدِدْتُّ اَنَّا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُوْا اَوَلَسْنَا اِخْوَانُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاْتُوْا بَعْدُ فَقَالُوْا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَّمْ يَاْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا لَهٗ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ اَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهٗ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّهُمْ يَاْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٠)

(৯৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক) গোরস্তানে উপস্থিত হলেন এবং (মুরদারগণের উদ্দেশ্যে) বললেনঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَنَا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ আসসালামু আলাইকুম হে মুমিনগণের জামাত! আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সহিত এসে মিলিত হচ্ছি। (অতঃপর বললেন,) আমার আকাংখা আমার যেন আমাদের ভাইদের দেখতে পাই। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, (কোন ভাইগণ?) আমরা কি আপনার ভাই নই? উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনারা আমার সহচর। আমার ভাইগণ তারাই যারা এখনও (দুনিয়াতে) আসে নাই (পরে আসবে)। সাহাবীগণ বললেন হুযূর! কিরূপে আপনি নিজ উম্মতের এমন লোকদের চিনবেন যারা এখনও (দুনিয়াতেই) আসে নাই? উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বল দেখি যদি কোন এক ব্যক্তির নিছক কাল এক রঙ্গা ঘোড়া সমূহের মধ্যে একদল ধবধবে সাদাকপাল ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে সে কি তার ঘোড়াসমূহ চিনতে পারে না? তাঁরা বললেন হাঁ, নিশ্চয়ই ইয়া রসূলাল্লাহ! তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতী ভাইগণও উযূর কারণে (কিয়ামতের দিনে সেরূপে) ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হস্তপদ অবস্থায় উপস্থিত হবে এবং আমি হাউযে কাউসারের নিকট তাদের অগ্রগামী হিসেবে উপস্থিত থাকব। (মুসলিম, মিশকাত- ৪০ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ অগ্রগামী- মূলে ফারাত (فَرَطٌ) শব্দ রয়েছে। এর অর্থ যাত্রী দলের সেই ব্যক্তি যিনি অগ্রে গমন করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার মর্ম এই যে- আমি দুনিয়া হতে অগ্রে বিদায় গ্রহণ করে হাশরের দিনে হাউযে কাউসারের নিকট আপনাদের জন্য "ফারাত" রূপে উপস্থিত থাকব এবং হাউযের পানি দ্বারা আপনাদের তৃষ্ণা নিবারণ করব। আল্লাহপাক তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুন ও আমাদের পক্ষ হতে তাঁকে নেক প্রতিদান দান করুন। আর উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জল হওয়া কিয়ামতের দিনে এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর একক বৈশিষ্ট্য।

http://kitabbhubon.com

(٩٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَاِنِّىْ اِخْتَبَأْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِىْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِىَ نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِىِّ اَقْصَرُ مِنْهُ، مِشْكٰوة صـ١٩٤)

(৯৮) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দুয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে যা কবুল করা হয়। প্রত্যেক নবী শীঘ্র শীঘ্র দুনিয়াতেই তার দুআ চেয়েছেন, আর আমি আমার দু'আ কিয়ামত পর্যন্ত মূলতবী রেখেছি আমার উম্মতের শাফায়াত রূপে। ইনশাআল্লাহ তা আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি পৌঁছবে, যে আল্লাহর সহিত কিছুকে শরীক না করে মরেছে।

(মুসলিম, তবে বুখারীর বর্ণনা মুসলিম অপেক্ষা কম, মিশকাত, পৃষ্ঠা- ১৯৪)

ব্যাখ্যাঃ "প্রত্যেক নবীর একটি বিশেষ দুআ'র অধিকার দেয়া হয়েছে" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে যখন তাঁদের বিরোধীদের সীমালংঘন করে যাওয়ার পর এই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমাদের বিরোধীদের উপর বদদোয়া কর যাতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁরা দুআ করতেন ও আল্লাহ তায়ালা কবুল করতেন। সুতরাং প্রত্যেক নবী তাঁর দুআ তাড়াতাড়ি করে ফেলেছেন। যেমন নুহ (আঃ), সালেহ (আঃ), লুত (আঃ) প্রমুখ নবীগণ। আর আমি নিজের দোআকে গোপন করে রেখেছি। কেয়ামতের জন্য মওকুফ রেখেছি। এর বদলে আমি প্রতৌক ঐ ব্যক্তির জন্য যে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে যদিও সে গুনাহগার হয়ে থাকে- তার জন্য সুপারিশ করবো।

فَضْلُ حُبِّ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার ফযীলত

(٩٩) اِنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِىْ قَالَ لَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ عُمَرُ فَاِنَّكَ الْاٰنَ وَاللّٰهِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ فَقَالَ الْاٰنَ يَا عُمَرُ تَمَّ اِيْمَانُكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(৯৯) অর্থঃ একদা হযরত উমর (রাঃ) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আপনি আমার কাছে আমার জীবন ব্যতিরেকে সবকিছু হতে প্রিয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, হে উমর! ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ মুমিন বলে পরিগণিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার জীবন হতেও বেশী প্রিয় না হব। তখন উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি হে নবী! এখন আমার নিকট

http://kitabbhubon.com

আমার জীবন অপেক্ষাও বেশী প্রিয়। ঐ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমর এখন তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হলো। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ কোন কোন বর্ণনায় আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরের বক্ষের উপর হাত মারলেন এবং বললেন, হে উমর! ততক্ষণ পরিপুর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার জীবন হতেও বেশী প্রিয় না হব। তারপর উমর (রাঃ) বললেন– ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখন আপনি আমার নিকট আমার জীবন হতেও বেশী প্রিয়।

(١٠٠) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَّ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُّ لَهَا اِلَّا اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْئٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرْحَهُمْ بِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٤٢٦)

(১০০) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আচ্ছা তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল, এর জন্য আমি কিছুই প্রস্তুত নেই নি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। তখন তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে। বর্ণনাকারী আনাস বলেন, ইসলামের পর মুসলমানদেরকে আমি এতটা খুশী হতে দেখিনি আজ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কথাটি শুনে যতটা খুশী হয়েছিলেন। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪২৬)

ব্যাখ্যাঃ কেননা, সাহাবায়ে কিরামের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কিছুই ছিল না। কাজেই এ সুসংবাদ শুধু প্রশ্নকারীর সাথে সীমিত নয়। বরং সকলের জন্যই এটা প্রযোজ্য।

(١٠١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِىْ لِىْ حُبًّا نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِىْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ رَاٰنِىْ بِاَهْلِهٖ وَمَالِهٖ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٥٨٣)

(১০১) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি অত্যাধিক মহব্বত পোষণকারী লোক তারাই হবে যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কেউ এই আকাংখা রাখবে, যদি সে আমাকে দেখতে পায়, তাহলে আমার জন্য নিজেদের পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ কুরবান করে দিবে। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৫৮৩)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ এই আকাংখা করবে যে যদি আমাকে দেখার সুযোগ হয়, তবে তারা পরিবার-পরিজন মাল-ছামান সবকিছু উৎসর্গ করে আমার নিকট পৌছুবে। এগুলো আংশিক ফযীলত এটা সাহাবাদের চেয়ে উর্ধ্বের বা সমমানের নয় সামগ্রিক দিক দিয়ে।

http://kitabbhubon.com

اِتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَامَةُ حُبِّهٖ

মহানবীর সুন্নাতের অনুসরণ ও তাঁর মহব্বতের নিদর্শন

(١٠٢) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابُنَيَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَيَّ وَذَالِكَ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٣٠)

(১০২) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, বৎস! তুমি যদি এরূপে সকাল-সন্ধ্যা কাটাতে পার যে, তোমার অন্তরে কারো জন্য হিংসা-বিদ্বেষ নেই, তবে তাই কর। অতঃপর হযরত বললেন, বৎস! এটা আমার সুন্নাতের অন্তর্গত এবং যে আমার সুন্নাতের অনুসরণ করবে (যে ভালবাসবে) সে আমাকেই ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসবে সে বেহেশতে আমার সাথে থাকবে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩০)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আনাস (রাঃ)-কে বৎস ডাকা সীমাহীন আদর ও স্নেহের বহিঃপ্রকাশ। কাফেরদের সাথে কল্যাণ কামনা করা মানে তাদের ঈমানের চিন্তা করা ও ধ্বংসের থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। যথাসম্ভব সম্পদ দিয়ে সাহায্য করে অন্তর জয় করার চেষ্টা করা। হাদীসে এদিকে ইশারা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে মহব্বত করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করার উপকরণ। এখন সুন্নাতের উপর আমল করার স্তর কি পরিমাণ হতে পারে? তা চিন্তা কর? ভাইসব! তোমরা লক্ষ্য কর! নবীর সুন্নাত মহব্বতকারীর কত বড় মর্যাদা। দুজাহানের সকল নেয়ামত একদিকে আর এটি আরেক দিকে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার তৌফিক দান করুন।

(١٠٣) عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِيْ فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٣٠)

(১০৩) অর্থঃ হযরত বিলাল ইবনে হারিস মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতসমূহের এমন কোন সুন্নাতকে যিন্দা করেছে, যা আমার পরে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য সে সকল লোকের সওয়াবের পরিমাণ সওয়াব রয়েছে, যারা

http://kitabbhubon.com

এটা আমল করবে, অথচ এটা তাদের সওয়াবের কোন অংশ হ্রাস করবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন গোমরাহীর নতুন পথ (বিদআত) সৃষ্টি করেছে, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল রাজী নন, তার জন্য সে সকল লোকের গোনাহের পরিমাণ গোনাহ রয়েছে যারা এর সাথে আমল করবে। এটা তাদের গোনাহর কোন অংশ হ্রাস করবে না। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩০)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সুন্নাতের উপর আমলকারীর সওয়াবের মধ্যে হ্রাস করা হয় না এবং যিন্দাকারীর তাদের সবার সওয়াব লাভ হয় ও বিদআতের উপর আমলকারীর গোনাহের কিছু হ্রাস করা হয় না ও বিদআত উদ্ভাবনকারীর ঐ পরিমাণ গোনাহ লেখা হয়। সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য দ্বীনি বিষয়াদি। চাই ফরয হোক বা ওয়াজিব বা সুন্নাত যা স্পষ্ট; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ হল- যেমন লোকেরা জুময়ার নামায বর্জন করে দিল, সে এটা আবার প্রচলন শুরু করল এটাই যিন্দার অর্থ। সুন্নাত যিন্দা করা বড় সৌভাগ্যের কথা।

(١٠٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىْ، مِشْكٰوة ص-٣٠)

(১০৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি আমার উম্মত বিগড়িয়ে যাওয়ার কালে আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরবে, তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব রয়েছে। (বায়হাকী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩০)

ব্যাখ্যাঃ কেননা ঐ সময় সুন্নাতকে যিন্দা করায় ও প্রচলন করায় বড় মারাত্মক কষ্ট হবে। যেমন শহীদদের দ্বীন রক্ষার্থে কষ্ট করতে হয়। বরং সুন্নাত যিন্দা করতে কষ্ট আরও বেশী, শহীদদের তুলনায়। শহীদ তো এক মুহূর্তে মাওলার দরবারে পৌছে যায়, আর ঐ সুন্নাত পালনকারী বেচারা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত গালি-গালাজ, ভর্ৎসনার ষ্টিম রোলার তার উপর চলতে থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে এ কারণেই ঐ সুসংবাদ বের হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ঐ মহা নেকী প্রাপ্তির তৌফিক দান করুন।

(١٠٥) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَهُوْدٍ تُعْجِبُنَا اَفَتَرٰى اَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ اَمُتَهَوِّكُوْنَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهٗ اِلَّا اتِّبَاعِىْ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىْ، مِشْكٰوة ص-٣٠)

(১০৫) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত উমর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হুযূর! আমরা ইহুদীদের নিকট তাদের অনেক ধর্মীয় কাহিনী শুনে থাকি, যা আমাদের নিকট অতি চমৎকার বোধ হয়;

http://kitabbhubon.com

উহা কিছু লিখে রাখার অনুমতি দেবেন কি? হুযূর বললেনঃ তোমরাও কি (তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে) দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছ, যেভাবে ইহুদী-নাসারাগণ দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছে? খোদার কসম! আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ উজ্জল ও পরিষ্কার দ্বীন এনেছি। (ইহুদীদের নবী) হযরত মুসাও যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। (আহমাদ, বায়হাকী, মিশকাত- ৩০ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ চিন্তা করার বিষয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন জাতি ইহুদী-নাসারাদের থেকে উপদেশের কথা পর্যন্ত গ্রহণ করাকে পছন্দ করেননি। কিন্তু বর্তমানে আমরা সকল বিষয়ে তাদের অনুসারী।

(١٠٦) وَفِىْ رِوَايَةِ الدَّارِمِىِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ بَدَالَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَاَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَاتَّبَعَنِىْ (مِشْكٰوة صـ٣٢)

(১০৬) অর্থঃ দারেমীর বর্ণনায় এসেছে- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাঁর কসম! যার অধিকারে মুহাম্মাদের জীবন রয়েছে, এ সময় যদি তোমাদের নিকট (তাওরাতের নবী স্বয়ং) মূসা ও জাহির হতেন, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতে তাহলেও তোমরা নিশ্চয়ই সরল পথ হতে গোমরাহ হয়ে যেতে। এমনকি তিনি যদি এখন জীবিত থাকতেন, আর আমার নবুওয়াতের যমানা পেতেন, তাহালে তিনিও নিশ্চয়ই আমার অনুসরণ করতেন। (মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩২)

ব্যাখ্যা ঃ শরীয়তে মুহাম্মাদী স্বয়ং সম্পূর্ণ এ হাদীস দ্বারা বুঝে আসে। দ্বীনের ব্যাপারে এটা অপর কোন শরীয়ত বা কিতাবের মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং দ্বীনে মুহাম্মাদীর খেলাফ হয় এমন কোন বিষয় অপর শরীয়ত হতে গ্রহণ করতে পারি না। মুসা জাহির হলেও তাঁর অনুসরণ জায়িয হত না। একথা হতে বুঝা যায় শরীয়তে মুহাম্মাদী সমস্ত শরীয়তকে রহিত করে দিয়েছে।

(١٠٧) عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَأْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِىْ مِمَّا اُمِرْتُ بِهٖ اَوْ نُهِيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لَاَدْرِىْ مَاوَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اِتَّبَعْنَاهُ

(رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٢٩)

(১০৭) অর্থঃ হযরত আবু রাফে' (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি তোমাদের কাউকে যেন এরূপ না দেখি, সে তার গদিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার নিকট আমার আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত কোন বিষয় পৌঁছলে, তখন সে বলবে আমি এসব কিছু জানিনা, আল্লাহর কিতাবে যা কিছু পাব তারই অনুসরণ করব। (আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৯)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, মুসলমান বলে দাবীদারদের মধ্যে এমন কোন শ্রেণীর অজ্ঞ লোকও হবে, যারা হাদীসকে শরীয়তের দলীল নয় বলতেও দ্বিধাবোধ করবে না। অথচ কুরআন যেরূপ ওহী, হাদীসও সেরূপ ওহী। আল্লাহ পাক বলেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দ্বীন সম্পর্কে) কোন কথাই নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে বলেন না, এটি ওহী ছাড়া কিছুই নহে! (সূরা নাজম)। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এখানে– কুরআনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুবহু জিব্রাঈল কর্তৃক উচ্চারিত শব্দ ব্যবহার করেছেন, আর হাদীসের শব্দ সাধারণত তাঁর নিজের কিন্তু ভাব উভয় স্থলেই ওহী।

আসল ব্যাপার হল, এ শ্রেণীর বিলাসী লোকেরা আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাস করেছে বলে দাবী করলেও আমলের কষ্ট স্বীকার করতে বা আহকামের পাবন্দী করতে তারা প্রস্তুত নয়। আর হাদীস তাদেরকে এতে বাধ্য করে। এ কথার সারাংশ এই যে, কুরআনে দ্বীন সম্পর্কে সকল বিষয়ের বর্ণনা থাকলেও আল্লাহ আপন প্রয়োজন অনুসারে অনেক বিষয় এতে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, যা রসূল ব্যতীত অন্যদের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের প্রতি কুরআন পৌছিয়ে দেওয়ার ভার অর্পণের সাথে সাথে কুরআনকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও সোপর্দ করেছেন। রাসূল তা আপন কথা ও কাজের দ্বারা মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ হিসেবে হাদীসকে কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বলা হয়। হাদীসে এরূপ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা না থাকলে এ শ্রেণীর লোকদের পক্ষে ব্যাপার অতি সহজ ছিল। তারা নিজেদের প্রবৃত্তি অনুসারে কুরআনের ব্যাখ্যা বা অর্থ করে আমলের কষ্ট ও আহকামের পাবন্দী হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারত। তাদের পক্ষে যত সর্বনাশের মূল হয়েছে হাদীসই। তাই তারা হাদীসকে অস্বীকার করতে এত ব্যস্ত।

ذَمُّ تَارِكِ السُّنَّةِ

সুন্নাত পরিহারকারীর নিন্দা

(١٠٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ الزَّائِدُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللّٰهِ وَالْمُسَلِّطُ بِالْجَبَرُوْتِ لِيُعِزَّ مَنْ اَذَلَّهُ اللّٰهُ وَيُذِلَّ مَنْ اَعَزَّهُ اللّٰهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِيْ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِشْكٰوة صـ٢٢)

(১০৮) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছয় ব্যক্তি তাদের প্রতি আমি লানত (অভিশাপ) করি এবং আল্লাহও তাদের প্রতি লা'নত করেন– আর প্রত্যেক নবীর দুআ-ই কবুল হয়ে থাকে। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবে সন্নিবেশ (কিছু অতিরিক্ত যোগ) করে, (২) যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারণে (তাকদীরে) অবিশ্বাস করে, (৩) যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে জোর-জবরে ক্ষমতা দখল করে যে, আল্লাহ

http://kitabbhubon.com

যাকে অপমানিত করেছেন (যথা– কাফির, মুশরিক ও ফাসিক) তাকে যেন সে সম্মান দান করতে পারে এবং আল্লাহ যাকে সম্মান দান করেছেন তাকে যেন অপমান করতে পারে (যথা– মুসলমান ও দ্বীনদার লোক), (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর হরম– মক্কায় এমন কাজ করে যাহা তথায় করা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, (৫) আমার বংশের যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন হারাম করা কাজকে হালাল করে এবং (৬) যে ব্যক্তি আমার সুন্নত বর্জন করে। (বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২২)

ব্যাখ্যাঃ "আল্লাহর কিতাব বৃদ্ধি করা" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– শব্দ বা অর্থ এমনভাবে বৃদ্ধি করা যা আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়, জবর দখলকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হল জালিম বাদশা, যে জোর করে ক্ষমতা দখল করে ও বিধর্মী, পাপীদের সম্মান দান করে, কিন্তু ঈমানদার ও নেককার ও আলিমদের অসম্মান ও অপমান করে। আমার সুন্নাত বর্জনকারী অলসতা করে যারা বা যে সুন্নাত ত্যাগ করবে সে গোনাহগার হবে। আর যে হাল্কা মনে করবে ও ছেড়ে দিবে ঐ মন নিয়ে সে কাফির হয়ে যাবে। আর নবী, আল্লাহর লা'নতে উভয় প্রকার ধরনের সুন্নাত বর্জনকারী অন্তর্ভুক্ত। তবে মাঝে মাঝে যদি সুন্নাত ছুটে যায় তবে গোনাহগার হবে না কিন্তু এটাও খারাপ। আল্লামা ত্বীবী বলেন, যে একটা সুন্নাত ছেড়ে দেয় সে অগণিত কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়, আর যে সদা সমস্ত সুন্নাত বর্জন করে সে কত পরিমাণ বঞ্চিত হয় তা চিন্তার বিষয়। এমনিভাবে সদা সুন্নাত বর্জন করার দ্বারা মানুষ আস্তে আস্তে নাস্তিক ও বে-দ্বীন হয়ে যায়। (মিরকাত) হযরত আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মানাঝিল বলেন– যে ব্যক্তি শরীয়তের ফরয বর্জন করে বা তার কোন একটা ফরযকে বিনষ্ট করে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা সুন্নাত বিনষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। আর যে ব্যক্তি সুন্নাতের বিনষ্টে লিপ্ত হয় অচিরেই সে বিদআতে লিপ্ত হয়ে যাবে। (ই'তিছাম)

اَلْفَضْلُ كُلُّهُ مُنْحَصِرٌ فِىْ اِتِّبَاعِ النَّبِىِّ ﷺ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ ذٰلِكَ فِىْ صُوْرَةِ الْعِبَادَةِ لَا فِى الْاِبْتِدَاعِ وَاِتِّبَاعِ الْهَوٰى وَاِنْ كَانَ ذَالِكَ طَاعَةً وَعِبَادَةً ظَاهِرًا

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণেই সমস্ত বুযুর্গী সীমাবদ্ধ যদিও বাহ্যত: তা ইবাদাত বলে মনে না হয়, বিদআত ও প্রবৃত্তির অনুসরণে বুযুর্গী নেই যদিও প্রকাশ্যভাবে তা বড় ইবাদাত বলে মনে হয়

(١٠٩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ

http://kitabbhubon.com

اَبَدًا وَلَا اُفْطِرُ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهٗ لٰكِنِّيْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّيْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢٧)

(১০৯) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞসা করার জন্য তিন ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবিগণের নিকট এল। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদাতের অবস্থা তাদেরকে বলা হল তারা যেন একে কম মনে করল এবং বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমাদের তুলনা কোথায়, যাঁর পূর্বাপরের সমস্ত গোনাহ আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়াছেন? অতপর তাদের একজন বলল, আমি কিন্তু সর্বদা সারারাত্র নামায পড়ব। অপরজন বলল, আমি সর্বদা রোযা রাখবো, কখনও রোযা ছাড়বো না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমি সর্বদা স্ত্রী সংস্পর্শ হতে পৃথক থকবো, কখনও বিবাহ করব না। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এসে পৌছলেন এবং বললেন, তোমরাই কি সেসব লোক যারা এমন কথা বলেছে? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতে তোমাদের চেয়ে বেশী পরহেয করি। কিন্তু আমি কোন দিন রোযা রাখি আর কোনদিন রাখিনা এবং নামাযও পড়ি ঘুমিয়েও থাকি। আমি বিবাহও করি। সুতরাং যে আমার জীবন পদ্ধতি হতে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-২৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ অত্যাধিকতা ও অত্যল্পতা কোনটাই ভাল নয়। একদিকে অত্যাধিকতা করতে গেলেই অপর দিকে অত্যাল্পতা এসে পড়ে। ইবাদাতে অত্যাধিকতা করতে গেলে নিজের শরীরের হক ও বিবি-বালবাচ্চা ও সমাজের হক লাঘব হতে বাধ্য। অন্যথায় আল্লাহর হক লাঘব না হয়ে পারে না। এছাড়া এও দেখা যায় যে, কোন কাজ অতিরিক্ত করতে গেলে পরে সে কাজে অবসাদ এসে পড়ে বা শরীর দূর্বল হয়ে পড়ে; আবশ্যক কাজের ক্ষমতাও থাকে না। অতএব ইসলাম এটা কখনও পছন্দ করে না। ইসলাম মধ্যপন্থার নাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবলম্বিত পন্থাই হল সেই পন্থা। সুতরাং তাঁর পন্থাকেই আকড়ে ধরবে।

আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহর পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন বলে কুরআনে ঘোষণা করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তবে রসূলের গোনাহ ছিল। এটা আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীবের প্রতি ভালবাসা ও সম্মানের নিদর্শন হিসেবেই ঘোষণা করেছেন। যেভাবে মনিব তার ভৃত্যের প্রতি ভালবাসা ও সম্মানের মান দেখাতে গিয়ে বলে থাকে যাও- তোমার সাত খুন মাফ। বাস্তবে সেই ভৃত্য খুন করেছিল তা নয়। তাছাড়া অতি ভালবাসার পাত্রের অতি সামান্য ত্রুটিও মানুষের নিকট অপরাধ বলে মনে করে বা গণ্য করে, যা অন্যের তুলনায় মোটেই অপরাধ নয়। এভাবে নবীগণের সামান্য ত্রুটিও আল্লাহর নিকট অপরাধ, যদিও সাধারণের তুলনায় তা কিছুই নহে। কেউ কেউ

http://kitabbhubon.com

বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা হুযূরের এরূপ ত্রুটির কথাই বলেছেন। অন্যথায় নবীগণ গোনাহ করলে মানুষের ভক্তি থাকে কোথায়? আর যার প্রতি ভক্তি নেই তার উপদেশ গ্রহণ করে কে?

(١١٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْئِ اَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهٗ خَشْيَةً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٧)

(১১০) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ করলেন। (অর্থাৎ সফরে রোযা ভাঙ্গলেন বা কোন বিবিকে চুম্বন দিলেন) এবং তা করার জন্য অন্যকেও অনুমতি (রোখসত) দিলেন। এতদসত্ত্বেও কতক লোক তা হতে বিরত থাকল। এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে পৌছলে তিনি খুৎবা দিলেন এবং প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন অতঃপর বললেন, সেসব লোকের কি হল, যারা আমি যে কাজ করি তা হতে তারা বিরত থাকে। আল্লাহর কসম! তাদের অপেক্ষা আমি আল্লাহ তায়ালাকে অধিক জানি এবং তাদের অপেক্ষা আমি তাঁকে অধিক ভয় করি। (সুতরাং যে কাজ করতে আমি দ্বিধাবোধ করিনা, তারা তা করতে দ্বিধাবোধ করবে কেন?) (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৭)

ব্যাখ্যা ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ করলেন" অর্থাৎ রোযা রেখে নিজের কোন বিবিকে চুমু দিলেন বা সফরে রোযা ভাঙলেন। এটা রোখসতের ব্যাপার। আর হাদীসের শেষের দিকের অর্থ হল– আমি তাকওয়া ও খোদাভীতিতে সবচে পূর্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও রোখসতের উপর আমল করি, এরা কারা যারা করে না? প্রকৃতপক্ষে রোখসতের উপর আমল করায় বহু হিকমত নিহিত আছে। হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভালবাসেন যে রোখসতের উপর আমল করে যেমন তিনি বন্ধুত্ব বা ভালবাসা রাখেন আযীমাতের উপর আমল করলে। (মাজাহেরে হক)

শরীয়তের বিধান দুই প্রকার– (১) আযীমাত, (২) রোখসত। যে বিধান যেভাবে রয়েছে সেভাবে থাকাকে বলে আযীমাত, আর কোন কারণে তা শিথিল হওয়াকে বলে রোখসত।

(١١١) اِنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيْهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تُدْرِكُنِى الصَّلٰوةُ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَصُوْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلٰوةُ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَصُوْمُ فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ ﷺ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمُكُمْ بِمَا اَتَّقٰى (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

http://kitabbhubon.com

(১১১) অর্থঃ বর্ণিত আছে যে এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে উপস্থিত হয়ে এই মাসয়ালার সমাধান জিজ্ঞাসা করল যে, হে আল্লাহর রসূল! আমার নাপাক থাকাবস্থায় ফযরের নামাযের ওয়াক্ত এসে পড়ে তারপর রোযা থাকি (এরূপ রোযা কি ঠিক হবে?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যুত্তরে বললেন, যে মাঝে মাঝে আমারও ঐ নামাযের ওয়াক্ত নাপাক থাকাবস্থায় এসে পড়ে তারপর আমিও রোযা থাকি। ঐলোক আরয করল হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো আমাদের মত নন। আল্লাহ পাক আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি এই আশা রাখি যে, আমি তোমাদের থেকে বেশী আল্লাহকে ভয়কারী ও আল্লাহর পাকড়াও হতে কিভাবে রক্ষা পাব তাও তোমাদের থেকে বেশী অবগত। (কাজেই প্রত্যেকটি কাজে তোমরা আমার অনুসরণ কর, ঐসব বাদে যা আমার জন্য একক বৈশিষ্ট্য ছিল) তোমরা আমার থেকে সামনে অগ্রসর হয়ো না, যখন আমি ঐ অবস্থায় রোযা রাখি তোমরাও ঐ অবস্থায় রোযা রাখতে পার, রোযার কোন ত্রুটি হবে না।)

(মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ পাক রমযানের রাত্রিতে স্ত্রী সম্ভোগ হালাল করে দিয়েছেন সুবহে সাদিক পর্যন্ত, কাজেই কেউ যদি সুবহে সাদিকের কিছু আগেই স্ত্রী সম্ভোগ হতে পৃথক হয় তখন তার সুবহে সাদিকের পূর্বে গোসল করা সম্ভব নয় সে নাপাক অবস্থায় রোযায় পদার্পণ করতে বাধ্য। তাই রসূল উম্মতকে বলে দিলেন তোমাদের ঐ অবস্থায়ও রোযা শুদ্ধ হবে। এই মাসয়ালার উপর ভিত্তি করেই উলামায়ে কিরাম বলেছেন ও হাদীসবেত্তাগণ মত ব্যক্ত করেছেন যে, জানাবাত এমনকি যদি স্বপ্নদোষ দিনে হয় তবে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। বিস্তারিত আলোচনা ফিকাহের কিতাবে বিদ্যমান।

(١١٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ رَوَاحَةَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَغَدَا اَصْحَابُهٗ وَقَالَ اَتَخَلَّفُ وَاُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَلْحَقُهُمْ فَلَمَّا صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاٰهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَغْدُوَ مَعَ اَصْحَابِكَ فَقَالَ اَرَدْتُّ اَنْ اُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ اَلْحَقُهُمْ فَقَالَ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا اَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص٣٤٠)

(১১২) অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে একটি সেনাদলে (অধিনায়ক নিযুক্ত করে) পাঠালেন, ঘটনাক্রমে সেদিন ছিল জুমুআর দিন। তার সঙ্গীরা ভোরেই রওনা হয়ে গেল, কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (মনে মনে) বললেন, আমি পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে (জুমুআর) নামায আদায় করে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হব।

http://kitabbhubon.com

অতঃপর তিনি যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে (জুমুআর) নামায আদায় করলেন– তখন তিনি আব্দুল্লাহকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ভোরে তোমার সঙ্গীদের সাথে যেতে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছে? উত্তরে তিনি বললেন– আমি এই আশায় রয়ে গেছি যে, আপনার সাথে (জুমুআর) নামায আদায় করে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় কর, তবুও তুমি সঙ্গীদের সাথে ভোরে রওয়ানা হওয়ার ফযীলত হাসিল করতে পারবে না।

(তিরমিযী, মিশকাত– ৩৪০ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ সুবহানাল্লাহ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর অনুসরণই আসল। কোন ইবাদাত বাহ্যিক দৃষ্টিতে যত বড় ইবাদাতই হোক যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণের খেলাফ হয় তবে তার কোন দাম নেই এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণে কোন আমল যতই ছোট হোক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে এর মান অনেক বেশী। হযরত আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারী বলেন– যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের খেলাফ কোন আমল করে তা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। (কাশকূল)

فَضِيْلَةُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَتْبَاعِهِمْ

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ফযীলত

(١١٣) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَاٰنِىْ اَوْ رَاٰى مَنْ رَاٰنِىْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٥٥٤)

(১১৩) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোন মুসলমানকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে বা আমাকে যে দেখেছে তাকে দেখেছে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৫৫৪)

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবী অর্থ সঙ্গী-সাথী। সমস্ত মুহাদ্দিছীনের মতে যারা ঈমানের সহিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁকে দেখেছেন বা তার সাহচর্য লাভ করেছেন এবং ঐ ঈমানের সহিত তাদের মৃত্যু হয়েছে তাঁরাই সাহাবী। এ হাদীসে সাহাবী ও তাবেয়ীদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাবেয়ী বলা হয় যারা উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে সাহাবাদেরকে দেখেছেন বা তাদের সাহচর্য লাভ করে ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণ করেছেন।

(١١٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٥٥٣)

http://kitabbhubon.com

(১১৪) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। কেননা (তারা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে) তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় দান করে, তবুও তাদের এক মুদ কিংবা অর্ধ মুদ (যব-খরচ) এর সমান সওয়াবে পৌছতে পারবে না।

(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ "মুদ" একটি আরবী পরিমাপ। এতে প্রায় এক সেরের কাছাকাছি যব ইত্যাদি ধরে। সাহাবাদের ঐ মর্যাদা এই কারণে যে তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ইখলাছ ছিল এবং তাদের মাল পুতঃপবিত্র হত।

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে রয়েছে যে, সাহাবাদেরকে মন্দ বলা হারাম এবং সর্বনিকৃষ্ট অশ্লীল কাজ। জুমহুরের মাজহাব হলো- সাহাবাদের যে দোষ বা মন্দ বলবে সে শাস্তির যোগ্য হবে। কোন কোন মালেকী মাজহাবপন্থী বলেছেন, সাহাবাদের মধ্য হতে যে কোন সাহাবার মন্দ বলা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, তোমরা সাহাবাদের মন্দ বলো না, তাদের এক মুহূর্তের নিদ্রাও তোমাদের সারা জীবনের ইবাদাত হতে উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী যে, যখন ফিৎনা আত্মপ্রকাশ করবে এবং আমার সাহাবাদের দোষ বলা হবে, তখন আলিমদের উচিৎ নিজেদের ইলম প্রকাশ করবে এবং সাহাবাদের শানে ভাল-মন্দ বলা ও লেখা হতে বিরত রাখবে। জেনে রাখ! যে আলিম ঐ দায়িত্ব পালন না করবে তার উপর আল্লাহ তায়ালা, সমস্ত ফিরিশতা ও সমস্ত মানুষের লানত, আর আল্লাহ পাক তার কোন ইবাদাত তথা ফরয-নফল কিছুই কবুল করবেন না। সকল সাহাবা ও বিশেষ করে শায়খাইন তথা আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর শানে ভাল-মন্দ বলার পরিণতি সম্পর্কে মাজাহেরে হক্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই সম্বোধন "আমার সাহাবাদের মন্দ বলো না" হতে পারে যে, ঐ মন্দ বলার ব্যাপারটা কোন না কোন সাহাবীর থেকে প্রকাশ পেয়েছে। কেননা বর্ণনায় এসেছে যে, ঐ হাদীসের কারণ হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-এর পারস্পরিক বিতর্ক। সুতরাং আমার সাহাবা দ্বারা বিশেষ সাহাবা যারা সম্বোধনের পূর্বে বা সম্বোধিতদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা উদ্দেশ্য এবং এটাও সম্ভব যে, এই সম্বোধন সমস্ত উম্মতের জন্য। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের নূরের দ্বারা জানতে ও দেখতে পেরেছিলেন যে, বিদআতীদের থেকে ঐ সাহাবাদের গালমন্দ দেয়ার বিকাশ ঘটবে।

(١١٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِىْ يَمُوْتُ بِاَرْضٍ اِلَّا بُعِثَ قَائِدًا وَنُوْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص٥٥٤)

(১১৫) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেই

http://kitabbhubon.com

যমীনে আমার কোন সাহাবী ইন্তিকাল করবেন, কিয়ামতের দিন তাকে এভাবে উঠানো হবে যে, তিনি সেই যমীনের অধিবাসীদেরকে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবেন এবং তিনি হবেন তাদের জন্য আলো। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৫৫৪)

ব্যাখ্যাঃ সাহাবাগণ জীবদ্দশায় যেমন ছিলেন জাতির কর্ণধার তেমনি তারা মৃত্যুর পরেও কিয়ামতের দিবসে সমাধিস্থান হতে অগ্রনায়ক হয়ে উঠবেন। উল্লেখিত হাদীসে সাহাবাদের এই ফযীলাতের বর্ণনার অবতারণা করা হয়েছে।

(١١٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَاتُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ أُولٰئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوْا اَفْضَلَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَاَعْمَقَهَا عِلْمًا وَاَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَلِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلٰى اَثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ (رَوَاهُ رَزِيْنٌ، مِشْكٰوة صـ٣٢)

(১১৬) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কারো তরীকা অনুসরণ করতে চায় সে যেন তার তরীকা অনুসরণ করে যারা দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফিৎনা হতে নিরাপদ নয়। (হয়ত বাকী জীবনে কোন দ্বীনী ফিৎনায় পড়ে পথভ্রষ্ট হতে পারে।)- এই যে·মৃত ব্যক্তিদের কথা বললাম,) তাঁরা হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ, যারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম লোক ছিলেন। পরিচ্ছন্ন অন্তকরণ হিসাবে ও পরিপূর্ণ জ্ঞান হিসাবে এবং স্বল্পতম ছিলেন কৃত্রিমতার দিক থেকে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাঁর নবীর সাহচর্য এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমাদের সবাই তাঁদের ফযীলত ও মর্যাদা উপলব্ধি কর, তাদের পদাংক অনুসরণ করে চল এবং যথাসাধ্য তাঁদের আখলাক ও চরিত্র আকড়ে ধর। কেননা তাঁরা সরল সঠিক পথে ছিলেন। (রাযীন, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩২)

ব্যাখ্যাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক হলেন তাঁর সাহাবীগণ। হিদায়াতের নূর প্রতিফলনের পক্ষে তাঁদের অন্তর ছিল অধিক উপযোগী। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য, আপন বান্দাদের মধ্য হতে তাঁদেরকেই মনোনীত করেছিলেন। এটাই তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট। অতএব কেউ যদি আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের পর কোন মানুষের আদর্শ অনুকরণ করতে চায় তাহলে তাদের আদর্শের অনুকরণ করা উচিৎ। হযরত ইবনে মাসউদ তাবিয়ীগণকেও ব্যাপকভাবে সমস্ত আগত উম্মতকে একথা বলেছেন। (তিনি নিজেও একজন মর্যাদাবান সাহাবী।)

http://kitabbhubon.com

ذِكْرُ الْقُرُوْنِ الْمَشْهُوْدِ لَهَا بِالْخَيْرِيَّةِ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীকৃত কল্যাণকর যুগের আলোচনা

(١١٧) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ اُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ اِنَّ بَعْدَهُمْ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَيَحْلِفُوْنَ وَلَا يُسْتَحْلَفُوْنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّوْنَ السِّمَانَةَ (مِشْكٰوة صـ٥٥٣/٥٤)

(১১৭) অর্থঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হল আমার যুগের লোক। (অর্থাৎ আমার সাহাবীদের যুগ।) অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবিয়ীদের যুগ।) অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবয়ি তাবিয়ীদের যুগ।) তাদের পরে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সাক্ষ্য দিবে অথচ তাদের নিকট হতে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানত করবে (বিশ্বাসঘাতকতা করবে), তাদের আমানতদারীর উপর বিশ্বাস করা যাবে না। তারা (আল্লাহর নামে) মান্নত করবে, কিন্তু তা পূরণ করবে না, (ভোগ-বিলাসের কারণে) তাদের মধ্যে স্থূলতা প্রকাশ পাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে– তারা নিষ্প্রয়োজনে কসম খাবে অথচ তাদের নিকট হতে কসম চাওয়া হবে না। (বুখারী-মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, অতঃপর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, যারা স্থূলদেহী হওয়া পছন্দ করবে। (মিশকাত– পৃষ্ঠা ৫৫৩–৫৫৪)

ব্যাখ্যাঃ قَرْنٌ বলা হয় প্রত্যেক যুগের মানুষকে। اَقْرَانٌ হতে গৃহীত। যেন তা এমন একটা পরিমাণ যার মধ্যে সেই যুগের লোক নিজেদের বয়সের দিকের থেকে আপোষে নিকটবর্তী হয়। কেউ কেউ বলেছেন, قَرْنٌ (ক্বরণ) এর অর্থ– قَرْنٌ বলা হয় প্রত্যেক চল্লিশ বছরকে। কেউ বলেছেন, আশি বছর, কেউ বলেছেন, একশত বছর কিন্তু সবচে' বিশুদ্ধ উক্তি হল এতে কোন সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর قَرْنٌ সাহাবাগণ, এর শেষ মিয়াদ ১২০ বছর তথা ১২০ এ শেষ সাহাবী ইন্তিকাল করেছেন, তাবিয়ীদের যুগ ১০০ বছর থেকে ৭০ বছরের নিকটবর্তী এবং তাবি' তাবিয়ীনদের যুগ ওখান থেকে ২০০ বছরের নিকটবর্তী পর্যন্ত। শরীয়ত বিরোধী কাজ এরপর শুরু হয়। এতদ্ব্যতীত বহু উল্টা-পাল্টা কার্যক্রম শুরু হয়। যা আজও বিদ্যমান। অবৈধ সাক্ষ্য, মিথ্যা কসম ও দালালী কায় কারবার করতে থাকবে।

http://kitabbhubon.com

لَا يُتَّبَعُ اَحَدٌ فِيْمَا خَالَفَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের বিরোধীতায় কারো অনুসরণ নেই

(١١٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ اَبُوْ بَكْرٍ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهٗ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِيْ فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اِسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ وَاِنِّيْ اَخْشٰى اِنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَاْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ هٰذَا وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِيْ لِذٰلِكَ وَرَاَيْتُ فِيْ ذٰلِكَ الَّذِيْ رَاٰى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَانَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِيْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ اَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا اَمَرَنِيْ بِهٖ مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. قَالَ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ اَبُوْ بَكْرٍ يُرَاجِعُنِيْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِيْ لِلَّذِيْ شَرَحَ لَهٗ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهٗ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتّٰى وَجَدْتُّ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ اَبِيْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهٖ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ حَتّٰى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِيْ بَكْرٍ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيٰوتَهٗ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة ص١٩٣)

(১১৮) অর্থঃ হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– ইয়ামামা যুদ্ধের সময় (অর্থাৎ অব্যবহিত পরে) খলীফা আবু বকর আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি যেয়ে দেখি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁর নিকট বসা। হযরত আবু বকর বললেন, উমর আমার নিকট এসে বলেন, ইয়ামামা যুদ্ধে বহু হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছেন; আমার আশংকা হয় যদি বিভিন্ন স্থানে এভাবে হাফেযে কুরআন শহীদ হতে থাকেন তাহলে কুরআনের অনেকাংশ লোপ পাবে। অতএব আমি সঙ্গত মনে করি যে, আপনি কুরআনকে (মাসহাফ বা কিতাব আকারে) একত্র করতে নির্দেশ দিবেন। আমি উমরকে

http://kitabbhubon.com

বললাম, আপনি এমন কাজ কেমনে করবেন যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই? উমর (রাঃ) বললেন, খোদার কসম এটা অতি উত্তম কাজ। এইরূপে উমর আমাকে এটা বারবার বলতে লাগলেন। অবশেষে এর জন্য আল্লাহ পাক আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিলেন এবং আমিও সঙ্গত মনে করলাম যা উমর সঙ্গত মনে করেছেন। যায়িদ বলেন, হযরত আবু বকর আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত যুবক, তোমার ব্যাপারে আমরা কোন সন্দেহ পোষণ করি না, তুমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওহীও লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াতসমূহ অনুসন্ধান কর এবং তা (মাসহাফ আকারে) একত্র কর? যায়িদ বললেন, যদি তারা আমাকে একটি পাহাড় স্থানান্তরিত করার দায়িত্ব অর্পণ করতেন তবে তা আমার পক্ষে কুরআন একত্র করার গুরুদায়িত্ব অপেক্ষা অধিকতর দুঃসাধ্য হত না। যায়িদ বলেন– আমি বললাম আপনারা কেমন করে এমন কাজ করবেন যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি? তিনি বললেন, খোদার কসম এটা উত্তম কাজ। মোটকথা হযরত আবু বকর এভাবে আমাকে পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহপাক আমার অন্তরকেও প্রশস্ত করে দিলেন। যার জন্য আবু বকর ও উমরের অন্তরকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি তা সংগ্রহ করলাম খেজুর ডালা, সাদা পাথর, পশুর হাড় ও মানুষের (হাফেযদের) অন্তর বা স্মৃতি হতে। অবশেষে সূরা তাওবার শেষাংশ– লাকাদ জা-আকুম রসূলুম মিন– হতে সূরার শেষ পর্যন্ত পেলাম আবু খুযাইমা আনসারীর নিকট। তিনি ছাড়া অপর কারো নিকট তা আমি পাইনি। (যায়িদ বলেন) এই লিখিত সহীফাগুলো খলীফা হযরত আবু বকরের নিকট ছিল, যাবত না আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উঠিয়ে নেন। অতঃপর খলীফা হযরত উমর ফারূকের নিকট তার জীবনাবধি, অতঃপর তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার নিকট। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৯৩)

ব্যাখ্যাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ওফাতের অব্যবহিত পরেই ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এতে মিথ্যা নবী মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব মারা যায় এবং মুসলমানদের মধ্যেও কারো কারো মতে ৭ শত বা কারো মতে ১২ শত ক্বারীউল কুরআন শহীদ হন। কারী হলেন তৎকালীন কুরআনের হাফেয ও আলিমগণ।

(١١٩) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيْهَا كِتَابُ اللّٰهِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا وَقَالَ فِيْهَا رَجُلٌ بِرَائِيِهِ مَاشَاءَ يَعْنِىْ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِىْ رِوَايَتِهِ اِرْتَاَى رَجُلٌ بِرَائِيِهِ مَاشَاءَ يَعْنِىْ عُمَرَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ صـ٤٠٣)

(১১৯) অর্থঃ হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমার জানা আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করেছেন। তারপর ঐ ব্যাপারে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরাহ একত্রে

http://kitabbhubon.com

করতে নিষেধও করেননি। কিন্তু এক ব্যক্তি অর্থাৎ উমর (রাঃ) নিজের মতামতের দ্বারা যা ইচ্ছা করলেন– বললেন, ইবনে হাতিম তার বর্ণনায় বলেন– এক ব্যক্তি নিজ ধারণা করে যা ইচ্ছা বললেন অর্থাৎ উমর (রাঃ)। (মুসলিম– পৃষ্ঠা ৪০৩)

ব্যাখ্যাঃ হযরত উমর (রাঃ)-এর হজ্জ ও উমরা একত্রে করা হতে নিষেধ করা তাহরিমী নয় বরং তানযীহী। অর্থাৎ দয়াপরবশ হয়ে বলেছেন যে, উভয়ের জন্য আলাদা আলাদা সফর করা হবে তাতে সওয়াব বেশী হয় এবং একত্রে উভয়টা করার কষ্ট উঠাতে না হয়। ইমরান বিন হুছাইনের উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলের খেলাফ উমরের উক্তি দলীল হবে না।

(١٢٠) عَنْ وَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَيُصْلِحُ لِىْ اَنْ اَطُوْفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ اٰتِىَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَاتَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَأْتِىَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ حَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِىَ الْمَوْقِفَ فَبِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ اَنْ تَأْخُذَ اَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ صـ٤٠٥) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُوْشِكُ اَنْ تُنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُوْنَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ (كِتَابُ التَّوْحِيْدِ صـ١٠٨)

(১২০) অর্থঃ অবারাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, ইত্যবসরে তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি আগমন করল এবং জিজ্ঞাসা করল যে, আমার জন্য কি আরাফাতে যাওয়ার পূর্বে তাওয়াফ করা দুরস্ত হবে? তিনি বললেন– হ্যাঁ! ঐ ব্যক্তি বলল, ইবনে আব্বাস তো বলেন, আরাফাতে যাওয়ার পূর্বে তাওয়াফ করবে না। এরপর ইবনে উমর (রাঃ) বলেন– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ আদায় করেছেন তখন আরাফাতে যাওয়ার পূর্বে তাওয়াফ করেছিলেন। তুমি যদি দ্বীনের বাস্তব অন্বেষী হও, তবে তোমার জন্য রসূলের কথা বেশী উপযোগী গ্রহণ করা, না ইবনে আব্বাসের কথা গ্রহণ করা বেশী উপযোগী। (মুসলিম–৪০৫ পৃষ্ঠা) হযরত ইবনে আব্বাস বলেন– অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ করা হবে। কেননা কোন মাসয়ালার দলীলের মধ্যে আমি বলি যে, রসূল এরূপ বলেছেন এবং তোমরা বল আবু বকর ও উমর এরূপ বলেছেন। (কিতাবুত তাওহীদ– পৃষ্ঠা ১০৮)

ব্যাখ্যাঃ হযরত ইবনে আব্বাস ব্যতীত সমস্ত উলামা আরাফাতে অবস্থান করার পূর্বে তওয়াফে কুদুমকে সুন্নাত বলেছেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। আর ইবনে আব্বাস যে মতভেদ করেছেন হয়ত তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল অজানা ছিল। কিংবা অন্য কোন কারণে হয়ত নিষেধ করেছেন। নতুবা ইবনে আব্বাসও তো ইবনে উমরের মত রসূলের উক্তি ও কাজের বিরুদ্ধে অন্যের উক্তি ও কর্মকে দলীল মনে করতেন না। যেমন হাদীসটির শেষে ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলের কথা-কর্মের বিপরীত অন্যের কথা-কর্মকে দলীল মনে করা আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হবার অপেক্ষায় থাকা উচিৎ।

http://kitabbhubon.com

اَلتَّحْذِيْرُ عَنِ الْبِدْعَةِ

বিদআত হতে দূরে থাকার গুরুত্বারোপ

(١٢١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢٧)

(১২১) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীন সম্পর্কে কোন নতুন কথা সৃষ্টি করেছে যা ওতে নেই, তার সে কথা প্রত্যাখ্যান যোগ্য।

(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭)

ব্যাখ্যাঃ যা ওতে নেই- এর অর্থ- যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিতাব ও সুন্নাহতে নেই। ইজমা ও কিয়াস দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে তা পরোক্ষভাবে কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। তা দ্বীন অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহর বাইরে নয়। তাই নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে যে যা দ্বীনে উদ্ভাবন করবে তা এবং সে উভয়ই প্রত্যাখ্যাত।

(١٢٢) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةِ النَّسَائِىِّ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ (مِشْكٰوة صـ٢٧)

(১২২) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মুহাম্মাদের পন্থা। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে যা দ্বীন সম্পর্কে (মনগড়াভাবে) নূতন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং (এরূপ) প্রত্যেক নূতন সৃষ্টিই (বিদআত) গোমরাহী। (মুসলিম) আর নাসায়ীর বর্ণনায় এর পরে এ শব্দও আছে যে এবং প্রত্যেক গোমরাহী (তার ঠিকানা) জাহান্নামে। (মিশকাত- ২৭)

ব্যাখ্যাঃ বিদআত (بِدْعَة) অভিধানে বিদআত শব্দের অর্থ কোন মডেল বা নমুনা ব্যতিরেকে নতুনভাবে কিছু সৃষ্টি করা। শরীয়তে এর অর্থ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর কিতাব ও সুন্নাহর নীতি ও আদর্শের অনুকরণ ব্যতীত দ্বীন সম্পর্কে যা নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে। এ অর্থেই হাদীসে প্রত্যেক বিদআতকেই গোমরাহী বলা হয়েছে। কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তা আভিধানিক অর্থে বিদআত হলেও শরীয়তের অর্থে তা বিদআত নয়। তাই তা গোমরাহী নয়। বরং এরূপ কোন নবসৃষ্ট বিষয় ওয়াজিবও হয়েছে। যথা- আরবী ব্যাকরণ, লুগাত, উসূলে ফিক্‌হ প্রভৃতি শাস্ত্রের সৃষ্টি, যার উপর কুরআন হাদীস বুঝা বা দ্বীন রক্ষা নির্ভরশীল। আর কোন কোনটি মুস্তাহাব; যথা- তারাবীহের নামায জামাতের সাথে পড়া। রসূলের যুগে নিয়মিত পড়ার ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল না। আবার কোন একটি মুবাহ। যথা- হজ্জে যাওয়ার পথে আধুনিক যানবাহন ব্যবহার করা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কারো কারো মতে বিদআত দুই প্রকার। হাসানা ও সায়্যিআ। আভিধানিক অর্থে উপরিউক্ত বিদআত

http://kitabbhubon.com

সমূহকে তারা বিদআতে হাসানা এবং অন্যান্য বিদআতসমূহকে বিদআতে সায়্যিআ বলেন। আর বিদআত অন্যভাবে তথা মূলত দুই প্রকার। আমলী-ইতিকাদী। আমলীটা গোমরাহী ও সদা যে করে সে গোমরাহ, আকীদাগত বিদআত কুফরী, উহা যে বিশ্বাস করে তথা আকীদাগত বিদআত পালন করা কুফরী এবং এর কর্তা কাফির।

(١٢٣) عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص٣١)

(১২৩) অর্থঃ হযরত গুযাইফ ইবনুল হারিছ সুমালী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখনই কোন সম্প্রদায় একটি বিদআত সৃষ্টি করেছে, তখনই একটি সুন্নাত লোপ পেয়েছে। সুতরাং একটি সুন্নাতের সাথে আমল করা (যদিও তা ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্রতর হয়) একটি বিদআত সৃষ্টি করা হতে উত্তম। (যদিও তা বিদআতে হাসানা হয়)।

(আহমাদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩১)

ব্যাখ্যাঃ কেননা সুন্নাতের অনুসরণে নূর ও বিদআতের অনুসরণে অন্ধকার পয়দা হয়। আর সুন্নাতের আদবাবলী রক্ষাকারী নৈকট্যশীল হতে থাকে। আর তা বর্জনকারী পতনশীল হতে থাকে। এবং ঐভাবে সুন্নাত বর্জন করার দ্বারা অন্তরে শক্তভাব পয়দা হয়।

(١٢٤) عَنْ حَسَّانٍ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِىْ دِيْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَايُعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة ص٣١)

(১২৪) অর্থঃ হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই কোন সম্প্রদায় দ্বীন সম্পর্কে কোন বিদআত সৃষ্টি করেছে, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্য হতে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর কিয়ামাত পর্যন্ত তা আর তাদেরকে ফিরিয়ে দিবেন না। (দারিমী, মিশকাত– ৩১)

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা ত্বীবী বলেন, বিদআতে লিপ্ত হলে সুন্নাত উঠে যাওয়ার কারণ এই যে, বিদআত আসার পূর্বে সুন্নাত তার স্বস্থানে বিদ্যমান ও সুদৃঢ় ছিল, যখন একে বিদূরিত করা হয়েছে তখন তা পুনরায় আনা আদৌ সম্ভব নয়। যেমন কোন গাছ যমীনে শিকড় গেড়ে যাওয়ার পর যদি উঠানোর চেষ্টা করা হয় ও উঠানো হয় তাহলে উঠানোর পর আর তাকে তার স্বস্থানে পূর্বের অবস্থায় বহাল রাখা সম্ভব নয়। (মিরকাত)

হযরত ইয়াহইয়া বিন মুআয (রাঃ) বলেন, সমস্ত মতভেদের মূল তিনটি জিনিস এবং ঐ তিনটির তিনটি বিপরীত জিনিস আছে। যে ১টা মূল হতে বিচ্ছিন্ন হবে সে এর উল্টোটায় লিপ্ত হবে। ঐ তিনটি মূল হল (১) তাওহীদ এর উল্টো শিরক (২) সুন্নাত, এর বিপরীত বিদআত, (৩) ইবাদাত বা আনুগত্য এর বিপরীত অবাধ্যতা। (কাশকূল)

(١٢٥) عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ (بَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص٣١)

http://kitabbhubon.com

(১২৫) অর্থঃ হযরত ইব্রাহীম ইবনে মাইসারা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে সম্মান দেখিয়েছে, সে নিশ্চয়ই ইসলামের ধ্বংস সাধনে সাহায্য করেছে। (বায়হাকী, মিশকাত, পৃঃ ৩১)

ব্যাখ্যাঃ "বিদআতীকে সম্মান" যেমন তাকে দেখে দাঁড়িয়ে যাওয়া, বা কোন মজলিসের সভাপতি বানানো কিংবা এমনিতেই তার খিদমত করা, এতে ইসলামের ভিত্তি বিনষ্ট সাধন এজন্য যে, ঐ লোকের মর্যাদা দান সুন্নাতকে তুচ্ছ করার নামান্তর এবং এটাই কারণ হয় ইসলামের ভিত্তি বিনষ্ট সাধনে। এ থেকে বুঝা যায় সুন্নাতের অনুসারীকে সম্মান করাও বিদআতীকে অসম্মান করার মধ্যে ইসলামকে আবাদ করা হয়।

(١٢٦) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَايُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (اَبُوْ دَاوُدَ)

(১২৬) অর্থঃ হযরত হাসান বসরী মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিদআত আবিষ্কার করেছে কিংবা কোন বিদআতীকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তার উপর আল্লাহর, ফিরিশতাদের ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। তার কোন ফরয ও নফল ইবাদাত কবুল করা হয় না। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যাঃ দুনিয়াবী কিছু আবিষ্কার করলে তার উপর লানতের কথা বলা হয়নি বরং দ্বীনের ভিতরে কিছু আবিষ্কার করলে খালেক মাখলুক সবার উপর লানতের কথা বলা হয়েছে। অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দেয়া অন্যায় করার নামান্তর। তাই তার উপরও লানত।

(١٢٧) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّ هٰذِهٖ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا فَقَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَاِنَّهٗ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِىِّ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ، مِشْكٰوة ص ٢٩)

(১২৭) অর্থঃ হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায

http://kitabbhubon.com

পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন মর্মস্পর্শী নসীহত করলেন, যাতে চক্ষুসমূহ অশ্রুবর্ষণকারী এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হল। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, হুযূর! এ যেন বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ। আমাদের আরও কিছু উপদেশ দিন! তখন হুযূর বললেন, তোমাদেরকে আমি আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিচ্ছি এবং (ইমাম বা নেতার কথা) শুনতে ও (তাঁর) অনুগত থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অল্প দিনের মধ্যেই অনেক মতভেদ দেখবে, তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আকড়ে ধরবে এবং একে দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরে থাকবে। অতএব সাবধান! তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহর বাইরের) নতুন কথা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কথাই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী। –আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ আর নাসায়ী শরীফের হাদীসের বর্ণনায় এর পরে বিদ্যমান আছে– প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামে (পৌঁছে দিবে বা পৌঁছানোর মাধ্যম)। (মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৯)

ব্যাখ্যাঃ খুলাফায়ে রাশিদীন দ্বারা উদ্দেশ্য- আবু বকর, উমর, উসমান, আলী (রাঃ) এই চার খলীফা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে খিলাফত ত্রিশ বছর বহাল থাকবে এবং এই ত্রিশ বছর হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতের ইতিকথায় পূর্ণ হয়েছে। হযরত আবু বকরের খিলাফত স্থায়ী ছিল– দুই বছর তিনমাস দশদিন, হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফত স্থায়ী হয়েছিল দশ বছর ছয় মাস দশদিন, হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফত স্থায়ী হয়েছিল বারো বছর, হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফত স্থায়ী হয়েছিল পাঁচ বছর দুই মাস দশদিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব রূপ এই ত্রিশ বছরে প্রতিফলিত হয়ে তাঁর অলৌকিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। খুলাফায়ে রাশিদীন হুযূরের সাহচর্য ও নিজেদের যোগ্যতা গুণে হুযুরের মিশন ও তাঁর উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তাদের কোন কথাই আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের আলো ব্যতিরেকে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণে হবে না। এ কথায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণে হুযূর তাঁদের সুন্নাতকে ও নিজের সুন্নাতের ন্যায় উম্মতের জন্য অনুকরণীয় বলে ঘোষণা করেছেন। দাত দিয়ে কামড়ে ধরা– দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তথা জীবনের সর্বস্তরে সর্বদা তা বাস্তবায়িত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

(١٢٨) عَنْ جَرِيْرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٣٣)

(১২৮) অর্থঃ হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে তার জন্য তার কাজের গোনাহ এবং

http://kitabbhubon.com

পরে যারা এ কাজ করবে তাদের গোনাহ রয়েছে। অথচ এর দ্বারা তাদের গোনাহের কিছুই কম করা হবে না। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৩)

ব্যাখ্যাঃ প্রকৃতপক্ষে এই হাদীসটি দীর্ঘ এক হাদীসের শেষাংশ যা মিশকাত শরীফে সম্পূর্ণ আছে। দীর্ঘ এক আলোচনার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কতার জন্য মানুষকে বিদআতী হবার থেকে দূরে থাকার জন্য ঐ মতামত ও উক্তি ব্যক্ত করেছেন।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِىْ دُعَاءٍ لَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ الرَّفْعُ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ

যে দুআয় হাত উঠানো প্রমাণিত নেই সেই দুআয় হাত উঠানো নিকৃষ্ট বিদআত

(١٢٩) عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ الْقَصِيْرَتَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يَزِيْدُ عَلٰى اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا اَوْ اَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَّابَةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ صـ٦٨ ج ١ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

(১২৯) অর্থঃ হযরত হুছাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমারা বিন রুয়াইবাকে বলতে শুনেছি যে, একদা বিশ্‌র বিন মারওয়ান (যে কুফার আমীর ছিল, কুফার জামে মসজিদে) খুতবা পড়াকালীন দুআ করার সময় নিজের হস্তদ্বয় উত্তোলন করল, তখন উমারা বললেন আল্লাহ তায়ালা ঐ তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র হাত দুখানি মলিন করে দিন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুতবা দিতে দেখেছি, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দুআ কিংবা কালেমায়ে তাওহীদ এর সময় শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা ব্যতিরেকে বেশী কিছু করতে দেখিনি। (তিরিমিযী)

ব্যাখ্যাঃ উদ্দেশ্য হল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার সময় দুআ বা অন্যত্র নিজের উভয় হাত উঠাতেন না। শুধু শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা কালেমায়ে শাহাদতের সময় ইশারা করতেন। কাজেই বিশ্‌র বিন মারওয়ান যিনি খুতবার সময় দুআর মধ্যে নিজের উভয় হাত উঠিয়ে নির্ঘাত নিন্দিত বিদআতে লিপ্ত হয়েছেন। এর ভিত্তিতে যে, যেখানে দুআর মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাত উঠানো প্রমাণিত নেই সেখানে হাত উঠানো বিদআত হবে। উদাহরণত আযানের সময় তথা আযানের পর, খানা খাওয়ার পর, মসজিদে ঢোকা, বের হওয়ার সময়, পায়খানায় ঢোকা বের হওয়ার সময় দুআ প্রমাণিত আছে, কিন্তু হাত উঠানো প্রমাণিত নেই। অনুরূপভাবে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা ত্বীবী মিশকাতের টীকায় বলেন- ফরয নামাযের পর দুআর মধ্যেও হাত উঠানো প্রমাণিত নেই। মিশকাতের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতের প্রণেতা আল্লামা মোল্যা আলী কারী (রহঃ) মিরকাতে নকল করেন-

http://kitabbhubon.com

وَقَالَ الطِّيْبِيُّ دَلَّ عَلٰى اَنَّهٗ اِذَا لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ لَمْ يَمْسَحْ وَهُوَ قَيْدٌ حَسَنٌ لِاَنَّهٗ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ كَثِيْرًا كَمَا فِى الصَّلٰوةِ وَالطَّوَافِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الدَّعْوَاتِ الْمَأْثُوْرَةِ دُبُرَ الصَّلٰوةِ وَعِنْدَ النَّوْمِ وَبَعْدَ الْاَكْلِ وَاَمْثَالِ ذٰلِكَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَلَمْ يَمْسَحْ بِهِمَا وَجْهَهٗ (مِرْقَاة صـ٤٦ ج ٥)

তবে এছাড়া বহু মুহাদ্দিছদের মতে এবং ফিক্‌হের চার ইমামের সর্বসম্মতিক্রমে ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে গুরুত্ব মনে করা ব্যতিরেকে হাত তুলে দুআ করা মুস্তাহাব। যদিও তা নামাযের অংশ নয়। (ইমদাদুল ফাতাওয়া, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া, নাফায়েছে মারগুবাহ, কিফায়াতল মুফতী, বেহেশতী জেওর, তা'লীমুল ইসলাম, নূরুল ঈযাহ, মারাকিল ফালাহ্ ত্বাহতাবী, হাদীসের ছয় কিতাব)।

تَخْصِيْصُ الذِّكْرِ بِمَحَلٍّ لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ بِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ

শরীয়তে যেখানে যে দুআ প্রমাণিত নেই সে দুআ সেখানে পাঠ করা নিন্দিত বিদআত

(١٣٠) عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلًا عَطَسَ اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلَيْسَ هٰكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَقُوْلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٠٦)

(১৩০) অর্থঃ (তাবেয়ী) হযরত নাফে হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন) যে, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর নিকটে বসে হাঁচি দিল এবং বলল– আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালামু আলা রসূলিল্লাহ। তখন ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আমিও বলছি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালামু আলা রসুলিল্লাহ। তবে সুন্নাত পদ্ধতি এরূপ নয়। বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হালিন। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪০৬)

ব্যাখ্যাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যে সময় বা যে কাজের পূর্বে বা পরে যে দুআ পাঠ করা দুআয়ে মাছুরা হিসাবে বর্ণিত। তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখাই ইসলামী শরীয়তের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নিজের খেয়াল-খুশী মত বা ধারণা মতে কোন কিছুকে বর্ধিত বা কাটছাঁট করা নাজায়িয ও নিন্দিত বিদআত। শরীয়ত প্রণেতা তাঁরা কমাতে-বাড়াতে পারেন। তাদের ছাড়া কারো অধিকার নেই।

http://kitabbhubon.com

كَرَاهَةُ الذِّكْرِ بِالْجَهْرِ الْمُفْرِطِ

অতি উচ্চ স্বরে যিকির করার খারাবীর বর্ণনা

(١٣١) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَكُنَّا اِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لَاتَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا وَلٰكِنْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا قَرِيْبًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة ص٢٠١)

(১৩১) অর্থঃ হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– এক সফরে আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। সে সময় আমরা যখন কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম তখন উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলতাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ও মিঞা! তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি রহম কর, তোমরা বধিরকে ডাকছ না, আর না অনুপস্থিতকে, কিন্তু তোমরা তো ডাকছ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা সর্বনিকটবর্তী মহান সত্ত্বাকে। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২০১)

ব্যাখ্যাঃ উচ্চস্বরে যিকিরের খারাবীর সম্পর্কে কিছু অকাট্য দলীল ঃ

(১) قَوْلُهُ ঃ اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ এ ব্যাপারে আল্লামা ত্বরবী বলেছেন– উচ্চস্বরে যিকির করা ও উচ্চ আওয়াজে দুআ করা মাকরূহ। সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মত-ই এটা। (হাশিয়ায়ে বুখারী– ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২০)

(২) ইবনে বাত্বাল বলেছেন, মাযহাব ও গাইরে মাজহাবের সকল অনুসারীরা এ বিষয় একমত যে উচ্চস্বরে তাকবীর (নামায ছাড়া) ও যিকির মুস্তাহাব নয়।

(হাশিয়ায়ে বুখারী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৬)

(৩) আল্লাহপাক বলেন ঃ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে কাকুতি-মিনতি ও গোপনে আহবান কর। (আরাফ ৭ রুকু)

(৪) আল্লাহর বাণী, وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخُيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ الخ "তুমি স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চীৎকার করে বলা অপেক্ষা কম, সকালে ও সন্ধ্যায়। (আরাফ– ২০৫)

(৫) আল্লাহর বাণী– وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا "আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চ গ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করুন। (বনী ইসরাঈল–১১০)

প্রশ্নঃ সশব্দে যিকির করা জায়িয কি না? যদি জায়িয হয়ে থাকে তবে কোনভাবে জায়িয, শিক্ষাদান হিসাবে না অন্য হিসাবে, একাকী না দলবদ্ধভাবে?

উত্তর ঃ সশব্দে যিকির কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে জায়িয আছে। (১) রিয়া না হতে হবে (২) মারাত্মক চিৎকারের মত না হতে হবে (৩) উচ্চস্বরে যিকির করাকে সওয়াব মনে না করতে হবে (৪) কোন মুসল্লী বা ঘুমন্ত ব্যক্তির অসুবিধা না হওয়া (৫) আস্তে

http://kitabbhubon.com

যিকির করার উপর জোরে যিকির করা সবদিক দিয়ে ফযীলত পূর্ণ এই দাবীদার না হওয়া। (মাকতুবাতে থানবী) এতদ্ব্যতীত বহু দলীল রয়েছে যা প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে যিকির এর মাকরূহ হবার উপর প্রমাণ বহন করে।

كَرَاهَةُ الْقِيَامِ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মীলাদের কিয়ামের পর্যালোচনা

(١٣٢) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِيًا عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَاتَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٤٠٣)

(১৩২) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠিতে ভর করে ঘর হতে বাইরে বের হয়ে আসলেন। আমরা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা (অমুসলিম) আজমী (অনারবী) লোকদের ন্যায় দাঁড়িও না। তারা এভাবে দাঁড়িয়ে একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করে। (আবু দাউদ, মিশকাত– ৪০৩)

ব্যাখ্যাঃ মীলাদ মাহফিলের তারীখঃ ছয়শ হিজরী সন অতিবাহিত হতে যাচ্ছে কিন্তু এখনো সেই চিহ্নিত তথাকথিত বিদআতের মাথা দেখা যায়নি। সোনালী যুগ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত কোন সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, মুহাদ্দিস, ফকীহ, বুযুর্গ, ওলী বলতে কারো কল্পনায়ও বিদআতের স্থান ছিল না এবং তারা কখনও এ ব্যাপারে কোন চিন্তাও করেননি। বরং এই প্রচলিত মীলাদ আবিষ্কার হয় এক ধর্মদ্রোহী বাদশাহ তার এক অর্থগ্রহী, স্বার্থবাদী, জগত পুজারী, মৌলভী নামধারী ব্যক্তির সমন্বয় ৬০৪ হিজরী মুছিল শহরে। নাম তার মুজাফফার উদ্দীন কাওকরী ইবনে আরবল, (মৃত্যু ৬৩০ হিঃ) এবং ধর্ম থেকে বে-পরোয়া বাদশাহর নির্দেশে তা আবির্ভাব হয়। (ইবনে খাল্লিকান)

মোটকথা এই প্রচলিত মীলাদ তিন যুগে এর কোন বর্ণনা ও ইংগিত ও চাহিদা না থাকার কারণে বিদআতে সাইয়েআ। এর বিস্তারিত জানার জন্য শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার নামক কিতাব যা লিখেছেন দলীল সহ মুফতী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম খান, শিক্ষক- মেখল হামিউস সুন্নাহ মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চাটগামী দেখে নেয়া যেতে পারে। ইচ্ছুক যারা তারা তা যেন দেখে বিস্তারিত জেনে জাতিকে গোমরাহীর কবল থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন।

(١٣٣) عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَالِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٠٣)

(১৩৩) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামের নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই

http://kitabbhubon.com

অধিক প্রিয় ছিল না। অথচ তাঁরা যখন তাঁকে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না। কেননা তাঁরা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪০৩)

ব্যাখ্যাঃ কিয়াম শব্দের আভিধানিক অর্থ- দন্ডায়মান হওয়া। কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানোর ব্যাপারে মতভেদ আছে। কারো মতে, মাকরূহ। কেননা হযরত আনাসের এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দাঁড়ানোকে অপছন্দ করতেন। কারণ, এটা অমুসলিম মাজুসীদের আচরণ। আবার কারো মতে এটা মুস্তাহাব। কেননা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকরামা বিন আবু জাহল, জাফর বিন আবি তালিব প্রমুখের আগমনে দন্ডায়মান হয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনে ফাতিমার দাঁড়ানো বর্ণিত আছে। তাই ইমাম গাযালী (রঃ) বলেন- আগত সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানার্থে তার সম্মুখে একটানা দাঁড়িয়ে থাকা, যেমন আজমীরা তাদের রাজা-বাদশাহ কিংবা মোড়ল-সর্দারদের সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকত। এই পর্যায়ের কিয়াম মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। কিন্তু কারো উচ্চ মর্যাদা কিংবা বুযুর্গীর খাতিরে আদব হিসেবে দাঁড়ানো বা মহব্বতের জোশে দাঁড়ানো- যেমন পিতা-মাতা উস্তাদ, পীর-বুযুর্গ, মুর্শিদ, উলামা-ছুলাহাদের আগমনে বা প্রস্থানে এগিয়ে আনা বা এগিয়ে দেয়ার কার্যে দন্ডায়মান জায়িয আছে।

কিয়ামের তারীখ ঃ ৭৫১ হিজরী সনে খাজা তকী উদ্দীন সবকী শাফেয়ী এর দরবারে একজন কবি রিছালাতের মাহাত্ম্য বর্ণনায় গজল ও কবিতা পাঠ করার সময় খাজা সাহেব আত্মহারা হয়ে উপস্থিত অবস্থায় প্রভাবান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং তার সম্মানার্থে বা সম্মান রক্ষার্থে উপস্থিত সকলেই তার অনুসরণ করে দাঁড়িয়ে যায়। ৬০৪ হিজরীর মীলাদ, ৭৫১ হিজরীর কিয়াম এ দুটি জগাখিচুরী করে বর্তমানে কাজ করে পেট পুজা করা হচ্ছে। শরীয়তে প্রচলিত মীলাদ ও মিলাদের লক্ষ্যে কিয়াম কোনটার অস্তিত্ব নেই। যেসব দলীল কিয়ামের প্রমাণে পেশ করা হয় তাদের সমস্ত দলীল গবেষণা করে দেখা গেছে সব-ই দূর্বল বর্ণনা। এর বিস্তারিত অবগত হওয়ার জন্য পাঠকদের শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার নামক বইটি দেখার জন্য ও বিস্তারিত প্রশ্নোত্তর আয়ত্ত করার জোর তাকীদ জানানো হচ্ছে।

ظُهُوْرُ الْبِدَعِ وَالْاَهْوَاءُ وَتَغَيُّرُ النَّاسِ

হরেক রকম বিদআত ও কু-প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ও মানুষের মাঝে আমূল পরিবর্তন সাধন

(١٣٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَّتِيْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِشْكٰوة ص٣٠ وَفِيْ رِوَايَةِ الَّذِيْنَ يُمْسِكُوْنَ بِكِتَابِ اللّٰهِ حِيْنَ يُتْرَكُ وَيَعْمَلُوْنَ بِالسُّنَّةِ حِيْنَ تُطْفٰى (اَلْاِعْتِصَامُ)

(১৩৪) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দ্বীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় যাত্রা শুরু করেছে, আবার প্রত্যাবর্তন করবে যেভাবে

http://kitabbhubon.com

যাত্রা শুরু করেছিল। অতএব সে সকল প্রবাসীর জন্য সুসংবাদ রয়েছে, তারা সে সকল লোক যারা আমার পর মানুষ যে সকল সুন্নাতকে নষ্ট করে দিয়েছে সে সকলকে পুনরায় ঠিক করে নেয়। (তিরমিযী, মিশকাত- ৩০ পৃষ্ঠা)

ই'তিছামের এক বর্ণনায় আছে যে, তারা সেসব লোক যারা কিতাবুল্লাহকে মজবুতভাবে ধরে রাখবে যখন তাকে বর্জন করা হবে ও সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকবে যখন তা নির্বাপিত করা হবে। (ই'তিছাম)

ব্যাখ্যাঃ ইসলামের যাত্রা নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল এর মূল্যায়ন খুবই কম ছিল। অনুরূপভাবে আখেরী যামানায়ও এর এই অবস্থা হবে। মোটকথা যারা দুনিয়া হতে দূরে থাকে তাদের মূল্যায়নও কম করা হয় দুনিয়াতে।

(١٣٥) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يَدْرُسُ الْاِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ لَايَبْقٰى اِلَّا شَيْخٌ كَبِيْرٌ اَوْ عَجُوْزٌ فَانِيَةٌ يَقُوْلُوْنَ قَدْ كَانَ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَهُمْ مَا يَقُوْلُوْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (شَرْحُ مُسْنَدِ اِمَامِ اَعْظَم صـ٢٧٦)

(১৩৫) অর্থঃ হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস্তে আস্তে ইসলাম মিটতে থাকবে যেমন কাপড়ের রং ও নকশা মিটতে থাকে। দুনিয়াতে কিছু অতিশয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাই থাকবে যারা বলবে, পূর্বকালে কিছু লোক ছিল যারা বলত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই)। অথচ ঐ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু নিজেরা বলবে না। (শরহে মুসনাদে ইমাম আযম- পৃষ্ঠা ২৭৬)

ব্যাখ্যাঃ কিয়ামতের পূর্বক্ষণে ইসলামের এই দুরাবস্থা হবে তার দিকে ইশারা করা হয়েছে উল্লেখিত হাদীসে।

(١٣٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِيْ اُمَّتِهٖ قَبْلِيْ اِلَّا كَانَ لَهٗ فِيْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَ هُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٩)

(১৩৬) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আমার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা এমন কোন নবীকে তাঁর উম্মতের মধ্যে পাঠান নাই যাঁর উম্মতের মধ্যে তাঁর কোন হাওয়ারী বা সাহাবীদল ছিলেন না; তাঁরা সুন্নাতের সাথে আমল করতেন ও তাঁর হুকুমের অনুসরণ করতেন। অতঃপর এমন লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল, যারা অন্যদের তাই বলত যা নিজেরা করত না, আর করত তাই যার আদেশ (শরীয়তে) তাদেরকে দেওয়া হয় নাই। (সুতরাং আমার

http://kitabbhubon.com

উম্মতের মধ্যেও এরূপ লোক হতে পারে)। অতএব, যে নিজের হাতের দ্বারা তাদের সাথে জিহাদ করবে সে (পূর্ণ) মুমিন, আর যে মুখের দ্বারা তাদের সাথে জিহাদ করবে সেও (পূর্ণ) মুমিন, আর যে অন্তত অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সেও মুমিন। আর এর পর এক সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নেই। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৯)

ব্যাখ্যাঃ এ যুগে উলামা ও শাসকমন্ডলী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাঁটি সহচরবৃন্দেরই স্থলাভিষিক্ত। একদল ইলমে, অপর দল শাসনে। তাই এ হাদীসের দর্পণে তাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ চেহারা দেখা উচিত। এভাবে জনসাধারণও তাদের কর্তব্য কাজ করছে কি না তা-ও ভেবে দেখা আবশ্যক।

(١٣٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَخْرُجُ فِىْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ تَتَجَارٰى بِهِمْ تِلْكَ الْاَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلِبُ بِصَاحِبِهٖ لَايَبْقٰى مِنْهُ عِرْقٌ وَّلَا مَفْصَلٌ اِلَّا دَخَلَهٗ (اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٣٠)

(১৩৭) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সকল বের হবে, যাদের সর্ব শরীরে সে সকল (বিদআতের) প্রবৃত্তি অনুপ্রবেশ করবে যেভাবে পানি আতংক (জলাতংক) রোগ রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চারণ করে। তার কোন শিরা বা গ্রন্থি বাকী থাকে না, যাতে তা সঞ্চার করে না। (আহমদ, আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩০)

ব্যাখ্যাঃ "মাজাহেরে হক" গ্রন্থের প্রণেতা লেখেন যে, ঐসব লোকদেরকে জলাতংক রোগের রোগীর সাথে উপমা দেয়া হয়েছে এজন্য যে, তার তথা ঐ রোগীর উপর আতংক প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সে পানি হতে পলায়ন করে ও পিপাসায় মরে যায়। অনুরূপভাবে মিথ্যাপন্থী ও বিদআতীদের উপর কু-প্রবৃত্তি প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সে কারণে হক ইল্‌ম হতে ভেগে গোমরাহীর জঙ্গলেই ধ্বংস হয়ে যায়।

(١٣٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَأْتِيَنَّ عَلٰى اُمَّتِىْ كَمَا اَتٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتٰى اُمَّهٗ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ يَصْنَعُ ذٰلِكَ وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص٣٠)

(১৩৮) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলের যা হয়েছিল আমার উম্মতেরও ঠিক তাই হবে। যেভাবে এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার ঠিক সমান হয়। এমনকি যদি তাদের মধ্যে এরূপ কেউ থাকে যে, নিজের মায়ের সহিত প্রকাশ্যে কুকাজ করেছিল, তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও

http://kitabbhubon.com

সে লোক হবে, যে এরূপ কাজ করবে। এছাড়া বনী ইসরাঈল (আকীদার দিক দিয়ে) বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর (৭২) দলে, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে। এদের সকল দলই দোযখে যাবে একদল ব্যতীত। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর! সেটি কোন দল? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে দলে আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি তার উপর থাকবে। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩০)

ব্যাখ্যাঃ "উম্মাতী" দ্বারা উদ্দেশ্য আহলে ক্বিবলা, অর্থাৎ যাদেরকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা হয়। এই ছুরতে كُلُّهُمْ فِى النَّارِ দ্বারা এ অর্থ হবে যে, এরা গোনাহ ও খারাপ আকীদার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তারপর যার আকীদা কুফরী পর্যন্ত না পৌঁছবে, আল্লাহর রহমতে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে। মূল বাতিল দল ছয়টা- (১) শিয়া (২) খারেজী (৩) কাদারিয়া (৪) জাবারিয়া (৫) মুরজিয়া (৬) মুশাব্বিহা। এদের প্রায় দলই (মুতাযিলা) নানা উপদলে বিভক্ত। যথা- শিয়া ৩২ দলে, খারেজী ১৫ দলে, মুতাযিলা ১২ দলে, মুরজিয়া ৫ দলে, মুশাব্বিহা ৫ দলে, জাবারিয়া ৩ দলে। মোট ৭২ দলে। এর উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যোগ করলে সর্বমোট ৭৩ হবে।

যদি কোন নিরপেক্ষ আদালত কুরআন হাদীসকে সম্মুখে রেখে বিচার করেন তাহলে দেখতে পাবে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতই সেই ফিরকায়ে নাজিয়া (মুক্তিপ্রাপ্ত দল)। এদের আকীদাই কুরআন হাদীসের সাথে বিনা কষ্টে খাপ খায়। এদের আকীদা অনুসারে কুরআন হাদীসের কোন বাক্যেরই কদর্থ করতে হয় না। সাহাবীগণ, হাদীস ও ফিকহের সমস্ত ইমামগণ এ আকীদার উপরই ছিলেন, দুনিয়ার সমস্ত সুফী-ওলীগণও এই আকীদা পোষণ করে গেছেন। সকল দলের সমস্ত কিতাবগুলোকে একত্র করে দেখলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। হাদীসে ফিরকাহ বলতে আকীদা বা বিশ্বাসগত দলকেই বুঝান হয়েছে। কারণ আকীদা বা বিশ্বাসই হল ইসলামের মূল। সুতরাং হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। এদের ইখতিলাফ আকীদার মধ্যে হয়নি, তাই সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। আর এদের আপোষের মতভেদ শাখাগত মাসয়ালায়, মৌলিক মাসয়ালায় নয়। মাজাহেরে হক গ্রন্থকার তার কিতাবে বাতিল দল ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রত্যেকের হক ও বাতিল সব দলীল বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত জানতে সেখানে ও অন্যান্য আকীদার কিতাব দেখে নেয়া যেতে পারে।

(١٣٩) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٤٥٨)

(১৩৯) অর্থঃ হযরত আবু সায়ীদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলি এক এক বিঘত ও এক এক হাত পরিমাণে অনুসরণ করে চলবে- এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুসরণ করবে। জিজ্ঞাসা করা হল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওরা কি ইয়াহুদ ও নাসারা! তিনি বললেনঃ তবে আর কারা? (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৫৮)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ সুবহানাল্লাহ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ কতটা বাস্তবে পরিণত হতে দেখা যাচ্ছে। আজ মুসলমান সকল কাজে-কর্মে ইহুদী ও নাসারাদের গোলামী ও অনুসরণ করে চলছে। ওদেরকেই কৃষ্টি ও কালচার -এর প্রতি প্রতিভূ মনে করছে এবং একেই গর্বের কাজ মনে করছে। নাউযুবিল্লাহে মিনহুমা।

(١٤٠) عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُوْلُ دَخَلَ عَلَيَّ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا اَغْضَبَكَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَعْرِفُ مِنْ اَمْرِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا اِلَّا اَنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ جَمِيْعًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة ص٩٧)

(১৪০) অর্থঃ হযরত সালিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা আমি উম্মে দারদাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, একদা আমার স্বামী আবুদ্দারদা অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে এলেন। আমি বললাম, কে আপনাকে রাগিয়েছে? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর পরিচয় এছাড়া আর কিছুই জানিনা যে, তারা সকলে মিলে একত্রে নামায পড়ে (অথচ আজ দেখছি কেউ কেউ জামাত তরক করে চলছে। (বুখারী, মিশকাত, পৃষ্ঠা–৯৭)

ব্যাখ্যাঃ হাফেজুদ্দুনিয়া আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, হযরত আবুদ্দারদার ধারণানুপাতে সোনালী যুগের অবস্থা যদি ঐরূপ হয় তবে বর্তমান যুগের অবস্থা কি? নিজেই চিন্তা করা উচিত।

(١٤١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ مَا اَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَيْنَ الصَّلٰوةُ قَالَ اَوَلَمْ تَصْنَعُوْا فِيْ صَلٰوتِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(১৪১) অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর যুগে আমরা দ্বীন ও শরীয়তের যেসব বিষয়ের উপর ছিলাম আজ তার কিছুই জানিনা (অর্থাৎ) মানুষেরা সব বিষয়াদি গড়বড় করে দিয়েছে) তাঁর এক শিষ্য বলল, আমি বললাম, তাহলে আমাদের নামায কোথায়? (আমাদের নামাযও কি ঠিক নেই?) তখন তিনি বললেন, তোমরা কি তোমাদের নামাযের মধ্যেও ঐসব কর নাই যা তোমাদের ভাল মনে লাগত। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের খুশু ও খুযুর এবং সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ হত, আজ সেসব কোথায়?

(١٤٢) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص٤٥٩)

(১৪২) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যামানা

http://kitabbhubon.com

আসবে তখন তাদের মধ্যে দ্বীন-শরীয়তের উপর দৃঢ়ভাবে ধৈর্য ধারণকারীর অবস্থা হবে হাতের মুষ্টিতে অঙ্গার ধারণকারীর ন্যায়। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৫৯)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ যেভাবে জলন্ত অঙ্গার মুঠে রাখা মারাত্মক ধৈর্য্যধারণ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এমনিভাবে ফিতনা ও গোমরাহীর জামানায় দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাও মারাত্মক কষ্ট ছাড়া সম্ভব হবে না।

(١٤٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ فِىْ زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا اُمِرَ بِهٖ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِىْ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا اُمِرَ بِهٖ نَجَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص٣١)

(১৪৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা এমন যামানায় আছ যে যামানায় তোমাদের কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশও তরক করে, সে ধ্বংস হবে। অতঃপর এক দশমাংশের সাথেও আমল করে যে সে নাজাত পাবে। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬১)

ব্যাখ্যাঃ কেউ কেউ বলেন, "নির্দেশিত বিষয়" অর্থে এখানে "আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার বা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নির্দেশ হতে বিরত রাখাকেই বুঝানো হয়েছে। এই কাজের জন্য সে যুগের পরিবেশ অনুকূলে ছিল এবং পরবর্তী যুগের পরিবেশ অনুকূল থাকবে না বলেই বুঝা যাচ্ছে। অন্যথায় ফরয ওয়াজিবকে কম করার কোন অর্থই থাকে না।

একথাও মুহাদ্দিছগণ বলেন- এজন্য যে সাহাবাদের যুগ ইসলামের উৎকর্ষের যুগ ছিল। আর পরবর্তী যুগে ইসলাম দূর্বল হতে থাকবে ও অন্যায় অপরাধের আধিক্য দেখা দিবে। এরই ভিত্তিতে ঐ সময় আমর বিল মারূফের ফরযের এক দশমাংশের উপর আমল করাও কম মুশকিল হবে না।

(١٤٤) عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا لَبَّسَتْكُمْ فِتْنَةً يَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيْرُ وَيَرْبُوْا فِيْهَا الصَّغِيْرُ اِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْئٌ قِيْلَ تُرِكَتِ السُّنَّةُ وَمَتٰى ذَاكَ قَالَ اِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَائُكُمْ وَكَثُرَتْ جُهَلَائُكُمْ وَكَثُرَتْ قُرَّائُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَائُكُمْ وَكَثُرَتْ اُمَرَائُكُمْ وَقَلَّتْ اُمَنَائُكُمْ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ ج ١ ص٦٤)

(১৪৪) অর্থঃ হযরত আল কামাহ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, যে তিনি বলেন- ঐ সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদেরকে এমন ফিতনা ঘিরে নিবে যার মধ্যে যুবক বৃদ্ধ হয়ে যাবে ও বালক যুবক হয়ে যাবে। ঐ সময় ঐ গোমরাহীর মধ্য হতে কোন কাম ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে বলা হবে যে, তুমি সুন্নাত ছেড়ে দিয়েছ। ইবনে মাসউদের শিষ্যগণ

http://kitabbhubon.com

জিজ্ঞাসা করলেন, ঐরূপ ফিৎনা কবে আসবে? তিনি বললেন, যখন তোমাদের হক্কানী উলামারা বিদায় গ্রহণ করবে, তোমাদের মধ্যে মুর্খদের আধিক্য দেখা দিবে, তোমাদের ক্বারী অনেক হবে, কিন্তু আমলদার ও বুঝমান আলিম অল্প হবে, নেতাদের সংখ্যা অধিক হবে, আমানতদার কম হবে এবং যখন আখিরাতের আমলের দ্বারা দুনিয়া তালাশ করা হবে এবং বেদ্বীন তথা নিছক দুনিয়ার জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করা হবে। (দারিমী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৪)

ব্যাখ্যাঃ "যুবক বৃদ্ধ হবে" অর্থাৎ ফিৎনা অধিক দীর্ঘাকার ধারণ করবে। বর্তমান যুগ ঐ সব প্রায় দর্শন করছে। আজ বিশ্বস্ততার কবর রচনা করা হয়েছে, ইলম তো দুনিয়া অর্জনের জন্য অনেকেই অর্জন করছে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ঐসব বিষয় হতে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন।

(١٤٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَا يَأْتِىْ عَلَيْكُمْ عَامٌ اِلَّا وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الَّذِىْ كَانَ قَبْلَهٗ اَمَا اِنِّىْ لَسْتُ اَعْنِىْ عَامًا اَخْصَبَ مِنْ عَامٍ وَلَا اَمِيْرًا خَيْرًا مِنْ اَمِيْرٍ وَلٰكِنْ اُمَرَائُكُمْ وَخِيَارُكُمْ وَفُقَهَائُكُمْ يَذْهَبُوْنَ ثُمَّ لَاتَجِدُوْنَ مِنْهُمْ خَلَفًا وَتَجِيْئُ قَوْمٌ يَقِيْسُوْنَ الْاَمْرَ بِرَائِهِمْ (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ جـ١ صـ٧٥)

(১৪৫) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের উপর এমন কোন বৎসর আসবে না কিন্তু সে বৎসর তার পূর্বের বৎসর অপেক্ষা খারাপ হবে। আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এক বৎসর অপর বৎসর হতে বেশী সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা ও এক নেতা অপর নেতা হতে বেশী ভাল। বরং আমার উদ্দেশ্য এই যে, উলামা, ছুলাহা, ফুকাহা বিদায় গ্রহণ করবে তখন তোমরা তাদের সঠিক স্থলাভিষিক্ত প্রাপ্ত হবে না। বরং এমন সব লোক আসতে থাকবে যারা নিজেদের যুক্তি ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা দ্বীনের মধ্যে আত্মনিয়োগ করতে থাকবে। (দারিমী ১ম খন্ড– পৃষ্ঠা ৭৫)

ব্যাখ্যাঃ যুগ যতই বিগত হচ্ছে বিপদ ও ফিৎনার সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোনালী যুগের স্বর্ণমানবের কথা যখন ঐরূপ ও ঐ অবস্থা তখন আজকের যুগ কোথায়। তাই সকলের সঠিকভাবে দ্বীনের উপর চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত।

(١٤٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَايَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ مِنْ عَامٍ اِلَّا اَحْدَثُوْا فِيْهِ بِدْعَةً وَاَمَاتُوْا سُنَّةً حَتّٰى تَحْيَ الْبِدَعُ وَتَمُوْتُ السُّنَنُ (كِتَابُ الْاِعْتِصَامُ لِلشَّاطِبِىِّ)

(১৪৬) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– যে মানুষের উপর কোন বৎসর আগমন করে না কিন্তু তারা ঐ বৎসরে একটি বিদআত উদ্ভাবন করে এবং একটি সুন্নাত মিটাতে থাকে। হতে হতে বিদআতসমূহ জীবিত হবে ও সুন্নাতসমূহ মিটতে থাকবে। (কিতাবুল ইতিসাম লিশ শাত্বেবী)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ মানুষের দ্বীন হতে উদাসীন হওয়া ও ইলমে হক থেকে পিছে পড়ে থাকাই এই অধঃপতনের কারণ হবে। যার পরিণতিতে বিদআত আত্মপ্রকাশ করবে ও সুন্নাত বিদায় গ্রহণ করবে।

(١٤٧) اَخْبَرَنَا الْحَكِيْمُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ عَلٰى بَابِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَبْلَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَاِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهٗ اِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَنَا اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ فَقَالَ اَخَرَجَ اِلَيْكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَعْدُ قُلْنَا لَا فَجَلَسَ مَعَنَا حَتّٰى اِذَا خَرَجَ قُمْنَا اِلَيْهِ جَمِيْعًا فَقَالَ لَهٗ اَبُوْ مُوْسٰى يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنِّىْ رَاَيْتُ فِى الْمَسْجِدِ اٰنِفًا اَمْرًا اَنْكَرْتُهٗ وَلَمْ اَرَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّا خَيْرًا قَالَ فَمَا هُوَ فَقَالَ اِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ قَالَ رَاَيْتُ فِى الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوْسًا يَنْتَظِرُوْنَ الصَّلٰوةَ فِىْ كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ وَفِىْ اَيْدِيْهِمْ حَصًا فَيَقُوْلُ كَبِّرُوْا مِائَةً فَيُكَبِّرُوْنَ مِائَةً فَيَقُوْلُ هَلِّلُوْا مِائَةً فَيُهَلِّلُوْنَ مِائَةً فَيَقُوْلُ سَبِّحُوْا مِائَةً فَيُسَبِّحُوْنَ مِائَةً قَالَ فَمَا ذَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا اِنْتِظَارَ رَائِكَ وَاِنْتِظَارَ اَمْرِكَ قَالَ اَفَلَا اَمَرْتَهُمْ اَنْ يَعُدُّوْا سَيِّاٰتِهِمْ وَضَمِنْتَ لَهُمْ اَنْ لَا يَضِيْعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ثُمَّ مَضٰى وَمَضَيْنَا مَعَهٗ حَتّٰى اَتٰى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا هٰذَا الَّذِىْ اَرَاكُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ حَصًا نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيْرَ وَالتَّهْلِيْلَ وَالتَّسْبِيْحَ قَالَ فَعُدُّوْا سَيِّئَاتِكُمْ فَاَنَا ضَامِنٌ اَلَّا يَضِيْعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْئٌ وَيْحَكُمْ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هٰؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ مُتَوَافِرُوْنَ وَهٰذِهٖ ثِيَابُهٗ لَمْ تَبْلَ وَاٰنِيَتُهٗ لَمْ تُكْسَرْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّكُمْ لَعَلٰى مِلَّةٍ هِىَ اَهْدٰى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ اَوْ مُفْتَتِحُوْا بَابَ ضَلَالَةٍ قَالُوْا وَاللّٰهِ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اَرَدْنَا اِلَّا الْخَيْرَ قَالَ وَكَمْ مِنْ مُرِيْدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيْبَهٗ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنَا اَنَّ قَوْمًا يَقْرَئُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا اَدْرِىْ لَعَلَّ اَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ ثُمَّ تَوَلّٰى عَنْهُمْ قَالَ عُمَرُ بْنُ سَلَمَةَ رَاَيْنَا عَامَّةَ اُولٰئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُوْنَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ جـ ١ صـ ٦٩)

http://kitabbhubon.com

(১৪৭) অর্থঃ হযরত হাকীম ইবনুল মুবারক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন– আমর বিন ইয়াহইয়া আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আমার আব্বার নিকট শ্রবণ করেছি, তিনি তাঁর পিতা হতে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ফযরের নামাযের পূর্বে আমরা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর দরজায় বসে থাকতাম, যখন তিনি বাইরে বের হতেন তখন আমরা তাঁর সঙ্গে মসজিদ পানে রওয়ানা হতাম। একবার ঐ অবস্থায় আমাদের নিকট হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন– আবু আব্দুর রহমান তথা ইবনে মাসউদ (রাঃ) ঘর হতে কি বের হয়েছে? আমরা বললাম, না! তখন আবু মূসাও আমাদের সঙ্গে বসে পড়লেন। অতঃপর যখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বাইরে বের হলেন তখন আমরা সবাই তাঁর নিকট গেলাম এবং হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আমি সবেমাত্র মসজিদে এমন এক কাজ দেখেছি যা আপনি অপছন্দ করেন। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি ঐ কাজকে ভালোই মনে করি! হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কি সে কাজ? আবু মূসা বললেন, যদি আপনি বেঁচে থাকেন তবে আপনি নিজেই দেখে নিবেন। আমি দেখেছি যে, কিছু লোক বৃত্তাকারে বসে নামাযের অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক বৃত্তের মধ্যে এক ব্যক্তি আছে এবং প্রত্যেকের হাতে পাথর কণা রয়েছে। যখন বৃত্তের মধ্যের লোকটি বলে– যে একশত বার আল্লাহু আকবার পড়। তখন সবাই একশত বার আল্লাহু আকবার পড়ে। যখন সে বলে যে, একশত বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড় তখন সকলেই একশত বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়ে। যখন সে বলে তোমরা একশত বার সুবহানাল্লাহ পড় তখন সবাই একশত বার সুবহানাল্লাহ পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বললেন, তারপর আপনি তাদেরকে কি বলেছেন? আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, আপনার মতামত ও নির্দেশের অপেক্ষায় আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, আপনি কেন তাদেরকে এই নির্দেশ দিলেন না যে, তোমরা নিজেদের বদী গণনা কর এবং কেন তাদেরকে এই যিম্মাদারী দিলেন না যে, এর মধ্য হতে কিছুই নষ্ট হবে না। (উদ্দেশ্য এই যে ঐ রকমভাবে দানার দ্বারা তাসবীহ গণনা করা ঐ অবস্থার সাথে একটি নব আবিষ্কৃত কাজ এতে রিয়া ও আত্মগৌরব প্রভৃতি বহু অবৈধতা আছে। হাঁ! যদি গণনা করতেই হয় তবে নিজেদের গোনাহ গুণে গুণে তাওবা করা উচিৎ।)

ঐ আলোচনার পরে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) মসজিদ পানে চললেন, তো আমরাও তাঁর চলার সাথী হলাম। তিনি মসজিদে এসে ঐ বৃত্তসমূহের মধ্য হতে এক বৃত্তের নিকট গিয়ে থামলেন। তারপর ধমকিয়ে বললেন, এটা কি ব্যাপার যা আমি তোমাদিগকে করতে দেখছি! তারা বলল, হে আবু আব্দুল্লাহ! কিছু পাথর কণা যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ গণণা করছি। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, নিজ নিজ গোনাহ গণনা কর! আমি এই দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তোমাদের কোন নেকী নষ্ট হবে

http://kitabbhubon.com

না।হায় তোমাদের বরবাদী হে উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন জিনিস এত তাড়াতাড়ি তোমাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে! এখনও পর্যন্ত তোমাদের নবীর অগণিত সাহাবী বিদ্যমান রয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় মুবারক পর্যন্ত এখনও পুরানো হয়নি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লোটা পাত্র এখনও ভাঙ্গেনি। সেই সত্ত্বার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন নিশ্চয় তোমরা হয়ত এমন এক পথে রয়েছ যা মুহাম্মাদের পথের চেয়ে বেশী হিদায়াত প্রাপ্ত, কিংবা অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্টতার দরজা উন্মুক্তকারী। তারা বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! আল্লাহর কসম! আমরা ভালাই ছাড়া অন্য কিছু (বিদআত ইত্যাদি আবিষ্কার করার) ইচ্ছা করিনি। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, অনেক কল্যাণের সংকল্পকারী কল্যাণ পর্যন্ত কস্মিনকালে পৌছুতে পারে না। নিশ্চয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছিলেন যে, কতক লোক কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা কণ্ঠনালীর নীচে অবতরণ করবে না। (অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না)। আল্লাহর কসম! আমার জানা নেই হয়ত ঐরূপ লোকদের অধিকাংশ লোক তোমাদের মধ্য হতেই হবে। তারপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) সেখান হতে প্রত্যাগমন করলেন। হযরত উমর বিন সালিমা বর্ণনা করেন যে, নাহরাওয়ান নামক স্থানে আলী (রাঃ) ও খারেজীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন দেখেছি যে, ঐ বৃত্তের বেশীর ভাগ লোক খারেজীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের উপর বর্শা নিক্ষেপ করছে। (দারিমী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৯)

ব্যাখ্যাঃ "নাহরাওয়ান" বাগদাদ ও ওসিতার মাঝামাঝি এক বিস্তীর্ণ এলাকার নাম। ঐখানে হযরত আলী (রাঃ) ও খাওয়ারিজদের মাঝে এক তুমুল লড়াই হয়েছিল। (হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) নাম। তাঁর উপনাম- আবু আব্দুর রহমান হান্দালী। তিনি হযরত উমরের পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দারে আরকামে আগমন করার আগে ইসলামের সূচনা লগ্নেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছয় নম্বরে মুসলমান হন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। সফরে রসূলের বিভিন্ন পরিত্রতার্জনের ও অন্যান্য আসবাব বহন করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ وَسَخِطْتُ لَهَا مَا سَخِطَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ

অর্থাৎ আমি আমার উম্মতের সেসব বিষয় রাজী ইবনে মাসউদ যে বিষয় রাজী। আমি আমার উম্মতের সেসব বিষয় নারাজ ইবনে মাসউদ যেসব বিষয়ে নারাজ।

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার সাদৃশ্যপনা ছিলেন। তিনি হালকা তুলনামূলক খাট ও গাঢ় বাদামী রংয়ের ছিলেন। কুফার কাজী হয়েছিলেন উমরের খিলাফতকালে ও উসমানের খিলাফতের শুরুতে। এরপর মদীনা ফিরে আসেন ও তথায় ৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ এর অধিক। ইবনে মাসউদ থেকে খুলাফায়ে রাশিদীন ও তাদের পরবর্তী তাবেয়ীনরা হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

http://kitabbhubon.com

খতমে খাজেগাঁন এর পর্যালোচনা

খতমে খাঁজেগাঁনের ব্যাপারে আল্লামা মুফতী আযম ফয়জুল্লাহ সাহেবের মতামত বা অভিমত হল–বর্তমান যামানায় খতমে খাজেগাঁন অধিকাংশ মাদ্রাসার মধ্যে যার প্রচলন দেখা যায় এবং তার ব্যাপারে অনেক গুরুত্বও দেয়া হয় তা পরিত্যাগ করাই ভাল। কেননা হুযূবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা, তাবেয়ীন এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনগণের যুগে অবশ্যই ছিল না। তাঁরা তা নিজেও করেননি এবং এর শিক্ষাও দেননি। এটা ধর্মে এক নতুন কাজ বৈ কিছু নয়। সুফিয়ায়ে কিরাম এটা আবিষ্কার করেছেন। তাই কিছুতেই এটা দ্বীন হতে পারে না। যদি দ্বীন মনে করে করা হয় তাহলে অবশ্যই বিদ্আত হবে আর দ্বীন মনে না করা হয় তাহলে গায়রে দ্বীন কাজ যার মধ্যে সওয়াবও নেই তার ইহতেমাম ও গুরুত্ব দেয়া নিঃসন্দেহে গোমরাহী। গুরুত্বটি প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক; গুরুত্বের কারণে নফল কাজসমূহ এবং মুস্তাহাব কাজও যেহেতু মাকরূহ ও বিদআত হয়ে যায়, তাহলে বিদআত কাজের তো কোন কথাই নেই। এ জাতীয় নতুন বিদআত কাজে লিপ্ত মানুষের দ্বারা সাহায্য কারীদের হক কিছুতেই আদায় হবে না; বরং শরীয়তসম্মত সঠিক পন্থায় কিভাবে দ্বীনী শিক্ষা জারী হয় এবং ছাত্রগণ দ্বীনদার হয় ধর্মীয় জ্ঞানে পূর্ণ দক্ষতাশীল হয় মুত্তাবিয়ে সুন্নাত তথা সুন্নাত অনুসরণকারী হয় তার জন্য যত্নবান হলে তাদের হক আদায় হবে। বিদআত কাজে লিপ্ত থেকে তাদের হক আদায় হওয়া তো দূরের কথা বরং তাদের হক নষ্ট হবে। বিশুদ্ধ শিক্ষা, চরিত্র সংশোধনের গুরুত্ব দেয়া চাই। কেননা মাদ্রাসার ভিত্তি এর জন্যই, বিদআত কাজের জন্য নয়। বরং পুরাপুরিভাবে এ জাতীয় বিদআত পরিহার করে চলতে হবে।

বিনয়াবনান্তে ফয়জুল্লাহ আফাল্লাহু আনহু
৯ই জুমাদাচ্ছানী ১৩৮০ হিজরী

খতমে দুআয়ে ইউনুছ সম্পর্কে শরয়ী হুকুম

হামদ ও সালাতের পর কথা হল– দুআ ইউনুছ এক বড় বরকতপূর্ণ দুআ ও কুরআনের আয়াতেরই বরকত। এটা পাঠ করা বালা-মুসিবত প্রতিহতকরণের জন্য খুবই উপকারী ও কার্যকরী। হাদীসে এটা পাঠ করার তাকীদ এসেছে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ বরং জরুরী যে, তা একাকীভাবেপাঠ করা। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে। খতমে দুআয়ে ইউনুছের যে প্রথা মানুষের মাঝে প্রচলিত, বর্তমান দ্বীনী মাদ্রাসাগুলোতেও দলবদ্ধভাবে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিশেষ পন্থায় করা হয় এটা ইবাদাত নয়। মাসনূন নয় ও পূর্ববর্তী দলীল যোগ্য ব্যক্তিবর্গের থেকে বর্ণিতও নেই। হ্যাঁ এক প্রকার ইবাদাতও বটে অবীজ ও ঝাড়-ফুঁক জাতীয় আসবাবে অহমিয়্যার অন্তর্ভুক্ত ইবাদাত নয়। একে ইবাদাত মনে করা দ্বীনের মধ্যে কিছু আবিষ্কার করার নামান্তর। আর যদি ইবাদাত মনে না করে বরং কোন উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে এটা দুনিয়াবী কাজ। এক দুনিয়াবী কাজকে দ্বীনী কাজের মত দলবদ্ধভাবে ও গুরুত্বপূর্ণভাবে করা বিশেষ করে

http://kitabbhubon.com

মসজিদে নির্ঘাত না জায়িয হবে এবং মসজিদের হুরমত ও মর্যাদার খেলাফ হবে। বিপদাপদ ও বালা-মুসিবতে ফজরের নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়া সুন্নাত ও সলফদের থেকে বর্ণিত আছে। কুরআন, হাদীস, ফিকহের কিতাব ও মুহাক্কিকীনদের কিতাবাদির লেখা বক্তব্যের দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, বালা-মুসিবতকালে উহা প্রতিহতকরণের জন্য ঐসব কতিপয় জিনিসের ব্যবহার জায়িয বা জরুরী মনে করা হয়। খালেস তওবা করা, গোনাহ ও শরীয়তের খেলাফ কাজ বর্জন করা। ইবাদাত ও আনুগত্য করার মধ্যে মগ্ন থাকা। পাঁচ ওয়াক্ত নামায খুবই গুরুত্বের সাথে জামাতে আদায় করা, নফল ও সুন্নাত নামাযসমূহে মগ্ন থাকা। এককভাবে নিজের অন্তর দিয়ে খালেছভাবে দুআ করতে থাকা। বেশী বেশী ইস্তেগফার করতে থাকা, সামর্থ অনুপাতে দান-সাদাকাহ করা এসব জিনিস অবশ্যই বিপদ প্রতিহতকারী ও উহা দূর করার বড় উপকারী। মুসলমানদের উচিৎ উহা অবলম্বন করা ও বিদআত হতে বাঁচা। দুআ হল এক মুস্তাহাব ও নফল কাজ। উহার মধ্যে আপোষে ডাকাডাকি করা, গুরুত্ব দেয়া ও সমবেত হওয়া সলফে সালেহীন থেকে বর্ণিত নেই; বরং দ্বীনের মধ্যে নব সংযোজন। চাই দুআ ইউনুছ হোক বা অন্য কোন দুআ।

বিনয়াবনান্তে

ফয়জুল্লাহ

২৩ রবীউসসানী ১৩৯১ হিজরী

হাটহাজারী

عُرُوْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوْبِ

অন্তরের উপর ফিতনা আগমন করা

(١٤٨) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا فَاَيُّ قَلْبٍ اُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَاَيُّ قَلْبٍ اَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتّٰى تَصِيْرَ عَلٰى قَلْبَيْنِ اَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَادَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ وَالْاٰخَرُ اَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لَايَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَاُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٤٦١)

(১৪৮) অর্থঃ হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মানুষের অন্তরে ফিতনাসমূহ এমনভাবে প্রবেশ করে যেমন– পাটির আঁশ একটির পর আরেকটি বিছান হয়ে থাকে এবং যে অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবেশ করে এতে একটি কাল দাগ পড়ে। আর যে অন্তরে একে স্থান দেয় না এতে একটি সাদা দাগ পড়ে।

http://kitabbhubon.com

ফলে মানুষের অন্তরসমূহ পৃথক পৃথক দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার অন্তর হয় মর্মর পাথরের ন্যায় শ্বেত, যাকে আসমান ও যমীন বহাল থাকা পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) কোন ফিতনাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার অন্তর হয় কয়লার মত কৃষ্ণ। যেমন– উপুড় হওয়া পাত্রের ন্যায়, যাতে কিছু ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। এটা ভালকে ভাল জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখে না, ফলে কেবলমাত্র ওটাই গ্রহণ করে যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা হয়। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৬১)

ব্যাখ্যাঃ গোনাহ বা অন্যায় একটি ময়লা বা কাল দাগ সদৃশ্য। কাপড়ে কোন দাগ পড়লে তখন তা সঙ্গে সঙ্গেই ধুয়ে ফেলতে হয়। অন্যথায় পরপর আরও ময়লা জমাট বেঁধে যায় ফলে তা ব্যবহার উপযোগী থাকে না। অনুরূপভাবে ছোট ছোট গোনাহ একত্রিত হয়ে সেই অন্তরকে এমনভাবে কাল করে ফেলে, যা আর ভাল-মন্দের তারতম্য করতে পারে না। তাই প্রতি মুহূর্তে তওবা করা উচিৎ যাতে গোনাহর দাগ মুছে যায়।

فَضْلُ الْعَمَلِ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ
আখেরী যামানায় আমলের ফযীলত

(١٤٩) عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ سَاَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى اِذَا رَاَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَاْيٍ بِرَاْيِهٖ وَرَاَيْتَ اَمْرًا لَابُدَّ لَكَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ وَدَعْ اَمْرَ الْعَوَامِّ فَاِنَّ وَرَائَكُمْ اَيَّامُ الصَّبْرِ فَمَنْ صَبَرَ فِيْهِنَّ قَبَضَ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ اَجْرُ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِهٖ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالَ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص ٤٣٧)

(১৪৯) অর্থঃ হযরত আবু সালাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তায়ালার কালাম (হে ঈমানদারগণ! নিজেকে রক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য। যে ব্যক্তি গোমরাহ হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা হিদায়েতের উপর অবিচল থাকবে)– সম্পর্কে বলেন, শুনে লও! আল্লাহর কসম! এই আয়াত সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, বরং তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজে বাধা দাও। অবশেষে যখন তুমি দেখবে কৃপণতা অনুসরণ করা হয়, প্রবৃত্তির পূজা করা হয়। ইহকালকে (পরকালের উপর) প্রাধান্য দেয়া হয় এবং প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞানের অহমিকায় মত্ত হয়, আর তুমি এমন

http://kitabbhubon.com

অবস্থা দেখবে যাতে জড়িয়ে পড়া ব্যতীত তোমার কোন উপায় থাকবে না, তখন তুমি নিজেকে নিজে রক্ষা করে চল। আর সাধারণ মানুষদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আর এটা এজন্য যে, তোমাদের পরবর্তী যুগ ধৈর্য্যের যুগ। সুতরাং সে যুগে যে ধৈর্য্যধারণ করবে, সে যেন জ্বলন্ত কয়লা মুঠের মধ্যে রাখল। এ অবস্থায় যেব্যক্তি দ্বীনের কাজে দৃঢ় থাকবে, তার মত পঞ্চাশ জন আমলকারীর সমপরিমাণ প্রতিদান সে পাবে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! সেই পঞ্চাশজন কি তাদের মধ্য হতে? তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ৪৩৭)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ পরবর্তীতে এমন এক যামানা আসবে, তখন মানুষ আত্মপূজারী হয়ে আখিরাতকে বাদ দিয়ে পার্থিব মোহে লিপ্ত হবে। প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে দ্বীন-ধর্ম হতে দূরে সরে যাবে। প্রত্যেকে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেরাই মুফতী সাজবে। প্রকৃত উলামাদের কথার কোন মূল্য থাকবে না। তারা হবে সংখ্যায় বেশী। এমতাবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করাই উত্তম হবে। ঐ সময় দ্বীনের উপর অবিচল থাকা জ্বলন্ত আগুনের কয়লা হাতের মুঠে রাখার মত কষ্টকর হবে। এই অবস্থা উপেক্ষা করেও যদি কেউ দ্বীনের আমলের উপর অবিচল থাকতে পারে, সে পঞ্চাশজন আমলকারীর সওয়াব পাবে। মোটকথা এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার নীতি অব্যাহত রাখতে হবে। সাহাবীদের উপর ঐ ফযীলত পাওয়া আংশিক ফযীলত। এর দ্বারা তাদের মর্যাদা সাহাবাদের উপরে যাওয়া বা সমপরিমাণ হওয়া জরুরী হয় না। তাইতো বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী (রঃ) বলেছেন, যেসব সাহাবায়ে কিরাম ঐসব বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হননি শেষ জামানায় যারা ঐসব বিপদাপদে পতিত হয়ে দ্বীনের উপর অবিচল থাকবে তারা ঐসব সাহাবীর আমলের সওয়াব পাবে।

(١٥٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَيْفَ بِكَ اِذَا اُبْقِيْتَ فِىْ حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ مَرَجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَتُهُمْ وَاخْتَلَفُوْا فَكَانُوْا هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ قَالَ فَبِمَ تَأْمُرُوْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَاتُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَاِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلْزِمْ بَيْتَكَ وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ مَاتَعْرِفُ وَدَعْ مَاتُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِاَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ اَمْرَ الْعَامَّةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٦٣)

(১৫০) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তখন তোমার কি অবস্থা হবে? যখন তুমি নিকৃষ্ট ও ইতর লোকদের মধ্যে খোসার ন্যায় থেকে যাবে, তাদের অঙ্গীকার ও আমানতের মধ্যে ভেজাল এসে যাবে এবং পরস্পরে বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাদের অবস্থা হবে এরূপ এবং (এই কথা বলে তিনি) উভয় হাতের অঙ্গুলী সমূহকে পরস্পরের মধ্যে ঢুকালেন। আব্দুল্লাহ বললেন, (আমি জিজ্ঞাসা করলাম) তখন আমার করণীয়

http://kitabbhubon.com

কাজ কি হবে, আপনিই আমাকে নির্দেশ করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে কাজটি তুমি সত্য ও ভাল বলে জান, কেবলমাত্র তা-ই করবে এবং যা অসত্য ও মন্দ বলে জান তা বর্জন করবে; আর শুধু নিজের আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে এবং সাধারণ মানুষ হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, আপন ঘরে বসে থাক, নিজের মুখ ও রসনাকে আপন আয়ত্তে রাখ। আর যা ভাল মনে কর শুধু তা-ই কর এবং মন্দকে বর্জন কর। কেবলমাত্র নিজের ব্যাপারে সচেতন থাক এবং সর্বসাধারণ মানুষ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা পরিহার কর। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৬৩)

ব্যাখ্যাঃ "নিজেকে নিজে বাঁচিয়ে চল"– এর তাৎপর্য হল, যখন মন্দ লোকদের দৌরাত্ম্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং ভাল ও সৎলোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে যাবে। আর সৎ উপদেশের ফলাফলের আশা তিরোহিত হয়ে পড়বে, তখন ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ বর্জন করার অনুমতি আছে। (আত্ তা'লীক)

ফিৎনার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা (রাঃ)-কে বনে-জঙ্গলে চলে যাওয়ার এবং আব্দুল্লাহ বিন আমরকে মানুষের মধ্যে অবস্থান করে মানুষের পেছনে না পড়ে নিজের সংশোধনে লিপ্ত থাকার জন্য বলেছেন। যার জন্য যেটা উপযুক্ত মনে করেছেন তাকে তা ইরশাদ করেছেন।

وَعِيْدُ اَهْلِ الْبِدَعِ وَالشُّرُوْرِ وَاَصْحَابِ الْفِسْقِ وَالْفُجُوْرِ

পাপী, অপরাধী, নিকৃষ্ট, বিদআতীদের জন্য সাবধানতা

(١٥١) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اُقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَاتَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص ٤٨٧)

(১৫১) অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্য অবশ্য (হাউজে কাউসারের নিকটে) আমার নিকটে এমন কিছু লোক আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের মধ্যে আড়াল করে দেয়া হবে। তখন আমি বলব এরা তো আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সমস্ত নূতন নূতন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে। একথা শুনে আমি বলব, যারা আমার অবর্তমানে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক তারা দূর হোক (অর্থাৎ এ ধরনের লোক আমার শাফায়াত ও আল্লাহর রহমত হতে দূরে থাকারই যোগ্য।) (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৮৭)

ব্যাখ্যাঃ হাফেজে হাদীস ইবনে আব্দুল বার বলেনঃ যারা দ্বীনের মধ্যে কোন না কোন নতুন কাজ আবিষ্কার করেছে বিদআতে হাসানা ব্যতিরেকে, তাদেরকে হাউযে কাউসার থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। যেমন– খারেজী, রাফেজী, বিদআতী, সীমাহীন যুলুমকারী, অধিকার হরণকারী, প্রকাশ্যে কবীরা গোনাহগার।

http://kitabbhubon.com

"মাজালিসুল আবরার" কিতাবে লেখা আছে যে, যে সব লোকদেকে হাউযে কাউসার হতে তাড়িয়ে দেয়া হবে তারা কয়েক প্রকার– (১) কাফির, (২) মুনাফিক, (৩) বিদআতী, (৪) প্রকাশ্যে কবীরা গোনাহগার, (৫) গোনাহকে হাল্কা ধারণাকারী, (৬) জালিম, (৭) জালিমদের জুলুমের পক্ষে সাহায্যকারী। কাফির ও আকীদাগত মুনাফিক সর্বদার জন্য জাহান্নামী। আর বাকী যারা তাদের জন্য হাউযে কাউসার হতে বিতাড়িত করার পর আল্লাহ পাকের ইলম অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় জাহান্নামেরও আযাব হতে পারে বা এও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা নিজ ইচ্ছায় অন্য কোন শাস্তি না দিয়েও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।

تَظْهَرُ اَنْوَاعُ الْبَلَايَا وَالْفِتَنِ وَفَسَادِ الْعَالَمِ بِشُيُوْعِ الْمَعَاصِىْ

পাপের বিস্তৃতির কারণে হরেক রকম বালা-মুছিবত ফিতনা ও জগৎ বিধ্বংসীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে

(١٥٢) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلَ هٰذِهٖ وَحَلَقَ بِاِصْبَعَيْهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا قَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٤٥٦)

(১৫২) অর্থঃ হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আরবের জন্য মহাবিপদ সেই দুর্যোগের কারণে যা অতি নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর এই পরিমাণ খুলে গেছে। একথা বলে তিনি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলী ও এর নিকটবর্তী (তর্জনী) অঙ্গুলী দুটি গোল করে (ছিদ্রের পরিমাণটি) দেখালেন। তখন হযরত যয়নব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ! যখন পাপাচার বেশী হবে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৫৬)

ব্যাখ্যাঃ নিকট ভবিষ্যৎ দ্বারা কারো কারো মতে হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাত এবং তৎপর হতে সংঘটিত বিপর্যয়সমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আর ইয়াজুজ-মাজুজ দ্বারা তাতারীদের অভিযান ও চেঙ্গিস খাঁনের ধ্বংসযজ্ঞের দিকে ইংগিত রয়েছে। অবশ্য অনেকের মতে দাজ্জালের আবির্ভাবের পর ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসলীলা সংঘটিত হবে। ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থান হযরত যুলকার নাইনের নির্মিত সেই প্রাচীরের মধ্যভাগে। তবে ওটা কোন দেশে তা নিয়ে সমাধানে আসতে বিশ্লেষক ও ঐতিহাসিকরা হিমশিম খেয়ে গেছেন।

http://kitabbhubon.com

(١٥٣) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَا ذَا اُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُرِيْدُ اَزْوَاجَهُ لِكَىْ يُصَلِّيْنَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِى الْاٰخِرَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة ص ١٥٣)

(১৫৩) অর্থঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাত্রে বড্ড সন্ত্রস্তভাবে জাগরিত হয়ে বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ! এ রাত্রে কত রহমত নাযিল হল এবং কত বিপদ এসে পৌঁছল। কে জাগাবে এ হুজরাবাসিনীদেরকে? এর দ্বারা তিনি তাঁর বিবিগণের প্রতিই ইংগিত করছিলেন–যাতে তাঁরা নামায পড়ে। আহা! দুনিয়াতে সুশোভিত কত নারী আখেরাতে সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী হবে। (বুখারী, মিশকাত-১০৯)

ব্যাখ্যাঃ "উলঙ্গিনী হবে" অর্থাৎ সম্পদহীনা ও সম্মানহীনা হবে। আর আখেরাতের সম্পদ ও সম্মানের বস্তু হল নামায-রোযা প্রভৃতি নেক আমল।

(١٥٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّيْنِ اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّئَابِ يَقُوْلُ اللّٰهُ أَبِىْ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِئُوْنَ فَبِىْ حَلَفْتُ لَاَبْعَثَنَّ عَلٰى اُولٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص ٤٥٤)

(১৫৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ যামানায় এমন কিছু সংখ্যক লোকের আবির্ভাব ঘটবে যাঁরা দ্বীনের দ্বারা দুনিয়া হাসিল করবে। (অর্থাৎ দ্বীনদারী প্রকাশ করে মানুষকে ধোঁকায় ফেলবে।) মানুষের দৃষ্টিতে বিনয়ভাব প্রকাশের জন্য মেষ-দুম্বার চামড়া পরিধান করবে। (অর্থাৎ মোটা কম্বল বা পোশাক পরিধান করে নিজেকে সুফী-দ্বীনদার হিসাবে প্রকাশ করবে), তাদের মুখের ভাষা হবে চিনি অপেক্ষা মিষ্টি। পক্ষান্তরে তাদের অন্তর হবে ব্যাঘ্রের ন্যায় (হিংস্র)। আল্লাহ তায়ালা এই সমস্ত লোকদের সম্পর্কে বলেন, এরা কি আমাকে ধোঁকা দিতে চায়, নাকি আমার উপরে ধৃষ্টতা পোষণ করছে? (জেনে রাখ!) আমি আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের উপর তাদের মধ্য হতে এমন বিপদ প্রেরণ করব যাতে তাদের বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও দিশেহারা হয়ে পড়বে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৫৪)

ব্যাখ্যাঃ "তাদের অন্তর বাঘের মত" অর্থাৎ দুনিয়ার মারাত্মক ভালবাসার কারণে তাদের আন্তরিক ব্যবহার ও কার্যকলাপ হবে হিংস্র ও তিক্ত। এরা মুত্তাকীদের শত্রু হবে, আর এদের উপর পশুত্ব ও পশু প্রবৃত্তি প্রবল আকার ধারণ করবে। এরা ধোঁকাবাজ ও ফিতনাবাজ। এদের সাহচর্য হতে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

http://kitabbhubon.com

(١٥٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ اَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ فَبِىْ حَلَفْتُ لَاَتِيْحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ فَبِىْ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِئُوْنَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٥٥)

(১৫৫) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহা কল্যাণময় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি এমন কতিপয় মাখলুক সৃষ্টি করেছি যাদের মুখের বাণী চিনি অপেক্ষা সুমিষ্ট। আর তাদের অন্তর মুছাব্বার অপেক্ষা তিক্ত। আমি আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের উপর এমন বিপর্যয় নাযিল করব যে, তাদের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণও দিশেহারা হয়ে পড়বে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৫৫)

ব্যাখ্যাঃ "ছবিরুন" এক প্রকার মারাত্মক তিক্ত ফল যা মরুভূমি ও পাহাড়ে উৎপন্ন হয়। এসব লোকের বাস্তবরূপ আল্লাহপাক ছাড়া কারো পক্ষে ধরা সম্ভব নয়। এরা ঐরূপ করলে তার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। এদের কিছু আভাষ টের পেলেই এদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা অতি উত্তম।

(١٥٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْئُ دُوَلًا وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهٗ وَعَقَّ اُمَّهٗ وَاَدْنٰى صَدِيْقَهٗ وَاَقْصٰى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمَ الْقَوْمِ اَرْذَلُهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهٖ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَاٰيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهٗ فَتَتَابَعَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ ٤٧٠)

(১৫৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন গণীমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদরূপে ব্যবহার করা হবে, আমানতকে গণীমতের মাল মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা ধারণা করা হবে, দ্বীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের নাফরমানী করবে আর বন্ধুকে খুব নিকটে স্থান দিবে এবং আপন পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, মসজিদসমূহে শোরগোল করা হবে, ফাসিক ব্যক্তিই গোত্রের সর্দার হবে, জাতির নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তাদের নেতা হবে, ক্ষতির ভয়ে মানুষের সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্য যন্ত্রাদি ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করবে, মদপান বেড়ে যাবে এবং এই উম্মতের পরবর্তীকালের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি অভিসম্পাত

http://kitabbhubon.com

করতে থাকবে, সে সময় তোমরা অপেক্ষা কর রক্তিম বর্ণের ঝড়ের, ভূ-কম্পনের ভূমি ধ্বসের, রূপ বিকৃতির, পাথর বৃষ্টির এবং সূতা ছেড়া দানার ন্যায় একটির পর একটি নিদর্শনসমূহের। (তিরমিযী, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪৭)

ব্যাখ্যাঃ মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) লিখেছেন যে, মসজিদে উঁচু স্বরে যদি যিকিরও করা হয় তবুও হারাম। এমনিতো মসজিদে উচ্চ আওয়াজ করা হারাম, তাই যদি উচ্চস্বরে যিকিরও করা হয় তবুও হারাম।

(١٥٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِىْ قَوْمٍ اِلَّا اَلْقَى اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَلَا فَشَا الزِّنَا فِىْ قَوْمٍ اِلَّا كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلَاحَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الدَّمُ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ اِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ (رَوَاهُ مَالِكٌ، مِشْكٰوة ص٤٥٩)

(১৫৭) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খিয়ানত বা আত্মসাতের ব্যাধি ঢোকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে দুশমনের ভয় ঢেলে দেন। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে, তাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়, যে সম্প্রদায় মাপে-ওজনে কম দেয়, তাদের রিযিক উঠিয়ে নেওয়া হয়। যে সম্প্রদায় বিচারে ন্যায়-নীতি রক্ষা করে না তাদের মধ্যে খুনাখুনী ব্যাপক হয়। আর যে সম্প্রদায় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাদের উপর শত্রুকে চাপিয়ে দেয়া হয়। (মালেক, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৫৯)

ব্যাখ্যাঃ সাধারণত গণীমতের মালে আত্মসাৎ করাকে غُلُوْل বলে। রিযিক উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ হল- হালাল রিযিক বা যে রিযিক তাদের কাছে আছে তার বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। ন্যায়-নীতি রক্ষা না করার অর্থ হল, যে যার যোগ্য নয়, যে যার অপরাধী নয় তাকে সে ব্যাপারে বিচারের কাঠগড়ায় উঠানো বা সঠিক বিধান অনুযায়ী অজ্ঞতা হেতু ফাসিদ বিচার করা, ইলম না থাকা সত্ত্বেও বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা। (মিরকাত)

(١٥٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص٣١٣)

(১৫৮) অর্থঃ হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, সে জাতি দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে পতিত হবে। আর যে জাতির মধ্যে ঘুষের (উৎকোচ) প্রচলন হবে সে জাতিকে ভীরুতা ও কাপুরুষতায় গ্রাস করবে। (আহমদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩১৩)

ব্যাখ্যাঃ "ঘুষ বলা হয়" যা এই শর্তে দেয়া হয় যে, এর কারণে বিচারক যেন হক না হক পার্থক্য না করে দাতার পক্ষেই ফয়সালা করে। কেউ কেউ এই শর্তারোপ করেছেন যে, ঐ কাজে এতটুকু পরিশ্রম হয় না যে পরিশ্রমের উপর সমাজে কোন টাকা

http://kitabbhubon.com

পয়সা দিয়ে থাকে। যেমন–বাদশাহের সামনে সুপারিশের জন্য একটি কথা বলে দেয়া। পক্ষান্তরে যিনা বলা হয় কোন মহিলার সাথে এমনভাবে হারাম কাজ বা সঙ্গম করা যেমনভাবে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হালালভাবে সঙ্গম করে। (মাজাহেরে হক, মিশকাত)

(١٥٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَاءِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا

(رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٥٩)

(১৫৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের ভাল লোকেরা, তোমাদের ধনবান লোকেরা হবে দানশীল এবং তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদিত হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে, তখন যমীনের পেট অপেক্ষা এর পিঠ হবে তোমাদের জন্য উত্তম। আর পক্ষান্তরে যখন তোমাদের মন্দ লোকেরা হবে তোমাদের শাসক, বিত্তবান লোকেরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের কাজ-কর্ম ন্যস্ত থাকবে নারীদের উপর, তখন যমীনের পিঠ অপেক্ষা এর পেট হবে তোমাদের জন্য উত্তম। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৫৯)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় মরা অপেক্ষা বেঁচে থাকার মধ্যে উভয় জাহানের জন্য কল্যাণ হবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয় হবে। কেননা তখন সর্বপ্রকারের ফিৎনা শুরু হয়ে যাবে। আর নারী জাতি হল দূর্বল জ্ঞানের অধিকারিনী; তাদের কর্তৃত্বে কখনও জাতির মধ্যে বা জাতির জন্য কল্যাণ আসতে পারে না। তাইতো ইসলামে নারী নেতৃত্ব বৈধ ও জায়িয নয়।

(١٦٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهٗ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ اِنَّ الظَّالِمَ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بَلٰى وَاللّٰهِ حَتَّى الْحُبَارٰى لَتَمُوْتُ فِىْ وَكْرِهَا هَزْلًا لِظُلْمِ الظَّالِمِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٣٦)

(১৬০) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একদা তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, যালিম একমাত্র নিজেরই ক্ষতি করে থাকে। একথা শুনে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! (তুমি ঠিকই বলেছ তবে–) যালিমের অত্যাচারের অভিশাপে এমনকি সারস পাখিও নিজের বাসায় কাতর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। (বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৩৬)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)–এর কথার তাৎপর্য হলো, তার নিজের ক্ষতি তো হয়ই, তবে অন্যের উপরও এর অভিশাপ পড়ে, এমনকি ব্যাপক জুলুমের কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ, অনাহার বিরাজ করে। যার ফলে পাখী পর্যন্ত খাদ্যাভাবে নিজের বাসায় কাতর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

http://kitabbhubon.com

(١٦١) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٤١٩)

(১৬১) অর্থঃ হযরত ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া ব্যতীত অন্য কিছুই তাকদীরকে ফেরাতে পারে না। পূণ্য ব্যতীত অন্য কিছুই আয়ুকে বৃদ্ধি করতে পারে না, আর কৃত পাপই মানুষকে জীবিকা হতে বঞ্চিত করে। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– ৪১৯)

ব্যাখ্যাঃ এখানে তাকদীর দ্বারা ঐসব আপদ-বিপদ বুঝান হয়েছে যেগুলো আপতিত হওয়া না হওয়া দোয়ার উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। আর হায়াত বাড়ে-এর অর্থ হল, নির্ধারিত হায়াতের মধ্যে বহু নেক কাজ করার সুযোগ পাবে যা অনেক হায়াত পেয়েও করার তৌফিক হয় না। যাকে এক কথায় বলা যায় হায়াত বাড়ে মানে "হায়াতে বরকত বাড়ে"। রিযিক হতে বঞ্চিত হয়, অর্থাৎ পরকালের রিযিক তথা সওয়াব, আল্লাহর সন্তুষ্টি হতে বঞ্চিত হয় আর দুনিয়াবী রিযিক অর্থ হলে উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি হতে ও আনন্দময় থাকা হতে বঞ্চিত হয়।

(١٦٢) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَالِكُ الْمُلْكِ وَمَلِكُ الْمُلُوْكِ قُلُوْبُ الْمُلُوْكِ فِىْ يَدِىْ وَاِنَّ الْعِبَادَ اِذَا اَطَاعُوْنِىْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَ مُلُوْكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَاِنَّ الْعِبَادَ اِذَا عَصَوْنِىْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَهُمْ بِالسُّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوْهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغِلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوْكِ وَلٰكِنْ اَشْغِلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَىْ اَكْفِيْكُمْ (رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ، مِشْكٰوة صـ٤٢٣)

(১৬২) অর্থঃ হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, আমি হলাম সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই, আমিই রাজা-বাদশাহদের মালিক এবং রাজাধিরাজ (শাহানশাহ) সমস্ত বাদশাহর অন্তর আমার মুঠোর মধ্যে। বস্তুত: বান্দাগণ যখন আমার আনুগত্য করে (আদেশ-নিষেধ মেনে চলে) তখন আমি শাসকদের অন্তরকে দয়া ও হৃদ্যতার সাথে তাদের দিকে ফিরিয়ে দেই। আর বান্দারা যখন আমার নাফরমানীতে লিপ্ত হয় তখন আমি তাদের (শাসকদের) অন্তরকে প্রজাদের জন্য কঠোর ও নিষ্ঠুর করে দেই। এরই ফলে তারা জনগণকে বিভিন্নভাবে কঠিন যাতনা দিতে থাকে। সুতরাং তোমরা তখন তোমাদের শাসকদের জন্য বদদোয়া করো না, বরং নিজেদেরকে আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল রাখ ও তাঁকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ কর, যাতে আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হই। (আবু নুআইম হিলইয়া গ্রন্থে, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩২৩)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ আজ আমরা পশ্চিমা রাজনীতির মধ্যে এমনভাবে ঘুরপাক খাচ্ছি যে, আমরা মুসলমান ও আল্লাহ-রসূলের মহব্বতের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও ওগুলোকে সঠিক মনে করি যেগুলো পশ্চিমাদের সাথে খাপ খায়। আর যা পশ্চিমাদের নীতির বিরোধী হয় তা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। যদিও তা সরাসরি কুরআন-হাদীস ও শরীয়তসম্মত হয়। এই 'হাদীসে কুদসী' প্রচলিত রাজনীতির মূলোৎপাটন করে দেয়। বাদশা আমাদের আমল অনুপাতেই হয়।

(١٦٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اٰيَةً لَوْ اَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٥٣)

(১৬৩) অর্থঃ হযরত আবু যর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কুরআনের এমন একটি আয়াত আমি জানি যদি লোকেরা এর প্রতি আমল করত, তবে তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হত। তা হল–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে তিনি তার মুক্তির রাস্তা তৈরী করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা হতে রিযিক প্রদান করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না। (আহমদ, ইবনে মাজাহ দারেমী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৫৩)

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ পাক স্বীয় কাজ যেভাবে চান পুরা করেন, আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা জিনিসকে একটা পরিমাণ মত সৃষ্টি করেছেন। আয়াত দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পূর্ণ আয়াত উদ্দেশ্য। এর বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে বয়ানুল কুরআন উর্দূ সূরা ত্বালাক ২৮ পারা দেখে নেয়া যেতে পারে।

(١٦٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ اَنَّ عِبَادِىْ اَطَاعُوْنِىْ لَاَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَاَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمْ اُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٤٥٤)

(১৬৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মহাপরাক্রমশালী পরওয়ারদিগার বলেন, যদি আমার বান্দাগণ আমার আনুগত্য করে তাহলে আমি তাদেরকে রাত্রে বৃষ্টি বর্ষণ করব এবং দিনের বেলায় সূর্য্যের কিরণ ছড়িয়ে দিব আর মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের শব্দ তাদেরকে শুনাব না। (আহমদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৫৪)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ রাত্রে তারা আরামে ঘুমাতে পারবে এবং দিনের বেলায় নিজেদের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকবে, ফলে বৃষ্টির দরুণ এতে কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটবে না। আর মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক যে এক প্রকার ভীতি প্রদর্শন করে, তা হতেও সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে। মোটকথা আল্লাহর প্রাকৃতিক শাস্তি হতে নিরাপদে থাকবে।

http://kitabbhubon.com

اَلنَّهْىُ عَنِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ وَالْغِنَاءِ

ঢোল বাদ্যযন্ত্র ও গান হতে নিষেধাজ্ঞা

(١٦٥) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى بَعَثَنِىْ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ وَاَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ وَالْاَوْثَانِ وَالصُّلْبِ وَاَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٣١٨)

(১৬৫) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমাকে দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত ও বরকত এবং দুনিয়াবাসীর জন্য হিদায়েত ও পথপ্রদর্শক হিসাবে পাঠিয়েছেন এবং আমার সেই মহাপরাক্রমশালী প্রভু সর্বপ্রকারের ঢোল ও যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তিসমূহ (খ্রীস্টানদের) শূলি ও ক্রুশ এবং জাহেলী যুগের কু-প্রথা ও কুসংস্কার নির্মূল ও ধ্বংস করার জন্য আমাকে নির্দেশ করেছেন। (আহমদ মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩১৮)

ব্যাখ্যাঃ مَعَازِف অর্থ– ঢোল, তবলা, বেহালা, টুম্বর। সারেঙ্গী, সেতারা। مَزَامِيْر সানাই, বাঁশী। হাদীসের ভাষ্যমতে মাযামীর ও বাঁশী হারাম। এজন্য যে, এসব প্রাচীনকাল হতে কাফেরদের কুসংস্কার হিসাবে অব্যাহত আছে। ফোকাহারা লিখেছেন যে, রাগ বাজানো মাযামীরের সহিত হারাম এবং মৃদু আওয়াজে মাকরূহ। আর অপরিচিতা নর্তকীদের থেকে গান শোনা মারাত্মক হারাম। যোগ চিহ্নের ন্যায়– ক্রুশকে ধ্বংস করার হুকুম করেছেন এবং মূর্খ যুগের সমস্ত কুপ্রথা ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(١٦٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوْبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٣١٨)

(১৬৬) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ, জুয়া, কুবা ও গুবাইরা প্রভৃতিকে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরও বলেছেনঃ নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই হারাম।

(আবু দাউদ, মিশকাত, পৃষ্ঠা– ৩১৩)

ব্যাখ্যাঃ "কুবা" বলা হয় শতরঞ্জ বা তবলা ও সারেঙ্গী ইত্যাদি বাজান আর গুবাইরা এক প্রকারের মদ। হাবাশার লোকেরা গম হতে এটা প্রস্তুত করত।

(١٦٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ قَوْمٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ (اِبْنُ مَاجَةَ)

(১৬৭) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্য হতে এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্র হালাল মনে করবে। (ইবনে মাজাহ)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান ও ব্যবহার হারাম। তবে যদি চার আঙ্গুল পরিমাণ কাপড়ের মাধ্যমে রং বা নকশা করা হয় তবে তা মাফ। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট রেশমী কভারের বালিশ ও বেডশিটের ওপর ঘুমানো জায়েয। তবে ছাহেবাইনের নিকট পুরুষ মহিলা সবার জন্য এসব ব্যবহার মাকরূহ তাহরীমী। তবে মহিলাদের জন্য এটা পরিধান করা জায়েয। এমনিভাবে রেশমী পর্দা টাঙ্গানো ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট জায়িয আছে। আর ছাহেবাইনের নিকট মাকরূহ তাহরীমী। যুদ্ধের ময়দানে ছাহেবাইনের নিকট রেশমী ও দ্বী-ভাজ কাপড় ব্যবহার করা জায়েয। ইমাম আবু হানীফার নিকট মাকরূহ। (হেদায়া)

(١٦٨) عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا يُعْزَفُ عَلٰى رُؤُسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ (اِبْنُ مَاجَةَ)

(১৬৮) অর্থঃ হযরত আবু মালিক আশআরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে কিন্তু তারা এর ভিন্ন নাম দিবে। তাদের মাথার উপর (চোখের সামনে) গান-বাজনা বাজানো হবে ও গায়িকাদের দ্বারা গান গাওয়ানো হবে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরসহ জমিন ধ্বসিয়ে দিবেন এবং তাদের মধ্য অনেককেই বানর ও শুকরে পরিণত করে দিবেন। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যাঃ আমাদের সকলের আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ। ঐসব বালা-মছিবত ইদানিং এত ব্যাপক মহামারীর রূপ ধারণ করেছে, হয়ত কোন মহল্লা ও শহরের কোন ঘর (দু এক ঘর ব্যতিরেকে) এ থেকে খালী নয়। মদ খাবে অন্য নাম দিয়ে আর প্রত্যেক ঘরেই হরেক রকম বাদ্যযন্ত্র ও গানের উপকরণ ভরপুর। বিশেষ করে বর্তমানে টেলিভিশনের ফিতনা এমন আকারে বিস্তার লাভ করেছে যে, অল্পদিনের মধ্যেই কোন ঘর এ থেকে মুক্ত থাকবে না। আমাদের জানা নেই আল্লাহপাক ভালই জানেন ইংরেজদের কত শৃংখল আমাদের গলায় পরানো হবে ও কত অভিশাপের মালা গলায় ঝুলানো হবে।

(١٦٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(১৬৯) অর্থঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে জমিনে ধ্বসে যাওয়া ও আকৃতি বিবর্ণ হওয়া বা বিকৃতি মসিবতের আযাব হবে। যখন গায়িকা, ও গান-বাজনা বিভিন্ন পদে প্রকাশ পাবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ চেহারা বিকৃতি ও যমীন ধ্বসে যাওয়া হতে বাঁচতে হলে গায়িকা ও গান-বাজনা পরিহার করতেই হবে।

http://kitabbhubon.com

(١٧٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٣٧٦)

(১৭০) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মদ্যপান করা, জুয়া খেলা এবং ঢোল বাজানো হারাম করে দিয়েছেন। (আহমদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৮৬)

ব্যাখ্যাঃ মদ ও জুয়া হারাম করেছেন আল্লাহ এবং ঢোল বাজানো হারাম করেছেন তাঁর রসূল। আমোদ-প্রমোদ ও ইবাদাতের নামে ঢোল বাজানো বা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানো সমস্ত ইমামদের মতে হারাম। অবশ্য (দ্বীনী) জিহাদের জন্য বা জিহাদ অভিযানে সৈনিকদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ বাদ্যযন্ত্র তথা রণ সঙ্গীত ব্যবহার করা জায়িয আছে। (আত্ তা'লীক)

(١٧١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤١١)

(১৭১) অর্থঃ হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গান মানুষের অন্তরে এমনভাবে মুনাফেকী উৎপাদন করে যেমন পানি শস্য উৎপাদন করে। (বায়হাকী, মিশকাত–৪১১)

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা নববী বলেন, গান মানুষকে বদকার ও দুশ্চরিত্র বানায়। এর স্বর শোনাও মাকরূহ। অপরিচিতা নারীর কণ্ঠস্বর শোনা হারাম। বাদ্যযন্ত্র গান পরিবেশন করা ও শোনা হারাম। মূলত: গান-বাজনা হল যেনা-ব্যভিচারের মন্ত্র।

(١٧٢) عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِىْ طَرِيْقٍ فَسَمِعَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ وَنَاٰ عَنِ الطَّرِيْقِ اِلَى الْجَانِبِ الْاٰخَرِ ثُمَّ قَالَ لِىْ بَعْدَ اَنْ بَعُدَ يَانَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قُلْتُ لَافَرَفَعَ اِصْبَعَيْهِ مِنْ اُذُنَيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ بَرَاعٍ فَصَنَعَ مَا صَنَعْتُ قَالَ نَافِعٌ وَكُنْتُ اِذْ ذَاكَ صَغِيْرًا (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٤١١)

(১৭২) অর্থঃ হযরত নাফে' বলেন, একদা কোন এক পথে আমি হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় তিনি বাঁশির সূর শুনতে পেলেন। তখনই তিনি নিজের দুই অঙ্গুলী দুই কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এবং সে রাস্তা হতে অন্য আরেক দিকে সরে গেলেন। বহুদূর যাওয়ার পর আমাকে বললেন, হে নাফে! এখন কি তুমি কিছু শুনতে পাও? আমি বললাম না। এবার তিনি উভয় কান হতে অঙ্গুলী সরিয়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন– একবার আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি (কোথাও হতে) বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং আমি যা করেছি তিনিও তা করেছিলেন। নাফে বলেন তখন আমি ছোট ছিলাম। (আহমদ, আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪১১)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ যে বাঁশির সুর আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘৃণা করেছেন এবং যাকে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম হতে শুরু করে পরবর্তী সর্বযুগের ইমাম ও ফকীহগণ যাকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন, একে চিত্ত বিনোদনের নামে গ্রহণ করে নেয়ার কোন অবকাশ নেই।

(١٧٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُمْسَخُ قَوْمٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فِى اٰخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ يَشْهَدُوْنَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ بَلٰى وَيَصُوْمُوْنَ وَيَحُجُّوْنَ وَيُصَلُّوْنَ قِيْلَ فَمَا بَالُهُمْ قَالَ اِتَّخَذُوا الْمَعَازِفَ وَالْقَيْنَاتِ رَوَاهُ ابْنُ اَبِى الدُّنْيَا وَفِىْ اُخْرٰى لَهُ عَنِ الْوَلِيْدِ قَالَ وَاِيَّاكُمْ وَالْغَنَاءَ فَاِنَّهُ يَنْقُصُ الْحَيَاءَ وَيَزِيْدُ فِى الشَّهْوَةِ (كَذَا فِى الْفَتَاوَى اللَّكْهنُوِيَّةِ)

(১৭৩) অর্থঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আখেরী যামানায় এই উম্মতের কিছু লোক বানর ও শুকরের আকৃতিতে পরিণত হবে। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা কি এই সাক্ষী দিবে না যে; আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই ও মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ! তারা রোযাও রাখবে হজ্জও করবে নামাযও পড়বে। বলা হল তারপরও তাদের এ অবস্থা হবে কেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকাদের নিয়ে আত্মনিয়োগ করার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে। এটা ইবনে আবীদ্দুনিয়ার বর্ণনা এবং তাঁর অপর বর্ণনায় আছে যে, তোমরা নিজেদেরকে গান থেকে সাবধানে দূরে সরিয়ে রেখ! কেননা গান লজ্জাকে কমিয়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির তাড়না বাড়িয়ে দেয়। (ফতোয়ায়ে লাখনুবিয়া)

ব্যাখ্যাঃ গান-বাজনায় লিপ্ত থাকার চরম পরিণাম সম্পর্কে ও আমাদের জীবন শান্তিতে পরিচালিত হতে পারে সেদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেছেন।

(١٧٤) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوْهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوْهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِىْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ وَفِىْ مِثْلِ هٰذَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ جـ٢ صـ١٥١)

(১৭৪) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা গায়িকা মহিলাদের ক্রয় ও বিক্রয় করো না ও তাদেরকে গানের শিক্ষাও দান করিও না। ঐসব বাঁদীদের ব্যবসায় কোন কল্যাণ নিহিত নেই। তাদের শ্রমফল হারাম। আর ঐ জাতীয়

http://kitabbhubon.com

ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থঃ কতক লোক এমনও রয়েছে যারা ঐসব অহেতুক বিষয়াদির খরিদ্দার হয় যা আল্লাহর পথ হতে গাফিল করে দেয় যাতে জ্ঞানবিহীন লোকদের পথহারা করতে পারে। (তিরমিযী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা– ১৫১)

ব্যাখ্যাঃ لَهْوَ الْحَدِيْثِ দ্বারা গাফিলকারী কথাবার্তা, যেমন কিচ্ছা, ভিত্তিহীন বাক্যালাপ, কৌতুক, গান, যাত্রা ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

مَا فِيْهِ التَّرَقِّىْ لِلنَّاسِ وَالتَّنَزُّلُ لَهُمْ

যাতে মানুষের উন্নতি ও অবনতি

(١٧٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهٖ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ الدُّنْيَا اِلَّا مَاقُدِّرَلَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(১৭৫) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার চিন্তা শুধু আখিরাতই হবে আল্লাহ পাক তার অন্তরে অমুখাপেক্ষীতা পয়দা করে দিবেন, তার বিক্ষিপ্ত বিষয়াদি একত্রিত করে দিবেন এবং দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে তার কাছে আসবে। আর যার চিন্তা শুধুমাত্র দুনিয়া হবে আল্লাহপাক দারিদ্র্যকে তার সম্মুখে রেখে দিবেন, আর তার একত্রিত বিষয়াদিকে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন এবং যা নির্ধারিত তা ছাড়া একটুও বেশী দুনিয়া অর্জন হবে না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ যদি আমাদের আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথার উপর বিশ্বাস থাকে তবে আমাদের অন্তরে সামান্যও সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে না। দুনিয়া ভালভাবেই জানে যে, আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা দুনিয়াকে পদদলিত করে, তারপরও দুনিয়া তাদের পদচুম্বন করে।

(١٧٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهٖ لَسَادُوْا بِهٖ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِاَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهٖ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ اٰخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ اَحْوَالَ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ اَيِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ (اِبْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٥١)

(১৭৬) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত– তিনি বলেছেন, যদি আলেমগণ ইলমের মর্যাদা রক্ষা করতেন এবং উপযুক্ত লোকদের হাতে তা সোপর্দ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা এ দ্বারা নিজেদের যুগের লোকদের নেতৃত্ব করতে পারতেন; কিন্তু তারা এ দুনিয়াদারদের বিলিয়েছেন

http://kitabbhubon.com

যাতে তারা তাদের নিকট হতে দুনিয়ার কিছু লাভ করতে পারেন, ফলে তারা দুনিয়াদারদের নিকট মর্যাদাহীন হয়ে গিয়াছেন। আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের সব চিন্তাকে এক চিন্তায় অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তায় পরিণত করবে, আল্লাহই তার দুনিয়ার (সমস্ত) চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। অপর পক্ষে যাকে দুনিয়ার নানা চিন্তা নানা দিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে, তার জন্য আল্লাহ কোন পরওয়াই করবেন না; সে দুনিয়ার কোন ময়দানে ধ্বংস হয়ে যাক না কেন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ৩৭)

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, অপাত্রে ইলম শিক্ষা দান করা উলুবনে মুক্তা ছড়ানোরই নামান্তর। যার কারণে ওলামারা আজ সব ধরনের উপকার হতে বঞ্চিত। আর দুনিয়ার উদ্দেশ্য বর্জন না করলে ধ্বংস অনিবার্য তা এ হাদীছে বুঝা যাচ্ছে।

(١٧٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِبْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدَّ فَقْرَكَ وَاِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص٤٤٠)

(১৭৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদাতের জন্য অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার দারিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব মেটাব না। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ৪৪০)

ব্যাখ্যাঃ মোটকথা সম্পদ অর্জনে তুমি নিজকে বহু কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করবে, কিন্তু অর্জন তা-ই হবে যা নির্ধারিত এবং ইবাদাতকে বর্জন করে অন্তরের প্রাচুর্যতা হতে বঞ্চিত থাকবে।

(١٧٨) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعِى الْاَكِلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص٤٥٩)

(১৭৮) অর্থঃ হযরত ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের বিরুদ্ধে (ইসলাম বিদ্বেষী) অন্যান্য সম্প্রদায় একে অন্যকে আহবান করবে, যেরূপে খাবার বর্তনের প্রতি ভক্ষণকারী অন্যান্যদেরকে ডেকে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন- একথা

http://kitabbhubon.com

শুনে সাহাবীদের কেউ বলে উঠলেন, এটা কি এজন্য হবে যে, আমরা সে সময় সংখ্যায় কম হব? তিনি বললেনঃ বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশী হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে স্রোতে (ভেসে যাওয়া) আবর্জনার ন্যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের প্রতি ভয়-ভীতি বের করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে "ওয়াহান" সৃষ্টি করে দিবেন। তখন কোন একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ওয়াহান কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা। (আবু দাউদ, বায়হাকী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৫৯)

ব্যাখ্যাঃ তোমাদের বিরুদ্ধে ডাকা হবে অর্থাৎ তারা একে অন্যকে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আহবান করবে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিশ্চিহ্ন করার জন্য। যেমন ভক্ষণকারী দল একে অন্যকে খাবারের দিকে আহবান করে থাকে। ওয়াহান অর্থাৎ ওয়াহানের কারণ বলেছেন- দুনিয়ার মহব্বত। কেননা যখন দুনিয়াদার জীবনকে মহব্বত করে ও মৃত্যুকে অপছন্দ করে তখন কাফিরদের সঙ্গে জিহাদ করার উপর বাহাদুরী করতে পারে না। (লুমআত)

اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

(١٧٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَاءُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَاكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِيًا فَقَالَ لَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ حَتّٰى تَاْطُرُوْهُمْ اَطْرًا رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ كَلَّا وَاللّٰهِ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَاْخُذُنَّ عَلٰى يَدِى الظَّالِمِ وَلَتَاْطُرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنُنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ (مِشْكٰوة صـ٤٣٨)

(১৭৯) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈল যখন পাপাচারে লিপ্ত হলো, তখন তাদের উলামাগণ (প্রথম প্রথম) তাদেরকে এই কাজ হতে বাঁধা দিলেন। কিন্তু তারা বিরত হলো না। অতঃপর ঐ সমস্ত উলামাগণ তাদের সহিত উঠা-বসা ও খানা-পিনায় শরীক হয়ে পড়লেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপাচারে কলুষিত করে দিলেন।

http://kitabbhubon.com

তখন তিনি হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামের ভাষায় (মাধ্যমে) তাদের উপর লা'নত করলেন। আর এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয় এবং সীমালংঘণ করে। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসেছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত (আল্লাহর শাস্তি হতে) রেহাই পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জালিম ও পাপীদেরকে তাদের পাপকার্যে বাধা প্রদান না করবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ) অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (এর ব্যতিক্রম কখনও হতে পারে না) আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং যালিমের হস্তদ্বয় ধরে ফেলবে। তাকে ভাল কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং ভাল কাজের উপর তাকে বাধ্য করবে। নতুবা তিনি তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে, পাপে কলুষিত করে দিবেন। অতঃপর বনী ইসরাঈলকে যেভাবে লা'নত করেছেন তোমাদেরকেও অনুরূপভাবে লা'নত করবেন। (মিশকাত–পৃষ্ঠা ৪৩৮)

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উলামায়ে কিরামের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন ও তাদেরকে হক্বের উপর সদা সর্বদা দৃঢ় থাকার উপর উৎসাহিত করেছেন ও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ও জালিমের জুলুম বন্ধ করার নির্দেশ দান করেছেন।

(١٨٠) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٣٦)

(১৮০) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ কোন মন্দ কাজ হতে দেখে, সে যেন একে অবশ্যই স্বহস্তে পরিবর্তন করে দেয়, যদি এ ক্ষমতা না থাকে, তখন নিজের মুখ দ্বারা (এর প্রতিবাদ করবে) আর যদি এ ক্ষমতাও না থাকে তবে নিজের অন্তরে একে খারাপ জেনে তা পরিবর্তনের পরিকল্পনায় মগ্ন থাকবে। আর এটা হল ঈমানের দূর্বলতম স্তর। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৩৬)

ব্যাখ্যাঃ শরীয়ত বিরোধী কাজ যদি হারাম হয় তবে এর থেকে ধমকানো ওয়াজিব। আর যদি মাকরূহ হয় তবে ধমকানো মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে সৎকাজের আদেশ করা ওয়াজিব হবে যদি সৎ কাজটা ওয়াজিব হয়। আর সৎ কাজটা যদি মুস্তাহাব হয় তবে আদেশটাও মুস্তাহাব। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে কয়েকটি শর্ত আছে। (১) ফিতনার কারণ না হওয়া, (২) কবুল করার ধারণা হওয়া, যদি ধারণা হয় যে কবূল করবে না তবে ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইসলামের নিদর্শন প্রচারের জন্য মুস্তাহসান।

http://kitabbhubon.com

(١٨١) عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٣٦)

(১৮১) অর্থঃ হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। নতুবা অনতিবিলম্বেই আল্লাহ নিজের পক্ষ হতে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা (আযাব মুক্তির জন্য) তাঁর নিকট দুআ করবে কিন্তু তোমাদের দুআ কবুল করা হবে না। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৩৬)

ব্যাখ্যাঃ দুআর দ্বারা আযাবও বালা প্রতিহত করার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বর্জন করলে যে আযাব আসবে তা প্রতিহত করার সম্ভাবনা নেই তথা প্রতিহত করা যাবে না।

(١٨٢) عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُنْكِرُوْهُ فَلَا يُنْكِرُوْا فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة صـ٤٣٨)

(১৮২) অর্থঃ আদী ইবনে আমীরাতাল কিন্দী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে,আল্লাহ তায়ালা কোন বিশেষ ব্যক্তির গুনাহর দরুণ ব্যাপকভাবে শাস্তি দেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উক্ত মন্দকে তাদের মাঝে হচ্ছে দেখেও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও প্রতিরোধ করে না। যখন তারা এরূপ নিরবতা অবলম্বন করে তখন আল্লাহ তায়ালা বিশেষ-নির্বিশেষ সকলকে। (শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৩৮)

ব্যাখ্যা ঃ হাঁ! অবশ্য যদি অধিকাংশের ক্ষমতার বাইরে হয় তখন ভিন্ন কথা।

(١٨٣) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتُوْا .

(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٤٣٧)

(১৮৩) অর্থঃ হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি; যে

http://kitabbhubon.com

সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়, আর সে সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও একে পরিবর্তন করে না, তখন তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তায়ালার আযাব তাদের উপর পতিত হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ৪৩৭)

ব্যাখ্যাঃ জানা গেল যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ বর্জন করার দ্বারা আখিরাতের শাস্তির সাথে দুনিয়ায়ও শাস্তি পৌছে থাকে। অন্যান্য গোনাহ এর বিপরীত। অবশ্য আত্মীয়তা ছিন্ন, জুলুম ও পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণেও দুনিয়াতে শাস্তি হবার কথা হাদীসে উল্লেখ আছে।

(١٨٤) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلٰى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَارَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهٗ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ (بَيْهَقِيُّ، مِشْكٰوة صـ ٤٢٨)

(১৮৪) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রীল (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক অমুক শহরকে এর অধিবাসী সমেত উল্টে দাও। তিনি বললেন, হে রব! এদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে, যে মুহূর্তের জন্যও তোমার নাফরমানী করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন আল্লাহ পাক বললেন, তার ও এদের সকলের উপরই শহরটিকে উল্টে দাও। কারণ, তার সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যও তার চেহারা মলিন হয়নি। (বায়হাকী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৩৮)

ব্যাখ্যাঃ জানা গেল যে, যদি একবারও আল্লাহর জন্য রাগ হত তাহলে জীবনে বাকী সময়ের মধ্যে ক্ষমা করা হত। যেহেতু সে রাগ হয়নি সেহেতু সংশ্লিষ্ট অপরাধ না করেও তাকে ধ্বংস করা হয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ)

اِنَّ هٰذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ
এই কল্যাণ মহা ভান্ডার

(١٨٥) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ لِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيْحُ فَطُوْبٰى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِفْتَاحًا لِّلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِّلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِّعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ .

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٤٤٤)

(১৮৫) অর্থঃ হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় এই মাল হল বিরাট সম্পদ। সে সম্পদের চাবিও আছে। সুতরাং সেই বান্দার জন্য সুসংবাদ যাকে আল্লাহ তায়ালা

http://kitabbhubon.com

কল্যাণের দ্বার খোলা এবং অকল্যাণের দ্বার বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। আর সেই বান্দার জন্য ধ্বংস যাকে আল্লাহ অকল্যাণ ও মন্দের দ্বার খোলা ও কল্যাণের দ্বার বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৪৪)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসের শব্দ مَفَاتِيْحُ দ্বারা ব্যয়কারীদের হাতগুলিকে বুঝিয়েছে। আর مِغْلَاق হল مَفَاتِيْح -এর বিপরীত। অর্থাৎ চাবি যেমন খোলার বাহন, তেমনি মিগলাক হল মন্দের বাহন।

كِتَابُ الْعِلْمِ
ইলমে দ্বীন পর্ব

(١٨٦) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص ٣٦)

(১৮৬) অর্থঃ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহপাক যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দ্বীনের সুষ্ঠুজ্ঞান দান করেন। আমি নিছক বন্টনকারী আর দান করেন আল্লাহ তায়ালা। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩২)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর পক্ষ হতে আমি দ্বীনের যে সকল কথা পাচ্ছি তা তোমাদের শুনিয়ে দিচ্ছি মাত্র। কিন্তু তা বুঝবার ক্ষমতা আল্লাহই দান করেন- কাউকে অল্প, কাউকে বিস্তর।

(١٨٧) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص ٣٣)

(১৮৭) অর্থঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই ব্যক্তি ব্যতীত কেউ হাসাদের (ঈর্ষার) পাত্র নয়। (১) যাকে আল্লাহ পাক ধন দিয়েছেন আর সাথে সাথে তা সত্যের খাতিরে বা সৎকর্মে ব্যয় করার পর্যাপ্ত মনোবলও দান করেছেন, (২) যাকে আল্লাহপাক হিকমত (ইলমে দ্বীন) দান করেছেন আর সে তা দ্বারা (নিজের ও অন্যের) সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং লোকদের তা শিক্ষাও দেয়। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩২)

ব্যাখ্যাঃ এখানে 'হাসাদ' দ্বারা উদ্দেশ্য 'গীবতা' তথা ঈর্ষা। হাসাদের আভিধানিক অর্থ হিংসা পরশ্রীকাতরতা আর পরিভাষায় হাসাদ বলে অন্যের সম্পদ নষ্ট হয়ে নিজের কাছে আসার আকাংখা করা অর্থাৎ অপরের সুখ-সম্পদ দেখে জ্বলে মরা। এটা ইসলামে জায়িয নেই। আর অন্যের সম্পদ নষ্ট না হয়ে অনুরূপ সম্পদ নিজে পাওয়ার আকাংখাকে 'গীবতা' তথা ঈর্ষা বলে।

http://kitabbhubon.com

(١٨٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاحَسَدَ اِلَّا عَلٰى اِثْنَيْنِ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٨٤)

(১৮৮) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক কুরআন দান করেছেন আর সে তা পড়ে রাত্র-দিন। অপর ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ পাক ধন দান করেছেন আর সে তা হতে দান করে রাত্র-দিন। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৮৪)

ব্যাখ্যাঃ হাসাদ (হিংসা) দুই প্রকার। (১) হাকীকী (বাস্তব) (২) মাজাযী (রূপক)। হাকীকী হাসাদ হল- অন্যের নিয়ামত বিলীন হয়ে যাওয়ার আকাংখা করা, এই হাসাদ উম্মত ও ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর মাজাযী (রূপক) হাসাদ হলো- অপরের নিয়ামত দেখে এই আকাংখা করা যে, হায় ঐ নিয়ামত যদি আমারও হত! অপর হতে বিলীন হওয়ার আকাংখা হবে না, এই দ্বিতীয় প্রকারকে গিবতা ও রিশক বলে। দুনিয়ার ব্যাপারে রিশক মুবাহ (বৈধ)! আর দ্বীনের ব্যাপারে মুস্তাহাব। উদাহরণত কাউকে মসজিদ বানাতে দেখে এই আকাংখা হওয়া যে, যদি আমার কাছেও পয়সা থাকত তাহলে আমিও মসজিদ বানাতাম। তাই রিশকও শুধু ঐ নিয়ামতের মধ্যে উপযোগী যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপকরণ হয়।

(١٨٩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٤)

(১৮৯) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অন্বেষণে বের হয়েছে, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে। (তিরমিযী, মিশকাত- ৩৪)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ ঘরে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত তার ঐ পরিমাণ সওয়াব হয় যে, জিহাদে বের হয়। কেননা সেও দ্বীনকে জীবিত করার লক্ষ্যেই নিজকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে মুজাহিদের ন্যায়। এর মধ্যে এ ইশারাও আছে যে, তার ঘরে ফিরে আসার পর তার মর্যাদা মুজাহিদের চেয়েও উর্ধ্বের হয়, কেননা তখন সে অসম্পূর্ণদের পূর্ণ করা ও তালীম দানে নবীদের উত্তরাধিকারী।

(١٩٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ ٣٦)

(১৯০) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের কিছু সময় ইলমের আলোচনা করা (ইবাদাতে) পূর্ণ রাত্রি জাগরণ করা অপেক্ষা উত্তম। (দারিমী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৬)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ রাতের সামান্য অংশে ইলমের আলোচনা করা, পর্যালোচনা করা, ছাত্র-শিক্ষকের পড়া, পড়ানো, অনুরূপভাবে গবেষণা করা এবং লেখাও সমস্ত রাত ইবাদাত করার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি সমস্ত রাত্রে ইবাদাত করা হতে উত্তম।

(١٩١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٣٤)

(১৯১) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন ফকীহ (মাসয়ালাবিদ আলিম) শয়তানের পক্ষে হাজার আবিদ (ইবাদাতকারী ইলম বিহীন) অপেক্ষাও মারাত্মক। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৪)

ব্যাখ্যাঃ কোন কোন সময় শয়তান হিতাকাঙ্খী সেজে আসে, সে নামাযীকে বলে, চেষ্টা করে হুযূরে ক্বলব হাসিল করতে পারলে না, হুযূরে ক্বলব ছাড়া তোমার এ নামাযে লাভ কি? এ তো প্রাণহীন লাশ তুল্য। খোদার এতে কি কোন লাভ আছে? সুতরাং এটা ছেড়ে দেওয়াই উচিৎ। ইলমহীন লোক সহজে ইহা ধরতে পারে না। কিন্তু ইলমওয়ালারা বলে, যাক কিছুই না হওয়া অপেক্ষা কিছু হওয়াই ভাল। আর আমার যা ক্ষমতা তা আমি করছি। বাকী আল্লাহর কাজ। এ কারণেই শয়তান ইলমওয়ালাকে এত ভয় করে এবং মানুষকে নানা রকমের ধোকা ও প্রলোভন দিয়ে ইলম হতে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

(١٩٢) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذِىْ اِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِشْكٰوة صـ٣٦)

(১৯২) অর্থঃ হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! ইলমের কোন সীমায় পৌঁছুলে কেউ ফকীহ বা (আলিম) হতে পারে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনের ব্যাপারে ৪০টি হাদীস ইয়াদ করেছে (এবং অপরকে তা পৌঁছিয়েছে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ফকীহরূপে উঠাবেন। এছাড়া কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারীও সাক্ষী হব। (বায়হাক্বী, মিশকাত- ৩৬)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অগণিত উলামা ৪০ হাদীছ প্রণয়ন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এ পাপী বান্দা (ফয়জুল্লাহ)-কে অনুবাদকদেরকেও এ কিতাবের হাদীসসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার উসীলায় ঐ ফযীলত দান করুন। আমীন।

হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেন- ৪০টি মাসয়ালা পৌঁছানের উপরেও ঐ পুরস্কারের হকদার হবে। হাদীসের মধ্যে হিফজ দ্বারা উদ্দেশ্য লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়া। চাই যেভাবে পৌঁছাক না কেন।

http://kitabbhubon.com

(١٩٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِىْ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ خُلَفَائُكَ قَالَ الَّذِيْنَ يَرْوُوْنَ الْاَحَادِيْثَ وَيُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ)

(১৯৩) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন দু'আ করতে গিয়ে– হে আল্লাহ! আমার প্রতিনিধিদের উপর দয়া কর! আমরা বললাম কারা আপনার প্রতিনিধি? হে আল্লাহর রসূল! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা হাদীস বর্ণনা করে ও হাদীসসমূহ মানুষকে শিক্ষা দেয়। (ত্বরানী)

ব্যাখ্যাঃ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল হাদীস বর্ণনাকারীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ দুআর অন্তর্ভুক্ত। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের আহকাম ও হাদীস বর্ণনা করতেন ও জাতিকে শিক্ষা দিতেন। তাই যারা নবীর ঐ সুন্নাত গ্রহণ করবে তারা সবাই নবীর স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি ও দুআর অন্তর্ভুক্ত।

(١٩٤) عَنْ عِيْسٰى عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ وَعَلَّمَ يُدْعٰى فِى الْمَلَكُوْتِ عَظِيْمًا (مِرْقَاتْ شَرْحِ مِشْكٰوة ص٣٣٣) وَفِى التِّرْمِذِىِّ قَالَ فُضَيْلُ ابْنُ عِيَاضٍ عَالِمٌ عَامِلٌ مُعَلِّمٌ يُدْعٰى كَبِيْرًا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوَاتِ ـ

(১৯৪) অর্থঃ হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে নিজে আমল করে এবং (অন্যদেরকে) তার শিক্ষা দেয় ফেরেশতাদের মধ্যে তাঁকে অতি সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে ডাকা হয় (অর্থাৎ ফেরেশতারা যখন আপোষে এ ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন অতি আজমতের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করেন অর্থাৎ তাঁকে তারা খুব মর্যাদা প্রদান করেন)। (মিরকাত ৪র্থ খন্ড শরহে মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৩৩) আর তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে আছে, ফুযাইল বিন ইয়াজ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আলিম হয়ে তদানুযায়ী আমল করে এবং মানুষদেরকে ঐ ইলম শিখায়, তাকে আসমানের ফেরেশতাদের মধ্যে বড় ও সম্মান করে ডাকা হয়।

ব্যাখ্যাঃ ইলম শিক্ষা করা, আমল করা ও শিখানো মহা মর্যাদা প্রাপ্তির আলামত। তাই এই হাদীস হতে প্রতিভাত হল।

(١٩٥) عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِى الدَّرْدَاءِ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنِّىْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ لِحَدِيْثٍ ـ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاجِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ

http://kitabbhubon.com

يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٣ - ٣٤)

(১৯৫) অর্থঃ হযরত কাছীর বিন কাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর সাথে দিমাশকের জামে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল, হে আবু দারদা! আমি সুদূর মদীনাতুর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। আপনার নিকট শুধু একটি হাদীস শুনার জন্যই এসেছি। আমি শুনেছি, আপনি নাকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তা শুনে বর্ণনা করছেন। আমি আর অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিনি। অতঃপর আবু দারদা বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহপাক তাকে বেহেশতের কোন পথে পৌঁছিয়ে দেন এবং ফেরেশতাগণ দ্বীনী ইলম অন্বেষণকারীদের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন। এছাড়া যারা আলিম তাদের জন্য আসমান ও জমীনে যারা আছেন সকলেই। এমনকি গভীর পানির মৎসকুলও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আলেমগণের ফযীলত (বে-ইলম) আবেদের উপর এরূপ যেরূপ পূর্ণ চন্দ্রের ফযীলত অন্যান্য তারকারাজির উপর। নিশ্চয় আলিমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারিছ (উত্তরাধিকারী) আর নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ) মীরাছ বা উত্তরাধিকার রেখে যান না। বরং তারা ইলমকেই মীরাছ হিসাবে রেখে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করেছে সে (মীরাছের) পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে।

(আহমদ, তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৩–৩৪)

ব্যাখ্যাঃ মদীনা হতে দিমাশকের দূরত্ব হলো ১৩০৩ কিলোমিটার (প্রায় হাজার মাইল) অথচ তখন আজ কালের ন্যায় কোন বাষ্পীয় যানবাহন ছিলনা। এ হতেই অনুমান করা যায় যে, তখনকার লোকেরা দ্বীনের কথা জানার জন্য কতখানি আগ্রহী ছিল। (ফাতহুল মারাম)

ত্বালেবে ইলমের (দ্বীনী জ্ঞান অন্বেষকের) অপার ফযীলত

ইমাম ছাওরী বলেন, আমার জানা মতে "তালেবে-ইলম" থেকে কোন ব্যক্তি বা বস্তুই উত্তম নয়। ইমাম শাফী (রহঃ) বলেন, ইলম অন্বেষণ নফল নামায অপেক্ষা অধিক উত্তম। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ইলম এক জ্যোতির নাম যার দ্বারা আল্লাহপাক যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। শুধু অগণিত মাসআলা জানার নাম ইলম নয়। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, জান্নাতের সমস্ত রাস্তা ইলমের সকল রাস্তাতেই নিহিত ও সীমাবদ্ধ।

http://kitabbhubon.com

ফেরেশতাগণ বাস্তবিকই ডানা বিছান

ফেরেশতাদের ডানা বিছানোর ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। কেউ একে রূপক হিসাবে সাব্যস্ত করে এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন সম্মান প্রদর্শন ও দয়া পরবশ হওয়া। আবার কেউ কেউ ডানা বিছানকে বাস্তব হিসাবে মত পোষণ করেছেন। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) আহমাদ বিন শুয়াইব (রহঃ) থেকে এর বাস্তবতা বিষয়ক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারা এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন যে,আমরা বসরার এক মুহাদ্দিসের নিকট ছিলাম। মুহাদ্দিস এই হাদীস বর্ণনা করতেই সেখানে অবস্থানরত এক 'মুতাজিলী' (এক গোমরাহ সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি) হাদীসকে তুচ্ছতার সাথে নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল, আমি আগামীকাল জুতা পায়ে দিয়ে এসে ফেরেশতাদের পর ও ডানা পিষে দেব। তার যবান থেকে একথা বের হতে না হতেই তার দু'পা অবশ হয়ে গেল এবং মুহূর্তেই পচন ধরে তাতে পোকা পড়ে গেল।

এই ধরণের আরেকটি ঘটনা ত্ববরাণীও বর্ণনা করেছেন। যাতে ফেরেশতাদের পর (ডানা) বিছানোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করায় ঠাট্টাকারীর পা বিকল ও অচল হয়ে গিয়েছিল। (ফাতহুল মারাম)

(١٩٦) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص ٣٤)

(১৯৬) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। আর অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শুকরের গলায় জহরত, মুক্তা ও স্বর্ণ স্থাপনকারী। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৪)

ব্যাখ্যা ঃ ইলম অণ্বেষণ ফরয হওয়ার কারণ-

প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলম অর্জন ফরয। একে পরিভাষায় علم الحال তথা অবস্থার জ্ঞান বলে। অর্থাৎ মানুষ যখন যে অবস্থায় পতিত হয় ঐ অবস্থার করণীয় জ্ঞান অর্জনই হয় তার উপর ফরয। যেমন যখন মানুষ মুসলমান হয় তখন তার উপর ফরয হয় আল্লাহর জাত, ছিফাত এবং যা ছাড়া ঈমান ছহীহ হয় না- তার জ্ঞান অর্জন। যখন নামাযের সময় আসে তখন নামাযের আহকাম শেখা হয় ফরয। রমযান মাস এলে রোযার নিয়ম কানুন, নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে যাকাতের আহকাম, হজ্জ ফরয হলে হজ্জের আহকাম শিক্ষা ও অর্জন করা ফরয। এইরূপভাবে বিবাহ করার সময় বিবাহের নিয়ামাবলী, হায়িজ, নিফাস, তালাক ইত্যাদির মাসআলা শেখা ফরয হয়। ঠিক এভাবেই যখন যে অবস্থার মানুষ সম্মুখীন হয় সেই অবস্থার ইলম অর্জন প্রত্যেকের উপর ফরয। আর অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে এমনি বিভিন্ন বিষয়ের ইলম অর্জন ফরয নয় বরং মুস্তাহাব। মানুষ সদা-সর্বদা যে অবস্থার সম্মুখীন তার ইলম অর্জন ফরযে আইন। পক্ষান্তরে মাঝে মাঝে যার সম্মুখীন হয় তা ফরযে কিফায়া। কারো কারো মতে অন্তরের

http://kitabbhubon.com

অবস্থা যেমন- তাওয়াক্কুল ইত্যাদির জ্ঞান এবং তার বিপরীত অবস্থা তথা হিংসা ইত্যাদির জ্ঞান অর্জনও ফরযে আইন। বায়যাবীর হাশিয়ায় আছে যে, প্রত্যেক ৪৮ মাইল অন্তর একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলিম বিদ্যমান রাখা জনপদবাসীদের উপর ফরয। যাতে সে যাবতীয় সমস্যার শরয়ী সমাধান দিতে পারে। (ফাতহুল মারাম)

(١٩٧) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ لَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ اٰيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ مِاَةَ رَكْعَةٍ وَلَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهٖ اَوْلَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ اَلْفَ رَكْعَةٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ص٢٠)

(১৯৭) অর্থঃ হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন- হে আবু যর! তোমার সকাল বেলা কুরআনের একটি আয়াত শেখা একশত রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম এবং তোমার সকাল বেলা ইলমের এক অধ্যায় শেখা চাই তার আমলের প্রচলন থাক (যেমন- উযু, ইত্যাদি) অথবা না থাক (আমলের অবকাশ না থাক) তা এক হাজার নফল নামায পড়া থেকে উত্তম। (ইবনে মাজাহ- পৃষ্ঠা ২০)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল, ইলম শিখা, শিখানো, বেশী ইবাদাত ও আমল হতে উত্তম।

(١٩٨) عَنْ سَخْبَرَةَ الْاَزْدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص٣٤)

(১৯৮) অর্থঃ হযরত ছাখবারা আয্‌দী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমলের নিয়তে ইলম অন্বেষণ করবে অর্থাৎ করতে শুরু করবে তা তার জন্য বিগত (পূর্বকৃত ছগীরা) গুনাহ ও পাপের কাফফারা হয়ে যাবে। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৪)

ব্যাখ্যা ঃ কিংবা এ অর্থ যে ছগীরা কবীরা সমস্ত গোনাহের কাফফারা যা তওবা ও হক আদায়, ত্বালবে ইলম এর ওসীলা।

(١٩٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُلَمَاءُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ رَجُلَانِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَذَلَهٗ لِلنَّاسِ لَمْ يَاْخُذْ عَلَيْهِ طَمَعًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِهٖ ثَمَنًا فَذَالِكَ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ حِيْتَانُ الْبَحْرِ وَدَوَابُّ الْبَرِّ وَالطَّيْرُ فِىْ جَوِّ السَّمَاءِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِهٖ عِبَادَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَشَرٰى بِهٖ ثَمَنًا فَذَالِكَ يُلْجَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ وَيُنَادِىْ مُنَادٍ هٰذَا الَّذِىْ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِهٖ عَنْ عِبَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَشَرٰى بِهٖ ثَمَنًا وَذَالِكَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ ص٧٢-٧١)

http://kitabbhubon.com

(১৯৯) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই উম্মতের উলামাগণ দু'প্রকার (১) ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহপাক ইলম দিয়েছেন অতঃপর সে তা মানুষদের (উপকারের) জন্য ব্যয় করে, লোভ করে কোন বদলা বা বিনিময় নেয় না এবং তা কোন মূল্যেই বিক্রয় করে না; তাহলে তার জন্য সমুদ্রের মৎস্যতুল্য ও স্থলের সমস্ত প্রাণী এবং আকাশের নীচে পাখ-পাখালী ক্ষমা প্রার্থনা করে (২) ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক ইলম দান করেছেন। কিন্তু সে ঐ ইলমের ব্যাপারে মানুষদের থেকে কৃপণতা করেছে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে এবং এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকবে যে, এই সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক ইলম দান করেছিলেন কিন্তু সে আল্লাহর বান্দাদের থেকে তার ব্যাপারে কৃপণতা করেছে, লোভ করে তার বিনিময় নিয়েছে এবং তা বিক্রয় করেছে মূল্যে। উহা অর্থাৎ ঐ ঘোষণা হাশরের ময়দানে সমস্ত হিসাব থেকে ফারিগ হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। (ত্বরানী- পৃষ্ঠা ৭১-৭২)

ব্যাখ্যাঃ খালেছভাবে ইলম শিখে শিখানো মহা সৌভাগ্যেরও অসৎ উদ্দেশ্যে ইলম শিখে তা আবার গোপন করা দুর্ভাগ্যের আলামত।

(٢٠٠) عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ رح اَنَّهٗ قَالَ نُبِّئْتُ اَنَّ بَعْضَ مَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ يَتَاَذَّى النَّارُ بِرِيْحِهٖ فَيُقَالُ لَهٗ وَيْلَكَ مَاكُنْتَ تَعْمَلُ مَا يَكْفِيْنَا مَا نَصَّ فِيْهِ حَتّٰى ابْتَلَيْنَا بِكَ وَبِنَتْنِ رِيْحِكَ فَيَقُوْلُ كُنْتُ عَالِمًا فَلَمْ اَنْتَفِعْ بِعِلْمِىْ (اَلطَّرِيْقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ ص ٧٢)

(২০০) অর্থঃ হযরত মানছুর বিন ঝাঝান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এই হাদীস সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, জাহান্নামে যাদের নিক্ষেপ করা হবে, তাদের কেউ কেউ দূর্গন্ধ দ্বারা খোদ জাহান্নামকে পর্যন্ত কষ্ট দিবে। তাকে বলা হবে তোমার জন্য বরবাদী এবং ধ্বংস! তুমি কি বদ আমল করতে? যে আযাবে আমরা নিমজ্জিত ছিলাম তা আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। এমনকি তোমার এবং তোমার ভীষণ দূর্গন্ধের দ্বারা আমাদের আচ্ছাদিত করা হয়েছে। (অর্থাৎ এদের দূর্গন্ধ জাহান্নামের শাস্তি অপেক্ষাও অধিক অসহনীয় ও নিকৃষ্ট) তখন সে উত্তরে বলবে, আমি আলিম ছিলাম কিন্তু আমার ইলমের দ্বারা আমি উপকৃত হইনি। (অর্থাৎ নিজেও আমল করিনি এবং অন্যকেও তা শেখাইনি।) (তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়্যাহ- পৃষ্ঠা ৭২)

ব্যাখ্যাঃ আমলহীন আলিম ও যে আলিম অন্যকে ইলম শিখাবে না- তার এ হাদীস হতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। এতে তাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

(٢٠١) عَنْ اَنَسٍ اَنَّهٗ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُوْنُ فِىْ آخِرِ الزَّمَانِ عُبَّادٌ جُهَّالٌ وَعُلَمَاءُ فُسَّاقٌ (اَلطَّرِيْقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ ص٧٣)

http://kitabbhubon.com

(২০১) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ জামানায় জাহেল (মূর্খ) আবেদ (সাধক) এবং ফাসিক (গুনাহগার ও অবাধ্য) আলিম বের হবে। (অর্থাৎ এ ধরণের ব্যক্তিদের আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ ঘটবে।) (তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়্যাহ- ৭৩)

ব্যাখ্যাঃ মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) লিখেন যে, এক বুযুর্গ একবার শয়তানকে কর্ম বিমুখ ও বেকার বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার এ অবস্থার কারণ কি? সে বলল, বর্তমান জামানায় যারা আলিম আছেন তারাই আমার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন আর তারাই মানুষদের গোমরাহ করার জন্য যথেষ্ট। (মাকতুবাত ২য় খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা) তিনি অপর স্থানে আরও লেখেন যে, অসৎ আলিমরা দ্বীনের জন্য ডাকাত স্বরূপ, যখন তাদের লক্ষ্য হয় মানুষের সুনাম অর্জন এবং উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া। (মাকতুবাত ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৪) তিনি আরও লেখেন যে, যুগে যুগে যে সমস্ত মারাত্মক ও ক্ষতিকর ঘটনা দ্বীনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে তার সবই গাদ্দার ও অসৎ আলিমদের অবাঞ্ছিত ও গর্হিত পদক্ষেপ ও কাজের কারণেই হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

اَلْعِلْمُ مَا هُوَ؟

প্রকৃত ইলম কি?

(٢٠٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِلْمُ ثَلٰثَةٌ اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ اَوْسُنَّةٌ قَائِمَةٌ او فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَا كَانَ سِوٰى ذَالِكَ فَهُوَ فَضْلٌ

(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٣٥)

(২০২) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইলম তিন ধরনের- (অর্থাৎ তিনটি বিষয়ের ইলমই প্রকৃত ইলম) (১) আয়াতে মুহকামাত, (২) সুন্নাতে কায়েমাহ ও (৩) ফরীযায়ে আদেলাহ এবং এছাড়া বাকী যা আছে তা অতিরিক্ত। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৫)

ব্যাখ্যাঃ আয়াতে মুহকামাত দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ সুদৃঢ় স্পষ্টতর আল্লাহর বাণী। সেই আয়াতসমূহ যা মানসুখ বা বিলুপ্ত হয়নি কিংবা তার অর্থ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে (অর্থাৎ তাবিল) করার প্রয়োজন হয় না।

সুন্নাতে কায়েমাহ দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ বিশুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হাদীসসমূহ। যার উপর আমল করা হয় অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথাবার্তা, কাজকর্ম বা সমর্থন দ্বারা যে সমস্ত সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ফরীযায়ে আদেলাহ দ্বারা উদ্দেশ্যঃ ঐ সমস্ত আহকাম যা ইজমা, কিয়াসের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীস থেকে বের করা হয়েছে।

শরীয়তের দলীল মূলত: চারটি (১) কুরআন (২) হাদীস (৩) ইজমা (৪) কিয়াস। অত্র হাদীসে উসূলে ইলম তিনটি বললেও মূলত: তার মধ্যে এ চারটিরই বর্ণনা এসে

http://kitabbhubon.com

গেছে। আর তা এভাবে যে, এখানে তৃতীয়টার কথা বলা হয়েছে– ফরীযায়ে আদেলাহ আর এর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইজমা ও কিয়াস তথা দুটি মূল। একে ফরীযায়ে আদেলাহ নামে নামকরণের কারণ হলো, আদেলা অর্থ বরাবর, যেহেতু ইজমা এবং কিয়াসের মাধ্যমে যে আহকাম প্রমাণিত হয় তার উপর আমল ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে সেটা কুরআন ও হাদীসের বরাবর। (ফাতহুল মারাম)

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন যে, ইলম তিন প্রকার– (১) عِلْمُ الْكِتَابِ তথা কুরআনের বাণী, (২) عِلْمُ السُّنَّةِ তথা সুন্নাতের ইলম ও (৩) عِلْمُ الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ তথা ইজমা ও কিয়াসের ইলম। (ফাতহুল মারাম)

اَلْاِسْتِيْصَاءُ بِمَنْ يَّطْلُبُ الْعِلْمَ

ত্বালবে ইলম–এর সাথে উত্তম ব্যবহার এবং তাকে সদুপদেশ প্রদান

(٢٠٣) عَنْ اَبِىْ هٰرُوْنَ قَالَ كُنَّا نَاْتِىْ اَبَا سَعِيْدٍ رض فَيَقُوْلُ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّ رِجَالًا يَاْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ وَاِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ جـ٢ صـ٨٩، مِشْكٰوة صـ ٣٤)

(২০৩) অর্থঃ হযরত হারুন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমরা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর কাছে যাতায়াত করতাম একদা তিনি বললেনঃ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উপদেশকে স্বাগত এবং অভিনন্দন! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (আমার পর) মানুষ তোমাদের অনুসরণকারী হবে। দিগ-দিগন্ত হতে লোক তোমাদের নিকট দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আসবে। যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে তাদের সদুপদেশ (বা দ্বীনের তালীম) দিবে। (তিরমিযী ২য় খঃ, পাঃ ৮৯, মিশকাত, পৃঃ ৩৪)

فَضْلُ مَنْ مَاتَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ

ইলম অন্বেষন করা অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত

(٢٠٤) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِىَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٦)

(২০৪) অর্থঃ হযরত হাসান বসরী (রাঃ) হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু

http://kitabbhubon.com

এসে পৌঁছেছে এমন অবস্থায় যখন সে ইসলামকে যিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত ছিল, তাহলে তার ও নবীগণের মধ্যে জান্নাতে মাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকবে। (দারিমী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৬)

ব্যাখ্যাঃ মুরসাল হাদীসের সংজ্ঞাঃ হাদীসে মুরসাল ঐ হাদীসকে বলে যার সনদ থেকে সাহাবা বর্ণনাকারীকে বাদ দিয়ে সরাসরি তাবেয়ী বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম বলেছেনঃ (ইহা মুরসাল হলেও আমাদের নিকট মুসনাদের ন্যায়।)

تَبْلِيْغُ الْعِلْمِ

ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসার

(٢٠٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٢)

(২০৫) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পক্ষ হতে মানুষকে পৌঁছাতে থাক যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়। (বুখারী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩২)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ তোমরা আমার যে সমস্ত কথা, কাজ অথবা সম্মতি আমার পক্ষ হতে শোন চাই তা সরাসরি হোক বা অপরের মাধ্যমে হোক তা সম্ভাব্য পরিমাণ মানুষদেরকে পৌঁছাতে থাক।

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, হাদীসোক্ত "আয়াত" দ্বারা উদ্দেশ্য প্রত্যেক উপকারী কথা। চাই তা وَحِى مَتْلُوْ বা غَيْرِ مَتْلُوْ হোক। এরই ভিত্তিতে এ হাদীসে কুরআন-হাদীস উভয়ের তাবলীগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٢٠٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٣٥)

(২০৬) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহপাক সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে হুবহু সেভাবেই সে তা অপরকে পৌঁছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে (হাদীস) পৌঁছান হয় সে ব্যক্তি প্রথম শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষাকারী বা জ্ঞানী হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৫)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসের অন্যান্য মর্যাদা, তার অন্বেষক ও বর্ণনাকারী নকলকারীদের অত্যন্ত ফযীলতের ব্যাপারে এ হাদীস খুবই তাৎপর্যবহ অভূতপূর্ব এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ। মুখ উজ্জল হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাঁর মান-সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া এবং

http://kitabbhubon.com

পরকালে নির্ভয়ী ও চিন্তামুক্ত হওয়া। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, আল্লাহপাক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই দুয়া কবুল করেছেন। এই জন্যই দেখা যায় যে, সাধারণত প্রায় সকল মুহাদ্দিসীনের চেহারা উজ্জল থাকে। সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেছেন যে, হাদীস অন্বেষীর চেহারা উজ্জল হয়। চাই তা দেখা যাক বা না যাক।

(ফাতহুল মারাম)

(٢٠٧) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْقِفِ فَقَالَ اَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُ اِلٰى قَوْمِهِ فَاِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُوْنِىْ اَنْ اُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّىْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(২০৭) অর্থঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় নিজেকে মানুষের মজলিসে পেশ করে (অর্থাৎ তিনি স্বশরীরে মানুষদের মজলিসের কাছে যেয়ে) বলতেন, আছে কি কোন ব্যক্তি যে আমাকে তার কওমের কাছে নিয়ে যাবে? কেননা কুরাইশরা আমাকে আমার প্রভুর কালাম (মানুষদের কাছে) পৌছান থেকে বাঁধা প্রদান করেছে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ এটা হিজরতের পূর্ববর্তী ঘটনা। হিজরতের পূর্বে ইসলামের শুরু জামানায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের কাছে তার রিসালাতের বাণী তথা আল্লাহর কালাম পৌছাতে থাকেন তখন কুরাইশ কাফিররা তাকে এ থেকে বাধা প্রদান করলে মক্কা ভিন্ন অন্য দেশের বিশেষত: মদীনার লোকেরা যখন মক্কাতে তথা কাবা গৃহে আসত তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে গিয়ে এভাবে সবিনয় ও আহাজারি জানাতেন তাঁকে তাদের দেশে নিয়ে যাবার জন্য।

(٢٠٨) قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ رض لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلٰى هٰذِهِ وَاَشَارَ اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ اَنِّىْ اُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَبْلَ اَنْ تُجِيْزُوْا عَلَىَّ لَاَنْفَذْتُهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ج ١ ص١٦)

(২০৮) অর্থঃ হযরত আবু যর (রাঃ) বলেছেনঃ যদি তোমরা তলোয়ার রাখ এর উপর, আর তিনি (এই বলে) ইশারা করলেন তার গলার দিকে অর্থাৎ যদি তোমরা আমার গলার উপর তলোয়ার রাখ, অতঃপর আমি ধারণা রাখি যে, আমার উপর তলোয়ার চালানোর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনা একটি কথা আমি চালু করতে পারব তাহলে অবশ্যই তা আমি চালু ও বাস্তবায়ন করব। (তোমাদের পরওয়া করব না) (বুখারী, মিশকাত ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬)

ব্যাখ্যাঃ সুবহানাল্লাহ! সাহাবায়ে কিরাম ইলমে দ্বীন পৌছাতে কতই আগ্রহী ছিলেন।

(٢٠٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِىٍّ رض فَوَ اللّٰهِ لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ جـ٢ صـ٦٠٦)

(২০৯) অর্থঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে বলেছেন, আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহপাক তোমার দ্বারা এক ব্যক্তিকেও

http://kitabbhubon.com

হিদায়াত দেন, তাহলে তা তোমার লাল উটের মালিক হওয়া অপেক্ষাও অধিক উত্তম। (বুখারী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬০৬)

ব্যাখ্যাঃ প্রকৃতপক্ষে কারো মাধ্যমে মাত্র একজন হিদায়াত পেলেও তা তার জন্য শুধু লাল উট নয় বরং সমস্ত প্রকার ভাল ও দামী বস্তুর মালিক হওয়া অপেক্ষা কল্যাণকর ও উত্তম। এখানে নির্দিষ্ট করে লাল উটের কথা বলা হয়েছে নিছক উপমা হিসাবে। আর এ এটা বলার তাৎপর্য– এই ধরনের উট আরবদের নিকট প্রিয় ও মূল্যবান। (ফাতহুল মারাম)

فَضْلُ تَعْلِيْمِ الْعِلْمِ وَنَشْرِهٖ

ইলমে দ্বীন শিখানো ও তা প্রচার-প্রসারের ফযীলত

(٢١٠) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْاٰخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِيْ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِيْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، مِشْكٰوة ص٣٦)

(২১০) অর্থঃ হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হতে মুরসাল সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বনী ইসরাঈলের দু'জন লোকের (ফযীলত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তাদের একজন ছিলেন আলিম, যিনি শুধুমাত্র ফরয নামায আদায় করতেন। অতঃপর বসে লোকদের উত্তম জিনিস (দ্বীনী ইলম) শিক্ষা দিতেন। আর অপর লোকটা ছিলেন আবেদ, যিনি সারাদিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত নামায পড়তেন– এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? উত্তরে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই আলিম যিনি শুধু ফরয নামায পড়েন, অতঃপর বসে লোকদের উত্তম জিনিস (দ্বীনী ইলম) শিক্ষা দেন তার মর্যাদা ঐ আবেদের উপর যিনি দিনভর রোযা এবং রাতভর নামায পড়েন ঐ পরিমাণ; আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর যে পরিমাণ। (দারিমী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৬)

ব্যাখ্যাঃ সুবহানাল্লাহ! ইলমে দ্বীন শিখানোর ফযীলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমপর্যায়ের ফযীলত।

(٢١١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ اَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ يَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ

http://kitabbhubon.com

فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ اَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُوَ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، مِشْكٰوة ص ٣٦)

(২১১) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে নববীতে সাহাবাদের দুইটি মজলিসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলেন। (মজলিস দুটি ছিল, একটি দুয়ার ও অপরটি ইলমের) ইহা দেখে তিনি বললেন, উভয় মজলিসই ভাল কাজে লিপ্ত আছে তবে একটি মজলিস অপর মজলিস অপেক্ষা উত্তম। এই যে দলটি যারা দুয়ায় মশগুল আছে তারা অবশ্য আল্লাহকে ডাকছে এবং আল্লাহর প্রতি নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহপাক চাইলে তাদেরকে (তিনি তাদের বাঞ্ছিত বিষয়) দানও করতে পারেন আবার চাইলে বঞ্চিত করতে পারেন। আর এই যে, অপর দলটি যারা ফিক্‌হ বা ইলম (রাবীর সন্দেহ) শিক্ষা চর্চা করছে এবং অন্যান্য অনবহিতদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে– তারাই উত্তম। প্রকৃতপক্ষে আমিও একজন শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তিনি এই (শিক্ষানবীস) দলের মধ্যেই বসে পড়লেন। (দারিমী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৬)

ব্যাখ্যাঃ যিকির বা দুয়ার মজলিস অপেক্ষা ইলমের মজলিস যে উত্তম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীস ও কার্য্যের থেকে তা সহজেই অনুমিত। এতদ্ব্যতীত এর যুক্তিযুক্ত কারণও রয়েছে। কেননা যিকির দ্বারা কেবলমাত্র নিকৃষ্ট আত্মার শুদ্ধি অর্জিত হয়। কিন্তু অপর দিকে ইলম দ্বারা আত্মাসহ গোটা দেহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুদ্ধ হয়। আর এর উপকারিতা অন্য লোকও লাভ করে থাকে।

(٢١٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ اَجْوَدُ جُوْدًا قَالُوا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَللّٰهُ تَعَالٰى اَجْوَدُ جُوْدًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ وَاَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهٗ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمِيْرًا وَحْدَهٗ اَوْ اُمَّةً وَاحِدَةً (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِشْكٰوة ص٣٧)

(২১২) অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা বলতে পার কি দানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে? সাহাবাগণ উত্তর করলেন– আল্লাহ ও তাঁর রসুলই অধিক অবগত। হুজুর বলেন, দানের দিক দিয়ে আল্লাহই হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা বড়। অতঃপর বনী আদমের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। আর আমার পর বড় দাতা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ইলম শিক্ষা করবে এবং তার প্রচার-প্রসার করতে থাকবে। কিয়ামতের দিন সে একাই (দলবলসহ) একজন আমীর অথবা (রাবীর সন্দেহ) একটি উম্মত হয়ে উঠবে। (বায়হাকী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৭)

ব্যাখ্যাঃ সুবহানাল্লাহ! দুনিয়াবী সম্পদ না থাকলেও একজন মুয়াল্লিম জগৎজোড়া দাতা হিসাবে গণ্য।

http://kitabbhubon.com

اَلْعَالِمُ الْحَقِيْقِيُّ

প্রকৃত আলিম

(٢١٣) عَنْ سُفْيَانَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رض قَالَ لِكَعْبٍ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِيْ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ اَلطَّمَعُ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، مِشْكٰوة ص٣٧)

(২১৩) অর্থঃ হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) একদিন কা'বে আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রকৃত আলিম কারা? তিনি উত্তরে বললেন, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন তাঁরাই। হযরত উমর পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আলিমদের অন্তর থেকে ইলমকে বের করে দেয় কোন জিনিস? তিনি বললেন, (দুনিয়ার) লোভ। (দারিমী, মিশকাত-পৃষ্ঠা ৩৭)

ব্যাখ্যাঃ প্রকৃত আলিম হতে হলে দুনিয়ার লালসা ত্যাগ করা উচিত।

(٢١٤) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَالِكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ۔

(رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، مِشْكٰوة ص٣٧)

(২১৪) অর্থঃ হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ইলম দুই প্রকার- (১) এক প্রকার ইলম হচ্ছে অন্তরে। আর সেটাই হল উপকারী ইলম (২) আর এক প্রকারের ইলম হচ্ছে মুখে। আর এটাই হল বনী আদম তথা মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে দলীল। আল্লাহ পাক অভিযোগ করে বলবেন, (তোমাকে ইলম দিয়েছিলাম তুমি কেন এরূপ করলে অর্থাৎ তদানুযায়ী আমল করলে না?) (দারিমী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৭)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসে ইলমের বিভক্তিকরণ শুধু ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ ব্যবহারের দিক দিয়ে ইলম দুই প্রকার। (১) অন্তরের ইলম ও (২) মৌখিক ইলম। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, প্রথম عِلْمِ بَاطِن এবং দ্বিতীয়টি عِلْمِ ظَاهِر

অবশ্য এদের মধ্যে সম্পর্ক ওতপ্রোত এবং উভয় পরস্পরের পরিপূরক। আবু তালেব মক্কী (রহঃ) বলেছেন, عِلْمِ بَاطِن এবং عِلْمِ ظَاهِر উভয়ই মূলত প্রকৃত ইলম। একে অপরের মধ্যে কোনই সংঘর্ষ কিংবা বিরোধ নেই। এই দুই প্রকার ইলমের পারস্পরিক সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দেয়া যায় ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে। অর্থাৎ ঈমান এবং ইসলাম একে অপরের সাথে এমনভাবে জড়িত ও মিশ্রিত যেমন শরীর এবং অন্তর একে অপরের সাথে মিলিত। আবার কারো মতে عِلْمِ قَلْب দ্বারা উদ্দেশ্য হল- আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আর عِلْمِ لِسَان দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- ব্যবহারিক জ্ঞান। এদের মধ্যে হাদীসে অন্তরের জ্ঞানকে نَافِع বা উপকারী আর মুখের জ্ঞানকে অপকারী বলে।

http://kitabbhubon.com

عِلْمِ نَافِع (উপকারী ইলম) এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন যে, অন্তরে যে জ্ঞানের আলো প্রদীপ্ত ও বিকশিত হয় এবং যার মাধ্যমে অন্তরের অজ্ঞতা ও বিমুখতার পর্দা দূরীভূত হয় সেটাই عِلْمِ نَافِع বা উপকারী ইলম। এই عِلْمِ نَافِع আবার দুই প্রকার) (১) عِلْمِ مُعَامَلَة ও (২) عِلْمِ مُكَاشَفَة আল্লাহপাক যাকে ইচ্ছা তাকে এই ইলম-নূর ও আলোক দান করেন। আর মুখের ইলম হচ্ছে অন্তসারশূন্য তার কোনই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। (ফাতহুল মারাম)

مُجَدِّدُ الْأُمَّةِ
উম্মাতের সংস্কারক

(٢١٥) عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِيْمَا اَعلم عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٣٦)

(২১৫) অর্থঃ হযরত আবু আলকামাহ বলেন, আমার ইলম অনুযায়ী আবু হুরাইরা (রাঃ) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, মহাক্ষমতাবান আল্লাহপাক এই উম্মাতের (মঙ্গলের) জন্য প্রত্যেক শতাব্দী শেষে এমন ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি তাদের দ্বীনকে 'তাজদীদ' বা সংস্কার করবেন। (আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৬)

ব্যাখ্যাঃ তাজদীদ অর্থ কোন জিনিসকে নতুন করা, সংস্কার করা। যিনি এই সংস্কার করেন তাকেই বলা "মুজাদ্দিদ" বা সংস্কারক। দ্বীনকে সংস্কার করার অর্থ হলো, দ্বীনের মধ্যে সন্তর্পণে প্রবিষ্ঠ বিদআত থেকে দ্বীনকে মুক্ত করা এবং কুরআন-হাদীস অনুযায়ী মানুষকে চালানোর প্রয়াস পাওয়া। মুজাদ্দিদের সংখ্যা কখনও একজন হতে পারে আবার এক জামাতও হতে পারে। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেনঃ (আল্লাহই অধিক অবগত) আমার নিকট এটা অতি সুস্পষ্ট যে, মুজাদ্দিদের দ্বারা কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়। বরং এক জামাতই উদ্দেশ্য, যাদের এক এক জন এক এক শহরে ইলমের কোন একটি বিষয়ে অথবা বিভিন্ন বিষয়ে সম্ভাব্য পরিমাণ ওয়াজ-নসীহত কিংবা লেখনীর মাধ্যমে সংস্কারের কাজ আঞ্জাম দেন। অবশ্য এ সংস্কারের কাজ যুগানুপাতেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ সংস্কারের পন্থা যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিশীলিত হয়। (ফাতহুল মারাম)

কারো মতে এ পর্যন্ত যারা মুজাদ্দিদ হয়েছেন তারা হলেনঃ (১) ১ম শতাব্দীতে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (২) ২য় শতাব্দীতে হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস শাফেয়ী (৩) ৩য় শতাব্দীতে হযরত আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে সুরাহই (৪) ৪র্থ শতাব্দীতে হযরত আবু বকর ইবনে খতীব যাকেল্লানী (৫) ৫ম শতাব্দীতে হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ গযালী (৬) ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হযরত ইমাম আবু আব্দুল্লাহ

http://kitabbhubon.com

রাযী ও ইমাম রাফেয়ী (৭) ৭ম শতাব্দীতে হযরত ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ (৮) ৮ম শতাব্দীতে হযরত ইমাম বালকীযানী ও হযরত হাফেজ যয়নুদ্দীন (৯) ৯ম শতাব্দীতে হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (১০) ১০ম শতাব্দীতে হযরত ইমাম শামসুদ্দীন ইবনে শিহাবুদ্দীন ও মুহাদ্দিস মুল্লা আলী কারী (১১) একাদশ শতাব্দীতে হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ মুজাদ্দিদে আলফেসানী ও হযরত ইমাম ইব্রাহীম ইবনে হাসান কুরদী (১২) দ্বাদশ শতাব্দীতে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ও হযরত সালেহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ফল্লানী ও সাইয়্যেদ মুরতাযা হুসাইন। (১৩) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ বেরলভী ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী (১৪) চর্তুদশ শতাব্দীতে হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী ও হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) প্রমুখ। (হায়াতুল হায়াওয়ান, আজায়িবুল মাখলুকাত ওগরাইবুল মাওজুদাত ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৪, আওনুল মাবুদ শরহে আবু দাউদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৮১)

كِتْمَانُ الْعِلْمِ

ইলম গোপন করা

(٢١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَارٍ ـ

(رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوُدَ ، مِشْكٰوة صـ٣٤)

(২১৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জানা ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েও একে গোপন করেছে। (অর্থাৎ বলেনি) কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে। (আহমদ, আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৪)

ব্যাখ্যাঃ এই হুঁশিয়ারী ঐ ইলম গোপন করার উপর প্রযোজ্য, প্রশ্নকারী যার মুখাপেক্ষী হয়। যেমন কেউ ঈমান আনার ইচ্ছায় ঈমানের হাকীকত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল কিন্তু যার কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো সে তা জানা সত্ত্বেও বলল না। এইরূপভাবে কেউ নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে অথবা কোন হালাল-হারাম সম্বন্ধে জানতে চাইলে যদি জ্ঞাত ব্যক্তি তা না বলে, তাহলে কিয়ামতের দিনে সে এ কঠিন শাস্তির সম্মুখীন এবং চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। (ফাতহুল মারাম)

قَبْضُ الْعِلْمِ

ইলম উঠে যাওয়া

(٢١٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ

http://kitabbhubon.com

حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٣٣)

(২১৭) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (শেষ জামানায়) আল্লাহ পাক তার বান্দাদের (অন্তর) থেকে ইলম টেনে বের করে উঠিয়ে নিবেন না, বরং আলিমদের ইন্তিকালের মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। এমনকি দুনিয়ায় আর কোন আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা জাহেল-অজ্ঞদের নেতা (কাজী ও সমাধানদাতা) হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট (মাসয়ালা-মাসায়েল) জিজ্ঞাসা করা হবে। তখন তারা বিনা ইলমেই ফতওয়া (মাসয়ালা) দিবে, ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ করবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৩)

ব্যাখ্যাঃ ইলম দ্বারা কুরআন হাদীছ ও এতদুভয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ইলম উদ্দেশ্য।

وَعِيْدُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِفَسَادِ النِّيَّةِ

অসৎ উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণকারীর প্রতি কঠিন হুঁশিয়ারী

(٢١٨) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْلِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٣٤)

(২১৮) অর্থঃ হযরত কাব বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আলিমদের সাথে তর্ক-বাহাছ করা বা জাহেল মূর্খদের সাথে বাক-বিতন্ডা করার অথবা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করেছে, আল্লাহপাক তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৪)

ব্যাখ্যাঃ 'মাজাহেরে হক্ব' প্রণেতা লেখেন যে, যার নিয়ত প্রথমে 'আল্লাহ সন্তুষ্টি' থাকে কিন্তু পরে যেয়ে কিছু রিয়া এসে যায় তাহলে সে এই হুকুম এবং হুঁশিয়ারীর সম্মুখীন হবে না। কেননা সে মাজুর এবং অপারগ। (ফাতহুল মারাম)

(٢١٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا .

(رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٣٤)

http://kitabbhubon.com

(২১৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম– যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় তা শুধু এই উদ্দেশ্যে শেখে যে, এর (ইলম) দ্বারা দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য অর্জন করবে– তাহলে সে কেয়ামতের দিন জান্নাত তো দূরের কথা তার ঘ্রাণ ও পাবে না। (আবু দাউদ, আহমদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৪)

ব্যাখ্যাঃ হযরত ছুফিয়ান সওরী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার দরস দান বর্জন করলে লোকেরা এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, আল্লাহর কসম! যদি আমার এই সমস্ত লোক সম্পর্কে জানা থাকত যে, এদের জ্ঞানার্জনের দ্বারা উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি; তাহলে আমি তাদের বাড়ি যেয়ে যেয়ে শিক্ষা দান করতাম। কিন্তু তারা তো ইলম এই উদ্দেশ্যে শেখে যে, তদ্দারা তর্ক-বাহাছ করবে এবং এই ইলমকে জীবন পরিচালনার মাধ্যম বানাবে। (ফাতহুল মারাম)

اَلْكِذْبُ عَلَى الرَّسُوْلِ

রসুলের নামে মিথ্যাচার (মিথ্যা হাদীস বর্ণনা)

(٢٢٠) عَنْ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ـ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٥)

(২২০) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করবে তবে যা আমার কথা (হাদীস) বলে নিশ্চিত অবগত হবে। (তা বর্ণনা করবে) কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা আরোপ করবে (অথবা মনগড়া হাদীস বানিয়ে বলবে) সে যেন তার নিজের (স্থায়ী) বাসস্থান দোযখে বানিয়ে নেয়।

(তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৫)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ এই রকম কথা বলা যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি, নিছক মিথ্যারোপের পন্থায় তাকে হুজুরের দিকে সম্বন্ধ করে এই বলে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেছেন।

(٢٢١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاءُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٨)

(২২১) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ জামানায় কিছু মিথ্যুক

http://kitabbhubon.com

দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের নিকট এমন সব (মিথ্যা-মনগড়া) কথাবার্তা উপস্থিত করবে, যা না তোমরা কখনও শুনেছ আর না তোমাদের বাপ-দাদারা শুনেছে। সাবধান! তোমরা তাদের (সংশ্রব) থেকে দূরে থাকবে, যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ্ করতে কিংবা বিপদে-বিপর্যয়ে তথা ফিতনায় ফেলতে না পারে। (মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২৮)

ব্যাখ্যাঃ দাজ্জাল (دَجَّالْ) অর্থ যে সত্য-অসত্য মিশ্রিত করে। অত্র হাদীসের উদ্দেশ্য মুসলমানদের সতর্ক করা, যেন তারা এ ধরনের ব্যক্তিদের থেকে দ্বীনের কথা গ্রহণ না করে।

اِتْيَانُ الْعُلَمَاءِ الْاُمَرَاءَ

শাসকদের নিকট আলিমদের যাওয়া

(٢٢٢) عَنْ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُنَاسًا مِنْ اُمَّتِىْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ وَيَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَقُوْلُوْنَ نَاْتِى الْاُمَرَاءَ فَنُصِيْبَ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلَايَكُوْنُ ذَالِكَ كَمَا لَايُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ اِلَّا الشَّوْكُ كَذَالِكَ لَايُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ اِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَاَنَّهُ يَعْنِى الْخَطَايَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٣٧)

(২২২) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে কিছু কিছু লোক জ্ঞান লাভে তৎপর হবে ও কুরআন শিক্ষা করবে এবং বলবে আমরা শাসকদের নিকট যাব এবং তাদের দুনিয়ার কিছু অংশ গ্রহণ করে পরে আমরা আমাদের দ্বীন নিয়ে তাদের নিকট হতে সরে পড়ব। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা হবার নয়। যেমন কাতাদ গাছ। এ থেকে যেমন কাঁটা ব্যতীত কোন ফল লাভ করা যায় না; তেমনি এদের নিকট হতেও কোন ফল লাভ করা যায় না। কিন্তু পরবর্তী রাবি মুহাম্মদ বিন ছাব্বাহ (রাঃ) বলেন, কিন্তু শব্দ দ্বারা হুজুর গোনাহের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন (অর্থাৎ শাসকদের নৈকট্য দ্বারা গোনাহ ব্যতীত কিছুই লাভ হবে না।) (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৭)

ব্যাখ্যাঃ মুহাম্মাদ বিন সালামাহ বলেন, মলের উপরের মাছিও ঐ সমস্ত ক্বারী ও আলিম থেকে উত্তম, যারা অত্যাচারী, দুনিয়াবী শাসকদের নিকটে বা তাদের মজলিসে যায়। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা বলতেন, আমি চাইছিলাম না যে, তুমি আলিম হও। শুধু এই ভয়েই যে, হয়তবা তুমি কোন শাসকের দরবারে যাবে।

(ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

٢٢٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهٖ لَسَادُوْا بِهٖ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِاَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهٖ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص٣٧)

(২২৩) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আলিমগণ ইলমের মর্যাদা রক্ষা করতেন এবং উপযুক্ত লোকদের হাতে তা সোপর্দ করতেন, তাহলে নিশ্চয় তারা এর দ্বারা নিজেদের যুগের লোকদের নেতৃত্ব করতে পারতেন। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদের জন্য খরচ করেছেন, যাতে তাঁরা তাদের নিকট হতে দুনিয়ার কিছু লাভ করতে পারেন, যদ্ধরুন তারা দুনিয়াদারদের নিকট মর্যাদাহীন হয়ে গেছেন।

(ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৭)

ব্যাখ্যাঃ "ইলমের রক্ষণাবেক্ষণ" এই যে, সম্পদ ও মর্যাদার লালসায় দুনিয়াদারদের সাহচর্য ও পরস্পরের হিংসা হতে বেঁচে ইলমকে লাঞ্ছনা হতে রক্ষা করা। উপযুক্ত লোক দ্বারা উদ্দেশ্য যারা আলিমদের যথাযথ মর্যাদা দান করে ও ইলমের মর্যাদা দেয়, "আপন যুগের সর্দার হত" এজন্য যে, আলিমদের শান এই যে বাদশাহ ও প্রজা সবাই তার অধিনস্ত হবে। কিন্তু নিজেরা ইলমের মর্যাদা দান না করার কারণে দুনিয়ার সম্মুখে অপদস্ত হয়ে গেছেন।

٢٢٤) (مَقُوْلَة) كَانَ يَقُوْلُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَوْلَا نَقْصٌ عَلٰى اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ لَكَانُوْا اَفْضَلَ النَّاسِ وَلٰكِنَّهُمْ صَارُوْا يَحْتَرِفُوْنَ بِعِلْمِهِمْ وَيَصْطَادُوْنَ بِهِ الدُّنْيَا فَهَانُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (لَوَاقِحُ الْاَنْوَارِ ص٢٦١)

(২২৪) অর্থঃ (বাণী) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (ইমাম আবু হানীফার এক বড় ও মর্যাদাবান ছাত্র) বলতেন, যদি মুহাদ্দিস ও মুফতীগণের মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি কিংবা অসৎ প্রবণতা না আসত তাহলে তারা মানুষদের নিকট উত্তম ও মর্যাদাবান বিবেচিত হতেন। কিন্তু যখনই তারা ইলমকে পেশা এবং দুনিয়া অর্জনের ফাঁদ (মাধ্যম) বানিয়েছেন তখনই তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সকল সৃষ্টির কাছে হেয় প্রতিপন্ন ও নিকৃষ্ট পরিগণিত হয়েছেন।

(লাওয়াকিহুল আনওয়ার- পৃষ্ঠা ২৬১)

ব্যাখ্যাঃ বর্তমান যুগে প্রায় স্থানেই আলিমদের অপমান করা হচ্ছে। এজন্য তারাই দায়ী, কেননা তারা যখনই ইলম দ্বারা ব্যবসা শুরু করেছে তখন হতেই অপমানিত হচ্ছে। আজ তাদের গোলামী করতে হচ্ছে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে। তার কারণ হল তারা ইলম এর মাধ্যমে যা করা দরকার ছিল তা না করে নিজেদের ঐতিহ্য নষ্ট করে ফেলেছে।

http://kitabbhubon.com

اَلْعَالِمُ الَّذِىْ لَايَنْتَفِعُ بِعِلْمِهٖ

যে আলিম নিজ ইলম দ্বারা উপকৃত হয় না

(٢٢٥) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَايَنْتَفِعُ بِعِلْمِهٖ - (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٦١)

(২২৫) অর্থঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্তবার দিক দিয়ে মানুষদের সবচে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো ঐ আলিম, যে তার ইলমের দ্বারা উপকৃত হয়নি (অর্থাৎ তদানুযায়ী নিজে আমল করেনি কিংবা অন্যদেরও তা শেখায়নি। (দারিমী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৬১)

ব্যাখ্যাঃ অর্জিত জ্ঞান দ্বারা উপকৃত না হওয়ার অর্থ দুটি হতে পারে। (১) প্রথমত: যা বর্ণিত হলো অর্থাৎ তদানুযায়ী আমল না করা, অন্যকে না শেখান। (২) অথবা গয়রে শরয়ী ইলম তথা দুনিয়ার জ্ঞান শিখেছে, যা আখেরাতে কোনই হিতকর হবে না। (ফাতহুল মারাম)

(٢٢٦) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٣٧)

(২২৬) অর্থঃ তাবেয়ী হযরত ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় এই (কিতাব ও সুন্নতের) ইলম হচ্ছে দ্বীন (দ্বীনের ভিত্তি)। সুতরাং ভাল করে লক্ষ্য রাখবে, তোমরা কার নিকট হতে দ্বীন গ্রহণ করছ। (মুসলিম, মিশকাত-৩৭)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসের মর্মবাণী হলো, মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক করা যে, তোমরা যেন তেন লোক বা ব্যক্তির নিকট ইলম অর্জন করো না। যাচাই ব্যতিরেকে প্রত্যেক রাবীর হাদীস গ্রহণ করা যে অনুচিত- সেটাও হাদীসের মর্মার্থের অন্যতম। বরং বর্ণনাকারীর আমানত, দিয়ানত, তাকওয়া-পরহেজগারী, সাধুতা, সত্যবাদীতা ও স্মরণ শক্তি ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য কিনা এমনকি তার আকীদাও সহীহ কিনা তা সঠিকভাবে জেনেই তবে তার থেকে হাদীস গ্রহণ করতে হবে। ইলম শেখার জন্য ওস্তাদ, মুরীদ হওয়ার জন্য পীর এবং ছোহবাত-বরকত হাসিলের জন্য শায়েখ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়েও এ নীতি প্রযোজ্য। (ফাতহুল মারাম)

مَايَهْدِمُ الْاِسْلَامَ

যাহা ইসলামকে (ইসলামের ভিত্তিকে) ধ্বংস করে

(٢٢٧) عَنْ زِيَادِ بْنِ جَدِيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ عُمَرُ هَلْ تَعْرِفُ مَايَهْدِمُ الْاِسْلَامَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ يَهْدِمُهٗ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٧)

http://kitabbhubon.com

(২২৭) অর্থঃ হযরত যিয়াদ বিন জুদায়ির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা হযরত উমর (রাঃ) আমাকে বললেন, তুমি কি জান, কিসে ইসলামকে ধ্বংস করে? তিনি বলেন, আমি বললাম না, তখন তিনি বললেন, আলিমদের পদস্খলন, মুনাফিকদের কুরআন নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে (ঝগড়ায়) লিপ্ত হওয়া এবং গোমরাহ শাসকদের শাসন বা সর্দারদের ফয়সালা। (দারিমী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৭)

ব্যাখ্যাঃ বাস্তবে হযরত উমর (রাঃ) এখানে একটি অতীব সত্য কথা তুলে ধরেছেন। আজ পর্যন্ত যত ফিতনা যত গোমরাহী ইসলামের মধ্যে দাড়িয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে তার প্রত্যেকটির মূলে রয়েছে এ তিনটি বিষয়- (১) আলিমদের ভ্রান্তি ও পদস্খলন (২) অন্তরে বিদআতী মনোভাব চেঁপে রেখে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যাকালে মনগড়া তাফসীর করে বিদআত প্রতিষ্ঠা করা (৩) জালেম ও জাহেল বিচারকের ভুল ফয়সালা দেয়া। এ তিনটি বিষয়ে দূর্বলতা ও প্রশ্নাতীত হতে পারলে দ্বীনের ভিত্তি বেশী মজবুত ও দৃঢ় হবে। (ফাতহুল মারাম)

فَضَائِلُ الْقُرْاٰنِ

কুরআনের ফযীলত ও মর্যাদা

(٢٢٨) عَنْ عُثْمَانَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة ص١٨٣)

(২২৮) অর্থঃ হযরত উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়। (বুখারী, মুসলিম- পৃষ্ঠা ১৮৩)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসের মধ্যে تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ এবং عَلَّمَهٗ এর মধ্যে واو হরফে আতফ এসেছে।.যার মর্মার্থ দাঁড়ায়, এ ফযীলত সে-ই প্রাপ্ত হবে যার মধ্যে একত্রে এ দুটি গুণ অর্জিত হবে। কিন্তু অনেক বর্ণনায় হরফে আতফ واو না এসে "او" এসেছে যার মর্মার্থ দাড়ায় এ ফযীলত পাওয়ার জন্য 'শিক্ষা করা' বা শিক্ষা দেয়া- এর যে কোন একটি প্রয়োজন। উভয় জরুরী নয়। এটাতো একটা প্রকাশ্য ও যুক্তিরই কথা যে, যখন আল্লাহর কালাম সমস্ত গ্রন্থ থেকে উত্তম ও তখন তার শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকই হবে নবীদের পরে সবচে উত্তম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তবে পূর্ণ ইসলাম পূর্বশর্ত। (মিরকাত)

(٢٢٩) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَّهٗ اَجْرَانِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٨٤)

(২২৯) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি নেককার,

http://kitabbhubon.com

সম্মানিত লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে কুরআন পড়ে ও তাতে আটকে যায় এবং কুরআন তার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়, তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৮৪)

ব্যাখ্যাঃ কুরআন পাঠে দক্ষ ঐ ব্যক্তি যার ইয়াদ খুব বেশী এবং পড়তেও পারে ভাল। এরপর যদি অর্থ-ব্যাখ্যা বুঝে তাহলে তা সোনায় সোহাগা। এদের ফেরেশতাদের সাথে হওয়ার তাৎপর্য হলো, ফেরেশতারাও লওহে মাহফুজ থেকে কুরআন নকলকারী। আবার এরাও নকলকারী এবং পৌছানেওয়ালা। তো যেন উভয়ই একই পথের পথিক। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন দক্ষ কুরআন পাঠকদের ফেরেশতাদের সাথে সাক্ষাত হবে এবং এরা ফেরেশতাদের সাথে একত্রিত হবে।

পুনঃ পুনঃ কুরআন পাঠে প্রচেষ্টাকারী কি দক্ষ পাঠক থেকে উত্তম?

পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টাকারীর জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে– এর দ্বারা অনেকে এ ভুল বুঝেন যে, তবে এরা দক্ষ পাঠকের চেয়েও মর্যাদাবান এবং বেশী সওয়াবের অধিকারী হবে! আর তাই অনেকে এ অবস্থা থেকে নড়তে চান না অর্থাৎ দক্ষ পাঠক হতে চান না। কিন্তু এটি একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কেননা দক্ষ পাঠকদের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তারা কিয়ামতে সম্মানিত ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের সাথে একত্রিত হবে। যেহেতু যারা কুরআন ভালভাবে পড়তে না জানা সত্ত্বেও বারবার তা পড়তে চেষ্টা করে– এই যে তারা আলাদা কষ্ট করল এর বিনিময় হিসাবে তারা এক আলাদা পুরস্কার পাবে মাত্র। (মিরকাত)

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বায়হাকী ও ত্বরানীর রেওয়ায়েত থেকে নকল করেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে কিন্তু ইয়াদ হয় না, তাহলে তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে আর যে তা ইয়াদ করার গভীর আশা পোষণ করে কিন্তু ইয়াদ করার শক্তি রাখে না আবার পড়াও ছেড়ে দেয় না, আল্লাহপাক তাকে হাফেজদের সাথে হাশর করাবেন। (ফাতহুল মারাম)

(٢٣٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقُرْاٰنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ لَهٗ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَالْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِىْ اَلَا مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ.

(رَوَاهُ فِى الشَّرْحِ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة صـ١٨٦)

(২৩০) অর্থঃ হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন জিনিস কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নীচে থাকবে। (১) কুরআন উহা বান্দাদের (পক্ষে বা বিপক্ষে) আরজি পেশ করবে। এর বাহির ভিতর দুই রয়েছে। (২) আমানত এবং (৩) আত্মীয়তার বন্ধন। (এদের প্রত্যেকে) ফরিয়াদ করবে– ওহে! যে আমাকে রক্ষা করেছে, আল্লাহপাক তাকে রক্ষা করুন আর যে আমাকে ছিন্ন করেছে আল্লাহপাক তাকে ছিন্ন করুন। (শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৮৬)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ এ তিন ব্যক্তির আরশের নীচে হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এরা আল্লাহ পাকের খুবই নিকটতম ও ঘনিষ্ঠ হবে। কুরআনের কিয়ামতের দিন ঝগড়া করার অর্থ হলো, যারা দুনিয়াতে তার হক আদায় করেছে, সেদিন সে তাদের মর্তবা বুলন্দ করবে এবং তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। পক্ষান্তরে যারা এর হক আদায় করেনি তাদের জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। আর কুরআনের হক কি? এ সম্বন্ধে শরহে ইহয়াতে ইমাম ছাহেব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বছরে অন্তত দুবার কুরআন খতম করাই হলো কুরআনের হক।

কুরআনের ভিতর-বাহিরের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কুরআনের দু অর্থ রয়েছে। (১) জাহেরী অর্থ যাকে সবাই বোঝে, (২) বাতেনী অর্থ যা সবাই বুঝতে পারে না। কতিপয় মাশায়েখ যাহির (বাহির) দ্বারা উদ্দেশ্য বলেছেন তার শব্দাবলী (الفاظ) বা তেলাওয়াত করতে সবাই সমান, আর বাতিন (ভিতর) দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনের অর্থ এবং মতলব তথা ব্যাখ্যা (ফাজায়েলে কুরআন) আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বান্দার হক ও আল্লাহর হক আদায় করা। আর رَحِمْ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গর্ভাশয় (বাচ্চাদানী) কিন্তু এখানে রূপকভাবে আত্মীয়তা উদ্দেশ্য। (মিরকাত)

(٢٣١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُهَا (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص١٨٦)

(২৩১) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) ছাহেবে-কুরআনকে বলা হবে- (কুরআন) পাঠ করতে থাক এবং (বেহেশতের তলায় তলায়) উঠতে থাক। আর দুনিয়াতে যেমন তুমি ধীরে ধীরে (তাজবীদের সাথে) পড়তে (আজও) তেমন ধীরে ধীরে পড়। নিশ্চয় তোমার পঠিত আয়াতের শেষ (স্থান)ই হবে তোমার বাসস্থান। (আহমদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৮৬)

ব্যাখ্যাঃ ছাহেবে কুরআন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, সর্বদা কুরআন তিলাওয়াত করে এবং এর উপর আমল করে। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আমল করে না সে ছাহেবে কুরআন নয়। ইবনে হাজার থেকে বর্ণিত আছে যে, ছাহেবে কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য 'হাফেজ' দেখে পাঠকারীদের এতে কোনই দখল নেই।

"পড়তে থাক চড়তে থাক" এর দ্বারা বুঝা যায় যে কুরআনের আয়াত সমপরিমাণ তলা বিশিষ্ট ভবন হবে একজন বেহেশতী হাফেজের সর্বোচ্চ পুরস্কার এবং বেহেশতের তলা হবে কুরআনের সমসংখ্যক। সুতরাং যে যত আয়াত পড়তে পারবে সে তত তালাতেই নিজের আবাস করে নিবে। যে সমস্ত কুরআন পড়তে পারবে সে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হবে। কুরআনের আয়াত ৬০০০ হওয়াতে কারো কোন মতানৈক্য নেই। তবে এর পরের সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন কেউ বলেন- সর্বমোট আয়াত হচ্ছে- (১) ৬২০৪ (২) ৬২১৪ (৩) ৬২১৯ (৪) ৬২২৫ (৫) কুফীদের গণনায় ৬২৩৬ টি। (মিরকাত, মাজাহেরে হক, ফাজায়েলে কুরআন)

http://kitabbhubon.com

তারতীলের সংজ্ঞাঃ অভিধানে তারতীল তথা তাজবীদ অর্থ স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে পড়া। শরীয়তের পরিভাষায় বলে, কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রেখে কুরআন তেলাওয়াত করা। আর তা হল (১) হরফগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ, (২) থামার স্থানে ভাল করে থামা, (৩) হরকতগুলি ভালভাবে প্রকাশ করা, (৪) স্বর কিছুটা উচ্চ করা যাতে তার আওয়াজ কানে পৌছে অন্তরে আছর করে, (৫) আওয়াজ এমনভাবে প্রকাশ করা যাতে তার মধ্যে শ্রুতি মাধুর্যতা বিরাজ থাকে (৬) তাশদীদ এবং মদকে উত্তমরূপে আদায় করা, (৭) রহমত এবং আযাবের আয়াতের হক আদায় করা। (ফাজায়েলে কুরআন)

(٢٣٢) عَنْ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَيْئٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٨٦)

(২৩২) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যার পেটে (অন্তরে) কুরআনের কোন অংশ নেই সে বিরাণ ঘর সমতুল্য। (তিরমিযী, মিশকাত– ১৮৬)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ বিরাণ ঘর তথা পরিত্যক্ত বাড়ী যেমন তা দেও, পরী, জিন, পেত্নী ইত্যাদির আড্ডাখানায় পরিণত হয়, তেমনি যে অন্তরে কুরআনের কিছুই থাকে না সেটাও শয়তানের আড্ডাখানায় পরিণত হয়। ফলে শয়তান তার উপর সদা প্রাধান্য বিস্তার করে। (ফাতহুল মারাম)

(٢٣٣) عَنْ مُعَاذٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة صـ١٨٦)

(২৩৩) অর্থঃ হযরত মুয়াজ জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং তাতে যা রয়েছে তার উপর আমল করেছে, তার মা-বাপকে কিয়ামতের দিন এমন একটি তাজ (মুকুট) পরান হবে যার কিরণ (জ্যোতি) সূর্যের কিরণ অপেক্ষাও উজ্জল হবে। যদি সূর্য তোমাদের ঘরে থাকত। এখন তার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যে এর উপর আমল করছে?

(আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত ১৮৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ কুরআন পড়া ও তার উপর আমলের বরকত এত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন যে, তা পাঠকারী থেকে তার মাতা-পিতা অতিক্রম করবে বলে হাদীসের ভাষ্যে বিধৃত। যখন আমলকারীর পিতা-মাতার মর্যাদা এমন হবে, তখন খোদ আমলকারীর মর্যাদা যে কত উর্ধ্বের হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আর পিতা-মাতার এ সম্মান শুধু তাদের জন্মের ও শিক্ষা দেয়ার মাধ্যম ও কারণ হওয়াতেই অর্জিত হবে। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٢٣٤) عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهٗ فِىْ عَشْرٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، تِرْمِذِىْ، مِشْكٰوة ص١٨٧)

(২৩৪) অর্থঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কুরআন পড়েছে ও তা মুখস্থ রেখেছে এবং তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জেনেছে আল্লাহপাক তাকে বেহেশতে দাখিল করবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করবেন যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়েছিল। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত ১৮৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ মুমিন মাত্রই বেহেশতে যাবে তবে কেউ আগে-পরে এবং পাপের শাস্তি ভোগ করে তবেই। কিন্তু হাফেজগণ প্রথমেই জান্নাতের প্রবেশাধিকার লাভ করবে। শুধু এখানেই শেষ না তারা তাদের আত্মীয়দের মধ্যস্থ এমন দশজনেরও সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে যার ছিল ফাসেক, অনাচারী। তাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং উলামাগণ পরামর্শ দেন যে, যারা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে ইচ্ছুক তাদের জন্য জরুরী যে, তারা যদি হাফেজ না হয় এবং হেফজ করার আর শক্তি না রাখে তাহলে কমপক্ষে নিজের নিকটতম কাউকে হাফেজ বানান। অপরের সাহায্যে হলেও যাতে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। (ফাজায়েলে কুরআন)

(٢٣٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جِلَاؤُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص١٨٩)

(২৩৫) অর্থঃ হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই অন্তর সমূহে মরিচা (জং) ধরে যেমন লোহায় পানি লাগলে তাতে জং ধরে। কেহ জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা পরিষ্কারকরণ তথা পরিষ্কারের উপায় কি? উত্তরে তিনি বললেন, বেশী বেশী মৃত্যুর স্মরণ ও কুরআন তেলাওয়াত। (বায়হাকী, মিশকাত ১৮৯ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ গোনাহের আধিক্য ও আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন হওয়ার কারণে অন্তরের উপর দাগ লেগে যায়। যেমন– লোহায় পানি লেগে গেলে জং ধরে যায় এবং কুরআনে পাকের তিলাওয়াত ও মৃত্যুর স্মরণ তার জন্য জং দূরকারী যন্ত্রের কাজ দেয় তথা অন্তরের দাগ মিটিয়ে দেয়।

(٢٣٦) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهٗ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص١٩١)

http://kitabbhubon.com

(২৩৬) অর্থঃ হযরত সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের হারামকে হালাল জেনেছে, সে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। (তিরমিযী, মিশকাত- ১৯১ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের উপর ঈমান না আনার অর্থ হাদীসের উপর ঈমান না আনা। আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেন, হারামকে হালাল জ্ঞানকারী সরাসরি কাফের। এখানে কুরআনের উল্লেখ নিছক তার সর্বোচ্চ মর্যাদার কারণে। (ফাতহুল মারাম)

(٢٣٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِيْئُ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ حَلِّهٖ فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ اِرْضَ عَنْهُ فَيَرْضٰى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهٗ اِقْرَأْ وَارْقَأْ وَيُزَادُ بِكُلِّ اٰيَةٍ حَسَنَةً (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ جـ٢ صـ١١٥)

(২৩৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন ছাহেবে কুরআন যখন আসবে, তখন কুরআন বলবে- হে প্রভু! তুমি তাকে জোড়া (সেট বস্ত্র) দান কর। ফলে তাকে সম্মানের তাজ পরানো হবে। অতঃপর কুরআন বলবে- হে প্রতিপালক! তুমি তাকে আরও বাড়িয়ে দাও। ফলে তাকে সম্মানের জোড়া পরিধান করানো হবে। পুনঃ কুরআন আরজ করবে, প্রভু গো তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। ফলে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে- তুমি (কুরআন) পড় এবং জান্নাতে চড়তে ও উঠতে থাক। বৃদ্ধি করা হবে তার প্রতি আয়াতের মোকাবেলায় এক একটি কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাতের মর্তবা-দরজা। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ আজ মানুষ কুরআন পাঠ ও শিক্ষা করা এবং মুখস্থ করাকে অহেতুক ও অনর্থক মনে করে। অথচ কুরআন শিক্ষা গ্রহণকারীর মর্যাদা যে ইহকাল ও পরকালের সবার উর্ধ্বে তা আল্লাহ ও তার রসূলের কুরআন হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়। যারা কুরআন শিক্ষাকে খয়রাতি শিক্ষা মনে করে তাদের একটু ঈমান নবায়ন করে উল্লেখিত হাদীসটিকে যেন গবেষণা করে দেখে, তাহলে জানতে পারবে যে নিশ্চয়ই কুরআনের হিফাজতকারী দোজাহানের রাজার মর্যাদার চেয়েও সেরা মর্যাদার অধিকারী।

اِكْرَامُ حَامِلِ الْقُرْاٰنِ

পবিত্র কুরআনের ধারক-বাহকের সম্মান ও মর্যাদা

(٢٣٨) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرِ الْغَالِىْ فِيْهِ وَلَا الْجَافِىْ عَنْهُ وَاِكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٤٢٣)

http://kitabbhubon.com

(২৩৮) অর্থঃ হযরত আবু মুছা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (১) বৃদ্ধ মুসলিমের সম্মান করা, (২) ঐ কুরআন সংরক্ষণকারী অর্থাৎ হাফেজ, ক্বারী, আলেম, মুফাসসির ইত্যাদির সম্মান করা, যারা এতে (কুরআনে) কোন রকম খেয়ানতকারী নয় এবং তা থেকে দূরে অবস্থানকারীও নয় (৩) ন্যায়পরায়ন বাদশার সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করারই অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ, মিশকাত ৪২৩ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের মধ্যে খেয়ানত কয়েকভাবে হতে পারে– (১) কুরআনের মধ্যে শব্দ পরিবর্তন করে খেয়ানত করা, (২) বাতিল ব্যাখ্যা করে তার অর্থের মধ্যে খেয়ানত করা, (৩) অথবা কেউ কেউ বলেছেন, এখানে খেয়ানত দ্বারা তাজবীদের মধ্যে মুবালাগাহ তথা অতিরঞ্জিত করা উদ্দেশ্য (৪) এত দ্রুত পঠন যা অর্থ বুঝার প্রতিবন্ধক। (ফাতহুল মারাম)

اَلتَّغَنِّىْ بِالْقُرْاٰنِ

উত্তম সুরে কুরআন পড়া

(٢٣٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص۱۹۰)

(২৩৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহপাক কান পেতে শুনেন না কোন কথাকে যত না কান পেতে শুনেন কোন নবীর সুর করে কুরআন পড়াকে। (মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, মিশকাত ১৯০ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ মহান রব্বুল আলামীন কুরআনের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন বা মনোনিবেশ করেন তার শান অনুপাতে। পাঠকারীদের মধ্যে নবীগণ পূর্ণ নিয়ম-কানূন লক্ষ্য করে তিলাওয়াত করেন, এজন্য তাঁদের প্রতি আল্লাহর বেশী খেয়াল রাখা সুস্পষ্ট। তারপর আবার সুন্দর কণ্ঠ এর সঙ্গে মিলিত হয় তখন তো সোনায় সোহাগা। তারপর তথা নবীদের পর পাঠের স্তর অনুপাতে খেয়াল দেয়া হয়। তাওয়াজ্জুহ দ্বারা উদ্দেশ্য মহব্বত, রহমত ও নিকটবর্তী হওয়ার তাওয়াজ্জুহ বা বদলা দেয়া।

(٢٤٠) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة ص۱۹۰)

(২৪০) অর্থঃ সেই হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– সে আমাদের দলে নয়, যে উত্তম সুরে কুরআন পড়ে না। (বুখারী, মিশকাত ১৯০ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ উভয় হাদীসের মধ্যে যে تَغَنِّى শব্দ এসেছে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম তার অর্থ করেছে 'উত্তম সুর'। তবে সুফিয়ান বিন উয়ায়না বলেন, দ্বিতীয় হাদীসে تَغَنِّى দ্বারা উদ্দেশ্য اِسْتِغْنَاء তথা বিমুখতা উদ্দেশ্য এই মতানুসারে হাদীসের অর্থ

http://kitabbhubon.com

দাঁড়াবে– সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কুরআন পেয়ে অপর সবকিছু হতে বিমুখ হয় না। (ফাতহুল মারাম) কুরআন তেলাওয়াতে উত্তম সুর তো বাঞ্ছনীয় তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গানের সুরে পড়া না হয়। কেননা এইভাবে পাঠকারী ফাসেক এবং শ্রোতা গোনাহগার সাব্যস্ত হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٢٤١) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَاَصْوَاتِهَا وَاِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَسَيَجِيْئُ بَعْدِيْ قَوْمٌ يُرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْاٰنِ تَرْجِيْعَ الْغِنَا وَالنَّوْحِ لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوْبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَانُهُمْ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

(২৪১) অর্থঃ হযরত হুজাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরআন পড় আরবদের সুরে ও স্বরে এবং দূরে থাক প্রেমে বিরহী এবং আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও খ্রীস্টানদের) স্বর হতে। শীঘ্রই আমার পরে এমন লোকেরা আসবে যারা কুরআন পাঠে গান ও বিলাপের সুর ধরবে। কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না (অর্থাৎ উপরে উঠবে না যে কবুল হবে এবং নিচেও নামবে না যে অন্তরে আছর করবে)। তাদের অন্তর হবে দুনিয়ায় মোহগ্রস্ত অনুরূপভাবে তাদের অন্তরও যারা তাদের (দুনিয়ার মোহগ্রস্তদের) পদ্ধতিকে পছন্দ করবে। (বায়হাকী, মিশকাত–১৯১)

ব্যাখ্যাঃ প্রতিটি জিনিস ও বিষয়ের একটা নিয়ম ও পরিধি ইসলাম সুন্দরভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। তাই কুরআন সুন্দরভাবে পাঠেরও একটা সুশৃংখল নীতি বাতলিয়ে দিয়েছে। কুরআন যেহেতু আরবদের সর্বসেরা আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। বংশ পরম্পরায় এই তাদের স্বরেই গোড়া পত্তনের পড়া অনুরূপ ছিল বলে মনে হয় তাইতো রাসূল গানের মত না করে আরবদের মত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(٢٤٢) عَنْ طَاؤُسٍ مُرْسَلًا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ النَّاسِ اَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْاٰنِ وَاَحْسَنُ قِرَاءَةً قَالَ مَنْ اِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ اُرِيْتَ اَنَّهُ يَخْشَى اللّٰهَ قَالَ طَاؤُسٌ وَكَانَ طَلْقٌ كَذَالِكَ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، مِشْكٰوة ص١٩١)

(২৪২) অর্থঃ হযরত তাউস থেকে মুরসালভাবে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– কুরআন পাঠে স্বর প্রয়োগ ও ভাল তেলাওয়াতের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? হুজুর বলেন, যার কোরআন পাঠ শুনে তোমার মনে হয় যে, সে আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করবে। তাউস বলেন, (তাবেয়ী) তালক এ ধরনেরই লোক ছিলেন।
(দারেমী, মিশকাত পৃষ্টা ১৯১)

ব্যাখ্যাঃ আবার এক হাদীসে আছে, আল্লাহপাক তার পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের এ কাজের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন যে, বান্দা যখন পুনঃ পুনঃ কুরআন পাঠে প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু সঠিকভাবে পড়তে পারে না, তখন ফেরেশতারা তা দুরস্ত করেই তবে আকাশে নিয়ে যাবে।

http://kitabbhubon.com

كَيْفِيَةُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিলাওয়াত পদ্ধতি ও নিয়ম

(٢٤٣) عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهٗ سَئَلَ اُمَّ سَلَمَةَ مِنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٩١)

(২৪৩) অর্থঃ ইয়ালা বিন মামলাক থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা উম্মে সালামা (রাঃ)-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। দেখা গেল তিনি তা প্রকাশ করছেন অক্ষর অক্ষর পৃথক করে। (তিরমিযী, মিশকাত ১৯১ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে পড়েন যে, কিরাআতের হরফ পর্যন্ত গণনা করা সম্ভব হতো। অর্থাৎ খুব তারতীল ও তাজবীদের সাথে তিনি পড়তেন।

نِسْيَانُ الْقُرْاٰنِ

কুরআন মুখস্থ করে পুনরায় ভুলিয়ে দেয়া

(٢٤٤) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٩٠)

(২৪৪) অর্থঃ হযরত আবু মুছা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কুরআনের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখবে। ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার জীবন! নিশ্চয় কুরআন রশিতে বাঁধা উট অপেক্ষাও অধিক পলায়নপর। (মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, মিশকাত ১৯০ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ রাখাল যেমন তার জানোয়ার থেকে সামান্য অসতর্ক হলেই জানোয়ার রশি ছিড়ে ভেগে যায় তেমনি কুরআন মুখস্তকারী যদি বার বার পড়ার মাধ্যমে তা হেফাজত না করে তাহলে কুরআনও তার বক্ষ থেকে ভেগে যায়। ফলে সে এভাবে কুরআন ভুললো না বরং সংরক্ষণ না করে তা নিজেই ভুলিয়ে দিল। আর একে কুরআন ভুলা বলে না, বরং স্বেচ্ছায় ভুলিয়ে দেয়া বলে।

(٢٤٥) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنِ امْرِءٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ اِلَّا لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَجْذَمَ ـ

(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ١٩١)

http://kitabbhubon.com

(২৪৫) অর্থঃ হযরত সাআদ বিন উবাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে অতঃপর তা ভুলে যায় (এমন ভুল যে দেখেও আর পড়তে পারে না) কিয়ামতের দিন সে অঙ্গহীন রূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। (অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে হাজির হবে।) (আবু দাউদ, মিশকাত ১৯১ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ এখানে ভুলার অর্থ ছেড়ে দেওয়াও হতে পারে। চাই প্রকৃত ভুলে যাক বা না যাক। বরং তেলাওয়াত ছেড়ে দেয়াই ভুলে যাওয়া বলা হয়েছে। সুতরাং এ থেকে আমরা জানতে পারি কুরআন পড়া শিখে অথবা ইয়াদ করে অতঃপর ভুলে যাওয়া বড় ও চরম গোনাহ। তাই আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(٢٤٦) عَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْاٰنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافْشُوْهُ وَتَغَنُّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَلَا تَعْجَلُوْا ثَوَابَهٗ فَاِنَّ لَهٗ ثَوَابًا ـ

(رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِشْكٰوة ص)

(২৪৬) অর্থঃ হযরত উবাইদা মুলাইকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে কুরআনধারীগণ! তোমরা কুরআনকে বালিশ (হেলান বস্তু) বানিও না বরং তেলাওয়াত করার মত তা তিলাওয়াত কর– দিনে রাতে। এর প্রচার-প্রসার কর এবং উত্তম সুরে পড়। উপরন্তু উহাতে যা আছে সেইসব সম্পর্কে গবেষণা করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার এবং শীঘ্র শীঘ্র (দুনিয়ায়) এর প্রতিফল পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হবে না, কেননা (আখেরাতে) এর উত্তম প্রতিফল রয়েছে। (বায়হাকী, মিশকাত ১৯২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ "কুরআনকে বালিশ বানিওনা" এ নির্দেশের কারণ হলো, এটা আদব বিবর্জিত এবং গর্হিত। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন যে, (১) কুরআনের উপর টেক লাগান, (২) এর দিকে পা লম্বা করে বিছিয়ে দেয়া (৩) কোন বস্তু তার উপর রাখা (৪) কুরআনের দিকে পিঠ দিয়ে বসা (৫)এর দিকে পাথর বা অন্য কিছু নিক্ষেপ করা ইত্যাদি সবই হারাম। আর কুরআনের দ্বারা ভাগ্য তথা লক্ষণ নেয়া মাকরূহ এবং কতিপয় মালেকীদের নিকট হারাম। (ফাতহুল মারাম)

وَعِيْدُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ رِيَاءً اَوْلِاَجْلِ الدُّنْيَا

প্রদর্শনেচ্ছা ও দুনিয়া অর্জনের নিমিত্তে কুরআন পাঠকারীর প্রতি সতর্কবাণী

(٢٤٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ

http://kitabbhubon.com

جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاءُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَكَذَا ابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ فِيْهِ وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرَّاءِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْاُمَرَاءَ قَالَ الْمُحَارِبِيُّ يَعْنِيْ اَلْجَوَرَةَ (مِشْكٰوة صـ٣٨)

(২৪৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা "জুরবুল হুজন" হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! "জুববুল হুজন" কি? তিনি বললেন, জাহান্নামের মধ্যে একটা গর্ত যা হতে (জাহান্নামবাসী তো দূরের কথা স্বয়ং) জাহান্নামও দৈনিক চারশ বার পানাহ চেয়ে থাকে। সাহাবাগণ পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রসুল! এতে কারা যাবে? হুজুর বললেন, সে সকল কুরআন পাঠকারী, যারা নিজেদের কাজ অন্যকে দেখায় থাকে। (অর্থাৎ দেখানোর উদ্দেশ্যেই পাঠ করে মাত্র) (তিরমিযী)

ইবনে মাজাহও এরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু তিনি কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, হুজুর ইহাও বলেছেন, কুরআন পাঠকারীদের মধ্যে তারাই আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত যারা আমীর-ওমরাদের সাথে সাক্ষাত করবে, মেলামেশা করবে। (এ হাদীসের পরবর্তী এক রাবী) মুহাবেরী বলেনঃ আমীর উমারা অর্থে এখানে জালিম অবিচারী আমীর উমারাদেরই বুঝান হয়েছে। (মিশকাত ৩৮ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ মাজাহের গ্রন্থাকার বলেন, সতর্কবাণীর মধ্যে রিয়াকার আলিম ও রিয়াকার আবিদও অন্তর্ভুক্ত।

(٢٤٨) عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَفِيْنَا الْاَعْرَابِيُّ وَالْعَجَمِيُّ فَقَالَ اِقْرَأْ وَاَفْكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيْئُ اَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهٗ كَمَا يُقَامُ الْقَدَحُ يَتَعَجَّلُوْنَهٗ وَلَا يَتَاَجَّلُوْنَهٗ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة صـ١٩١)

(২৪৮) অর্থঃ হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আমাদের কাছে তাশরীফ রাখলেন। তখন আমরা কুরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের মধ্যে আরবও ছিল অনারবও ছিল (যারা ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছিল না তবুও পড়ছিল) হুজুর বললেন পড়তে থাক প্রত্যেকটিই ভাল। শীঘ্র এমন লোক সকল আসবে, যারা কুরআনের পাঠ তীর ঠিক করার ন্যায় ঠিক করবে। তারা (দুনিয়াতেই) শীঘ্র শীঘ্র তার ফল চাইবে এবং আখেরাতের অপেক্ষা করবে না। (আবূ দাউদ, মিশকাত- ১৯১)

ব্যাখ্যাঃ আজমী (অনারবী) দ্বারা উদ্দেশ্য যারা আরব দেশের লোক নন। যেমন পারস্যের হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), রোমের হযরত ছুহাইব (রাঃ), হাবসার হযরত বেলাল (রাঃ) ইত্যাদি। এঁনাদের পড়া আরবদের মত ছিলনা; বরং ত্রুটিযুক্ত ছিল। তথাপি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ পড়াকে সমর্থন তথা সওয়াবের কারণ হবে বলে উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٢٤٩) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهٗ مَرَّ عَلٰى قَاصٍّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَسْئَلُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَسْئَلِ اللّٰهَ بِهٖ فَاِنَّهٗ سَيَجِيْئُ اَقْوَامٌ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَسْئَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٩٢)

(২৪৯) অর্থঃ হযরত ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি এক ওয়ায়েজের নিকট পৌছিলেন, দেখলেন সে কুরআন পড়ছে আর মানুষের নিকট সওয়াল করছে। তিনিদুঃখে ইন্নালিল্লাহ পড়ে বললেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। যে কুরআন পড়ে সে যেন এর বিনিময়ে আল্লাহর নিকট সওয়াল করে। শীঘ্রই এমন লোকেরা আসবে যারা কুরআন পড়ে তার বিনিময়ে মানুষের নিকট সওয়াল করবে।

(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত– ১৯২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ قَاصٍّ দ্বারা উদ্দেশ্য ঘটনা বর্ণনাকারী। কুরআন পাঠকারী যেন আল্লাহর কাছেই চায় অর্থাৎ রহমতের আয়াত আসলে আল্লাহর কাছে রহমত চাবে আর শাস্তির আয়াত আসলে আল্লাহর কাছে শাস্তি হতে নিষ্কৃত ও পানাহ চাবে। (মিরকাত)

(٢٥٠) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ يَتَاَكَّلُ بِهٖ لِلنَّاسِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجْهُهٗ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٩٣)

(২৫০) অর্থঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়ে যে, এর মাধ্যমে মানুষদের থেকে খাবার চাইবে ও গলধঃকরণ করবে। কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার চেহারায় শুধু হাড্ডি থাকবে, যার উপর কোন গোশ্‌ত থাকবে না। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৯৩)

চেহারা গোশ্‌তহীন হওয়ার ব্যাখ্যাঃ কুরআন হল দুনিয়ার সবচে' উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বস্তু। আর দুনিয়া হল সবচে নিকৃষ্ট বস্তু। অতঃপর মানুষ যখন এই শ্রেষ্ঠ বস্তু কুরআনকে নিকৃষ্ট বস্তু দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম বানাল তখন কিয়ামতের দিন তার সবচে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখ বা চেহারা খুবই মন্দ আকৃতিতে পরিণত হবে। মাশায়েখদের থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ইলমের মাধ্যমে দুনিয়া কামাই ও অর্জন করবে তার দৃষ্টান্ত হলো জুতাকে নিজের চেহারা দ্বারা পরিস্কার করা। কোনই সন্দেহ নেই যে, এতে জুতা তো পরিষ্কার হবে সত্য কিন্তু চেহারা দ্বারা পরিষ্কার করা কতখানি অজ্ঞতা ও মূর্খতাপ্রসূত হবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সার্কাস খেলা দেখিয়ে মানুষকে বিমোহিত করে সেও দুনিয়া অন্বেষক একজন আলেম অপেক্ষা অধিক ভাল। কেননা সে তো দুনিয়ার মাধ্যমে দুনিয়া অর্জন করছে। কিন্তু এই আলেম সে দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জন করছে। অর্থাৎ তার ইলমকে দুনিয়া অর্জনের ধান্ধা ও স্বার্থে ব্যয় করছে, সেটা অত্যন্ত অমার্জিত, গর্হিত ও মন্দতর। (মিরকাত)

http://kitabbhubon.com

وَعِيْدُ التَّفْسِيْرِ بِالرَّأْيِ
মনগড়া তাফসীর করার ধমক

(٢٥١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٥)

(২৫১) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের (ব্যাখ্যায়) নিজের মত খাটিয়ে (মনগড়া) কোন কথা বলেছে সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে তৈয়ার করে নেয়। অপর বর্ণনায় আছে– যে ব্যক্তি কুরআনের (মর্ম উদঘাটনের) ব্যাপারে নিশ্চিত ইলম ব্যতিরেকে (মনগড়া) কোন কথা বলে, সে যেন তার স্থায়ী ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়। (তিরমিযী, মিশকাত ৩৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ তাফসীর করার জন্য পূর্বশর্তাবলী–

মুফাসসীরগণ তাফসীর করার জন্য পনেরটি জ্ঞানে বিশেষ পান্ডিত্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা– (১) লূগাত বা ডিকশনারী (অভিধান) সম্বন্ধে জ্ঞান, (২) নাহু বা আরবী ব্যাকরণ জানা, (৩) ছরফ বা বাক্য গঠন তথা বিন্যাস জ্ঞান, (৪) ইশতেকাক তথা শব্দ উৎসমূল জ্ঞান, (৫) ইলমে মা'আনী তথা অর্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞান, (৬) ইলমে বয়ান তথা বাক্যের বিশদ অর্থ প্রকাশক জ্ঞান, (৭) ইলমে বাদী তথা বাক্য পরিমার্জিত ও পরিশিলীত জ্ঞান, (৮) ইলমে কেরাআত তথা– তাজবীদের জ্ঞান, (৯) ইলমে আকায়েদ তথা আকীদার জ্ঞান, (১০) উসূলে ফিকহ জানা, (১১) বর্ণনা হেতু জানা, (১২) নাসেখ-মানসুখ তথা রহিতকারী ও রহিতের জ্ঞান, (১৩) ইলমে ফিকাহ, (১৪) ঐ সমস্ত হাদীস জানা যা কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে ও (১৫) ঐ ইলমে ওহাবী অর্জন যা আল্লাহপাক খাছ করে তার নিদৃষ্ট বান্দাদের দান করেন। এ সমস্ত বিষয় হল একজন মুফাসসিরের তাফসীর করার জন্য মাধ্যম ও পুঁজি স্বরূপ। যদি কেউ এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞাত থেকেই তাফসীর করে তাহলে সেটাই তাফসীর বির রায় তথা মনগড়া তাফসীর যা কড়াভাবে নিষিদ্ধ।

(ফাজায়েলে কুরআন, মেরকাত)

(٢٥٢) عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٥)

(২৫২) অর্থঃ হযরত জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া মতে কথা বলেছে (ঘটনাক্রমে) তাকে সে যদি সত্যেও উপণীত হয়, তথাপি সে নিশ্চয় ভুল করেছে (কারণ সে ভুল পন্থা অবলম্বন করেছেন।)

(তিরমিযী, মিশকাত ৩৫ পৃষ্ঠা)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ "মনগড়া তাফসীর করা" অর্থাৎ নিজের পক্ষ হতে এর অর্থ সম্পর্কে কথা বলা, কিংবা এর ক্বিরাতের মধ্যে ইচ্ছামত এদিক সেদিক করে পাঠ করা, যা সমস্ত ইমাম ও নির্ভরযোগ্য সাতকারীর মতামতের পরিপন্থী ও অভিধানবিদ ইমামদের উক্তিরও পরিপন্থী ও আরবী গ্রামার ও শরয়ী আহকামের পরিপন্থী। বরং যা বলে তার বুদ্ধি ও বিবেক খাটিয়ে, তাফসীরে নকল ছাড়া শুধু আকলের কোন সুযোগ নেই। (মিরকাত)

سِمَاعُ الْقُرْاٰنِ مِنَ الْغَيْرِ

অন্যের কাছ থেকে কুরআন মজীদ শ্রবণ করা

(٢٥٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى اَتَيْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ قَالَ حَسْبُكَ الْاٰنَ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

(২৫৩) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে অধিষ্ঠিত অবস্থায় আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন পড় (আমি শুনব) ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, আমি বললাম আপনার সামনে আমি কুরআন তিলাওয়াত করব? অথচ তা আপনার উপরই নাযিল করা হয়েছে? হুজুর বললেন, আমি ইহা অন্যের মুখে শুনতে ভালবাসি সুতরাং আমি সুরা 'নিসা' পড়তে আরম্ভ করলাম। যখন আমি এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا.

অর্থাৎ "তবে কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে উপস্থিত করব সাক্ষীরূপে এদের বিরুদ্ধে" তখন তিনি বললেন, এই বন্ধ কর! এ সময়ে আমি তার দিকে তাকালাম, দেখি তার দু'চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে। (মুত্তাফাক্কুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৯০)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে উদ্ধৃত আয়াত শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কান্নার কারণ হলো– আয়াতটি কেয়ামত স্মরণকারী ও তার পরিস্থিতি বর্ণনাকারী। যেহেতু একদিকে কিয়ামতের ভয়াবহতা অপরদিকে উম্মতের দূর্বলতা রয়েছে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের চিন্তায় এভাবে রোদন করতে থাকেন।

(ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

فَضْلُ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى

যিকির ও আল্লাহ্ তায়ালা স্মরণের ফযিলত

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বুখারী শরীফের পার্শ্বটিকায় উদ্ধৃত হয়েছে, এখানে যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত শব্দ বা বাক্য পড়া যা পড়তে কুরআন-হাদীসে প্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তবে যিকিরের দ্বারা উদ্দেশ্য এটাও হয় যে, ঐ সমস্ত আমল যা ওয়াজিব বা মানদুব– তা সদা সর্বদা করা। যেমন– (১) কুরআন তেলাওয়াত, (২) হাদীস পড়া, (৩) ইলমের আলোচনা, (৪) মু'তাআলা করা ইত্যাদি। (বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, ৭৪৮ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ) বলেন, যে আমলই শরীয়ত অনুযায়ী হবে, তা যিকিরে পরিগণিত হবে। চাই তাই ক্রয়-বিক্রয় হোক না কেন!

(মাকতুবাত ২য় খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

অন্য এক স্থানে তিনি লেখেনঃ সব সময় আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন ও লিপ্ত থাকা উচিত। চাই তা খাওয়ার মধ্যে হোক, শোয়ার মধ্যে হোক বা আসা-যাওয়ার মধ্যে হোক।

(মাকতুবাত ১ম খন্ড, ১৯২ পৃঃ)

لَيْسَ فَضْلُ الذِّكْرِ مُنْحَصِرًا فِى التَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ بَلْ كُلُّ مَنْ يُطِيْعُ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ عَمَلِهٖ فَهُوَ ذَاكِرٌ ـ

অর্থাৎ তাহলীল তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাসবীহ তথা সুবহানাল্লাহ এবং তাকবীর তথা আল্লাহ আকবার এর মধ্যেই যিকির সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে কেউ আল্লাহপাকের হুকুম অনুযায়ী কোন আমল করে সেই-ই জাকের বা যিকিরকারী।

(মিরকাত ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯)

(٢٥٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض وَاَبِىْ سَعِيْدٍ رض اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ لَايَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(২৫৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ (রাঃ) উভয় এই কথার উপর সাক্ষ্য দেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জামাত আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়, ফেরেশতাগণ ঐ মজলিসকে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে নেন। রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং তাদের উপর সাকীনা বর্ষিত হয়। আর আল্লাহপাক তাদের আলোচনা তাঁর নিকটবর্তীদের কাছে করেন। অর্থাৎ নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা ও নবী, রসূলগণের রূহ মুবারকের কাছে করেন গর্ব সহকারে। (আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত ১৯৬ পৃষ্ঠা)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যা ঃ سَكِيْنَة এর অর্থ ও ব্যাখ্যাঃ সাকীনা (سَكِيْنَة) এর অর্থ- শান্তি। অথবা নির্দিষ্ট কোন রহমত যার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত। যেমন (১) হযরত আলী (রাঃ) বলেন- উহা এক বিশেষ বাতাস যার চেহারা মানুষের চেহারার ন্যায়, (২) আল্লামা সুদ্দী (রহঃ) থেকে নকল করা হয়েছে যে, উহা জান্নাতের এক স্বর্ণ পেয়ালার নাম। এতে আম্বিয়া (আঃ) গণের কুলবকে গোসল দেয়া হয়, (৩) কেউ কেউ বলেছেন-এটা এক বিশেষ রহমত (৪) কেউ কেউ বলেছেন এর দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি এবং একাগ্র-উপস্থিতি উদ্দেশ্য (৫) কেউ বা বলেছেন শুধু শান্তি, (৫) আবার কেহ ফেরেশতার কথাও বলেছেন, (৭) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, "সাকীনা" কোন এরকম এক নির্দিষ্ট ও বিশেষ বস্তু যা আন্তরিক স্থিতি, রহমত ইত্যাদি সমস্তকেই শামিল করে।
(ফাজায়েলে কুরআন, মাজাহেরে হক)

(٢٥٥) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَايَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٩٢)

(২৫৫) অর্থঃ হযরত আবু মুছা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুকে স্মরণ করে আর যে করে না এদের উপমা হল, যথাক্রমে জীবিত এবং মৃত্যের ন্যায়। অর্থাৎ প্রথমজন জীবিত এবং দ্বিতীয় জন মৃত সদৃশ। (মুত্তাফাক্কুন আলাইহি, মিশকাত ১৯৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ যিকির, যিকিরকারীর অন্তরের হায়াত আর গাফলাত তার মউত। যেভাবে জীবিত ব্যক্তির প্রকাশ্য হায়াতের নূর দ্বারা আর অপ্রকাশ্য ইলমের নূর দ্বারা সুশোভিত। অনুরূপভাবে যিকিরকারীরও প্রকাশ্য ইবাদাত, আনুগত্যের নূর দ্বারা অপ্রকাশ্য মারেফাতের নূর দ্বারা সুসজ্জিত। কিংবা উদ্দেশ্য এই যে- যিকিরকারীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীকে উপকার আর তার শত্রুদেরকে ক্ষতি পৌছায়, যেমন জীবিতদের অবস্থা। উল্টো হল মৃতুদের ব্যাপার- এর সাথে বন্ধুত্বে ফায়দা নেই আর শত্রুতায়ও ক্ষতি নেই কোন প্রকারের।

(٢٥٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٩٦)

(২৫৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার নিকট সেরূপ- যেরূপ সে আমাকে ভাবে। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। (অর্থাৎ তাকে গোপনে গোপনে সওয়াব দিই।) আর যদি সে আমাকে কোন সমাবেশে স্মরণ করে অর্থাৎ আমার কথা আলোচনা করে তাহলে তাদের থেকে উত্তম সমাবেশে (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সমাবেশে) আমি তার আলোচনা করি। (মুত্তাফাক্কুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৯৬)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ বান্দা আল্লাহপাক সম্পর্কে যেরূপ ধারণা রাখে বস্তুত আল্লাহ তার সাথে সেরূপই আচরণ করে থাকেন। অর্থাৎ সে যদি ধারণা করে যে, আল্লাহপাক তার উপর রাগান্বিত, তবে আল্লাহপাক তার উপর ঠিকই রাগান্বিত হন। যদি বান্দা ধারণা করে যে, আল্লাহপাক তাকে শাস্তি দিচ্ছেন, তবে আল্লাহপাক ঠিকই তাকে শাস্তি দেন। সুতরাং যখন বান্দার ধারণা অনুযায়ীই আল্লাহ পাকের মোয়ামেলা হয় তখন উচিত বেশী বেশী তার রহমত, দয়া, করুণা ও ক্ষমার আশা করা যাতে সে তাই প্রাপ্ত হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٢٥٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رض قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوْبٰى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهٗ وَحَسُنَ عَمَلُهٗ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

(رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، مشكوة صـ١١٩)

(২৫৭) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুছরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক বেদুঈন (গ্রাম্য ব্যক্তি) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে এসে জিজ্ঞাসা করল, সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? হুজুর বললেন, খুশী ঐ ব্যক্তির জন্যই যার হায়াত দীর্ঘ হয় এবং আমল নেক তথা ভাল হয়। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল কোন আমল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? (উত্তরে হুজুর) বললেন, তোমার এই অবস্থায় অন্তর্ধান (দুনিয়া ত্যাগ) করা যে, আল্লাহর যিকির ও স্মরণে তোমার জিহ্বা হবে সরস, ভিজা, আদ্র। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৯৮)

ব্যাখ্যাঃ জিহ্বা ভিজা হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিহ্বার সততা সঞ্চালন, আর বলা বাহুল্য যে, এই সঞ্চালন অর্জিত হয় সদা-সর্বদা যিকির আধিক্যের দ্বারা। হাদীসে একথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বেশী বেশী যিকির সর্বদা করা উচিত। এমনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যিকির করা বাঞ্ছনীয়, যাতে মৃত্যুর সময় জিহ্বা আল্লাহর স্মরণ থেকে খালি ও নিরস না হয় বরং আল্লাহ আল্লাহ করতেই মৃত্যু হয়। মূল কিতাব প্রণেতা হযরত মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহঃ)-এর মৃত্যু ঠিক এই অবস্থায় হয়েছিল। তাঁর যবান, শরীর ও ক্বলবের প্রতিটি স্থান থেকে আল্লাহ আল্লাহ জারী ছিল। ডাঃ গোলাম মোস্তফা চৌধুরী, ডাঃ প্রফেসর নূরুল ইসলাম এবং অন্যান্য মেডিকেল টীম সাক্ষ্য দেন যে, মৃত্যুর পূর্বে জনাব ফয়জুল্লাহ (রহঃ) সাহেবের শরীরের প্রতি লোম কুপ থেকে স্টেথিস্কোপে আল্লাহ আল্লাহ শব্দ শুনা যাচ্ছিল। (ফাতহুল মারাম)

(٢٥٨) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قَالُوْا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٩٨)

(২৫৮) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন জান্নাতের বাগিচার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হবে তখন তাতে চরবে। (অর্থাৎ তার ফল খাবে) সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন! জান্নাতের বাগিচা কি? উত্তরে তিনি বললেন, যিকিরের হালকা তথা মজলিস। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৯৮)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ হাদীসের তাৎপর্য হলো, যখন তোমরা যিকির বা আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের স্থান পৌঁছ তখন তোমরাও তাদের সঙ্গে দিয়ে যিকিরে মশগুল হয়ে যেও। যেহেতু মানুষ এই যিকিরের মাধ্যমেই জান্নাতের বাগিচায় যাবে তাই যিকিরের হালকাকে জান্নাতের বাগিচা বলা হয়েছে অত্র হাদীসে।

অথবা উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, যেরূপ জান্নাতে কোন বিপদাপদ নেই সেরূপ এ যিকিরের মজলিসও সমস্ত বিপদাপদ থেকে সংরক্ষিত। আল্লামা নববী বলেছেন, যিকির করা যেমন মুস্তাহাব অনুরূপভাবে যিকিরকারীদের সাথে বসাও মুস্তাহাব।

"فَارْتَعُوْا" অর্থাৎ খুব চর– এর দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেমন কোন প্রাণী যখন কোন সবুজ বাগিচায় যেয়ে খুব চরতে তথা খেতে লাগে তখন স্বাভাবিক কিংবা সামান্য তাড়ানোর দ্বারা সে নড়ে না বরং মালিক বা রাখালের মার খেতে থাকে তবুও ঐ ঘাস খাওয়া থেকে মুখ উঠায় না। তেমনি যিকিরকারীদেরও দুনিয়ার চিন্তা এবং কোন অন্তরায়ে এর থেকে বিমুখ তথা যিকির বন্ধ না করা উচিত।
(মাজাহের হক, ফাজায়েলে কুরআন)

(٢٥٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٩٩)

(২৫৯) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেলেন, শয়তান বনী আদমের অন্তরে জেঁকে ও চেঁপে বসে থাকে। অতঃপর যখন সে যিকির বা আল্লাহকে স্মরণ করে তখন শয়তান সরে যায়, ভেগে যায়। পক্ষান্তরে যখন সে গাফেল তথা যিকির বিহীন থাকে তখন শয়তান তার অন্তরে ওয়াসওয়াহ দেয় (অর্থাৎ বিভিন্ন ধোঁকা ও অশ্লীল চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক করে।) (বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৯৯)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, গাফলাতি-ই অছওয়াছার কারণ।

اَلتَّرْغِيْبُ اِلَى الدُّعَاءِ

দোয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ

(٢٦٠) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٩٤)

(২৬০) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া হল ইবাদতের মগজ ও নির্যাস।
(তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৯৪)

ব্যাখ্যাঃ ইবাদাতের সার ও তার মূল উদ্দেশ্য হলো "দোয়া" আর তা এজন্য যে, ইবাদাতের হাকীকত এবং নির্যাস হলো বিনয়াবনত হওয়া এবং নিজেকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করা আর তা একমাত্র দোয়াতেই বেশী অর্জিত হয়। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٢٦١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٩٤)

(২৬১) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (যিকির এবং ইবাদাত সমূহের মধ্যে) আল্লাহর নিকট দোয়া অপেক্ষা কোন জিনিসই অধিক ফযিলত ও সম্মানের নয়। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৯৪)

ব্যাখ্যাঃ একটি প্রশ্ন ও তার সমাধানঃ এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে,অত্র হাদীসে দোয়াকেই সর্বাপেক্ষা ফযিলত ও সম্মানের বিষয় বলা হয়েছে। অথচ আমরা অন্যান্য হাদীসের প্রতি তাকালে দেখতে পাই যে, সেখানে কোন কোন হাদীসে যিকির আযকারের ফযিলত বেশী বলে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি বলা হয়েছে যে, আল্লাহর যিকির যাকে দোয়া ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করে আল্লাহপাক তাকে ঐ দোয়াকারীদের প্রদত্ত বিষয়ের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিষয় দান করেন। এর উত্তর এই যে, যে যিকির-আযকার ও অজিফা কোন সময় ও অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট হিসেবে শরীয়তে প্রবর্তিত হয়েছে সে সময় সেই অবস্থায় ঐ যিকির ও অজিফায় লিপ্ত হবে প্রচলিত দোয়া থেকে উত্তম। পক্ষান্তরে যেখানে কোন নির্দিষ্ট যিকির ও অজিফা নেই সেখানে দোয়া করাই হবে উত্তম। কেননা এতে বান্দার বান্দা হওয়ার বিষয়টা প্রকাশিত হয় বেশী। (ফাতহুল মারাম)

(٢٦٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ مِشْكٰوة صـ١٩٥)

(২৬২) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুআ ঐ জিনিস (বিপদ) থেকেও উপকার করে যা নাজিল হয়নি। সুতরাং বান্দাগণ, তোমাদের উপর দোয়া করা জরুরী। (অর্থাৎ বেশী বেশী দুআ করবে।) (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৯৫)

ব্যাখ্যাঃ যে বিপদ এসে গেছে দুআ তার জন্যও উপকারী হওয়ার অর্থ হলো, এই বিপদের যে মুছিবত বা কষ্ট রয়েছে তাতে আল্লাহ দোয়ার কারণে ধৈর্য দান করবেন। ফলে বিপদ তার কাছে লঘু বিবেচ্য হবে। আর অনাগত বিপদে উপকারের অর্থ হলো আল্লাহপাক দোয়ার উছিলায় বিপদকে স্থগিত করে দেন। আর যদি অবতীর্ণ হয়ও তবে তা আছান ও ক্লেশহীনে পরিণত করে দেন। (ফাতহুল মারাম)

(٢٦٣) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ اِلَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ مَاسَاَلَ اَوْكَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٩٥)

(২৬৩) অর্থঃ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন দোয়া করে নিশ্চয়

http://kitabbhubon.com

আল্লাহ তাকে সে যা চায় তা দেন অথবা তার অনুরূপ কোন বিপদকে তার থেকে দূরে রাখেন যতক্ষণ না সে দোয়া করে কোন গুনাহ ও অসৎ কাজের অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের। (তিরমিযী, মিশকাত ১৯৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ কোন বান্দা কি কি নিয়ামত প্রাপ্ত হবে তার সবই লেখা আছে আলমে আযালে। এখন কোন ব্যক্তি যদি কোন উদ্দেশ্যে দোয়া করে আর তা যদি তার জন্য নির্ধারিত থেকে থাকে তাহলে সে তা দোয়া করলে অবশ্যই পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে ভাগ্যে নেই তথাপি তার জন্য যদি কেউ দোয়া করে তাহলে সে তা তো পায় না ঠিকই কিন্তু এই দোয়ার কারণে তার বিপদ-আপদ হ্রাস পায়। আল্লাহপাক তাকে অন্যান্য মুছিবত থেকে হেফাজত করেন।

(٢٦٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّسْئَلَ وَاَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ .

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٩٥)

(২৬৪) অর্থঃ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট তোমরা তাঁর অনুগ্রহ চাও। কেননা তিনি তাঁর কাছে কোন কিছু চাওয়াকে ভালবাসেন। আর সর্বোত্তম ইবাদাত হলো প্রশস্ততা (অর্থাৎ বিপদ মুক্তির) অপেক্ষা করা। (তিরমিযী, মিশকাত- ১৯৫)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে প্রশস্ততা, বিপদ দূরীভূত হওয়াকে শ্রেষ্ঠ ইবাদাতের অন্তর্গত এজন্য করা হয়েছে যে, এতে বিপদাপদে যে ধৈর্য ধারণ করতে হয়, তা তাকদীরকে শিরোধার্য মনে করার নামান্তর। আর বিপদকে শিরোধার্য তথা তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারা খুবই বড় কথা। (ফাতহুল মারাম)

(٢٦٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِى الرَّخَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٩٥)

(২৬৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এটা ভালবাসে ও পছন্দ করে যে, দুঃখ-কষ্টের সময় আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন, তবে তার উচিত সুখের সময় (অর্থাৎ সুস্থতা ও বিশ্রামের অবস্থায়) যেন সে বেশী বেশী দোয়া করে। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৯৫)

ব্যাখ্যাঃ বর্ণিত আছে যে, কৃতজ্ঞশীল ও বিচক্ষণ মুমিনের অভ্যাস হলো, তীর চালনায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তীরে (ধনুকে) বর্শা সংস্থাপিত করে সদা প্রস্তুত থাকা এবং বালা-মুছিবত আসার পূর্বেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। (ফাতহুল মারাম)

(٢٦٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فُتِحَ لَهٗ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللّٰهَ شَيْئًا يَعْنِىْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُّسْئَلَ الْعَافِيَةَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٩٥)

http://kitabbhubon.com

(২৬৬) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির জন্য দোয়ার দরজা খোলা হয়েছে (অর্থাৎ যাকে বেশী বেশী দোয়া করার তাওফীক দেয়া হয়েছে।) তার জন্য রহমতের দরজাই খোলা হয়েছে (অর্থাৎ হয়ত তার আশা পূরণ হবেই নতুবা তার বিপদ তিরোহিত হবেই)। আল্লাহর নিকট কুশল কামনা তথা নিরাপত্তা অপেক্ষা প্রিয়তর কোন জিনিসই চাওয়া হয় না। (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করাকে তিনি যে পরিমাণ ভালবাসেন অন্য কিছুকেই এত ভালবাসেন না।) (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৯৫)

ব্যাখ্যাঃ عَافِيَة এর অর্থ ও উদ্দেশ্য ঃ عَافِيَة অর্থ নিরাপত্তা। অর্থাৎ সমস্ত বিপদাপদ, অসুস্থতা, বালা-মুছিবত এবং দুনিয়া আখেরাতের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত অপছন্দনীয় ও বর্জিত বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপত্তা। সুতরাং এতে দুনিয়া আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন যে, عَافِيَة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বীন সম্বন্ধীয় বালা-মুছিবাত থেকে নিরাপত্তা। চাই তার সাথে দুনিয়াবী নিরাপত্তা থাকুক বা না থাকুক। আর এখানে عَافِيَة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো (১) প্রয়োজন পরিমাণ রুযী হওয়া, (২) শরীরে ইবাদাতের জন্য শক্তি হওয়া, (৩) ইলমী এবং আমলের দিক দিয়ে দ্বীনী কাজে মশগুল হওয়া, (৪) অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় ও কাজকে তরক করা নসীব হওয়া ইত্যাদি। (ফাতহুল মারাম)

(٢٦٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رِحْمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرَيُسْتَجَابُ لِىْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَالِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٩٤)

(২৬৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দার দুআ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে গুনাহের কাজের অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের দুআ করে এবং যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তাড়াতাড়ি কি? তিনি বললেন, এইরূপ বলা– আমি দোয়া করেছি, আমি দোয়া করেছি; কই আমার দোয়া তো কবুল হতে দেখলাম না! অতঃপর সে অবসাদগ্রস্থ ও নিরাশ হয়ে পড়ে এবং দুআ ছেড়ে দেয়। (মুসলিম, মিশকাত ১৯৪ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ দুআ কবুলের বিভিন্নতা এবং তা বিলম্বিত হওয়ার কারণঃ মাকবুল তথা দুআ কবুল হওয়ার ছুরাত ও অবস্থা বিভিন্ন প্রকার। উলামাগণ ৫টি নির্ণয় করেছে। যথা– (১) মূল চাহিদাগত বিষয় চাওয়াকালীনই অর্জিত হওয়া, (২) মূল চাহিদা চাওয়ার সময় ব্যতীত অন্য সময় অর্জিত হওয়া, (৩) বাঞ্ছিত বিষয়ের পরিবর্তে ঐ পরিমাণ বিপদ তার থেকে দূরীভূত হওয়া, (৪) বাঞ্ছিত বিষয় অপেক্ষা অন্য ভাল বিষয় অর্জিত হওয়া (৫) দোয়া কবুল হবে কিন্তু তা দুনিয়াতে না দিয়ে আখেরাতের জন্য জমা রাখা। আর দোয়া কবূল বিলম্বিত হওয়ার কারণ তিনটি– (১) হয়ত এ জন্য যে, প্রত্যেক বিষয়

http://kitabbhubon.com

সম্পাদিত হওয়ার যে সময় নির্দিষ্ট আছে আযলে সে সময় না হওয়া (২) অথবা তার দুআ কবুল হওয়া আযলে নির্ধারিত নেই (৩) অথবা যাতে সে বিষয়টি বার বার চাইতে থাকে, যার ফলে সে বেশী বেশী দোয়ায় মনসংযোগ স্থাপন করে। আর যারা এরূপ করেন আল্লাহ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। (ফাতহুল মারাম)

(٢٦٨) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهٖ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِاَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهٖ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٩٤)

(২৬৮) অর্থঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অলক্ষ্যে (অনুপস্থিতে) যে দুআ করে তা কবুল করা হয়। তাঁর (দুআকারীর) শিয়রে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন, যখন সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দুআ করে, নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন, আমীন। (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তার দুআ কবুল কর) এবং তোমার জন্যও ঐরূপ হোক। (মুসলিম, মিশকাত-১৯৪)

ব্যাখ্যাঃ অপর আরেক হাদীসে জলদি যে সমস্ত দোয়া কবুলের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে এক হলো ঐ ব্যক্তির দোয়া যে অন্য মুসলমানের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দুয়া করে। এইজন্য বুযুর্গদের আমল ছিল যখন তারা কোন দোয়ার ইচ্ছা করতেন তখন অন্য মুসলমানদের জন্য আগে দুআ করতেন। অবশ্য দোয়ার আদব হলো প্রথমে নিজের জন্য দুআ করা অতঃপর অন্যের জন্য। অনুরূপভাবে এ হুকুমটা ঐ ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হবে যে অপর ভাইয়ের উপস্থিতিতেই তার জন্য দুআ করে। তবে জোরে জোরে নয় বরং আস্তে এবং অন্তরে। (ফাতহুল মারাম)

فَضْلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْلِيْمًا

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণের ফযীলত

(٢٦٩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، مِشْكٰوة صـ٨٦)

(২৬৯) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহপাক তার উপর দশবার রহমত নাজিল করবেন। এতদ্ব্যতীত তার দশটি গোনাহ মাফ করা হবে এবং দশটি দরজা বুলন্দ অর্থাৎ মর্তবা বাড়িয়ে দেয়া হবে। (নাসায়ী, মিশকাত ৮৬ পৃষ্ঠা)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ যখন সমস্ত জগতের জন্য আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে একটি মাত্র দুরূদ ও রহমত যথেষ্ট তখন প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক দুরূদের প্রতিদানে দশবার দুরূদ ও রহমত নাজিল যে কত বড় সৌভাগ্যের এবং খুশির খবর তা বর্ণনা করা সত্যই অসম্ভব। তারগীবের এক বর্ণনায় আছে যে, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মুবারকে মহাখুশির এক উজ্জ্বল আভা চমকাচ্ছিল এবং খুশির বিচ্ছুরণ খুবই অনুভূত হচ্ছিল। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনার চেহারায় যত খুশি দেখেছি ইতিপূর্বে তো এমনটি কখনো দেখিনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন! আমি কেন খুশি হবো না! অথচ এই এখনই হযরত জিব্রাইল (আঃ) আমার কাছে এসে বলে গেলেন যে, আপনার উম্মতের মধ্য হতে যে ব্যক্তি একবারও দুরূদ পড়বে আল্লাহপাক তার বিনিময়ে তার আমলনামায় দশটি নেকী লিখবেন, দশটি গোনাহ মাফ করবেন এবং দশটি দরজা বুলন্দ করবেন। (ফাতহুল মারাম)

(٢٧٠) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلٰوةً (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٨٦)

(২৭০) অর্থঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতে আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে যে আমার উপর অধিক দুরূদ পাঠ করবে। (তিরমিযী, মিশকাত- ৮৬)

ব্যাখ্যাঃ অধিক দুরূদ পাঠকারী কারা? ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাঁর صَحِيْح গ্রন্থে এ হাদীস উল্লেখ পূর্বক বলেন, অত্র হাদীস এ কথার উপর স্পষ্ট প্রমাণ যে, কেয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচে নিকটবর্তী লোক হবেন মুহাদ্দিসীনে কেরাম। কেননা তারাই সবচে বেশী দুরূদ পাঠকারী। তবে এখানে মুহাদ্দিসীনের দ্বারা উদ্দেশ্য আইম্মায়ে হাদীস নয়। বরং ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা হাদীসের কিতাবাদি পড়েন অথবা পড়ান। চাই তা আরবীতে হোক কিংবা উর্দূতে।

زَادُ السَّعِيْدِ গ্রন্থে তিবরানী (রহঃ) থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদীস নকল করা হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি কোন কিতাবে অর্থাৎ লিখে দুরূদ পাঠায়, ফেরেশতা তার প্রতি সর্বদা দুরূদ পাঠাতে থাকবে, যতদিন আমার নাম ঐ কিতাবে থাকবে। ইমাম মুস্তগফিরী (রহঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদ নকল করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশতবার আমার উপর দুরূদ পাঠায় তার একশত প্রয়োজন পূরণ করা হয়। তন্মধ্যে ত্রিশটি দুনিয়ার প্রয়োজন আর বাকী সত্তরটি আখেরাতের। (ফাতহুল মারাম)

(٢٧١) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِى السَّلَامَ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ٨٦)

(২৭১) অর্থঃ সেই হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কতেক ফেরেস্তা রয়েছেন, যারা পৃথিবীতে ভ্রমন করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছান। (নাসায়ী, দারেমী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৮৬)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ এটা ঐ সমস্ত লোকদের সাথে খাছ যারা রওজা মুবারক থেকে দূরে অবস্থান করেন। কেননা যারা রওজা মুবারকের পাশে উপস্থিত হয়ে সালাম পাঠায় তাদের সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মাধ্যম ছাড়াই শুনেন এবং সর্বাবস্থায় সালামের জওয়াব দেন। 'তারগীব' নামক গ্রন্থে হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই উক্তি নকল করা হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহপাক আমার কবরের নিকট একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন যাকে সমস্ত সৃষ্টিজীবের কথাবার্তা শোনার শক্তি দিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং যে কেহ আমার উপর কিয়ামত পর্যন্ত দুরূদ পাঠ করতে থাকবে সেই ফেরেশতা তার এবং তার পিতার নাম লিপিবদ্ধ করে দুরূদ পৌছায় যে, অমুকের পুত্র অমুক আপনার উপর দুরূদ পাঠিয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٢٧٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهٗ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ نَائِبًا اُبْلِغْتُهٗ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٨٧)

(২৭২) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট এসে আমর উপর দুরূদ পড়ে আমি তা নিজেই শুনি। আর যে দূর থেকে আমার উপর দুরূদ পাঠায় তা আমাকে পৌছে দেয়া হয়। (বায়হাকী, মিশকাত ৮৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন যে, এর মধ্যে কোনই সন্দেহ নেই যে, রওজা মুবারকের কাছ থেকে দুরূদ পড়া দূর থেকে পড়া অপেক্ষা অধিক উত্তম। কেননা নিকটে হওয়ার দ্বারা যে খুশু-খুজু এবং যে একাগ্রতা অর্জিত হয় তা দূর থেকে হয় না। (ফাতহুল মারাম)

(٢٧٣) عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِىْ فَقَالَ مَاشِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعُ قَالَ مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ اَلنِّصْفُ قَالَ مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ الثُّلُثَيْنِ قَالَ مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اَجْعَلُ لَكَ صَلٰوتِىْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مشكوة صـ٨٦)

(২৭৩) অর্থঃ হযরত উবাই বিন কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার উপর বহুত দুরূদ পাঠ করতে চাই। এর কত পরিমাণ আপনার জন্য নির্দিষ্ট করব? তিনি বললেনঃ যে পরিমাণ তুমি চাও। আমি বললাম চার ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন তুমি যা চাও। তবে আরো বেশী করলে তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? হুজুর বললেন তুমি যা পছন্দ কর। তবে আরো বেশী করলে তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। আমি বললাম তাহলে কি তিন ভাগের দুই ভাগ? রাসূল বললেন, যা তুমি পছন্দ কর তবে যদি এর চেয়ে অধিক

http://kitabbhubon.com

কর তা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। আমি বললাম তাহলে সম্পূর্ণই আপনার জন্য নির্দিষ্ট করব? হুজুর বললেন তবে এখন তোমার মাকছুদ (উদ্দেশ্য) পূর্ণ হবে এবং তোমার গোনাহ মাফ করা হবে। (তিরমিযী, মিশকাত ৮৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত হাদীসে দুরূদের সীমাহীন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

(٢٧٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَايُصْعَدُ مِنْهَا شَيْئٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ عَلٰى نَبِيِّكَ ـ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص٨٧)

(২৭৪) অর্থঃ হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুআ আমান ও জমিনের মধ্যে (শূন্যে) অবস্থান করতে থাকে, যতক্ষণ না তোমার নবীর উপর দুরূদ পাঠ না কর তা উপরে চড়ে না অর্থাৎ উঠে না। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৮৭)

ব্যাখ্যাঃ দুরূদ সর্বাবস্থায় মাকবুল, এখন দুআকে তার উপর মাউকুফ রাখা হয়েছে এজন্য যাতে দুরূদের উসিলায় দুআটাও কবুল হয়ে যায়। হিসনে হাসীন গ্রন্থে আছে যে, শায়েখ আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেছেন, যখন তুমি আল্লাহর নিকট কোন প্রার্থনা করতে চাও তৎপূর্বে দুরূদ পড়ে তবেই যা ইচ্ছা দোয়া কর, এরপর দুরূদের মাধ্যমেই দুআ শেষ কর। কেননা নিঃসন্দেহে আল্লাহপাক দুই পার্শ্বস্থ দুরূদ অবশ্যই কবুল করবেন। আর যখন দুই পাশের কথা কবুল করবেন তখন আশা করা যায় যে, মধ্যের অংশও তিনি কবুল করবেন। (মিরকাত, মাজাহেরে হক)

(٢٧٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُّغْفَرَلَهُ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ اَدْرَكَ عِنْدَهُ اَبَوَاهُ الْكِبَرَ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص٨٠)

(২৭৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যার কাছে আমার নাম নেয়া হয় অথচ সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে না। ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যার কাছে রমযান মাস এসে তার গুনাহ মাফের পূর্বেই চলে যায় আর ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যার নিকট তার মা-বাবা উভয় অথবা তাদের কোন একজন বার্ধক্যে উপণীত হয় অথচ তারা তাকে বেহেস্তে পৌছায় না। অর্থাৎ তাদের খেদমত দ্বারা সে নিজে বেহেশত লাভের উপযোগী হয় না।

(তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা– ৮০)

ব্যাখ্যাঃ এই বিষয়বস্তুর একটি হাদীস যা মিম্বার ওয়ালা হাদীস নামে প্রসিদ্ধ। হযরত কাব বিন আজরা (রাঃ) বলেন, যে একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা মিম্বরের নিকটবর্তী হও। আমরা হলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

http://kitabbhubon.com

ওয়াসাল্লাম ৩টা সিড়িতে পা রেখে তিনবার আমীন বললেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, রমযান পেয়ে, দুরূদ পড়ে, মা-বাপের খিদমত করে যে নিজের ক্ষমা অর্জন না করল সে ধ্বংস হোক এর জবাবে আম আমীন বলেছি।

(٢٧٦) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص٨٧)

(২৭৬) অর্থঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বখিল বা কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার নিকট আমার নাম উচ্চারণ করা হয় অথচ সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে না।

(তিরমিযী, মিশকাত ৮৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ এ ধরনের ব্যক্তিই হলো সবচে বড় কৃপণ যারা হুজুরের নাম শুনে একটু দুরূদ পড়বে। কিন্তু চরম অলসতা ও নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তা থেকে বিরত থাকে। দুরূদ সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা- হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) زَادُ السَّعِيْد গ্রন্থে লেখেন যে, (১) যেহেতু কুরআনে হুজুরের প্রতি দুরূদপাঠ করার জন্য صَلُّوا আদেশমূলক শব্দ এসেছে তাই প্রত্যেক মুসলমানের সারা জীবনে একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা ফরজ। (২) যদি একই মজলিসে কয়েকবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উচ্চারণ করা হয়, তাহলে ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ)-এর মাযহাব হলো প্রত্যেকবার রাসূলের নাম উচ্চারণকারী এবং তা শ্রবণকারীর উপর দুরূদ পড়া (অর্থাৎ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়া) ওয়াজিব। তবে এ কথার উপর ফতওয়া নয়। প্রকৃত মাসআলা হলো, মাত্র একবার দুরূদ পড়া ওয়াজিব। এরপর যতবারই নাম নেয়া হোক তখন প্রতিবারই দুরূদ পড়া মুস্তাহাব হবে। (৩) যখন জুম্মার খুতবায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুবারক আসে অথবা খতীব (খুতবা দাতা) এই আয়াত- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا পড়বে তখন অন্তরে আস্তে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম তথা দুরূদ পড়তে হবে। (৪) দুররে মুখতার গ্রন্থে আছে যে, দুরূদ শরীফ পড়ার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়ান এবং খুব উচ্চ আওয়াজ করা সম্পূর্ণ অনুচিত এবং তা মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক (বরং অত্যন্ত ভক্তি সহকারে অনুচ্চ কণ্ঠে দরূদ পড়তে হবে।) (ফাতহুল মারাম)

اَلْاِسْتِغْفَارُ

ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ কোন অন্যায় বা গুনার কাজ করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে বা পরবর্তীতে তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাকেই সাধারণত ইস্তেগফার বলে। আর ইস্তেগফারের অর্থও হলো ক্ষমা চাওয়া। তওবা এবং ইস্তেগফার প্রায় একই তবে প্রভেদ যা তা হলো ইস্তেগফার বলে জবান বা মুখ দ্বারা ক্ষমা চাওয়াকে আর তওবা হলো অন্তর দিয়ে ক্ষমা চাওয়া। তওবা এবং ইস্তেগফার সম্বন্ধে কুরআনে

http://kitabbhubon.com

স্পষ্ট এ নির্দেশ এসেছে ইরশাদ হয়েছে- وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا অর্থাৎ আর তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ প্রত্যাবর্তন কর। তওবা বা ইস্তেগফারের শর্ত চারটি। যথা (১) একমাত্র আল্লাহর শাস্তির ভয় এবং তাঁর আদেশ পালনের নিমিত্তে হওয়া, (২) অতীত গুনাহের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া, (৩) ভবিষ্যতে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত প্রকার গুনাহ তরক করা ও (৪) এবং এই তরক তথা বর্জনের উপর দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ। তওবার রোকন চারটি। (১) লজ্জিত হওয়া, (২) তৎক্ষণাৎ ফিরে আসা, (৩) ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ ও (৪) সমস্ত হক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) এবং হক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) পূর্ণরূপে আদায় করা।

সগীরা গুনাহ (ছোট গুনাহ) করলে তওবার প্রয়োজন হয়না। কবীরা গুনাহ (বড় গুনাহ) করার দ্বারা তওবা ও ইস্তেগফারের প্রয়োজন হয়। তবে ছগীরা গুনাহ বার বার করতে থাকলে তা কবীরা গুনাহতে পরিণত হয়ে যায়। তওবা ও ইস্তেগফারের নিয়ম হলো গোছল বা ওযু করে পবিত্র কাপড় পরিধান করতঃ অত্যন্ত খুশু-খুজু এবং একাগ্রতার সাথে দু'রাকাত নফল নামায পড়া। এরপর নিজেকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করে নিজে নিজেকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা। অতীত গুনাহ স্মরণ করে আল্লাহর আযাবের ভয় করা এবং মুখে অন্তরে তওবা ও ইস্তেগফার করা। (ফাতহুল মারাম)

(٢٧٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ. مِشْكٰوة صـ٢٤)

(২৭৭) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সর্বদা ক্ষমা চায় আল্লাহপাক তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হতে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযিক দেন এমন স্থান হতে যেখানকার কথা সে ধারণাও করেনি। (আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত- ২০৪ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত এই ফযীলত এজন্য যে, যে ব্যক্তি ইস্তিগফারকে অপরিহার্য করে নেয়, অন্তরের সম্পর্ক ও ভরসা আল্লাহর উপরই হয় এবং তার পাপ মাফ করে দেয়া হয়। যার কারণে সে ব্যক্তি মুত্তাকী ও মুতাওয়াক্কিলদের দলভুক্ত হয়ে যায়। মুত্তাকীদের কুরআনে ঐ প্রকারের ওয়াদা করা হয়েছে।

(٢٧٨) عَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَ لَهٗ وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مشكوة ٢٠٥)

(২৭৮) অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম যায়েদের পুত্র ইয়াছার, তার পুত্র বেলাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

http://kitabbhubon.com

আমাকে আমার পিতা আমার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আমার দাদা যায়েদ) রসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি পড়ে– اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব– চির শ্বাশত এবং তার নিকটই তওবা করছি। আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের কাতার (অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দান) হতে পলায়ন করে।

(তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২০৫)

ব্যাখ্যাঃ ইস্তেগফার করলে তা প্রকৃতার্থে এবং খালেস অন্তরে করা উচিত। কেননা গুনাহে অটল থেকে তওবা করা অর্থ আল্লাহপাকের সাথে ঠাট্টা করা (নাউযুবিল্লাহ) আর তার পরিণতি যে কত ভয়ংকর ও কঠিন তা বলারও অবকাশ রাখে না। (ফাতহুল মারাম)

(٢٧٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِىْ قَلْبِهٖ فَاِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ قَلْبُهٗ وَاِنْ زَادَ زَادَتْ حَتّٰى تَعْلُوَا قَلْبَهٗ فَذَالِكُمُ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

(২৭৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন যখন কোন গুনাহ করে তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। অতঃপর যদি সে তওবা করে ও ক্ষমা চায়, তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি সে গোনাহ বেশী করে দাগও বেশী বেশী পড়তে থাকে। এমনকি তা তার অন্তরকে গ্রাস করে নেয়। আর এটাই হলো সেই মরিচা বা জং যার কথা আল্লাহপাক উল্লেখ করেছেন–

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

অর্থাৎ কখনই নয় (তাদের মিথ্যা প্রতিপন্নের মূল কারণ হলো) তাদের অন্তরে নিজেদের (বদ) কৃতকর্মের কারণে জং পড়েছে।

(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২০৪)

ব্যাখ্যাঃ "নুকতাতুন" সাওদাউ অর্থাৎ দাগ পয়দা হয়। كَانَتْ শব্দ تَامَّة নুকতা অর্থ– নিদর্শন, চিহ্ন। অন্য নুছখায় আছে نُكْتَةً নছবের সাথে, তখন এর সর্বনাম প্রত্যাবর্তন কর سَيِّئَة এর দিকে, اَذْنَبَ যার উপর দলীল বহন করে। (মিরকাত)

(٢٨٠) عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ اَمَانَيْنِ لِاُمَّتِىْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ فَاِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيْهِمُ الْاِسْتِغْفَارَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ جـ٢ صـ١٣٤)

http://kitabbhubon.com

(২৮০) অর্থঃ হযরত আবু বুরদা তার পিতা আবু মুছা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আবু মুসা) বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আমার উপর আমার উম্মতের জন্য দুটি নিরাপত্তা অবতীর্ণ করেছেন। (এক আমার অবস্থান ও দুই ইস্তিগফার যা সূরা আনফালের এ আয়াতে বর্ণিত)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মধ্যে আছেন। আর তাদের ইস্তেগফার করা অবস্থায়ও তাদের শাস্তি দিবেন না যখন আমি প্রস্থান করব অর্থাৎ চলে যাব, ছেড়ে যাব তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত (আমান তথা নিরাপত্তা হিসেবে শুধুমাত্র) ইস্তেগফারকে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড-১৩১)

ব্যাখ্যাঃ আমাদের নিরাপত্তার প্রথম মাধ্যম অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়াতে বিদ্যমান হওয়া যদিও আজ অনুপস্থিত। কিন্তু হুজুরের রেখে যাওয়া তরীকা তথা সুন্নত এখনও উম্মতের নিরাপত্তা ও মুক্তির জন্য বিদ্যমান রয়েছে। আর এটা স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিত থাকার ন্যায়। এজন্যই ইমাম কাজী ইয়াজ (রহঃ) "শেফা" নামক গ্রন্থে কতিপয় সালফে সালেহীনের এই কওল নকল করেছেন যে- اَلرَّسُوْلُ هُوَ الْاَمَانُ الْاَعْظَمُ مَاعَاشَ فِيْكُمْ فَمَا دَامَتْ سُنَّتُهٗ فِيْكُمْ فَهُوَ بَاقٍ وَاِذَا اُمِيْتَتْ سُنَّتُهٗ فَانْتَظِرُوْا الْبَلَا يَا وَالْفِتَنَ অর্থাৎ যতদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন তোমাদের সবচে বড় নিরাপত্তা। সুতরাং যতদিন তার সুন্নাত বিদ্যমান থাকবে ততদিন যেন স্বয়ং তিনিই বিদ্যমান। (ফলে তখনও তোমাদের নিরাপত্তা থাকবে)। আর যখন তার সুন্নাতও উঠে যাবে, মিটে যাবে, তখন (নিরাপত্তা উঠে গেছে তথা নেই বিধায়) তোমরা বিভিন্ন প্রকার বালা-মুছিবত এবং নিত্য-নতুন ফেৎনা-বিপর্যয়ের অপেক্ষা করতে থাকবে। (ফাতহুল মারাম)

التوبة
তাওবা

(٢٨١) عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّيْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٠٣)

(২৮১) অর্থঃ হযরত আগাররুল মুজানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মানব সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর। নিশ্চয় আমি দৈনিক একশতবার তার নিকট তওবা করি। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ২০৩)

ব্যাখ্যাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তওবা করার অর্থ হল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা এ আকাংখা রাখতেন যে তাঁর পবিত্র অন্তর সদা আল্লাহর দরবারে হাজির থাকে। আল্লাহর দরবার হতে গাফিল না হয় অন্যদিকে। সুতরাং মুবাহ জিনিসে আত্মনিয়োগ করা- যেমন পানাহার, বিবি সঙ্গম ইত্যাদির দিকে মনোনিবেশকে নিজের পক্ষ হতে গাফলাত মনে করে তওবা ও ইস্তেগফার করতেন।

http://kitabbhubon.com

(٢٨٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اِعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، مِشْكٰوة ص٢٠٣)

(২৮২) অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন বান্দা গুনাহ (অর্থাৎ সে গুনাহগার একথা) স্বীকার করে তওবা করে, আল্লাহপাক তার তওবা কবুল করেন।

(মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ২০৩)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহপাক তার তওবা কবুল করেন– এর অর্থ তার অপরাধকে ক্ষমা করে তিনি তার প্রতি দয়াপরবশ হন।

(٢٨٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص٢٠٦)

(২৮৩) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গুনাহ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার কোনই গুনাহ নেই। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– ২০৬)

ব্যাখ্যাঃ তওবা যদি শর্ত মুতাবেক হয় তাহলে তা কবুল হওয়ার মধ্যে কোনই সন্দেহ নেই। আর তওবা ব্যতীত শুধু ইস্তেগফার পড়ায় কখনও মাফ হয়, কখনও বা হয় না। তবে সর্বাবস্থায় সওয়াব হয়। অর্থাৎ সওয়াব থেকে খালী হয় না। (ফাতহুল মারাম)

(٢٨٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهٗ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ إِلَى الْاَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص٢٠٦)

(২৮৪) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় কবরে মৃত ব্যক্তি হল সাহায্যপ্রার্থী পানিতে ডুবন্ত প্রায় ব্যক্তির ন্যায়। সে (মৃত ব্যক্তি) তার বাপ, মা, ভাই-বন্ধুর দোয়া পৌছার অপেক্ষা করতে থাকে। যখন তার নিকট তা পৌছে, তখন তা তার কাছে সমগ্র দুনিয়া ও তন্মধ্যে যা কিছু আছে তদাপেক্ষা বেশী প্রিয় প্রতিপন্ন হয় এবং আল্লাহপাক কবরবাসীদিগকে জমিনবাসীদের দোয়ার কারণে পর্বত সমতুল্য দোয়া পৌছান। আর জিন্দাদের পক্ষ হতে মুর্দাদের জন্য হাদিয়া (উপঢৌকন) হলো তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া (আল্লাহর দরবারে)।

(বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২০৬)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ রসুলের কথা مِنْ اَبٍ وَّاُمٍّ যাদের থেকে সাহায্য আশা করা যায়তাদের কতিপয়কে খাছ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হুকুম হল ব্যাপক। যেমনটি হাদীসের শেষের দিকে বলা হয়েছে وَلَدٌ (সন্তান) কে উল্লেখ করা হয়নি, কেননা সন্তানাদি তো উপকার ও দোয়া করবেই। (লুমআত)

(٢٨٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ هُوَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنّٰى لِىْ هٰذِهٖ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٦-٢٠٥)

(২৮৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহপাক নেক বান্দাদেরকে জান্নাতে মর্যাদা বুলন্দ করলে সে বলবে, এই মর্যাদা আমার কোথা থেকে এলো? তখন আল্লাহপাক বলবেন, (ইহা) তোমার সন্তানের (তোমার জন্য) ক্ষমা চাওয়ার কারণে। (আহমাদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২০৫-৬)

ব্যাখ্যাঃ মানুষের জন্য সবচে বড় সদকায়ে জারিয়া হলো তার নেক ও সৎ সন্তান। কেননা কেয়ামত পর্যন্ত তার সন্তানদের ধারাবাহিকতায় যত নেকী ও সওয়াব সংঘটিত হবে, তার বরকত সেও পেতে থাকবে। (ফাতহুল মারাম)

(٢٨٦) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٢٠٤)

(২৮৬) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী আর উত্তম অপরাধী তারাই যারা তওবা করে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ২০৪ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে প্রত্যেক বনী আদমের অপরাধী হওয়ার কথা বলার দ্বারা যদিও বাহ্যত বুঝায় যে, কেউই এ অবস্থান মুক্ত নয়। কিন্তু ব্যাপারটি এরূপ নয়। এর থেকে আম্বিয়া (আঃ)গণ সম্পূর্ণ মুক্ত, রক্ষিত ও নিরাপদ। কেননা তারা সবাই নিঃকলুষ ও মাছুম। (ফাতহুল মারাম)

(٢٨٧) عَنْ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٢٠٤)

(২৮৭) অর্থঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে বাস্তবে পুনঃ পুনঃ অপরাধ করেনি যে ক্ষমা চেয়েছে যদিও সে দৈনিক সত্তর বার উহা (অপরাধ) করে থাকে। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২০৪)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ اِصْرَار (ইছরার) অর্থ বার বার করা। ছগীরা গুনাহ বার বার করার দ্বারা কবীরা গুনাহ হয়ে যায়। আর কবীরা গুনাহ বার বার করার দ্বারা তা কুফরে উপণীত হয়। সুতরাং গুনাহ ছোট হোক বড় হোক তা বার বার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কোন গুনাহকেই ছোট মনে করা যাবে না, বরং গুনাহ মাত্রই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। (ফাতহুল মারাম)

صَلٰوةُ التَّوْبَةِ

ছালাতুত তাওবা বা তাওবার নামায

(٢٨٨) عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَ لَهٗ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، جـ٢ صـ١٢٥)

(২৮৮) অর্থঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করে সেখান থেকে উঠে ভালভাবে পাক পবিত্র হয়, অতঃপর নামায পড়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ তাকে নিশ্চয় ক্ষমা করে দেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেনঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ

শেষ পর্যন্ত। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ মূলত আয়াতটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বক্তব্যের সমর্থনে তেলাওয়াত করেছেন। পূর্ণ আয়াতটি এরূপ–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ (আগে থেকে মুত্তাকীদের গুণ বর্ণনা বলে আসছে) তারাই ঐ সকল লোক যখন তারা কোন অন্যায় কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের উপর অবিচার করে তখনই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এরপর নিজেদের পাপরাশির ক্ষমা চায়। কে আছে আল্লাহ ব্যতীত পাপরাশি ক্ষমা করবে? আর তারা একবার যা করে ফেলেছে তা জেনে শুনে বারবার করে না। (আলে ইমরান)

http://kitabbhubon.com

نَبْذَةٌ مِّنْ شَمَائِلِ النَّبِيِّ وَاَخْلَاقِهٖ وَاَحْوَالِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অত্যুত্তম অভ্যাস উৎকৃষ্ট চরিত্র মাধুর্য্য এবং উন্নততর বিভিন্ন অবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ

(٢٨٩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلَا بِالْاٰدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِىْ رَأْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ وَفِىْ رِوَايَةٍ يَصِفُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ اَزْهَرَ اللَّوْنِ وَقَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ بَيْنَ اُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهٖ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٥١٦)

(২৮৯) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ লম্বাও ছিলেন না আবার বেশী খাটও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না আবার শ্যাম বর্ণ (গমের রং)ও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল বেশী কুঁকড়ান ছিলনা আবার একেবারে সোজাও ছিলনা। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দান করেছেন। অতঃপর তিনি মক্কায় দশ বৎসর এবং মদীনায় দশ বৎসর অবস্থান করেছেন। আর আল্লাহ তাঁকে ষাট বছর বয়সে ওফাত (মৃত্যু) দান করেন। অথচ তখন তাঁর মাথার চুল ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি। অপর এক বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকৃতির বর্ণনায় বলেছেন, তিনি লোকদের মাঝে মধ্যম (গঠন ও গড়নের) ছিলেন। লম্বাও ছিলেন না আবার খাটও ছিলেন না। তার শরীরের রং ছিল উজ্জল। হযরত আনাস আর বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার চুল উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌছত। আরেক বর্ণনায় আছে, কেশ রাজী উভয় কানের এবং কাঁধের মাঝমাঝিতে ছিল।

(মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, মিশকাত ৫১৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে হুজুরের দশ বছর মক্কায় থাকার কথা বর্ণিত হলেও অন্যান্য বর্ণনায় তের বছরের কথা বলা হয়েছে। এ ভিন্নতার কারণ সম্বন্ধে উলামাগণ বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত পান। কিন্তু রিসালাত পান এর তিন বছর পর যেয়ে। অত্র হাদীসে রিসালাতের পরবর্তী দশ বছরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবুওয়াতের থেকে হিসাব করা হয়নি। অনুরূপভাবে এখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনকাল ৬০ বছর বলা হয়েছে– অন্যান্য বর্ণনায় ৬৩ বছরের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ ভিন্নতার জওয়াব এভাবে দেয়া হয়েছে যে, হযরত

http://kitabbhubon.com

আনাস (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের পূর্ণ বছরগুলোর হিসেব বলেছেন, খুচরা মাস ও দিনগুলির উল্লেখ করেননি। খুচরা মাস হিসাব করলে ঠিক ৬৩ বছরই হয়। আর মাথার চুল কান পর্যন্ত ছিল এ প্রসঙ্গে যে মতান্তর দেখে গেছে তার কারণ সম্বন্ধে বলা হয় যে, হাদীসের বর্ণনা কারীগণ বিভিন্ন সময়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ চুল মুন্ডানোর পর যখন চুল বাড়তে থাকে এবং চুল কান বরাবর আসে তখন এক সাহাবী ঐ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। আর যে সাহাবী কাঁধ পর্যন্ত চুলের কথা বর্ণনা করেছেন তিনি পূর্বের সাহাবীর পরবর্তী অবস্থায় দেখেছেন। যার মধ্যে চুল কান থেকে বেড়ে কাঁধ পর্যন্ত এসে গেছে। (ফাতহুল মারাম)

(٢٩٠) عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَزْهَرَ اللَّوْنِ كَانَ عَرَقُهُ اللُّؤْلُؤَ اِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ وَمَا مَسَسْتُ دِيْبَاجَةً وَلَا حَرِيْرًا اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا وَلَا عَنْبَرَةً اَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٥١٦)

(২৯০) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৌর বর্ণের ছিলেন। তাঁর ঘর্ম ছিল মুক্তার ন্যায়। হাটার সময় তিনি সম্মুখের দিকে কিছুটা ঝুকে চলতেন এবং আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের তালু হতে অধিকতর কোমল কোন রেশম স্পর্শ করি নাই। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কস্তুরী কিংবা মেশক আম্বর আমি কখনো শুকি নাই। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত-৫১৬)

ব্যাখ্যাঃ হাঁটার সময় মাথা উচু করে বুক টেনে অহংকারীর মত চলতেন না। বরং সম্মুখের দিকে একটু ঝুকে বিনয়ীভাবে চলতেন। মূলত: এটা বীর-বাহাদুর ব্যক্তিদের গুণ।

(٢٩١) عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيْقًا فَيَتَّبِعُهُ اَحَدٌ اِلَّا عَرَفَ اَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ مِنْ طِيْبِ عَرَقِهِ اَوْ قَالَ مِنْ رِيْحِ عَرَقِهِ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، مِشْكٰوة صـ٥١٧)

(২৯১) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই রাস্তা দিয়ে চলে যেতেন, পরে কেহ সে পথে গেলে সে অনায়াসে বুঝতে পারত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত পথে গমন করেছেন। আর এটা তাঁর গায়ের সুগন্ধির কারণে অথবা (রাবী বলেছেন) তাঁর ঘর্মের ঘ্রাণের কারণে। (দারেমী, মিশকাত ৫১৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ طِيْبِ عَرَقِهِ او مِنْ رِيْحِ عَرَقِهِ এখানে বর্ণনাকারী সন্দেহ করেছেন যে, শব্দ কোনটি সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তবে উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে একই। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৃষ্টিগত সুগন্ধি বর্ণনা করা, পরিচিত সামাজিকভাবে বর্ণনা করা নয়। আল্লামা ইবনুল মালিক বলেন, এটা শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একক বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য নবীগণ এ বৈশিষ্ট্যের বাহিরে। (মিরকাত)

http://kitabbhubon.com

(٢٩٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ اَضْحِيَانَ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَاِذَا هُوَ اَحْسَنُ عِنْدِيْ مِنَ الْقَمَرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، مِشْكٰوة ص٥١٧)

(২৯২) অর্থঃ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি চাঁদনী রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখলাম। অতঃপর একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে তাকাতাম আর একবার চাঁদের দিকে। সেই সময় তিনি লাল বর্ণের পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁকে আমার কাছে চাঁদের চেয়ে অধিকতর সুন্দর মনে হল। (তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত, পৃষ্ঠা- ৫১৭)

ব্যাখ্যাঃ হযরত জাবির (রাঃ) যা বলেছেন যে, আমার নিকট ইহা তাঁর স্বাদ ও আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য। নতুবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত আশেকদের নিকট বাস্তবে চাঁদের চেয়েও সুন্দর। (খাছায়েল, মাজাহের) অধ্যায়ের সামাঞ্জস্যতা রক্ষার্থে এই হাদীসটি দ্বিতীয়বার লওয়া হয়েছে। পুনরুল্লেখ ইমাম বুখারীও বহু স্থানে করেছেন, সামাঞ্জস্যতা রক্ষার নিমিত্তে। এই হাদীসটি باب-এর শুরুতে যদিও আনা হয়েছিল তথা আমাদের নবীর মর্যাদাসমূহের অধ্যায়ে।

مَعِيْشَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-যাপন

(٢٩٣) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ اُخْتِيْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ اَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِيْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يَعِيْشُكُمْ قَالَتِ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلَّا اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَسْقِيْنَاهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ص٩٥٦)

(২৯৩) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর ভাগ্নে উরওয়া বিন যুবাইরকে বললেন, হে আমার ভাগ্নে! নিশ্চয়ই আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার এক চাঁদ, তারপর এক চাঁদ করে দুই মাস পুরা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তৃতীয় মাসেরও চাঁদ দেখতাম। অবস্থা এই হত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘর সমূহের মধ্য হতে কোন

http://kitabbhubon.com

ঘরে (চুলায়) আগুন জ্বলত না। উরওয়া বলেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে খালাজান! তাহলে আপনাদের জীবন-যাপন কি করে হত। বললেন, দুটি কালো জিনিস, খেজুর ও পানি। অবশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু প্রতিবেশী আনসারদের মধ্য হতে এমন ছিল যাদের এখানে দুধের জানোয়ার ছিল। (যা অন্যে তাদেরকে দুধ পান করার জন্য কিছু দিনের জন্য দিয়েছিল) তাদের মধ্য হতে কেউ হাদীয়া হিসেবে দুধ পেশ করে দিত তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পান করাতেন। (বুখারী পৃষ্ঠা ৯৫৫)

ব্যাখ্যাঃ আগুন না জ্বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হল পাকানোর কোন জিসিনই ছিল না। যার জন্য আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। পরিভাষা হিসেবে পানির উপরও কালোর প্রয়োগ করা হয়েছে। পরিভাষা একে তাগলীব তথা দুটি জিনিস এর এক নামে একটাকে প্রাধান্য দিয়ে নামকরণ করা বলে। যেমন– চাঁদ ও সূর্যকে তাগলীব হিসেবে قَمَرَيْن বলে। পানির আলোচনা এজন্য করেছেন যে, খেজুরও এত পরিমাণ ছিল না যা পানি ছাড়া পেট ভরে, তৃপ্তি মিটতে পারে। বরং কয়েকটি খেজুর খেয়ে পানি খেলে পেট ভরত। (ফাতহুল মারাম)

(٢٩٤) عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِىْ بِطَعَامٍ وَقَالَتْ مَا اَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَاَشَاءُ اَنْ اَبْكِىَ اِلَّا بَكَيْتُ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَتْ اَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِىْ فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدُّنْيَا وَاللّٰهِ مَاشَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، شمائل)

(২৯৪) অর্থঃ হযরত মাসরূক (যে অয়িশার ভাই) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়িশার নিকট গেলাম, তিনি আমার জন্য খানা চাইলেন এবং বলতে লাগলেন যে, আমি কখনো পেট ভরে খানা খাইনি। কিন্তু আমার মন চায় আমি কাঁদি, তো কেঁদে ফেলি। মাসরূক বললেন, আমি বললাম কেন মন কাঁদতে চায়? তিনি (আয়িশা) বললেন– আমি ঐ অবস্থার কথা স্মরণ করি যে অবস্থার উপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর কসম! কোন এক দিনে দুইবার গোশত বা রুটির দ্বারা পেট ভরার সুযোগ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আসেনি। (তিরমিযী, শামায়েল)

ব্যাখ্যাঃ বর্তমানে যারা নবীর অনুসারীর দাবীদার তাদের এই হাদীসটির দিকে লক্ষ্য করা উচিৎ। তারা সব বিষয়েই শুধু মুখে দাবী করে কাজে প্রতিফলিত করতে আদৌ রাজী না, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলতেন তেমন কাজেও সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতেন। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন।

(٢٩٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خُبْزٍ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ ص٥٩، شَمَائِل ص١١)

http://kitabbhubon.com

(২৯৫) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনে কখনো লাগাতার দুদিন যবের রুটি পেট ভরে খাননি। এ অবস্থায়-ই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

(তিরমিযী পৃষ্ঠা-৫৯, শামায়েল পৃষ্ঠা- ১১)

ব্যাখ্যাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও তাঁর ঘর ওয়ালাদের জন্য দারিদ্রতা পছন্দ করতেন। এ পরিমাণ হতই না যে পেট ভরতে পারে। যা কিছু হত তা আবার গরীবদের মাঝে বন্টন হয়ে যেত। এ ছিল দোজাহানের সম্রাটের জীবন-যাপন। বিবেকবানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। (ফাতহুল মারাম)

(٢٩٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهٗ ثَلَاثًا تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ جـ٢ صـ٥٩)

(২৯৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বিবিগণ পরপর তিন দিন গমের রুটি দ্বারা পেট ভরে আহার করেননি। এমনকি তিনি দুনিয়া থেকে (এ অবস্থায়) প্রস্থান করেছেন। (তিরমিযী ২য় খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ মা-বাপ যেমন সন্তানাদির খাওয়ার দিকে বেশী লক্ষ্য রাখে তেমনি উম্মতের কান্ডারী উম্মতের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজে কোন দিন পেট পুরে খাননি। কেননা তার দ্বারা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ বেশ সুবিধা হয়। আর বেশী খেলে অলসতা আসে ও ইবাদাতে মন বসতেই চায় না। তাই উম্মত যাতে আল্লাহর সঙ্গে জুড়তে পারে সেদিক তিনি সদা লক্ষ্য করেছেন।

(٢٩٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِىَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا هُوَ اَهْلُهٗ لَايَجِدُوْنَ عَشَاءً وَكَانَ اَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ جـ٢ صـ٥٩، وَالشَّمَائِلُ صـ١٠)

(২৯৭) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার বিবিগণ অনেক রাত একের পর এক ক্ষুধার্ত অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। তাঁরা রাতে খাওয়ার জন্য কিছুই পেতেন না। আর বেশীর ভাগই তাদের খাবার হত যবের রুটি।

(তিরমিযী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৯, শামায়েল পৃষ্ঠা ১০)

ব্যাখ্যাঃ হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) দের মধ্যে কেউ কেউ বিত্তবান ছিলেন, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অবস্থা সীমাহীন গোপন করতেন, যার জন্য তারা জানতেও পারতেন না যে, নবী পরিবারের কি দুরাবস্থা। অনুরূপভাবে রসূলের বিবিগণও নিজেদের অভাব গোপন রাখতেন। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

عَلٰى مَا يَأْكُلُ

কোন জিনিসের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খেতেন

(٢٩٨) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا اَكَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ وَلَا فِيْ سُكُرُّجَةٍ وَلَا خُبِزَلَهٗ مُرَقَّقٌ قَالَ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلٰى مَا كَانُوْا يَاْكُلُوْنَ فَقَالَ عَلٰى هٰذِهِ السُّفُرِ (شَمَائِلْ صـ١٠)

(২৯৮) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও টেবিলে আহার করেননি এবং ছোট পেয়ালা বিশিষ্ট খাঞ্চায়ও খানা খাননি। আর তার জন্য কখনও চাপাতি রুটিও তৈরী করা হয়নি। ইউনুস বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কোন জিনিসের উপর তারা খানা খেতেন? (অর্থাৎ খাওয়ার সময় কি বিছিয়ে খানা খেতেন?) তিনি বললেন, এই (চামড়ার) দস্তর খানার উপর। (শামায়েল- ১০)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসের অনুবাদে যে ইউনুস এবং কাতাদার নাম এসেছে তারা হলেন হাদীসের সনদের রাবী বা বর্ণনাকারী। আল্লামা সুনবী এবং মোল্লা কারী (রহঃ) বলেছেন যে, চেয়ার-টেবিলে সর্বদা খানা খাওয়া অহংকারী লোকদের অভ্যাস। "কাওকাবে দুররী" গ্রন্থে লেখা আছে যে, আমাদের যুগে যেহেতু এতে নাসারাদের সাথে সামঞ্জস্য হয়ে যায়, তাই ইহা মাকরূহে তাহরীমী।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) اَلسُّفُر যা হলো سَفَرَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ- দস্তরখান। চাই তা চামড়ার হোক বা কাপড়ের হোক। বা অন্য কিছুর হোক। অর্থাৎ দস্তরখানের জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিছালেই তার দ্বারা দস্তর খানের সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। (ফাতহুল মারাম)

لِبَاسُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পোশাক-পরিচ্ছদ

(٢٩٩) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُوْمِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٣٧٤، وَالشَّمَائِلُ صـ٦)

(২৯৯) অর্থঃ হযরত মুগীরা বিন শোবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম দেশীয় আঁট শাট আস্তিন বিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করেছেন। (মুত্তাফাক্কুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৭৩, শামায়েল ৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ এটা সাধারণত পশম দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে। মুনতাকা কিতাবে আছে হাতা ১ বিঘত প্রশস্ত হওয়া মুস্তাহাব। কেউ কেউ বলেছেন, হাতা লম্বা করা বিদআত। এর জবাব হল সীমাতিরিক্ত প্রশস্ত করা বিদআত। বিধর্মীদের বানানো পোশাক নাপাক নয় যাবত বাহ্যিকভাবে নাপাকী না দেখা যায়।

http://kitabbhubon.com

(٣٠٠) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبَّ الثِّيَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَمِيْصُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٣٧٤، وَالشَّمَائِلُ ص٥)

(৩০০) অর্থঃ হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোর্তাই ছিল সর্বাধিক প্রিয় পোষাক। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৭৪, শামায়েল পৃষ্ঠা ৫)

ব্যাখ্যাঃ কোর্তা প্রিয় হওয়ার কারণঃ উলামাগণ এর কারণ একাধিক নির্ণয় করেছেন- (১) কেউ বলেন, অন্য কাপড়ের তুলনায় এর দ্বারা শরীর ভালভাবে ঢাকা যায়, (২) আবার কেউ বলেন, এর দাম কম এবং শরীরে বেশী ভারী বোধ হয় না, (৩) কেউবা বলেন, অন্য কাপড়ে অহংকার পয়দা হওয়ার আশংকা থাকে কিন্তু এতে অহংকারের আশংকা থাকে না। হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) বলেন, আমার নিকট কোর্তা প্রিয় হওয়ার বাহ্যিক কারণ এটাই যে, এতে সতর ভালভাবে ঢেকে থাকে এবং সাথে সাথে সাজও কিছুটা হয়ে যায়। উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল্ যে, কোর্তাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী প্রিয় জানতেন তার বেশী সতর ঢাকার সহায়ক হওয়ার কারণে। আর এর দ্বারা এটাও বুঝে আসে যে, নিশ্চয় কোর্তা রানের নীচ ও টাখনুর উপর পর্যন্ত লম্বা ছিল ও গোল ছিল। কেননা এ ধরনের বস্ত্রই সতর ঢাকার অনুকূল। এতদ্ব্যতীত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোর্তা (জামা) হত টাখনুর থেকে উঁচু (অর্থাৎ নিছফে ছাক)। (মিরকাত, ফাতহুল মারাম)

(٣٠١) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الرُّسْغِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٣٧٤، وَالشَّمَائِلُ ص٥)

(৩০১) অর্থঃ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামার আস্তিন (হাতের) কব্জি পর্যন্ত ছিল। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৭৪, শামায়েল পৃষ্ঠা ৫)

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা যাজরী (রহঃ) লিখেছেন যে, জামার অস্তিন (হাতা) এর মধ্যে সুন্নাত হলো তা হাতের পোছা (কব্জি) পর্যন্ত হওয়া। এছাড়া অন্যান্য পোষাকের অস্তিন আরো বেশী লম্বা হতে পারে। তবে তা যেন আঙ্গুল অতিক্রম না করে। (ফাতহুল মারাম)

شُرْبُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পান করার নিয়ম

(٣٠٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلَاثًا اِذَا شَرِبَ وَيَقُوْلُ هُوَ اَمْرَأُ وَاَرْوٰى (شَمَائِلِ تِرْمِذِيْ ص١٥)

http://kitabbhubon.com

(৩০২) অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (পানীয় বস্তু) পান করতেন তখন পাত্রে তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন। (অর্থাৎ একবারে এক ঢোকে সবটুকু পান করতেন না) এবং বলতেন; এই নিয়মে পানকারী বেশী হজমকারী এবং বেশী তৃষ্ণা নিবারক।

(শামায়েলে তিরমিযী ১৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ কোন গ্লাস বা পাত্রের মধ্যস্থ পানি এক ঢোকে এক নিঃশ্বাসে পান করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এক নিঃশ্বাসে পান করার অনেক ক্ষতি রয়েছে বলে উলামাগণ মন্তব্য করেন। বিশেষ করে পাকস্থলীর ক্ষতি উল্লেখযোগ্য। পানি দাড়িয়ে পান করা উত্তমতার বিরোধী এবং মাকরূহ।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে যে, হুজুর বলেছেন, কেউ যেন দাঁড়িয়ে পানি পান না করে, যদি ভুলে করে ফেলে তবে যেন বমি করে উগরিয়ে দেয়। আল্লামা ইবনে কাইউম (রহঃ) দাড়িয়ে পানি পান করার অনেক ক্ষতি বর্ণনা করেছেন। তবে যমযম ও অযুর পর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) একে মুস্তাহাব বলেছেন। আল্লামা শামী (রহঃ) অযুর অবশিষ্ট পানি দাড়িয়ে পান করাকে কোন কোন বুযুর্গ থেকে রোগের প্রতিষেধক বর্ণনা করেছেন। বাম হাতে পানি পান করা কঠোর মাকরূহ। প্রত্যেক ঢোকের শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং ঢোক গিলে আলহামদুলিল্লাহ পড়া উচিত এবং তা সুন্নাত। (ফাতহুল মারাম)

اَكْلُهٗ مَعَ النَّاسِ

লোকজনের সাথে (একত্রে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খানা খাওয়া

(٣٠٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يَحْمِلُهَا اَرْبَعَةُ رِجَالٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ فَلَمَّا اَضْحَوْا وَسَجَدُوْا الضُّحٰى اُتِىَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ وَقَدْ ثُرِّدَ فِيْهَا فَالْتَفُّوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوْا جَثَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ مَاهٰذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِىْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا عَنِيْدًا ثُمَّ قَالَ كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوْا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكُ فِيْهَا (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٣٦٩)

(৩০৩) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গাররা নামীয় একটি বড় ডেক ছিল, যা চারজন উঠাত। যখন চাশতের সময় হত এবং তাঁরা (সাহাবারা) চাশতের নামায পড়তেন তখন উক্ত ডেকটি আনা হত এবং তন্মধ্যে "ছারীদ" প্রস্তুত করা হত। আর সাহাবারা সমবেতভাবে এর চারপাশে খেতে বসতেন। যখন লোক সংখ্যা

http://kitabbhubon.com

বেশী হত তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা গুটিয়ে বসতেন। একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি বলে উঠল, এ কোন ধরনের বসা? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ আমাকে বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন; তিনি আমাকে অহংকারী নাফরমান বানাননি। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা প্রত্যেকের নিজের (কোলের) দিক থেকে খাও এবং এর মধ্যস্থল ছেড়ে রাখ (অর্থাৎ আগেই মাঝখানে কেহ হাত দিওনা) কেননা সেখানে বরকত প্রদত্ত হয়।

(আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৬৯)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীস থেকে চাশতের নামাযের ছুরত পাওয়া যায় এবং জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম তা পড়তেন; চাশতের নামায কমপক্ষে চার রাকাত পড়তে হয়। হাদীসে এই নামায সদা-সর্বদা পড়লে রিযিকে বরকত হওযার কথা বলা হয়েছে। সাধারণত নয়-দশটার দিকে এই নামায পড়তে হয়।

"ছারিদ" এক ধরনের খাদ্য বস্তু যা গোশতের ঝোলে রুটির টুকরা ছিড়ে ভিজিয়ে প্রস্তুত হয়। ইহা খুব হজমদার খানা। আরবের এই খানার খুব প্রচলন ছিল। উল্লেখযোগ্য ও উন্নত খানার মধ্যে ছারিদ অন্যতম। খানা খাওয়ার জন্য বিনা ওজরে হাটু গেড়ে বসা মাকরূহ। অনুরূপভাবে হেলান দিয়ে ও দাঁড়িয়ে খাওয়াও মাকরূহ। খানা খেতে বসার মধ্যে সুন্নাত হলো উভয় হাটু গেড়ে রান বিছিয়ে আত্তাহিয়্যাতুর ছুরতে বসা অথবা এক রান বিছিয়ে ও অপর রান সোজা করে বসা অথবা উভয় পা উঠিয়ে নিতম্বের উপর বসা। (ফাতহুল মারাম)

(٣٠٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ ٣٧٠)

(৩০৪) অর্থঃ হযরত উমর বিন খাত্তার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা একত্রে খানা খাও, পৃথক পৃথক খেয়ো না। কেননা জামাতের সাথে (খাওয়ার মধ্যে) বরকত হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩৭০ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ কুরআনে পাকে সূরা নূরে বলা হয়েছে তোমরা জামাতের সহিত খেতে পার বা আলাদাও খেতে পার, যেহেতু একত্রে খাওয়ার মধ্যে বরকত নিহিত বেশী তাই রাব্বুল আলামীন একত্রে খাওয়ার কথা আগে বলেছেন। কারও স্বভাবে না চাইলে সে একা খেতে পারে।

(٣٠٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِيْ يُؤْكَلُ فِيْهِ مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيْرِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ ٣٧٠)

(৩০৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উটের চুড়ের দিকে ছুরি যত দ্রুত অগ্রসর হয় তার চেয়েও দ্রুত অগ্রসর হয় কল্যাণ (বরকত) ঐ গৃহের দিকে যাতে (মেহমানদের অনর্গল) খানা খাওয়ানো হয়। (অর্থাৎ বেশী মেহমানদারী করা হয়)। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৭০)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ উটের চুঁটের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, এটি অন্য অঙ্গের গোস্তের তুলনায় বেশী সুস্বাদু হয়। ফলে সাধারণত উট যবেহের পর ছুরি ঐ চুঁটের দিকেই ধাবিত হয় অর্থাৎ প্রথমেই উহা কাটা হয়। এভাবে বেশী বেশী মেহমানদারী করলে গৃহে অধিক হারে রুযী ও বরকত আসে। গৃহ কখনও বরকত শূন্য হয় না। (ফাতহুল মারাম)

نَهْسُهُ بِالذِّرَاعِ

পাঁজরের গোস্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দাঁত দ্বারা ছিড়ে খাওয়া

(٣٠٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَدُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا

(رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص٣٦٦)

(৩০৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গোস্ত আনা হলো এবং তাঁর সম্মুখে পাঁজরের গোশত পেশ করা হল– আর তিনি তা (পাঁজরের গোশত) খেতে খুব পছন্দ করতেন– তিনি তা থেকে দাঁত দিয়ে ছিড়ে খেলেন।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত– ৩৬৬)

ব্যাখ্যাঃ দাঁত দিয়ে ছিড়ে খাওয়া ছিল নিছক হুজুরের বিনয়ের পরিচায়ক। তিনি এভাবে খাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধও করেছেন এবং বলেছেন– এর দ্বারা হজম বেশী হয়, এটা স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল এবং সহায়ক। সুতরাং এভাবে খাওয়া মুস্তাহাব। আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, পাজরের গোশত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হলো এই গোশত সিদ্ধ ও গলে যায়। হজম বেশী হয় এবং অত্যন্ত সুস্বাস্থ্য হয় অথবা এ কারণে যে, পাঁজরের গোছা নাপাক থেকে দূরে থাকে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٠٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّيْنِ فَاِنَّهُ مِنْ صَنَعِ الْاَعَاجِمِ وَانْهَسُوْهُ فَاِنَّهُ اَهْنَأُ وَاَمْرَأُ

(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٣٦٦)

(৩০৭) অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ছুরি দ্বারা গোশত কেঁটো না। কেননা তা আজমী– (পারস্যদের) আচরণ-অভ্যাস, বরং তোমরা তা দাঁত দিয়ে ছিড়ে খাও। কারণ এটা অতি সুস্বাদু এবং বেশী হজমদার। (আবূ দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৬৬)

ব্যাখ্যাঃ মূলত আজমী বলা হয় সমস্ত অনারবকে। কিন্তু এখানে আজমী দ্বারা উদ্দেশ্য শুধূ পারস্যরা। কেননা তারা গোশত ছুরি দ্বারা কেটে খেত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এভাবে খাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, এটি সম্পূর্ণ

http://kitabbhubon.com

অহংকারের পরিচায়ক এবং একটি বেহুদা কাজ। তাই এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবে তখন যখন গোশত নরম হবে এবং খুব সিদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা ভাল সিদ্ধ না হলে ছুরি দ্বারা কেটে যাওয়া জায়েয আছে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এরূপ খেয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কেটে খাওয়ার অভ্যাস বানালে নাসারাদের সাথে সামঞ্জস্য হওয়ায় অবশ্যই তা মাকরূহে তাহরীমিতে পরিণত হবে। সুতরাং এ নিন্দনীয় ফ্যাশান আমাদের পরিহার করতে হবে। (ফাতহুল মারাম)

حُبُّهُ الدُّبَّاءَ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লাউ পছন্দ করা

(٣٠٨) عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيْرٍ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِ يْدَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ وَمِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٣٦٤)

(৩০৮) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা এক দর্জি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঐ খাবারের দাওয়াত দিল যা সে তৈরী করে ছিল। সুতরাং আমিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে গেলাম। সে জবের রুটি ও ঝোল বিশিষ্ট তরকারী উপস্থিত করল, যার মধ্যে ছিল কদু (লাউ) ও গোশতের টুকরা। তখন আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালার আশপাশ হতে লাউ খুঁজছেন। ফলে সেদিন হতে আমিও কদু খেতে পছন্দ করে আসছি। (মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৬৪)

ব্যাখ্যাঃ কদু (লাউ) খাওয়ার উপকারিতাঃ কদু গাছের একটি ইতিহাস ও চমকপ্রদ ঘটনা রয়েছে। হযরত ইউনুস (আঃ)-কে মাছ নদীর তীরস্থ এক কদু গাছের নিচেই উগরে দিয়েছিল এবং তিনি সেই কদু গাছের আশ্রয়ে অনেক সময় অতিবাহিত করেন। কদু খাওয়া সুন্নাত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। তিনি খাদ্যের মধ্য হতে কদু বেছে বেছে খেতেন। এক হাদীসে এসেছে যে, তিনি হযরত আয়েশাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যখন তুমি খানা পাকাও তখন তার মধ্যে কদু দিও। কেননা কদু পেরেশান ও অসুস্থ মানুষের শক্তি যোগায়। কদু খাওয়ার অনেক ফায়দা রয়েছে। ডাক্তারী বিদ্যাতে এর অনেক উপকারিতার কথা রয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কদু মেধাকে তীক্ষ্ণ করে, ব্রেনে শক্তি যোগায়। আল্লামা ইবনে কাইউম ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, সমস্ত তরকারী ও সব্জীর মধ্যে কদু সবচে হজমদার খাদ্য। এতে পেট নরম ও স্বাভাবিক থাকে। চক্ষুরও অনেক ফায়দা দেয়। পিপাসা নিবারণ করে। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

حُبُّهُ الثَّفْلَ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাত্রের অবশিষ্ট খাদ্যাংশ খেতে পছন্দ করা

(٣٠٩) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الثَّفْلَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص٣٦٦)

(৩০৯) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদ্য পাত্রের তলচাট (নীচে লেগে থাকা অংশ) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মোহিত করত। (অর্থাৎ পাত্রের অবশিষ্ট খাদ্য যা তার গায়ে লেগে থাকত তা খেতে খুব পছন্দ করতেন।) (তিরমিযী, মিশকাত ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীমাহীন বিনয়ের ভিত্তিতে ছিল, যে খানার উপরিভাগ অন্যকে প্রথমে খাওয়াতেন এবং অবশিষ্টতা নিজের জন্য পছন্দ করতেন কিংবা এজন্য যে নিচের খানায় চর্বি কম হওয়ার কারণে হজম সহজে হয়।

لَعْقُ الْاَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ

খাদ্যপাত্র ও আঙ্গুলসমূহ চেটে খাওয়া

(٣١٠) عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِلَعْقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ اِنَّكُمْ لَاتَدْرُوْنَ فِيْ اَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٣٦٣)

(৩১০) অর্থঃ হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুল সমূহ এবং খাদ্যপাত্র (প্লেট) খাওয়া শেষে চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরাা জাননা যে, কোন আঙ্গুল বা কোন্ কোন্ লোকমায় বরকত নিহিত রয়েছে। (মুসলিম, মিশকাত ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ প্লেট ও আঙ্গুল চেটে খাওয়া কি ভদ্রতা ও মার্জিত আচরণ পরিপন্থী? আধুনিক প্রগতিবাদী, জ্ঞান পাপীরা আঙ্গুল চেটে খাওয়াকে অত্যন্ত গর্হিত ও নীচুতা মনে করে। তারা খাওয়ার শেষে প্লেটে কিছু খাদ্য রেখে দেয়াকে সৌজন্যতা বোধ মনে করে। অথচ এরা বোঝে না যে, এটাতো কোন নতুন খাদ্য নয় বরং ঐ খাদ্যেরই কিছু অংশ যা সে কেবল খেল। ইবনে হাজার বলেন, যেহেতু হুজুর নিজে আঙ্গুল ও প্লেট চেটে খেয়েছেন, তাই একে কেউ অপছন্দ করলে তার কাফের হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। যারা আঙ্গুল চাটাকে অপছন্দ করেন তারা কি কখনও আম খান না? আম খেতে যেয়ে আটি তারা কি না খেয়ে ফেলে দেন? নাকি যতক্ষণ আটির গায়ে আম থাকে

http://kitabbhubon.com

ততক্ষণ চাটতে থাকেন। একবার গালে দেয় আবার বের করে, আবার গালে দেন আবার বের করে এভাবে চলতে থাকে চাটার কসরৎ! কই এটাতো তারা অপছন্দ করে না বরং অতি মজার সাথে চাটতেই থাকে। তাহলে কেন আঙ্গুল চাটতে এত ঘৃণা এত অনীহা? অথচ আম চাটা সুন্নাত নয়; সুন্নাত হলো আঙ্গুল চাটা। (ফাতহুল মারাম)

(٣١١) وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْئٍ مِنْ شَانِهٖ حَتّٰى يَحْضُرَهٗ عِنْدَ طَعَامِهٖ فَاِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَاكَانَ بِهَا مِنْ اَذًى ثُمَّ لْيَاْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَاِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ اَصَابِعَهٗ فَاِنَّهٗ لَايَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِهٖ يَكُوْنُ الْبَرَكَةُ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٣٦٣)

(৩১১) অর্থঃ উক্ত হযরত যাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি কাজের সময় এসে উপস্থিত হয়। এমনকি তার খাওয়ার সময়ও তার নিকট এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং যদি তোমাদের কারো লোকমা পড়ে যায়, সে যেন তা তুলে ময়লা পরিষ্কার করে খায় এবং শয়তানের জন্য না রেখে দেয়। আর খাওয়া শেষে যেন আঙ্গুল চাটে। কেননা সে জানেনা যে, তার খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৬৩)

ব্যাখ্যাঃ খাদ্য আল্লাহর নেয়ামত। সুতরাং তার কদর করা উচিত। যদি কোন লোকমা বা খাদ্যাংশ পড়ে যায় তাহলে তাও উঠিয়ে খাওয়া সুন্নাত। ময়লা বেশী লেগে গেলে ধুয়ে পর্যন্ত খেতে বলা হয়েছে। পতিত খাদ্য না উঠানো অহংকারের লক্ষণ আর অহংকার হলো শয়তানের কাজ। সুতরাং এদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরী। (ফাতহুল মারাম)

(٣١٢) عَنْ نُبَيْشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ فِىْ قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اِسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٦٦)

(৩১২) অর্থঃ হযরত নুবাইশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন পেয়ালাতে খায় এবং এর শেষে চেটে খায়, পাত্রটি তার জন্য মাগফেরাত কামনা করে।

(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৬৩)

ব্যাখ্যাঃ বাস্তবেই পাত্র তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। উলামায়ে কিরাম লিখেছেন যে, চাটার দ্বারা অহংকার দূর হয় এবং বিনয় অর্জিত হয়। আর তা গোনাহ মাফের কারণ হয়। এখানে ক্ষমার সম্বন্ধ প্লেটের দিকে দেয়া হয়েছে উপলক্ষ্য হিসেবে।

(ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

مَشْيَتُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাঁটা-চলা

(٣١٣) عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ (شَمَائِلِ تِرْمِذِىّ ص٩)

(৩১৩) অর্থঃ হযরত আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চলতেন তখন নীচের দিকে নামার ন্যায় ঝুকে চলতেন। (শামায়েলে তিরমিযী পৃষ্ঠা ৯)

ব্যাখ্যাঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাটা-চলার কথা শামায়েলের শুরুতে আলোচিত হয়েছে, সেখানে অর্থ বিস্তারিতভাবে বয়ান করা হয়েছে।

(٣١٤) عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ اِذَا وَصَفَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا مَشٰى تَقَلَّعَ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ فِىْ صَبَبٍ (شَمَائِلِ تِرْمِذِىْ ص٩)

(৩১৪) অর্থঃ হযরত ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রাঃ) যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণগান বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীচের দিকে নামার ন্যায় দৃঢ় পদভারে চলতেন। (মহিলাদের ন্যায় পা টেনে টেনে চলতেন না।) (শামায়েলে তিরমিযী পৃষ্ঠা ৯)

ব্যাখ্যাঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয়ের সথে চলতেন এবং মহিলাদের ন্যায় চলতেন না। আর তাঁর শরীর হতে আপনাতেই সুঘ্রাণ বিকশিত হত। মহানবীর ঘামকে খোশবু হিসেবে ব্যবহার করা হত। (ফাতহুল মারাম)

تَعَطُّرُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করা

(٣١٥) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا (شَمَائِلْ ص١٥)

(৩১৫) অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আতরদানী ছিল, তিনি তা থেকে আতর খুশবু ব্যবহার করতেন। (শামায়েল পৃষ্ঠা ১৫)

ব্যাখ্যাঃ سكة এর সংজ্ঞাঃ এর অর্থ সম্বন্ধে উলামায়ে কেরামের দু'টি উক্তি রয়েছে– (১) আতরদানী বা খুশবুর পাত্র; যাতে আতর রাখা হয় এবং (২) এক ধরনের বিশেষ আতরের নাম, যা বিভিন্ন বস্তু দ্বারা প্রস্তুত। কামুস ও অন্যান্য অভিধানে এই দ্বিতীয়

http://kitabbhubon.com

অর্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এই প্রথম অর্থকেই বেশী স্পষ্ট ও মুনাসিব বলেছেন। (ফাতহুল মারাম)

(٣١٦) وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَايَرُدُّ الطِّيْبَ (شَمَائِلْ صـ١٥)

(৩১৬) অর্থঃ উক্ত হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোশবুকে প্রত্যাখ্যান (অর্থাৎ অপছন্দ) করতেন না। (শামায়েল পৃষ্ঠা ১৫)

ব্যাখ্যাঃ এমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালিশ, তৈল এবং দুধ ফিরিয়ে দিতেন না। এজন্য যে এসব জিনিস হাদিয়াদাতাদের উপর কষ্টকর হত না। যেসব জিনিসের মধ্যে দানে কষ্ট হয় না সব এই খোশবুর হুকুমে। এগুলো ফেরৎ না দেওয়া জায়েয আছে।

(٣١٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طِيْبُ الرِّجَالِ مَاظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِىَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِىَ رِيْحُهُ (شَمَائِلْ صـ١٥)

(৩১৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পুরুষের খুশবু হলো ঐ জিনিস যার সুগন্ধি প্রকাশ পায় এবং রঙ উহ্য থাকে। আর নারীর খুশবু ঐ জিনিস যার রঙ প্রকাশ পায় এবং সুগন্ধি উহ্য থাকে। (তথা প্রকাশ পায় না)। (শামায়েল পৃষ্ঠা ১৫)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ পুরুষের উচিত এমন খুশবু ব্যবহার না করা যাতে তার রঙ লেপ্টে থাকে আর নারীদের উচিত এমন খুশবু ব্যবহার না করা যার সুগন্ধে আশ-পাশ মৌ মৌ করে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে নারী খুশবু মেখে অপরিচিত ব্যক্তিদের মজলিসে যাওয়া-আসা করে সে ব্যভিচারিনী। (ফাতহুল মারাম)

كَلَامُهُ وَضِحْكُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা-বার্তা বলা ও হাসা

(٣١٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ اِلَيْهِ (شَمَائِلْ صـ١٥)

(৩১৮) অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তোমাদের মত দ্রুত দ্রুত এবং একাধারে কথা বলতেন না। বরং স্পষ্ট স্পষ্ট আলাদা আলাদা করে কথা বলতেন। তাঁর নিকটস্থ ব্যক্তি তা মুখস্থ করে নিত। (শামায়েল পৃষ্ঠা ১৫)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ হুজুরের কথা-বার্তা এতই সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত ছিলনা যে, কিছু বুঝা যেত না; বরং অত্যন্ত ধীর-স্থির ও সুস্পষ্ঠভাবে কথা বলতেন; যাতে শ্রোতাগণ ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٣١٩) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعِيْدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ (شَمَائِلْ صـ١٥)

(৩১৯) অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কথা তিন তিন বার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে কথাটি তাঁর থেকে (শ্রোতারা সুস্পষ্ঠভাবে) বুঝে এসে যায়।
(শামায়েল- ১৫)

ব্যাখ্যাঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব কথাই তিন তিন বার বলতেন তা নয়। বরং কোন কোন সময় প্রয়োজন অনুসারে অর্থাৎ বক্তব্য দীর্ঘ হলে, জটিল কথা হলে তখন তিন সাইডের দিকে লক্ষ্য করত: তিন তিনবার কথাটি পুনরাবৃত্তি করতেন। যাতে সবাই বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পারে। যদি কোন কথা সাহাবারা দু'বারে বুঝতেন তবে তা দু'বারই বলতেন। (ফাযায়েলে কুরআন)

(٣٢٠) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَئَلْتُ خَالِىْ هِنْدَ بْنَ اَبِىْ هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافًا قُلْتُ صِفْ لِىْ مَنْطِقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيْلَ السَّكْتِ لَايَتَكَلَّمُ فِىْ غَيْرِ حَاجَةٍ يَفْتَتِحُ الْكَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِاَشْدَاقِهِ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ كَلَامُهُ فَصْلٌ لَافُضُوْلٌ وَلَا تَقْصِيْرَ لَيْسَ بِالْجَافِىْ وَلَا الْمُهِيْنُ يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَاِنْ دَقَّتْ لَايَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ وَلَاتُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَاكَانَ لَهَا فَاِذَا تَعَدَّى الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْئٌ حَتّٰى يَنْتَصِرَلَهُ لَايَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَايَنْتَصِرُلَهَا اِذَا اَشَارَ اَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَاِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا وَاِذَا تَحَدَّثَ اِتَّصَلَ بِهَا وَضَرَبَ بِرَاحَةِ الْيُمْنٰى بَطْنَ اِبْهَامِهِ الْيُسْرٰى وَاِذَا غَضِبَ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ وَاِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ جُلُّ ضِحْكِهِ التَّبَسُّمُ يَفْتِرُ عَنْ مِثْلِ حُبِّ الْغَمَامِ (شَمَائِلْ صـ١٥- ١٦)

(৩২০) অর্থঃ হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মামু হিন্দ বিন আবু আলা- তিনি গুণাগুণ বেশী বর্ণনাকারী ছিলেন তাকে বললাম, আপনি আমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথোপকথনের অবস্থা তথা তিনি কেমনভাবে কথা-বার্তা বলতেন তা বর্ণনা করুন। তিনি বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আখিরাতের) চিন্তায় সার্বক্ষণিক নিমগ্ন থাকতেন। সর্বদা ফিকিরগ্রস্থ ও বিমর্ষ থাকতেন (উম্মতের ব্যাপারে)। তার কোন বিশ্রাম বা নিশ্চিন্ততা ছিল না। অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি কথা

http://kitabbhubon.com

শুরু করতেন এবং শেষ করতেন মুখ ভরে (অর্থাৎ কথা বলার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথাই পরিষ্কার ও পরিপূর্ণভাবে বলতেন) তিনি কথা বলতেন জাওয়ামে কালিম এর সাথে (অর্থাৎ স্বল্প শব্দ কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যের সাথে কিংবা ব্যাপক পরিধিময় আদর্শ ও নীতি, ব্যাপক অর্থের শব্দাবলীতে রচিত ও প্রকাশিত করার বিশেষ শক্তি ও গুনে।) তার কথা ছিল পৃথক পৃথক তাতে খুবই অতিরঞ্জিতাও ছিলনা, ছিলনা একেবারে স্বল্পতাও। তিনি কঠোর মেজাজের ছিলেন না এবং কাউকে অপদস্তও তিনি করতেন না। নিয়ামতকে খুব বড় মনে করতেন যদিও তা ক্ষুদ্র হোক না কেন, এর কোন নিন্দা করতেন না। খাদ্যবস্তুর দোষ ধরতেন না বা নিন্দা করতেন না; আবার বেশী প্রশংসাও করতেন না। দুনিয়া ও দুনিয়ার কোন বিষয় তাঁকে রাগান্বিত করত না। (অর্থাৎ তিনি দুনিয়াবী বিষয়ে রাগান্বিত হতেন না) অবশ্য কোন হক্কের বিষয়ে (কেউ) সীমালংঘন করলে (অত্যন্ত রাগান্বিত হতেন ফলে) কোন কিছুই তার রাগকে দমাতে পারত না, যতক্ষণ তার প্রতিশোধ না নিতে পারতেন। তিনি (কখনও) নিজের জন্য রাগান্বিত হতেন না এবং প্রতিশোধও নিতেন না। যখন তিনি ইশারা করতেন তখন পূর্ণ হাতের পাঞ্জা দ্বারা ইশারা করতেন। আর যখন রাগান্বিত হতেন তখন হাত উপুর করে ফেলতেন। যখন কথা বলতেন তখন হাতকে মিলাতেন (অর্থাৎ কথার সাথে সাথে হাতও নাড়তেন) এবং ডান হাতের পাঞ্জা দ্বারা বাম হাতের পেটে তথা পাঞ্জার তালুতে করাঘাত করতেন। আর যখন রাগান্বিত হতেন (কারো উপর তখনতার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং অমনোযোগীভাব দেখাতেন। খুশী হলে চোখ বন্ধ করে ফেলতেন। তার হাসির অধিকাংশই ছিল মুচকি হাসি। ঐ সময় তাঁর দাঁত মুবারক বৃষ্টির ফোটার মত উজ্জ্বল ও ঝকঝকে ভাব প্রকাশ পেত। (শামায়েল ১৫-১৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ রাসূলে পাকের কয়েকটি جَوَامِعُ الْكَلِمِ ঃ (১) اَلصَّوْمُ (২) اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ (৩) جُنَّةٌ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ (৬) اَلْغَنَمُ بَرَكَةٌ (৫) اَلْفَخْذَةُ عَوْرَةٌ (৪) اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ (৭) اَعْلِنُوا (১০) يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (৯) اَلْزِمْ بَيْتَكَ (৮) اَلنَّبِيُّ لَايُوْرِثُ (১১) اَلنِّكَاحَ لَاتَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ (১৩) اَلْوِتْرُ بِلَيْلٍ (১২) لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اِكْرَامُ الْخُبْزِ (১৫) اَلْحَرْبُ خِدْعَةٌ (১৪) ইত্যাদি। (মিরকাত)

(٣٢١) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَضْحَكُ اِلَّا تَبَسُّمًا فَكُنْتُ اِذَا نَظَرْتُ اِلَيْهِ قُلْتُ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِاَكْحَلَ (شَمَائِلُ صـ١٦)

(৩২১) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিতেন। সুতরাং যখন আমি (জাবির) তাঁর প্রতি নজর দিতাম অর্থাৎ তার দিকে তাকাতাম (মনে মনে) বলতাম; চক্ষুদ্বয়ে সুরমা লাগান অথচ (ঐ সময়) সুরমা লাগান ছিল না। (শামায়েল ১৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ বরং সৃষ্টিগতভাবেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ সুরমা লাগান ছিল।

http://kitabbhubon.com

خُلُقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাক ও স্বভাব

(٣٢٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِيْ اُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا وَلَا مَسَسْتُ قَطُّ خَزًّا وَلَا حَرِيْرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلَا عِطْرًا كَانَ اَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (شَمَائِلُ صـ٢٥)

(৩২২) অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর যাবত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছি। তিনি (এ দীর্ঘ সময়ে) আমাকে কখনও উহ শব্দ পর্যন্ত বলেননি। আমি কোন (অনুচিত) কাজ করে ফেললেও তিনি বলেননি; এ কাজ কেন করলে? আর কোন উচিত কাজ তরক করে ফেললেও বলেননি কেন তা তরক করলে অর্থাৎ করলে না? হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতের তালু অপেক্ষা নরম তুলতুলে কোন রেশমী কাপড় বা শুধু রেশম কিংবা অন্য কোন কিছু স্পর্শ করিনি। আর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়ের ঘাম অপেক্ষা অতি সৌরভ ও সুগন্ধিময় কোন আতর কিংবা মিশক আম্বারও কখনও শুঁকিনি। (শামায়েল পৃষ্ঠা ২৫)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে কোন কল্প কাহিনী কিংবা অবাস্তব বিষয় এমনকি অতিরঞ্জিত করে কিছু বলা হয়নি। বাস্তবেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘাম ছিল খুব সুগন্ধিযুক্ত। তৎকালে হুজুরের ঘামকে জমা করে আতর হিসেবে ব্যবহার করা হত। কেউ হুজুরের সাথে মোছাফাহা করলে সারাদিন তার হাত থেকে খুশবু বের হত। হুজুরের চরিত্র-মাধুর্য কত উন্নত ছিল তা এ হাদীস থেকে সহজেই অনুমিত। দীর্ঘ দশ বছরেও তিনি কখনও হযরত আনাসকে তিরস্কার তো দূরের কথা কোন ব্যাপারে কৈফিয়ত পর্যন্ত নেননি। মোসাফাহা সংক্রান্ত একটি চমকপ্রদ ঘটনাঃ আজ দীর্ঘ ১৪০০ বৎসর ধরে মোছাফাহা সংস্কৃতি নিরবাচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। ধারাবাহিকভাবে ও পর্যায়ক্রমে মোছাফাহা চলে আসার একটি পটভূমিকা তথা ঘটনা রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হযরত আনাস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দশ বছরের খাদেম ছিলেন। তিনি এ সময়ের মধ্যে একাধিকবার হুজুরের সাথে মোছাফাহা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। হুজুরের ইন্তেকালের পর হযরত আনাসের জীবনের শেষ দিকে একদা দরস দানকালে গৌরবের সাথে বললেন যে, আমি এই হাতের দ্বারা হুজুরের সাথে মোছাফাহা করেছি কোন রেশমী কাপড় কিংবা খোদ রেশমকে হুজুরের হাত থেকে নরম পাইনি। উপস্থিত ছাত্ররা তাঁর কথা শুনে নিবেদন করলেন যে, আমরাও ঐ হাতের সাথে

http://kitabbhubon.com

মোছাফাহা করতে চাই যে হাত হুজুরের সাথে মোছাফাহা করেছে। ঠিক তখন থেকেই জারী হয় এই মোছাফাহার বহুল প্রচলন। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) তাঁর مُسَلْسَلَات গ্রন্থেও এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। (খাসায়েলে নববী)

(٣٢٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ شَيْئًا قَطُّ اِلَّا اَنْ يُّجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا اِمْرَأَةً (شَمَائِلْ صـ٢٥)

(৩২৩) অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ব্যতীত কখনও কাউকে আপন হাত দ্বারা আঘাত করেননি। কোন খাদেমকেও না, কোন মেয়েলোককেও না। (অর্থাৎ স্ত্রী, বিবি, বাদী বা অন্য কোন মহিলাকে নয়।) (শামায়েল ২৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর রাস্তা এবং জিহাদেরই মধ্যে দন্ড অন্তর্ভূক্ত। তাই ঐ মারার দ্বারা রাগ হয়ে স্বেচ্ছায় মারা উদ্দেশ্য। ঐ প্রকার মারাকে সমাজে অনিচ্ছায় মারা বা ফসকে গিয়ে মার লাগা বলে। যেমন– কোন কোন বর্ণনায় আছে তা এর বিরোধ নয়।

(ফাতহুল মারাম)

(٣٢٤) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ سَئَلْتُ اَبِىْ عَنْ سِيْرَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جُلَسَائِهٖ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا صَخَّابٍ وَلَا فَحَّاشٍ وَلَا عَيَّابٍ وَلَا مَشَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّالَا يَشْتَهِىْ وَلَا يُؤْئِسُ مِنْهُ وَلَا يُجِيْبُ فِيْهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهٗ مِنْ ثَلَاثٍ اَلْمِرَاءِ وَالْاِكْبَارِ وَمَا لَا يَعْنِيْهِ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ كَانَ لَايَذُمُّ اَحَدًا وَلَايُعَيِّبُهٗ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهٗ وَلَا يَتَكَلَّمُ اِلَّا فِيْمَا رَجَا ثَوَابَهٗ وَاِذَا تَكَلَّمَ اَطْرَقَ جُلَسَائُهٗ كَاَنَّمَا عَلٰى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ فَاِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوْا لَايَتَنَازَعُوْنَ عِنْدَهُ الْحَدِيْثَ وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهٗ اَنْصَتُوْا لَهٗ حَتّٰى يَفْرُغَ حَدِيْثُهُمْ عِنْدَهٗ حَدِيْثُ اَوَّلِهِمْ يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُوْنَ مِنْهُ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُوْنَ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيْبِ عَلَى الْجَفْرَةِ فِىْ مَنْطِقِهٖ وَمَسْئَلَتِهٖ حَتّٰى اِنْ كَانَ اَصْحَابُهٗ لَيَسْتَجْلِبُوْنَهُمْ وَيَقُوْلُ اِذَا رَاَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَارْفَدُوْهُ وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ اِلَّا مِنْ مُكَافِئٍ وَلَا يَقْطَعُ عَلٰى اَحَدٍ حَدِيْثَهٗ حَتّٰى يَجُوْزَ فَيَقْطَعُهٗ بِنَهْيٍ اَوْ قِيَامٍ (شَمَائِلْ صـ٢٥)

(৩২৪) অর্থঃ হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুছাইন বিন আলী বলেছেন, একদা আমি আমার পিতাকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

http://kitabbhubon.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার মজলিসের সাথীদের সাথে আচার-আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ছিলেন সদা প্রফুল্লচিত্ত, সহজ, স্বাভাবিক, নরম মিজাজী, কর্কশ কথা বলতেন না, কঠিন হৃদয়ও ছিলেন না, উচ্চস্বরে কথা বলতেন না, অশ্লীল বলতেন না, কারো দোষ বলে বেড়াতেন না, কৃপণও ছিলেন না। অপছন্দের জিনিস থেকে বিমুখ-অমনোযোগী থাকতেন। কাউকে তার থেকে নিরাশ করতেন না, আবার সে ব্যাপারে ওয়াদাও দিতেন না। তিনি তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে দুরে রাখতেন– (১) ঝগড়া-বিবাদ, (২) গর্ব-অহংকার, (৩) অনর্থক বেহুদা কথা-বার্তা থেকে। আর তিনটি বিষয় থেকে মানুষকে বাঁচাতেন। (১) তিনি কারো নিন্দাবাদ করতেন না, (২) কারো দোষ বর্ণনা করতেন না, এবং (৩) কারো দোষ ও গোপনীয়তা অন্বেষণ করতেন না। তিনি শুধূ ঐ বিষয়েই কথাবার্তা বলতেন যাতে সওয়াবের আশা করতেন। (অর্থাৎ সওয়াবের কারণ হয় এমন কথা-বার্তা বলতেন)। যখন তিনি কথা বলতেন তখন তাঁর মজলিসের লোকজন এমনভাবে ঘাড় ঝুকিয়ে বসতেন কেমন যেন তাদের মাথার উপর পাখী (উপবিষ্ট) রয়েছে। তিনি চুপ করলে তবেই তারা কথা বলতেন। তারা কখনও হুজুরের সামনে কোন কথা নিয়ে ঝগড়া করতেন না। কেউ হুজুরের সাথে কথা বললে, যতক্ষণ সে কথা বলা থেকে বিরত না হতো ততক্ষণ তারা নিশ্চুপ থাকতেন। হুজুরের কাছে তাদের (মজলিসে উপস্থিত প্রত্যেকের) কথা ছিল প্রথম কথকের ন্যায় (অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবার কথা হুজুর সর্বদা গুরুত্বের সাথে শুনতেন।) তারা যে বিষয়ে হাসতেন হুজুরও তাতে হাসতেন। আবার তারা যে বিষয়ে আশ্চার্যান্বিত হতেন তিনিও তাতে আশ্চার্যানিত হতেন। তিনি মুসাফির, অপরিচিত ব্যক্তিদের অসংযত কথা-বার্তা এবং উদ্ভট বেয়াদবীমূলক প্রশ্নের উপর ধৈয্যধারণ করতেন। এমনকি সাহাবীগণ তাদের (গ্রাম্য ও অপরিচিত লোকদেরকে হুজুরের মজলিস পর্যন্ত) নিয়ে আসতেন (যাতে তারা যে বিষয়ে হুজুরকে জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ বোধ করেন এ সমস্ত গ্রাম্য ব্যক্তিদের প্রশ্নের দ্বারা তার উপর জানতে পারেন।) হুজুর এও বলেছেন যে, যখন তোমরা কোন হাজতমন্দ তথা মুখাপেক্ষীকে সাহায্য চাইতে দেখ, তখন তাকে সাহায্য করো। তিনি কারো প্রশংসা কবুল তথা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। হ্যাঁ তবে শরীয়তের সীমায় থেকে (কৃতজ্ঞতা আদায় স্বরূপ) করলে তা গ্রহণ করতেন। তিনি কারো কথাকে মাঝপথে কেটে দিতেন না কিন্তু এক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করলে তিনি নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বা দাড়িয়ে যেয়ে তা কেটে দিতেন। (অর্থাৎ তার কথা পূর্ণ করতে দিতেন না।) (শামায়েল ২৫ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন ছিলেন বিশ্বনবী, তেমন ছিলেন প্রতিটি কাজে-কর্মে, জগৎ সেরা আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তার কোন চারিত্রিক ত্রুটি ছিল না একথা সর্বজন বিদিত।

(٣٢٥) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْزِنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِيْمَا يَعْنِيْهِ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْئَلُ النَّاسَ عَمَّا فِى النَّاسِ وَيُحْسِنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيْهِ وَيُقَبِّحُ

http://kitabbhubon.com

اَلْقَبِيْحَ وَيُوْهِيْهِ مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَاَمَانَةٍ لَاتُرْفَعُ فِيْهِ الْاَصْوَاتُ وَلَا تُؤْبَنُ فِيْهِ الْحَرَمُ وَلَا تُنْثٰى فَلَتَاتُهُ يُؤَقِّرُوْنَ فِيْهِ الْكَبِيْرَ وَيَرْحَمُوْنَ فِيْهِ الصَّغِيْرَ وَيُؤْثِرُوْنَ ذَاالْحَاجَةِ وَيَحْفَظُوْنَ الْغَرِيْبَ (شَمَائِلْ صـ٢٤)

(৩২৫) অর্থঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জিহ্বাকে জরুরী বিষয় ছাড়া সংযত রাখতেন। তার সাহাবী-সাথীদের খোজ খবর নিতেন। মানুষের পরস্পরের অবস্থা তদারকি ও জিজ্ঞাসা করতেন। ভাল কথাকে ভাল বলে তাকে দৃঢ় ও সমর্থন করতেন। আর খারাপকে খারাপ বলে তা দূরে ছুড়ে দিতেন। তাঁর মজলিস ছিল জ্ঞান, লজ্জা, ধৈর্য্য এবং আমানতের মজলিস। তথায় আওয়াজকে উচ্চ করা হতো না, মানুষের সম্মান-মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হতো না। কারো পদস্খলন ছড়িয়ে দেয়া হতো না, সেখানে তারা বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করতেন। তারা হাজতওয়ালাদের প্রাধান্য দিতেন এবং মুসাফির ও অপরিচিত ব্যক্তিদের দেখাশুনা ও খোঁজখবর নিতেন। (শামায়েল পৃষ্ঠা ২৪)

ব্যাখ্যাঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকল মানুষের জন্য রাখাল স্বরুপ। যেমন- কোন মেষ রাখাল অসতর্ক হলেই হিংস্র প্রাণী মেষ পালে হামলা করে বসে; তেমনি সর্বদাই শয়তানের হামলার আশংকায় উম্মতের প্রতিটি কাজে ও ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্তক থাকতেন। উম্মত যাতে উন্নত আদর্শের প্রতীক হতে পারে।

(٣٢٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا اِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا وَاِذَا ذَكَرْنَا الْاٰخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا وَاِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا (شَمَائِلْ صـ٢٥)

(৩২৬) অর্থঃ হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতাম তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের সাথে দুনিয়ার আলোচনা করতেন। যখন আমরা আখেরাতের আলোচনা করতাম তখন তিনিও আমাদের সাথে আখেরাতের আলোচনা করতেন। আর যখন আমরা খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করতাম তখন তিনিও আমাদের সাথে এর আলোচনা করতেন। (শামায়েল পৃষ্ঠা ২৫)

ব্যাখ্যাঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রাণ খুলে সাহাবীদের সাথে মিশতেন আলোচ্য হাদীছ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে মোল্লা আলী কারী (রহঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দুনিয়ার আলোচনার ব্যাপারে বলেন যে, তিনি দুনিয়ার ঐ সকল বিষয়েই আলোচনা করতেন, যা ছিল আখেরাত সম্পর্কিত। অনর্থক ও বেহুদা কোন কথা নয়। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

حَيَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লাজুকতা

(٣٢٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِىْ وَجْهِهٖ (شَمَائِلْ صـ٢٦)

(৩২৭) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দানশীন (পর্দাবৃত) কুমারী মেয়েদের থেকে অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। আর যখন তিনি কোন বিষয়কে অপছন্দ করতেন, আমরা তা তাঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারতাম। (শামায়েল পৃষ্ঠা ২৬)

ব্যাখ্যাঃ পর্দাবৃত কুমারী দ্বারা সেসব কুমারী উদ্দেশ্য যারা পর্দায় থাকে। কেউ কেউ পর্দাবৃত দ্বারা সেসব কুমারী উদ্দেশ্য নিয়েছেন যাদেরে পর্দায় শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ উদ্দেশ্য নিয়েছেন বাসর রাতে কুমারীর লজ্জা পাওয়ার মত।

تَوَاضُعُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিনয়তা

(٣٢٨) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْصِفُ نَعْلَهٗ وَيَخِيْطُ ثَوْبَهٗ وَيَعْمَلُ فِىْ بَيْتِهٖ كَمَا يَعْمَلُ اَحَدُكُمْ فِىْ بَيْتِهٖ وَقَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِىْ ثَوْبَهٗ وَيَحْلِبُ شَاتَهٗ وَيَخْدِمُ نَفْسَهٗ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٥٢٠)

(৩২৮) অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জুতা নিজেই ঠিক করতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। তোমরা যেমন প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহের কাজ কর তেমনি তিনিও নিজ গৃহের কাজকর্ম করতেন। নিজের কাপড় হতে নিজে উকুন বাছতেন এবং নিজেই বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫২০)

ব্যাখ্যাঃ হুজুরের মধ্যে যে কোনরূপ আত্মগরিমা বা অহংকার ছিল না; আলোচ্য হাদীছটি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা তিনি নবীকুল শিরোমনী হওয়া সত্ত্বেও নিজের মামুলী কাজ ও ঘরের কাজকর্ম পর্যন্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পাদন করেছেন। হুজুর তাঁর জামা থেকে উকুন ছাড়াতেন। এ কথাটির উপর কেউ কেউ প্রশ্ন রেখেছেন যে, হুজুরের গায়ের ঘাম পর্যন্ত যেখানে খোশবুদার ছিল সেখানে কিভাবে উকুন জন্মাল? কেননা উকুন তো হয় ময়লা ও অপরিস্কার থাকলে জন্মায়? উলামাগণ এর জওয়াব এভাবে দিয়েছেন যে, এখানে প্রকৃতপক্ষে উকুন থাকা জরুরী নয় বরং এটাও হতে পারে যে,

http://kitabbhubon.com

তিনি অন্যদের শিক্ষা দেয়ার জন্য এরকম বাছতেন। আর যদি মেনেও নেয়া হয় যে, বাস্তবে উকুন বাছতেন, তখন তার উত্তর হবে যে, তিনি সাহাবাগণ ও বিবিদের থেকে মুক্ত থাকতেন না। হয়তাবা এ সময় কারো থেকে তার জামায় এসেছিল। (ফাতহুল মারাম)

(٣٢٩) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ (شَمَائِلْ صـ٢٣)

(৩২৯) অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ মানুষকে দেখতে যেতেন, জানাযায় উপস্থিত হতেন, গাধায় আরোহন করতেন এবং গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন। (শামায়েল পৃষ্ঠা ২৩)

ব্যাখ্যাঃ গাধা ঘোড়ার মুকাবিলায় তুচ্ছ বাহন। তথাপি দোজাহানের সর্দার হয়েও গাধায় আরোহণ করতে লজ্জাবোধ করতেন না। (ফাতহুল মারাম)

(٣٣٠) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْعٰى اِلٰى خُبْزِ الشَّعِيْرِ وَالْاِهَالَةِ السَّنِخَةِ فَيُجِيْبُ وَلَقَدْ كَانَ لَهٗ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتّٰى مَاتَ (شَمَائِلْ صـ٢٤-٢٣)

(৩৩০) অর্থঃ উক্ত হযরত আনাস বির্ন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যবের রুটি এবং বাসি ও পুরানো চর্বি খাওয়ার দাওয়াত দিলেও তিনি তা কবুল করতেন। এক ইয়াহুদের নিকট তার একটি র্বম বন্ধক ছিল কিন্তু তিনি শেষ জীবন পর্যন্তও তা ছাড়ানোর মত সামর্থের অধিকারী হননি। (শামায়েল পৃষ্ঠা ২৩-২৪)

ব্যাখ্যাঃ ইহুদী হতে ঋণ নেয়ার কয়েক কারণ মুল্লা আলী কারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেনঃ (১) ইহুদী হতে ধার নেয়া জায়েয তা বর্ণনা করার জন্য (২) তখন মালদার সাহাবাদের নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ জমা ছিল নাং (৩) বা এই আশংকায় যে সাহাবারা রসূলের বিনিময় গ্রহণ করবে না। আর দাওয়াতদাতা যাতে মণক্ষুন্ন না হয় সেজন্য তিনি যে কোন বৈধ খাবারের দাওয়াত কবুল করতেন। (খাছায়েল, মিরকাত)

(٣٣١) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اُهْدِىَ اِلَىَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ لَاَجَبْتُ (شَمَائِلْ صـ٢٤)

(৩৩১) অর্থঃ উক্ত হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আমাকে বকরীর পা-ও হাদীয়া দেয়া হয় তবুও আমি তা গ্রহণ করব। আর যদি তার (বকরীর পায়ের) দাওয়াত দেয়া হয়, অবশ্যই তা কবূল করব (এবং সেখানে যাব)। (শামায়েল পৃষ্ঠা ২৪)

ব্যাখ্যাঃ বস্তুত হুজুরের এ দাওয়াত কবুলের আগ্রহ খাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তিনি এর দ্বারা নিম্নবিত্তের পক্ষ থেকে দাওয়াত দেয়া হলে তাও যে কবুল করা জরুরী

http://kitabbhubon.com

তার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন বা তা বুঝিয়েছেন। কেননা গরীব হলেও সে বড় আনন্দে দাওয়াত দিয়েছে। এখন কোন ক্রমেই উচিত হবে না, সে গরীব বলে তার দাওয়াত কবুল না করা এবং উপস্থিত না হওয়া। কারণ এতে সে মনে বড় কষ্ট পায়। আর কাউকে কষ্ট দেয়া কোনভাবেই সংগত নয়। সুতরাং মেজবানকে খুশী করতেই তার দাওয়াত কবুল করতে হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٣٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُطْرُوْنِىْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ وَاِنَّمَا اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ (شَمَائِلْ صـ٢٣)

(৩৩২) অর্থঃ হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার প্রশংসায় এমন বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রীস্টানরা ঈসা বিন মারয়াম (আঃ)-এর ব্যাপারে করেছিল। আমি আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা (আমাকে) আব্দুল্লাহ তথা আলাহর বান্দা এবং তাঁর রসুল বলো। (শামায়েল পৃষ্ঠা ২৩)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ হুজুর বলেছেন, তোমরা আমার এমন প্রশংসা করো না যা বান্দার বিরোধী হয় এবং রসূল হওয়ার বিরোধী হয়। কেননা তখন তা শিরক হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٣٣) عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ اِجْلِسِىْ فِىْ اَىِّ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ شِئْتِ اَجْلِسْ اِلَيْكِ (شَمَائِلْ صـ٢٣)

(৩৩৩) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আমার আপনার কাছে কিছু প্রয়োজন আছে। তখন হুজুর তাকে বললেন, যাও মদীনার যে কোন রাস্তায় ইচ্ছা বসো গে, (সেখানেই) তোমার কাছে আমি বসব (অর্থাৎ তোমার কথা শুনব) (শামায়েল পৃষ্ঠা ২৪)

ব্যাখ্যাঃ কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, উক্ত মহিলাটির ব্রেণে কিছুটা ডিসটার্ব ছিল। তথাপি হুজুর তাকে অমূল্যায়ন করেননি। আর সড়কে বা রাস্তায় যাওয়ার নির্দেশের কারণ সম্বন্ধে উলামাগণ বলেন যে, যেহেতু মহিলা ছিল গায়রে মাহারাম, তাই তার সাথে হুজুর নিজকে কথা না বলে খোলাখুলি সকলের সামনে কথা বলতে চেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ তার ব্রেনের অসুবিধার কারণ উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল মারাম)

(٣٣٤) وَعَنْهُ قَالَ حَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَحْلٍ رَثٍّ وَعَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ لَاتُسَاوِىْ اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا لَا رِيَاءَ فِيْهِ وَلَا سُمْعَةَ.

(شَمَائِلْ صـ٢٤)

http://kitabbhubon.com

(৩৩৪) অর্থঃ উক্ত হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পুরাতন হাওদায় চড়ে হজ্জ করলেন আর তার উপর ছিল একটি পড়া কাপড়, যা চার দেরহামের বরাবর ছিলনা (মূল্য হিসেবে) এবং তিনি এই দোয়া পড়ছিলেন– হে আল্লাহ! তুমি এই হজ্বকে এমন হজ্জে পরিণত কর, যাতে থাকবে না কোন রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা, থাকবে না কোন সুমআ তথা প্রসিদ্ধি। (শামায়েল ২৬ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ তার উপর একটি পতিত কাপড় ছিল– এখানে তার দ্বারা যেমন হাওদা উদ্দেশ্য হবে তেমনি আবার হুজুর নিজেও হতে পারেন। তবে তখন অর্থ হবে, হুজুরের গায়ে একটি সাধারণ কাপড় ছিল, যা মূল্য হিসেবে চার দিরহাম পরিমাণও ছিল না। হুজুর কর্তৃক রিয়া ও সুমআ থেকে নিষ্কৃতির দোয়া ছিল নিছক উম্মতের শিক্ষা দানের নিমিত্তে। কেননা হুজুরের কোন রিয়া বা সুমআ ছিল না। সুতরাং এ শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٣٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا نَبْنِىْ لَكَ بِنَاءً يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ لَامِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ٢٣١)

(৩৩৫) অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা (সকল সাহাবারা) নিবেদন করলাম যে, হে আল্লাহর রসূল! কি আমরা আপনার জন্য একটি বিল্ডিং নির্মাণ করব, যা আপনাকে ছায়া দান করবে? উত্তরে হুজুর বললেন যে, না (কেননা) মিনা হল (সেখানে) পূর্ব আগত ব্যক্তিদের উট বসানোর স্থান। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৩১)

ব্যাখ্যাঃ মিনায় ব্যক্তি বিশেষের ঘর নির্মাণের কোন অধিকার নেই। কেউ এরূপ করলে অবশ্যই সে অনধিকার চর্চাকারী হবে। কেননা এ স্থান নির্দিষ্ট হল হজ্জের উদ্দেশ্যে আগত ব্যক্তিদের। তারা এখানে তাদের বাহন উটকে বিশ্রামের জন্য বেঁধে রাখবে। এছাড়া এখানে (মিনায়) পাথর নিক্ষেপ, হলক নহর ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং এখানে ঘর নির্মাণ করলে হজ্জ কার্যে অবশ্যই বিঘ্ন ঘটবে। কেননা একটা ঘর দেখাদেখি এমন সময় আসবে যখন হাজার হাজার বাড়ি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যাবে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٣٦) عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَرْمِى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَيْسَ قِيْلَ اِلَيْكَ اِلَيْكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٣١)

(৩৩৬) অর্থঃ হযরত কুদামা বিন আব্দুলাহ বিন আম্মার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি যে, তিনি ঈদের দিনে একটি লাল-সাদা মিশ্রিত উটনীর উপর থেকে জামরায় কংকর মারছেন। সেখানে কারো মারা নেই, হাঁকানো নেই এবং এও বলা নেই যে, একদিকে সর একদিকে সর। (তিরমিযী, মিশকাত ২৩১ পৃষ্ঠা)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ "ছাহবা" বলা হয় লাল সাদা রংয়ের উটনীকে, যার পশমও লাল। হাদীসের শেষাংশের সারাংশ হল যে, নেতাদের যেমন আগের থেকে পর্যবেক্ষণ করা, সুবেদাররা সম্মান করে চলে; রসূলের সামনে এমন কিছুই ছিল না তিনি দোজাহানের নেতা হওয়া সত্ত্বেও, এটা তাঁর সীমাহীন বিনয়।

فِرَاشُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিছানা

(٣٣٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ (شَمَائِلْ صـ٢٣)

(৩৩৭) অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিছানা যার উপরে তিনি ঘুমাতেন; তা ছিল খেজুরের ছাল (ছোবরা) ভরা চামড়ার। (শামায়েল পৃষ্ঠা ২৩)

ব্যাখ্যাঃ নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানা কখনও চট ও গোধুরী হত।

(٣٣٨) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ مَاكَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِكِ قَالَتْ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ وَسَئَلْتُ حَفْصَةَ مَاكَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِكِ قَالَتْ مَسْحًا نَثْنِيْهِ ثِنْتَيْنِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ لَوْ ثَنَيْتُهُ اَرْبَعَ ثَنْيَاتٍ كَانَ اَوْطَأَلَهُ فَثَنَيْنَاهُ بِاَرْبَعِ ثَنِيَاتٍ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ مَافَرَشْتُمُوْنِى اللَّيْلَةَ قَالَتْ قُلْنَا هُوَ فِرَاشُكَ اِلَّا اَنَّا ثَنَيْنَاهُ بِاَرْبَعِ ثَنِيَاتٍ قُلْنَا هُوَ اَوْطَأُلَكَ قَالَ رُدُّوْهُ لِحَالِهِ الْاُوْلٰى فَاِنَّهُ مَنَعَتْنِىْ وَطَأَتُهُ صَلٰوتِى اللَّيْلَةَ (شَمَائِلْ صـ٢٣)

(৩৩৮) অর্থঃ হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (তাঁর পিতা) বলেছেন, একদা কেউ হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনার গৃহে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি উত্তরে বলেন যে, চামড়ার ছিল, তাতে খেজুরের ছোবরা ভরা ছিল। কেউ হযরত হাফসা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনার গৃহে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি উত্তরে বলেন যে, একটি চট ছিল যা আমি দু'ভাজ করে দিতাম অতঃপর তিনি তাতে ঘুমাতেন। এরপর এক রাত্রে আমার খেয়াল হলো যে, যদি চটটি চার ভাজ করে বিছান হয় তাহলে তা তাঁর জন্য বেশি নরম ও আরামদায়ক হবে। ফলে আমি তা চার ভাজ করে বিছিয়ে দিলাম। সকালে হুজুর বললেন, রাতে

http://kitabbhubon.com

আমার (পিঠের) নিচে কি বিছিয়ে দিয়েছিলে? হাফসা বলেন, আমি বললাম সেটাতো আপনারই বিছানা ছিল, কিন্তু আমি তা চারভাজ করে দিয়েছি মাত্র। আমি আরও বললাম যেন তা বেশী নরমদায়ক হয়। হুজুর বললেন, একে পূর্বের অবস্থায় রেখে দাও। কেননা এর কোমলতা আমার রাতের (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের) নামাজ পড়া থেকে বাধা দিয়েছে। (শামায়িল পৃষ্ঠা ২৩)

ব্যাখ্যাঃ রাতের নামাজ পড়ার অন্তরায় হওয়ার অর্থ হলো, ঘুমে চোখ আর খোলেনি অর্থাৎ তিনি জাগ্রত হতে পারেননি অথবা খুলেছে কিন্তু দেরিতে। কেননা নরম বিছানায় ঘুম খুব গাঢ় এবং বেশী হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি এ হাদীসের মাধ্যমে উম্মতকে অধিক বিলাসিতা থেকে বেঁচে থাকার আহবান জানিয়েছে। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে একটি বাড়ীতে উর্ধ্বে তিনটি বিছানা রাখার অনুমতির উল্লেখ রয়েছে। একটি নিজের জন্য আরেকটি স্ত্রীর জন্য (কেননা অনেক সময় এর প্রয়োজন হতে পারে) আর অপরটি হলো মেহমানদের জন্য। যদি কেহ চতুর্থ বিছানা রাখে তাহলে তাকে শয়তানের জন্য অর্থাৎ অতিরঞ্জিত বলা হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

بُكَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোদন

(٣٣٩) عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ وَلِجَوْفِهٖ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ (شَمَائِلْ صـ٢٣)

(৩৩৯) অর্থঃ হযরত মুতাররিফ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (তার পিতা) বলেছেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলাম। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। আর কাঁদার কারণে তাঁর বক্ষ থেকে ডেগ বা হাঁড়ির (রান্না দেয়াকালীন) আওয়াজের ন্যায় শব্দ বের হচ্ছিল। (শামায়ের পৃষ্ঠা ২৩)

ব্যাখ্যাঃ এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিপূর্ণ ভয় ও বিনয়ের বহিঃপ্রকাশের কারণে ছিল। (ফাতহুল মারাম)

صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর-অধিক নামাযের বিবরণ

(٣٤٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ حَتّٰى تَرِمَ قَدَمَاهُ قَالَ فَقِيْلَ لَهٗ تَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ جَاءَكَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ غَفَرَلَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا - شَمَائِلْ صـ١٩

http://kitabbhubon.com

(৩৪০) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খুব বেশি বেশি) নামায পড়তেন, এমনকি তার পা মুবারক ফুলে যেত। বর্ণনাকারী বলেনঃ তাঁকে বলা হল, আপনি এরকম করেন অথচ আপনার ব্যাপারে এসেছে নিশ্চয় আল্লাহপাক আপনার পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি কি শুকর গুজার বান্দা হব না? (শামায়েল পৃষ্ঠা- ১৯)

ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্নকারী আসলে বলতে চেয়েছেন যে, বেশি বেশি নামাযতো পড়া হয় গুনাহ মাফের জন্য। আর হুজুরের তো কোন গুনাহ নেই। সুতরাং কেন তিনি এত বেশি নামায পড়েন? হুজুর তার একথার যে জওয়াব দেন, তার মর্ম হল; নামাজ শুধু গুনাহ মাফের উদ্দেশ্যেই পড়া হয় না বরং তাতে আরো অনেক নিয়ত থাকে। বিশেষ করে যখন আল্লাহ হুজুরের আগে পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এখনতো এটাই উচিত যে, এর শুকরিয়া হিসেবে বেশি বেশি নামায পড়া। (ফাতহুল মারাম)

এখন একটি প্রশ্ন হয় যে, কুরআনে যা এসেছে তার দ্বারা বুঝা যায় যে, হুজরের গুণাহ ছিল বা হত কিন্তু আল্লাহপাক তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথচ এটাতো একটি গুরুত্বপূর্ণ আকীদার বিষয় যে, হুজুরসহ সকল নবী রসূল তো নিষ্পাপ এ প্রশ্নের ব্যাপারে বলা হবে যে, এর অসংখ্য উত্তর আলেমগন প্রদান করেছেন। সুরা ফাতাহ-এর ব্যাখ্যায় এ সংক্রান্ত উত্তর বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কেউ চাইলে সেখানে দেখতে পারেন, তবে এখানে আমি (অনুবাদক) সংক্ষেপে এটুকু বলতে পারি, এখানে গুনার দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাঁর ইজতেহাদী ভুল অর্থাৎ কোন ইজতেহাদী ব্যাপারে তিনি ভূল করলে আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

صِيامُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রোযা

(٣٤١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يَصُوْمَ وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اِلَّا رَمَضَانَ ـ شَمَائِلْ ص٢١

(৩৪১) অর্থঃ- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন কোন মাসে অধিক) রোযা রাখতেন এমনকি আমরা বলতাম অর্থাৎ মনে করতাম যে, তাঁর বোধ হয় ইফতারের তথা রোযা না রাখার কোন ইচ্ছা নেই। আর (কোন কোন মাসে অধিক) ইফতার করতেন তথা রোযা রাখতেন না। এমনকি আমরা মনে করতাম তিনি হয়ত আর রোযা রাখবেন না। তবে তিনি মদীনায় অবস্থানকালীন পর্যন্ত রজমান মাস ছাড়া কখনও পূর্ণ একমাস ধরে রোযা রাখেননি। (শামায়েল পৃষ্ঠা ২১)

ব্যাখ্যাঃ বিভিন্ন পর্যায়ে রোযার উপকারীতা বর্ণনাতীত। এতে রুহানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। কোন মাসে বেশি রোযা রাখা আবার কোন মাসে বেশি না রাখা ইহা ছিল হুজুরের ব্যক্তিগত আমল। এতদ্ব্যতীত তাঁর রোযা সংক্রান্ত কিছু বৈশিষ্ট ছিল। যথা-

http://kitabbhubon.com

(১) সোমবার-বৃহস্পতিবার রোযা রাখা (২) প্রতিমাসে তিনটি রোযা রাখা (৩) আরবী মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে (৪) জিলহজ্জের প্রথম দশদিন দশম তারিখ ব্যতিরেকে (৫) মহররমের দশম দিন রোযা রাখা ইত্যাদি। তবে ছফর বা বিভিন্ন কারণে এতে ব্যহত ঘটলে অন্য সময়ে তা পুষিয়ে নিতেন (ফাতহুল মারাম)

اَخْذُهُ الْبَيْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ

"মহিলাদের থেকে রাসূলের বাইয়াত গ্রহণ"

(٣٤٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فِىْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ فَمَنْ اَقَرَّتْ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهٖ وَاللّٰهِ مَامَسَّتْ يَدُهٗ يَدَ اِمْرَاَةٍ قَطُّ فِى الْمُبَايَعَةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٣٥٤)

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি মহিলাদের বাইয়াত সম্পর্কে বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত দ্বারা তাদের পরীক্ষা করতেনঃ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الخ

অর্থাৎ হে নবী! যখন মুমিন রমনীগণ আপনার কাছে বাইয়াত হতে আসে তাদের মধ্যে যারা এই শর্ত মেনে নিত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলে দিতেন; আমি তোমার বাইয়াত গ্রহণ করলাম। তিনি তাকে মুখে শুধু একটুকুই বলতেন, আল্লাহর শপথ! বাইয়াত গ্রহনকালে কখনও তাঁর হাত কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। (বরং তিনি কেবল কথার দ্বারাই মহিলাদের বাইয়াত গ্রহন করতেন।) (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাতঃ ৩৫৪ পৃঃ)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে উল্লেখিত আয়াতাংশের পূর্ণ আয়াত হলো–

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ হে নবী! ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে বাইয়াত হয় এ কথার উপর যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা, চুরি করবেনা, ব্যাভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরশ থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের বাইয়াত গ্রহন করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থন করুন, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (সূরা মুমতাহিনাহ– ১২ আয়াত)

http://kitabbhubon.com

মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের সুন্নাত নিয়মঃ হাদীসে বর্ণিত নিয়মই হলো মহিলাদের বাইয়াত গ্রহনের সর্বোত্তম ও সুন্নাত নিয়ম, আর তা হলো, পুরুষদের ন্যায় তাদের হাত না ধরে, বরং শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে অর্থাৎ নির্দিষ্ট শর্তাবলী মুখে বলে তার প্রতি তাদের স্বীকারোক্তি ও সে সমস্ত বিষয় যথার্থ পালনের শর্ত আরোপ করা। যদি তারা (মহিলারা) এভাবে শর্ত পালন করতে পারে এবং তার স্বীকারোক্তি দেয় তখন তাদের বলতে হবে আজ থেকে আমি তোমাদের বাইয়াত গ্রহণ করলাম। ব্যস তারা বাইয়াত হয়ে গেল। অতিরিক্ত পাগড়ি ইত্যাদি ধরানোর কোনই প্রয়োজন নেই।

মাজাহেরে হক গ্রন্থ প্রণেতা লেখেন যে, কোন কোন পীর-মাশায়েখ মহিলাদের এভাবে মুরীদ করেন যে, নিজের হাত পানির মধ্যে দেন এবং মহিলারাও হাত পানির মধ্যে দেয়। আর কেউ এভাবে করেন যে, পীর সাহেব কোন কাপড়ের এক মুড়ো ধরেন আর মহিলারা অন্য মুড়ো ধরেন। তিনি বলেন এই বেহুদা কষ্টের কোনই প্রয়োজন নেই। তবে বর্তমান পীর মাশায়েখগন বিশেষ বিবেচনার মাধ্যম হিসেবে যে পাগড়ী বা কাপড় ধরে বাইয়াত বা মুরীদ হওয়ার প্রথা চালু করেছেন, তা ক্ষতিকর নয়, বরং যুগ হিসেবে যথার্থই এবং সঠিক সিদ্ধান্ত।

(٣٤٣) عَنْ اُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاَطَقْتُنَّ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِاَنْفُسِنَا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْنَ تَعْنِيْ صَافِحْنَ قَالَ اِنَّمَا قَوْلِيْ لِمِائَةِ اِمْرَأَةٍ كَقَوْلِيْ لِاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، مِشْكٰوة صـ٣٥٤

(৩৪৩) অর্থঃ হযরত উমাইমা বিনতে রুকাইকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কতিপয় মহিলার সাথে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বাইয়াত হলাম। তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ আমি তোমাদের কাছ থেকে এমন সমস্ত ব্যাপারে অঙ্গীকার নিলাম– যা করতে তোমরা সামর্থ রাখ। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের জন্য আমাদের চেয়ে অধিক দয়ালু, অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের বাইয়াত করে নিন। আমাদের হাত মোছাফাহা তথা ধরুন (এবং পুরুষদের ন্যায় আমাদের বাইয়াত করুন।) তিনি বললেনঃ একশত মহিলার জন্য আমার জবানী কথার বাইয়াত একজন মহিলার জন্য কথার বাইয়াতের ন্যায়। (অর্থাৎ হাত ধরা ব্যতিরেকেই শুধ মুখের কথাই বাইয়াতের জন্য যথেষ্ট। আবার প্রত্যেক মহিলার আলাদা আলাদা বাইয়াত গ্রহনেরও কোন প্রয়োজন নেই। বরং একজনের বাইয়াত করা মানে সবার বাইয়াত করা।) (তিরমিযী, নাসারী, (মিসকাত পৃষ্ঠা– ৩৫৪)

ব্যাখা ঃ অর্থাৎ তোমাদের হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহন করার প্রয়োজন নেই, বরং আমার মুখের কথাই যথেষ্ট।

http://kitabbhubon.com

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতার অধ্যায়

أَدَابُ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ

পেশাব-পায়খানার আদব (শিষ্টাচার)

(٣٤٤) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ إِنْطَلَقَ حَتّٰى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ (اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٥٦)

(৩৪৪) অর্থঃ হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাঠে যাওয়ার (অর্থাৎ পায়খানা যাওয়ার) ইচ্ছা করতেন, তখন এত দূরে যেতেন যে, শেষ পর্যন্ত কেউ তাঁকে দেখতে পেত না। (আবু দাউদ, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪২)

ব্যাখ্যাঃ এটা সফরের অবস্থার বর্ণনা এবং ঐ সময়ের কথা যখন পায়খানা ঘর নির্মাণ হয়নি। এরপর যখন পায়খানা ঘর নির্মিত হল ও তিনি নিজ বাড়ীতে তাশরীফ আনতেন তখন পায়খানা ঘরেই ইস্তেঞ্জার হাজত মেটাতেন। (ফাতহুল মারাম)

(٣٤٥) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَّبُوْلَ فَاَتٰى دَمِثًا فِىْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّبُوْلَ فَلْيَرْتَدَّ لِبَوْلِهٖ (اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٤٦)

(৩৪৫) অর্থঃ হযরত আবু মুছা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম, (দেখলাম) তিনি যখন পেশাব করার ইচ্ছা করলেন, একটি দেয়ালের গোড়ায় নরম স্থানে গেলেন এবং (তথায়) পেশাব করলেন। অতপর বললেনঃ যখন তোমাদের কেউ পেশাব করতে ইচ্ছা করে, তখন যেন এরুপ স্থান তালাশ করে যাতে শরীরে পেশাবের ছিটা না পড়ে, (আবু দাউদ মিশকাত পৃষ্ঠা ৪২)

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা খাত্তাবী বলেন, হয়ত দেওয়াল কারো মালিকানাধীন নয়। কেননা দেওয়ালের নীচে পেশাব করলে দেওয়ালের ক্ষতি হয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি ছাড়া এরূপ করতে পারেন না বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু সরে বসেছিলেন বা মালিকের অনুমতি জানা ছিল বা কোন নিশ্চিন্ত ঘরের দেওয়াল ছিল।

(٣٤٦) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهٖ مَكَانًا كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلًا .
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ جـ١ ص٥)

http://kitabbhubon.com

(৩৪৬) অর্থঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পেশাবের জন্য (নরম) স্থান তালাশ করতেন (যাতে পেশাবের ছিটা নিজের দিকে না ফেরে) যেমন (বসবাস বা বিশ্রামের জন্য) কোন উপযুক্ত স্থান তালাশ করতেন। (তিরমিযী, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৫)

ব্যাখ্যা ঃ "كَوْكَبِ دُرِّى" গ্রন্থে আছে যে, যেমনভাবে একজন বসবাস ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ্য স্থান নির্বাচন করে কয়েকটি বিষয় দেখে। অর্থাৎ সে পড়শী দেখে যে, সে ভাল কি-না, স্থান প্রশস্ত কি-না। মসজিদ, পানি, ও অন্যান্য জরুরী বিষয় নিকটে পাওয়া যায় কিনা। ঠিক তদ্রুপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাবের জন্য মুনাসিব স্থান তালাশ করতেন। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন (১) যেন স্থান উঁচু না হয় যে, পেশাব করলেই শরীরের দিকেই ফিরে আসে (২) বাতাসের বিপরীতমূখী না হয় (৩) স্থান শক্ত ও শুকনা না হয় (৪) পর্দা বা আড়ালের ব্যবস্থা থাকে ইত্যাদি।

(ফাতহুল মারাম)

(٣٤٧) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهٗ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ جـ١ صـ٤)

(৩৪৭) অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজত পূরণ তথা ইস্তেঞ্জার ইচ্ছা করতেন, জমিনের (বসার) নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না। (তিরমিযী, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪)

ব্যাখ্যা ঃ এ হুকুম বাথরুমে ও জঙ্গলে তথা খোলা ময়দানে সর্বত্রই প্রযোজ্য, কেননা কাপড় উঠানোর মাধ্যমে সতর খোলা বিনা প্রয়োজনে যায়েজ নাই। আর প্রয়োজন যে বসার নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত হয় না, তা বলারই অবকাশ রাখে না। (ফাতহুল মারাম)

(٣٤٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَاتَسْتَدْبِرُوْهَا وَاَمَرَ بِثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰى اَنْ يَسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهٖ ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٦)

(৩৪৮) অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য ঐরূপ যেমন পিতা তার পুত্রের জন্য। আমি তোমাদেরকে (দ্বীনের সর্ব বিষয়) শিক্ষা দিই। সুতরাং যখন তোমরা পায়খানায় যাবে, তখন কেবলাকে সম্মুখে বা পশ্চাতে রাখবেনা। এ ছাড়া তিন (ইস্তেঞ্জায়) তিনটে পাথর (অর্থাৎ ঢিলা-কুলুখ) ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন, এবং গোবর (লেদ বা এ জাতীয় নাপাক) ও হাড়ের দ্বারা কুলুখ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধ করেছেন ডান হাতের দ্বারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্থাৎ শৌচ কাজ করতে। (ইবনে মাজাহ, দারিমী মিশকাত- ৪২)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় একদিকে সন্তানের উপর ওয়াজিব হলো পিতার আনুগত্য করা, অপরদিকে পিতার উপর ওয়াযিব হলো সন্তানকে আদব এবং

http://kitabbhubon.com

দ্বীনী বিষয় শিক্ষা দেয়া। পাথর-ঢিলা ইত্যাদির দ্বারা কুলুখ ব্যবহার সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তবে এতে সংখ্যার কম-বেশির মধ্যে কোন সুন্নাত নেই। পুরুষ-মহিলা সবার জন্যই কুলুখ করা সুন্নাত। তবে মনে রাখতে হবে, কুলুখ করা একটি আলাদা সুন্নাত আর পানি ব্যবহার করা আরেকটি পৃথক সুন্নাত। (শামী)

اَلْمَوَاضِعُ الَّتِىْ يُنْهٰى فِيْهَا التَّخَلِّىْ وَالْبَوْلُ

যে সকল স্থানে পেশাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ

(٣٤٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهٖ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٤٣

(৩৪৯) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন আপন গোছল খানায় পেশাব না করে, অতঃপর তথায় গোছল করে বা ওজু করে। কেননা (মানুষের মনে) অধিকাংশ ওসওসাহ (মনের খটকা)-এর থেকে (অর্থাৎ গোছল খানায় প্রথমতঃ পেশাব অতঃপর সেখানেই ওজু বা গোছল করার থেকে) উৎপন্ন হয়। (আবু-দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৩)

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ ওসওসার সৃষ্টির রহস্যঃ কেননা এই গোছলখানায় পেশাব করার দ্বারা নাপাক হয়ে যায়। অতপরঃ যখন তাতে ওজু বা গোছলের পানি পড়ে তখন অন্তরে এই খটকার সূত্রপাত হয় যে, শরীরে বা বস্ত্রে এর ছিটা পড়েছে নাকি পড়েনি? এই খটকা ক্রমেই অন্তরে গভীর রেখাপাত এবং সন্দেহের উদ্রেক করে।(ফাতহুল মারাম)

(٣٥٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ جُحْرٍ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٣)

(৩৫০) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন সারজিশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কোন গর্তে পেশাব না করে। আবু দাউদ, (নাসারী,মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৩)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে নিষেধাজ্ঞার কারণ দ্বৈতমুখী (১) যাতে প্রশ্রাবকারী বিপদের শিকার না হয় ও (২) গর্তস্থ প্রাণী কষ্ট না পায়। আর তা এভাবে যে, গর্তে অনেক সময় সাপ-বিচ্ছু বা অন্যান্য ছোট প্রাণী থাকে। যদি সাপ-বিচ্ছু থাকে আর সে পেশাবে লিপ্ত হয় তাহলে সাপ-বিচ্ছু তাকে দংশন করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি কোন ছোট প্রাণী, পোঁকা-মাকড় ইত্যাদি থাকে তাহলে তার দ্বারা বিপদের আশংকা তো নেই কিন্তু তারা তো অবশ্যই কষ্ট পাবে। কেননা তাদের শান্তি ও বসবাসে ব্যঘাত ঘটে। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ সাধারণতঃ প্রত্যেক গর্তেই জিন থাকে। সুতরাং তখন বিপদের আশংকা আরো বেশি। ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হযরত সাদ বিন উবাদা খাজরুজী (রাঃ)

http://kitabbhubon.com

নামে এক সাহাবা এক গর্তে পেশাব করলে ঘটনাক্রমে সে গর্তে অবস্থানরত জিন তাঁকে মেরে ফেলে ছিল। এবং সে জিন এই শের পড়েছিল–

قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ × وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمٍ فَلَمْ نُخْطِئْ فُؤَادَهُ

অর্থাৎ আমরা খাযরাজ সরদার সাদ বিন উবাদাকে হত্যা করেছি, আর তাকে নিক্ষেপ করেছি তীর দ্বারা অতঃপর ভুলিনি তার অন্তরকে (অর্থাৎ তার প্রতিশোধ পুরোপুরি নিয়েছি।

(٣٥١) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٤٣)

(৩৫১) অর্থঃ হযরত মুয়াজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তিনটি অভিশাপের বিষয় হতে বেঁচে থাকবে। (১) পানির ঘাটে, (২) মানুষের চলাচলের পথে ও (৩) গাছের ছায়ায় পায়খানা পেশাব করা। (আবু-দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৩)

ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু এ সমস্ত স্থানে সাধারণত লোকের আগমন-নির্গমন বেশি হয়. মানুষ উপকার অর্জন করে, এবং ছায়াদার বৃক্ষের নীচে একদিকে মানুষ বিশ্রাম নেয়ার পাশাপাশি প্রাণীরাও এসে ঘাস-পাতা খায়। এখন এ সমস্ত স্থান পেশাব-পায়খানা করে নষ্ট করলে তা মানুষসহ প্রাণীদেরও কষ্টের কারণ হয়। আর অবশ্যই তা জুলুম সমতুল্য, তাই হাদীসে এ সমস্ত স্থানে পেশাব-পায়খানা নিষিদ্ধ হয়েছে।

فَضْلُ السِّوَاكِ

মিসওয়াকের ফযিলত

(٣٥٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ - اَلشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٤٤)

(৩৫২) অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মেসওয়াক হলো মুখ পরিস্কারকারী, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। (শাফেয়ী, আহমাদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৪)

ব্যাখ্যাঃ মেরকাত গ্রন্থের ২য় খন্ডোর ৩য় পৃষ্ঠায় আছে যে, কেউ কেউ বলেছেনঃ মেসওয়াকের মধ্যে ৭০টি ফায়দা তথা উপকার নিহিত রয়েছে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন ফায়দা যা তা হলো, মৃত্যুর সময় কলেমায়ে শাহাদাৎ নসীব হওয়া। আর আফিম (ঐ ধরনের মাদকদ্রব্য) সেবনে ৭০টি ক্ষতি নিহিত রয়েছে। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষতিটি হলো, মৃত্যুর সময় কলেমায়ে শাহাদাৎ ভুলে যাওয়া। (ফাতহুল মারাম)

(٣٥٣) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاجَاءَنِىْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ اِلَّا اَمَرَنِىْ بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِىَ مُقَدَّمَ فِىَّ - رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٤٥

http://kitabbhubon.com

(৩৫৩) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখনই জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট আসতেন তখনই আমাকে মেসওয়াক করার জন্য আদেশ দিতেন। যাতে আমার আশংকা হলো (অতিরিক্ত মেসওয়াক করার দরুণ) আমি আমার মুখের সম্মুখ দিক ছিলে ফেলব এবং ক্ষয় করে দিব। (আহমাদ, মিসাকাত পৃষ্ঠা ৪৫)

ব্যাখ্যাঃ হযরত জিব্রীল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ২৪ হাজার বার এসেছেন। আর যখনই এসেছেন, তখনই মিসওয়াকের ব্যবহারের এত বেশী তাকীদ করতেন যে, তিনি বলেন– আমার আশংকা হত ঐ পরিমাণ মিসওয়াক করলে আমার মুখ ছিলে যাবে। (ফাতহুল মারাম, আহসানুল মাওয়ায়িজ)

(٣٥٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَفْضُلُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلٰوةِ الَّتِىْ لَايُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٥)

(৩৫৪) অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে নামাজের জন্য (অজুর সময়) মেসওয়াক করা হয়, তার ফযিলত ঐ নামাজের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী যার জন্য মেসওয়াক করা হয় না। (বাইহাকী, মশকাত পৃষ্ঠা ৪৫)

ব্যাখ্যাঃ এখানে সত্তর দ্বারা উদ্দেশ্য সত্তরও হতে পারে আবার অধিক বর্ণনা করা উদ্দেশ্যও হতে পারে।

(٣٥٥) عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْحَيَاءُ وَيُرْوَى الْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٤

(৩৫৫) অর্থঃ হযরত আবু আইউব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি জিনিষ হলো (অধিকাংশ) নবী-রসূলগণের সুন্নাতের অন্তর্গত। (১) (মন্দ কাজ থেকে) লজ্জা করা, আবার এক বর্ণনায় এর স্থানে খতনা করা আছে, (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা, (৩) মেসওয়াক করা ও (৪) বিবাহ করা। (তিরমিযী, মিশকাত, পৃষ্ঠা– ৪৪)

ব্যাখ্যা ঃ ব্রাকেটে অধিকাংশ শব্দ এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীদের মধ্যে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) অবিবাহিত ছিলেন। (ফাতহুল মারাম)

(٣٥٦) عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَلَاَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِى الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلٰى اُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ لَايَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ اِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ اِلٰى مَوْضِعِهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٤٥)

http://kitabbhubon.com

(৩৫৬) অর্থঃ হযরত সালামা (রাঃ) হযরত যায়েদ বিন খালেদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (খালেদ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টের আশংকা না করতাম, তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাজের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। আর ঈশার নামাজকে রাতের তৃতীয়াংশ শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে দিতাম। আবু সালামা বলেনঃ (আমি দেখেছি) হযরত যায়েদ বিন খালেদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে (জামাতের জন্য) মসজিদে এমতাবস্থায় হাজির হতেন যে, তাঁর মেসওয়াক তাঁর কানে (গুজা) থাকত, লেখকের কলম যেখানে থাকে। সেখানে, যখনই তিনি নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখনই মেসওয়াক করে তা আবার আপন স্থানে (অর্থাৎ কানে গুঁজে) রাখতেন। (তিরমিযী, আবু-দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৫)

ব্যাখ্যা ঃ "عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ" এর অর্থ আমরা করি, "প্রত্যেক নামাজের ওজুর সময়।" অর্থাৎ হুজুরের এই আদেশটা প্রযোজ্য হবে নামাজের নিয়তে মুসল্লী যখন পবিত্রতা অর্জনের ইচ্ছা করবে তখনই সে মেসওয়াক করবে। এ জন্যই মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখেছেন ঃ হযরত যায়েদের এই আমল বাহ্যিক হাদীস মুতাবেক সম্পাদিত। আর তিনি এ আমল একাই করেছেন। (অন্য কেউ এরূপ করেননি) ফলে তাঁর এপ্রকার আমল কখনও দলীল হতে পারে না। "ঠিক নামাজের সময় মেসওয়াক করা সুন্নাত" এ কথা যে ইমাম বলেছেন তার দাবী এ হাদীস দ্বারা কিছুতেই দলীল হতে পারে না। (ফাতহুল মারাম)

خِصَالُ الْفِطْرَةِ

সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বা আম্বিয়া (আঃ)-এর সুন্নাতাবলী

জরুরী দ্রষ্টব্য ঃ خِصَالُ এর অর্থ বৈশিষ্ট্য। আর الْفِطْرَةِ বিভিন্ন অর্থবোধক হলেও এর প্রকৃত অর্থ হলো সৃষ্টি। অতএব خِصَالُ الْفِطْرَةِ এর অর্থ দাড়ায় সৃষ্টি বৈশিষ্ট্য বা সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। তবে এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য আম্বিয়ায়ে কেরামের ঐ সমস্ত সুন্নাত যার অনুসরণ করতে আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যেন এ সমস্ত বিষয়ের উপরই আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(٣٥٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الْاِسْتِنْجَاءَ قَالَ الرَّاوِىْ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٤)

(৩৫৭) অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দশটি বিষয় হলো 'ফিতরাত' তথা

http://kitabbhubon.com

স্বভাব বা নবী (আঃ) গণের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। (১) গোঁফ খাটো করা (২) দাঁড়ি লম্বা করা (৩) মেসওয়াক করা (৪) পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করা (৫) নখ কাটা (৬) আঙ্গুলের গিরা সমূহ ধৌত করা (৭) বগলের লোম উপড়ায়ে ফেলা (৮) নাভীর নীচের লোম কাটা (৯) পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা, বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি দশমটা ভুলে গেছি, সম্ভবত তা "কুলি করা" হবে। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৪)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে বর্ণিত কাজগুলি সমস্ত নবী রসূলগণও করেছেন, বিধায় এগুলিকে "সুন্নাতুল আম্বিয়া" বলা হয়। এগুলির প্রত্যেকটি আমাদের শরীয়তেও রাখা হয়েছে। ফলে এগুলি করা আমাদের জন্য কর্তব্য।

فَصْلُ الْوُضُوْءِ

উজুর ফজিলত

(٣٥٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ مَرَّتَيْنِ فِىْ مُسْلِمٍ وَثَلَاثًا فِىْ - رِوَاةِ التِّرْمِذِىِّ، مِشْكٰوة صـ٣٨)

(৩৫৮) অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের বলে দিব না যে, আল্লাহপাক কিসের দ্বারা মানুষের গুনাখাতা মুছে দেন এবং (তার) মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? তাঁরা (সাহাবারা) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসুল! তিনি বললেনঃ কষ্ট সত্বেও পূর্ণভাবে ওজু করা, মসজিদের দিকে অধিক যাতায়াত করা এবং এক নামাজ শেষ করে অন্য নামাযের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হলো "রেবাত" (প্রস্তুতি)। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এ শব্দটি দুইবার রয়েছে কিন্তু তিরমিযির বর্ণনায় তিনবার এসেছে। (মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৮)

ব্যাখ্যা ঃ "رِبَاط" এর অর্থ ও তার উপমা স্বরূপ অবতারণার কারণ ঃ

"رباط" (রেবাৎ) এর অর্থ হলো শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবেলার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়া এবং শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করা, এর সওয়াব অনেক তবে হাদীসে নামাযের জন্য অপেক্ষায় থাকাকে প্রকৃত রিবাত বলার কারণ হলো, সিপাহীরা যেমন শত্রুর মোকাবেলায় বসে থাকে তেমনি যারা নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকে তারা প্রকৃত শয়তানেরই মোকাবেলায় বসে থাকে। আর শয়তানই হচ্ছে দ্বীনের সবচে বড় দুশমন। (ফাতহুল মারাম)

(٣٥٩) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٣٨

http://kitabbhubon.com

(৩৫৯) অর্থঃ হযরত উছমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ওজু করে এবং উত্তমরূপে ওজু করে তার গুনাহ সমূহ তার শরীর হতে বের হয়ে যায় এমনকি তার নখের নিচ হতেও বের হয়ে যায়। (মুত্তাফাক্বুন আলাইহি মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৮)

ব্যাখ্যা ঃ "নখের নীচ হতেও বের হয়ে যায়" কথাটি مُبَالَغَة অর্থাৎ অতিরঞ্জিত হিসেবে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, এরূপ ব্যক্তি খুব ভালভাবে পাক-পবিত্র হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ আছে যে, ওজুর দ্বারা ছগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায় এবং যদি এসময় কৃত গুনাসমুহের জন্য কিছুটা অনুতপ্ত হয়, তাহলে কবীরা গুনাহও মাফ হয়ে যায় বলে বলা হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٦٠) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلاً عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٣٩)

(৩৬০) অর্থঃ হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মুসলমান ওজু করে এবং আপন ওজু উত্তমরূপে সম্পন্ন করে অতপরঃ উঠে দুই রাকাত নামায পড়ে আপন অন্তর ও আপন চেহারাকে সম্পূর্ণভাবে (আল্লাহর দিকে) রুজু করে। তবে তার জন্য বেহেস্ত ওয়াজিব হবে। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৯)

ব্যাখ্যাঃ বেহেস্ত ওয়াজিব হওয়ার অর্থ হলো এরূপ করার দ্বারা আল্লাহর বিশেষ রহমত তার প্রতি প্রবর্তিত হবে এবং তাকে বেহেশতে পৌছে দেবে।

(٣٦١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْفَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ التِّرْمِذِىُّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ (مِشْكٰوة ص٣٩)

অর্থঃ হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে কেউ ওজু করবে এবং সকল নিয়ম কানুনসহ পরিপূর্ণভাবে সু-সম্পূর্ণ করবে অতপরঃ বলবে–

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল-তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা

http://kitabbhubon.com

খুলে যাবে, সে এর যে কোনটির ভিতর দিয়ে ইচ্ছা ঢুকতে পারবে। –মুসলিম, কিন্তু ইমাম তিরমিযী অধিক বর্ণনা করেছেন– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অর্ন্তগত করুন এবং আমাকে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের মধ্যে শামিল করুন। (মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৯)

ব্যাখ্যাঃ এই দেআর উদ্দেশ্য হল, হে আল্লাহ আমি তো আমার ক্ষমতানুযায়ী বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করে পবিত্র করেছি তুমি আমার অভ্যন্তরকেও তওবা ও তোমার দয়ায় ধুয়ে মুছে ছাফ করে দাও। (ফাতহুল মারাম)

(٣٦٢) قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ فِيْمَا بَيْنَ نُوْحٍ اِلٰى أُمَّتِكَ قَالَ هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُوْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ لَيْسَ اَحَدٌ كَذَالِكَ غَيْرُهُمْ وَاَعْرِفُهُمْ اَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِاَيْمَانِهِمْ وَاَعْرِفُهُمْ تَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٤٠)

(৩৬২) অর্থঃ এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি কিভাবে নূহ হতে আপনার উম্মত পর্যন্ত এত উম্মতের মধ্যে আপনার উম্মতকে চিনবেন? উত্তরে হুজুর বললেনঃ তারা ওজুর কারণে সাদা কপাল ও শুভ্র হাত পা বিশিষ্ট হবে। অন্য কেউ এরূপ হবেনা। এতদ্ব্যতীত আমি তাদেরকে এরূপেও চিনব যে, তারা তাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে। আর তাদেরকে এরুপেও চিনব যে, তাদের (না-বালিগ) সন্তানগণ তাদের সম্মূখে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। (আহমাদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪০)

ব্যাখ্যা ঃ "আমলনামা ডান হাতে" –সম্ভবত উম্মাতে মুহাম্মাদীর আমল এরূপে সর্বপ্রথমে দেওয়া হবে তাই তাদেরকে প্রথমেই চিনবেন। অন্যথায় সকল উম্মতের নেকলোকের আমলনামাই ডান হাতে দেয়া হবে।

فَضَائِلُ الصَّلٰوة

নামাযের ফযীলত

(٣٦٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ قَالُوْا لَايَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٥٧)

(৩৬৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা বলোত, যদি

http://kitabbhubon.com

তোমাদের কারো দরজার সামনে একটি নহর (নদী) থাকে যাতে সে প্রত্যহ পাঁচবার গোছল করে, তবে তার শরীরে কোন ময়লা বাকি থাকবে কি? সাহাবারা উত্তরে বলেনঃ না, ময়লার কোন অংশই বাকি থাকবে না। তিনি বললেনঃ এরূপই উদাহরণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের। এর বিনিময়ে আল্লাহপাক (মুসুল্লির) অপরাধ সমূহ মুছে দেন। (মুত্তাফিকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৭)

ব্যাখ্যাঃ ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে নামায রোযা ইত্যাদি নেক আমল দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়। কবীরা মাফের জন্য তওবা শর্ত। বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট তওবা (অনুশোচনা) করলে তা মাফ হতে পারে।

(٣٦٤) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ اَحْسَنِ وُضُوْءِهِنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَغْفِرَلَهُ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٥٨)

(৩৬৪) অর্থঃ হযরত উবাদ বিন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহপাক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেছেন যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ উযূর সাথে তা আদায় করে এবং ওয়াক্ত মত পড়বে, নামাজে পূর্ণ খুশু এবং তার রুকুগুলিকে পূর্ণমাত্রায় আদায় করবে, তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁকে ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি এরূপ (অর্থাৎ বর্ণিত পন্থায় নামাজ আদায়) করেনা। তার জন্য আল্লাহর নিকট কোনই অঙ্গীকার নেই, তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করতেও পারেন, চাইলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন। (আহমাদ আবু-ছাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৮)

ব্যাখ্যাঃ যথার্থভাবে পবিত্রতা অর্জন করে করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া আল্লাহপাকের ক্ষমা পাওয়ার সহজ উপায়। আর উত্তম পন্থায় নামায না পড়া ক্ষমা পাওয়ার আশা দূরাশা।

(٣٦٥) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

(رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٥٨)

(৩৬৫) অর্থঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের এবং তাদের (মুনাফেকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা হলো; নামায, সুতরাং যে নামায ত্যাগ করল সে নিশ্চিত কাফের হলো। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৮)

ব্যাখ্যাঃ হযরত উমর (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইমাম ইবনে মুবারক (রহঃ) প্রমূখ উলামাদের মাযহাব হলো বিনা ওজরে জেনে শুনে নামাজ তরককারী কাফের। কিন্তু জুমহুর উলামাদের নিকট সে কাফের হবে

http://kitabbhubon.com

না সত্য তবে বড়ই ফাসেক ও গুনাহগার হবে। আর তারা হাদীসে উদ্বৃত "فَقَدْ كَفَرَ" অর্থাৎ সে নিশ্চিত কাফের হলো, এর বিভিন্ন অর্থ ও ব্যাখ্যা পেশ করেন। তারা বলেন। এখানে কাফের হওয়ার অর্থ হলো (১) সে নামাজ তরক করে কুফুরকেই যেন প্রকাশ করল। (২) এ ধরনের কাজ কাফেরেরই, (৩) কাফের হবে যদি নামাজকে অস্বীকার করে এবং তরক করাকে হালাল বা জায়েয মনে করে (৪) সে নেয়ামত অস্বীকারকারী (৫) এ কাজ তাকে ক্রমে ক্রমে শেষ পর্যন্ত কুফরীতে পৌছেদেবে। (৬) অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হুমকি দেয়া সতর্ক করা। (৭) অথবা এ কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "كُفْرِ فِعْلِيْ" মাত্র। كُفْرِ اِعْتِقَادِيْ নয়। (ফাতহুল মারাম)

(٣٦٦) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَالِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتَ عَنْهُ ذُنُوْبُهٗ كَمَا تَهَافَتَ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٥٨

(৩৬৬) অর্থঃ হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শীতকালে বাহির হলেন আর তখন গাছের পাতা ঝরছিল। তিনি একটি গাছের দুটি ডাল ধরলেন। রাবী বলেনঃ আর সেই পাতা আরও বেশি ঝরতে লাগল। আবু যর বলেনঃ তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। হে আবু যর! আমি উত্তর করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি হাজির আছি। তিনি বলেনঃ নিশ্চয় মুসলমান বান্দা যখন নামাজ পড়ে, আর তার দ্বারা একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি চায়, তখন তার থেকে তার গুনাহসমূহ ঐভাবে ঝরতে থাকে যেমন এই পাতাসমূহ গাছ থেকে ঝরে যাচ্ছে। (আহমাদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৮)

ব্যাখ্যাঃ শীত মৌসূমে গাছের পাতা এতো অধিক ঝরে যে, গাছে একটি পাতাও অবশিষ্ট থাকেনা। ঠিক তেমনি ইখলাসের সাথে নামায পড়ারও প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়, কোন গুনাহ বাকী থাকেনা। কিন্তু ১টি কথা লক্ষ্যণীয়, আর তা হলো কুরআন-হাদীস গভীর বিশ্লেষণের পর উলামাগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছেন যে, নামায ও অন্যান্য ইবাদাতের দ্বারা শুধু ছগীরা গুনাহ মাফ হয়, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হবে না। এজন্য নামাজের সাথে সাথে তওবাও করা উচিত। যাতে নামাজের দ্বারা সমস্ত ছগীরা এবং তওবার দ্বারা কবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

(٣٦٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهٗ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَىِّ بْنِ خَلَفٍ .

رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ٥٩-٥٨

http://kitabbhubon.com

(৩৬৭) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি নামাজের আলোচনা করলেন এবং বললেনঃ যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে তা তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর (আলো) দলীল এবং নাজাতের কারণ হবে। আর যে তার হেফাজত করবেনা তা তার জন্য নূর দলীল এবং নাজাতের কারণ হবে না। কেয়ামতের দিন সে কারুন ফেরআউন, হামান এবং উবাই বিন খলফের সাথে হাশর করবে। (আহমাদ দারিমী, মিশকাশ পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯)

ব্যাখ্যাঃ নামাজের হেফাজত করার অর্থঃ নামাযের হেফাজত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব এবং সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সদাসর্বদা তা আদায় করা। কখনও তরক বা কাযা না করা।

"হামান" ফেরআউনের উজীর ও মন্ত্রনাদাতা, "উবাইবিন খালফ" ইসলামের এক বড় শত্রু। উহুদ যুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বহস্তে বর্শা নিক্ষেপ করলে সেই আঘাতেই মক্কায় যেতে পথিমধ্যে সে মারা যায়। "কারুন" মুসা (আঃ)-এর যুগের সবচে বড় ধনকূবের ও অর্থপতি, কিন্তু খুবই কৃপন ছিল। ফেরআউন, হামান ইত্যাদির সাথে হবে এর অর্থ হলো, যারা বেনামাজী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাদের হাশর এধরনের বড় বড় কাফেরদের সাথে হবে। অথবা কেয়ামতের দিন বে-নামাজীর আযাব এই সমস্ত কাফেরদের সাথে একত্রে হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٦٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهٗ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلٰوةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص٥٩)

(৩৬৮) অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাকীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ কোন আমল তরক করাকেই কুফরী বলে মনে করতেন না কিন্তু শুধু নামাযকে। (অর্থাৎ নামায তরক করাকে তাঁরা কুফরী বলে মনে করতেন।) (তিরমিযী, (মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৯)

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা ত্বীবী (রঃ) বলেনঃ নামায বর্জন করা সাহাবাদের কাছে মারাত্মক বড় গোনাহ ও কুফরীর নিকটবর্তী। তাই বেনামাযীরা একটু এই হাদীস হতে শিক্ষা গ্রহণ করুক নামাযীরাও।

(٣٦٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ اَنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِكُمْ عِنْدِىْ اَلصَّلٰوةُ مَنْ حَفَظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفَظَ دِيْنَهٗ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ (مَالِك مِشْكٰوة ص٥٩)

(৩৬৯) অর্থঃ হযরত উর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রশাসকদের নিকট লিখলেনঃ আমার নিকট আপনাদের সমস্ত কার্যের মধ্যে নামাজই হলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে তা হেফাজত করেছে এবং যথাযথভাবে রক্ষা করছে সে তার দ্বীনকে রক্ষা করেছে। আর যে একে বিনষ্ট করেছে সে নামায ব্যতীত অন্যান্য বিষয়কে আরো অধিক বিনষ্টকারী। (মালেক, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৯)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ যারা নামায বর্জন করবে তারাতো নামায ছাড়া অন্য কাজ তো আরও বেশী নষ্ট করবে। তাই ওমর (রাঃ) একথা লিখেছিলেন।

(٣٧٠) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٦٢)

(৩৭০) অর্থঃ হযরত আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা সময়ের নামাজ পড়বে সে বেহেস্তে যাবে। (মুত্তাফিকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬২)

ব্যাখ্যাঃ দুই ঠান্ডা সময় দ্বারা উদ্দেশ্য দুই রকম হতে পারে। যথা- (১) ফজর ও আসর। এ দু'ওয়াক্ত খাছ করার কারণ হল ঃ যেহেতু ফজরের সময় মানুষের অলসতা বেড়ে যায় প্রায় সকলেই নিদ্রামগ্ন থাকে এবং আসরের সময়েই মানুষের বাজার করা সহ বিভিন্ন প্রয়োজনে বের হতে হয় তাই যাতে মানুষ ঘুমে বা দুনিয়ার কাজে লিপ্ত হওয়ায় এ নামাজদ্বয় ত্যাগ না করে তার জন্য এর সওয়াব বেশি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। (২) অথবা দুই ঠান্ডা সময় দ্বারা উদ্দেশ্য, ফজর ও ইশা হতে পারে। আর ফজরের ন্যায় ইশার সময়েও অধিকাংশ মানুষ বিছানায় আশ্রয় নেয় (বর্তমানে টিভির সামনে থাকে) যার ফলে সহজেই নামায তরক হয়ে যায়। (ফাতহুল মারাম)

(٣٧١) عَنْ جُنْدُبِ الْقَسْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهٖ بِشَىْءٍ فَاِنَّهٗ مَنْ يَّطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهٖ بِشَىْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهٗ عَلٰى وَجْهِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٦٢)

(৩৭১) অর্থঃ হযরত জুনদুব কসরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ফজরের নামায পড়ল সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেল। সুতরাং (হে-আল্লাহর বান্দাগণ!) এমন যেন না হয় যে আল্লাহ পাক তাঁর দায়িত্বের বিষয় তোমাদেরকে কোন ব্যাপারে যেন ধর-পাকড় করেন। আল্লাহ যখন আপন দায়িত্বের কোন বিষয় সম্পর্কে বাদী হবেন, তাকে তিনি ধরবেনই, অতপরঃ তিনি তাকে উপুড় করে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬২)

ব্যাখ্যাঃ সকাল গাফিলতি ও ঘুমের সময়, ঐ সময় উঠে নামায পড়া সঠিক ঈমানের আলামত ও দলীল।

(٣٧٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٦٢)

http://kitabbhubon.com

(৩৭২) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি লোকেরা জানত আজান এবং প্রথম কাতারে কি ছওয়াব রয়েছে তবে লটারী দেয়া ব্যতীত কোন উপায় না পেলে তারা এর জন্য লটারীও দিত। আর যদি তারা জানত নামাযের জন্য সকাল সকাল যাওয়ার মধ্যে কি ছওয়াব তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। এবং যদি জানত ইশা ও ফজরের মধ্যে কি (সওয়াব) রয়েছে তাহলে তারা এর জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৬২)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ যদি আজান ও প্রথম কাতারের ছওয়াব জানা হয়ে যায় তবে মানুষের মধ্যে ঝগড়া লেগে যাবে। প্রত্যেকেই ইচ্ছা করবে আমিই আজান দিব, আমিই প্রথম কাতারে প্রবেশ করব। এমনিভাবে ফজর, ইশার ফযীলত জানলে বাচ্চাদের হামাগুড়ি দিয়ে চলার মত মসজিদে আসত।

(٣٨٣) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِىْ شَيْئٍ اَفْضَلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا وَاِنَّ الْبِرَّ لَيَذُرُّ عَلٰى رَأْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِىْ صَلٰوتِهٖ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلَى اللّٰهِ بِمِثْلِ مَاخَرَجَ مِنْهُ يَعْنِى الْقُرْاٰنَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٨-١١٧)

(৩৭৩) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহপাক বান্দার দুই রাকাত নামায পড়ার সময় যে পরিমাণ কান লাগিয়ে শুনেন সেই পরিমাণ আর কিছুকেই কান লাগিয়ে শুনেন না। বান্দা যতক্ষণ নামাযে থাকে ততক্ষণ তার উপর নেকী এবং রহমত ছিটানো হয়। আর বান্দা তাঁর মুখ নিঃসৃত বিষয় অর্থাৎ কুরআনের দ্বারা যে রকম তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয় তদ্রুপ অন্য কিছুর মাধ্যমে পারে না। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১১৭-১৮)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর কান লাগিয়ে শুনার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রহমতের সাথে লক্ষ্য করা। অর্থাৎ নামায হলো সবচে' উত্তম আমল। তাই অন্যান্য ইবাদাতে লিপ্ত হওয়ার তুলনায় বান্দা যখন নামাযে দন্ডায়মান হয় তখন তার উপরে আল্লাহর সাহায্য অঝোর ধারায় বর্ষিত হতে থাকে। আর কুরআনের দ্বারাই আল্লাহর সবচে বেশি নৈকট্য অর্জন হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٣٧٤) عَنْ سَلْمَانَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ غَدَا اِلٰى صَلٰوةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْاِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا اِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ اِبْلِيْسَ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٦٣

(৩৭৪) অর্থঃ হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামায (পড়ার) দিকে রওনা হয় সে (যেন) ঈমানের ঝান্ডা নিয়েই রওনা

http://kitabbhubon.com

হয়। আর যে ভোরে (নামায পড়া ব্যতীতই) বাজারের দিকে রওনা হয় সে (যেন) শয়তানের ঝাণ্ডা নিয়েই বের হয়। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬৩)

ব্যাখ্যাঃ উদ্দেশ্য হলো এ কথা বর্ণনা করা যে, (১) ফজরের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বের হওয়া হলো মুমিনেরই আলামত। এবং (২) ফজরের নামায পড়া ব্যতিরেকেই বাজারে যাওয়া-এটা শয়তানেরই কাজ ও সে যে শয়তানের গোলামী করছে তার স্পষ্ট পরিচায়ক। (ফাতহুল মারাম)

(٣٧٥) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِىْ صَلٰوتِهٖ مَالَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا اِلْتَفَتَ اِنْصَرَفَ عَنْهُ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٩١)

(৩৭৫) অর্থঃ হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এদিক ওদিক না তাকিয়ে বান্দা যতক্ষণ নামাযে লিপ্ত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তার দিকে (রহমতের সাথে) দৃষ্টি দান করেন যখন সে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে তখন আল্লাহপাক আপন দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন বান্দা হতে। (আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৯১)

ব্যাখাঃ মহান রব্বুল আলামীনের শুভ ও দয়ার দৃষ্টি একজন লোকের চির সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহর দৃষ্টি হতে দূরে সরে যাওয়া তথা দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়া তার ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই নামাযে একাগ্রতা অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য।

اَلْاِلْتِفَاتُ فِى الصَّلٰوةِ

নামাজের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানো

(٣٧٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلٰوةِ الْعَبْدِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٩٠

(৩৭৬) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানো বা দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেনঃ এটা হচ্ছে শয়তানের ছোঁ মারা। শয়তান ছোঁ মেরে বান্দার নামাযের কিছু অংশ (অর্থাৎ পূর্ণত্ব) নিয়ে যায়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৯০)

ব্যাখ্যাঃ "اِخْتِلَاسٌ" বলা হয় ছোঁ মেরে দ্রুত কোন কিছু নিয়ে যাওয়া, যেমন- চিল মুরগির বাচ্চা নিয়ে যায়। নামাযের অবস্থায় মুসল্লীর এদিক ওদিক তাকান যেন তা শয়তানের ছোঁ মারা। এতে নামায তো হয়ে যায়, কিন্তু পূর্ণত্ব নষ্ট হয়ে যায়। মুখ ফিরিয়ে ও চোখের কোন বাঁকিয়ে এদিক-ওদিক দেখা মাকরূহ। তবে বুক ফিরিয়ে দেখলে নামায ভেঙ্গে যাবে। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

فَضْلُ السُّجُوْدِ
সাজদার ফজীলত

(٣٧٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٨٤)

(৩৭৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাজদাতেই বান্দা আপন প্রভূর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়, সুতরাং তখন তোমরা বেশি করে দুয়া কর।

(মুসলিম, মিশকাত- ৮৪)

ব্যাখ্যাঃ বান্দা যখন তার সবচে' মর্যাদাবান অঙ্গ মস্তক মাটিতে রেখে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে সতত হৃদয়ে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা দিতে থাকে তখন এই অবস্থা দেখে তিনি খুব খুশী হন। ফলে বান্দা সহজেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। (তুহফাতুল আখইয়ার)

(٣٧٨) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْتُهٗ بِوَضُوْئِهٖ وَحَاجَتِهٖ فَقَالَ لِىْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوَ غَيْرَ ذَالِكَ فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلَىَّ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٨٤)

(৩৭৮) অর্থঃ হযরত রবিয়া বিন কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ (এক সফরে) আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রাত্রি যাপন করছিলাম। এক সময় তাঁর উজু ও ইস্তিঞ্জার পানি উপস্থিত করলে তিনি আমাকে বললেনঃ কিছু চাইলে চাও। আমি বললাম, আমি বেহেশতে আপনার সাথী হতে চাই। বললেনঃ তাহলে বেশি বেশি সাজদার দ্বারা তুমি এ ব্যাপারে আমার সাহায্য কর। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৮৪)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ সর্বদা নিয়মতান্ত্রিকভাবে নামায আদায় কর ও সাধ্য পরিমান নফল ও আদায় করতে থাক! তবে আমার জন্য তোমার সুপারিশ সহজ হবে, হাদীস দ্বারা জানা গেল মুরব্বীদের খেদমত করা মহাসৌভাগ্যের মাধ্যম। (ফাতহুল মারাম)

فَضْلُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهٖ بِاللَّيْلِ فَقَرَأَهٗ فِى النَّهَارِ
ঘুমের কারণে রাতের আমল ছুটে গেলে তা দিনে আদায় করার ফযীলত

(٣٧٩) عَنْ عُمَرَ رض عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهٖ اَوْ عَنْ شَيْئٍ مِنْهُ فَقَرَأَهٗ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهٗ كَاَنَّمَا قَرَأَهٗ مِنَ اللَّيْلِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١١٠)

http://kitabbhubon.com

(৩৭৯) অর্থঃ হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রাতে নিদ্রামগ্ন থাকার কারণে তার নিয়মিত আমল (অর্থাৎ অজিফা ইত্যাদি) অথবা তার কিছু অংশ আদায় করতে পারেনি, কিন্তু ফজর ও জোহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তা (অর্থাৎ অবশিষ্ট আমল) আদায় করে নেয় তাহলে তার জন্য এই রকমই লেখা হয় যে, যেন সে তা রাতেই আদায় করেছে। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১১০)

ব্যাখ্যাঃ কোন ব্যক্তি এই নিয়ম করে নিয়েছিল যে, সে প্রত্যহ রাতে কিছু কুরআন তিলাওয়াত, জিকির বা দুআ, নামায ইত্যাদি পড়বে, আর সে তা পড়েও। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা গেল যে, সে ঘুম বা অন্য কোন কারণে নির্ধারিত আমলের কিছু আদায় করতে পারল না, কিন্তু পরদিন ফজর ও জুহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সে তা আদায় করে নিল, তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এ ব্যক্তি রাত্রে পড়ারই সওয়াব পাবে। অবশ্য এ হুকুম শুধু রাতে খাছ নয়; দিনের আমলেও যদি এ ব্যতিক্রম দেখা দেয় তাহলেও সে দিনের বেলায় আমলের সওয়াব পাবে। আর হাদীসে বিশেষ করে রাতের কথা উল্লেখের কারণ হলো, এ ধরণের ওজিফা বা ইবাদাতের রুটিন নির্দিষ্ট করা এবং দুর্ঘটনা ঘটা ইত্যাদি বেশিরভাগ রাতেই হয়ে থাকে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٨٠) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنِ امْرِئٍ تَكُوْنُ لَهٗ صَلٰوةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهٗ عَلَيْهِ نَوْمٌ اِلَّا كُتِبَ لَهٗ اَجْرُ صَلٰوتِهٖ وَكَانَ نَوْمُهٗ عَلَيْهِ صَدَقَةً ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ جـ١ صـ١٨٦

(৩৮০) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির রাতে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়ার অভ্যাস থাকে। কিন্তু (যদি ঘটনাক্রমে কোনদিন) নামাযের উপরে তার ঘুম প্রাধান্য পায় (এবং তার নামাজ ছুটে যায়) তাহলে তার জন্য তার নামাযের (তাহাজ্জুদ পড়ার) ছওয়াব লেখা হয়। আর তার ঘুম তার উপর ছদকা হয়ে যায়।
(আবু দাউদ, ১ম খন্ড- পৃষ্ঠা ১৮৬)

ব্যাখ্যাঃ সুবহানাল্লাহ! তাহাজ্জুদের অভ্যাস কতইনা মর্যাদাপূর্ণ কাজ। ঘুমিয়ে গেলে তা ছদকা। দিনে পড়লে বা না পড়লে নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়।

(٣٨١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ اٰخِرَ اٰلِ عِمْرَانَ فِىْ لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهٗ قِيَامُ لَيْلَةٍ ـ رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٨٩

(৩৮১) অর্থঃ হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষ অংশ পড়ে তার জন্য সারা রাত জেগে ইবাদাত করার সওয়াব লেখা হয়। (দারিমী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৮৯)

ব্যাখ্যাঃ এখানে রাত ব্যাপক, কোন অংশ বা সময় নির্দিষ্ট নেই, যে কোন সময় পড়লেই এই সওয়াব পাওয়া যাবে। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুম থেকে উঠেই পড়তেন। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

فَضْلُ رَاعِى غَنَمٍ يُؤَذِّنُ وَيُصَلِّىْ
আযান দিয়ে নামায আদায়কারী রাখালের ফযীলত

(٣٨٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْجِبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِىْ غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلٰوةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلٰوةَ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ، مِشْكٰوة صـ٦٥)

(৩৮২) অর্থঃ হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমার প্রভূ খুশী হন সেই ছাগলের-ভেড়া চাকের (রাখালের) প্রতি যে একা পর্বত শিখরে আযান দিয়ে নামায পড়ে। তখন আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদের ডেকে বলেনঃ তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ, সে আযান দিয়ে নামায পড়ছে, সে আমার ভয়েই এরূপ করছে। (তোমরা সাক্ষী থাক) আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। (আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬৫)

ব্যাখ্যাঃ ইবনে মালেক (রহঃ) এ ধরনের রাখালদের একাকী আযান দিয়ে নামায আদায়ের অনেক ফায়দা বর্ণনা করেছেন। তিনি এক স্থানে লেখেন যে, কেউ কেউ বলেছেনঃ যখন একাকী কোন ব্যক্তি আযান ও ইকামাত বলে তখন ফেরেশ্‌তারা তার সাথে জামাতে শরীক হয়। আর জামাতের পূর্ণ সওয়াব অর্জিত হয়।

"مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ" গ্রন্থে এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জঙ্গলে বা পাহাড়ে ইকামাতের সাথে নামায আদায় করে তখন তাঁর দুই ফেরেশ্‌তা (ডান ও বাম কাঁধের) জামাতে শামিল হয়। আর যদি আযান ও ইকামাত উভয় দেয় তাহলে আল্লাহর লশকর অর্থাৎ ফেরেস্তাদের এতবড় এক জামাত তাঁর পেছনে দাঁড়ায় যে, কাতারের এক পাশ হতে অন্যপাশ দেখা যায় না। অন্য এক রেওয়াতে আছে যে, তার পিছনে চার লাখ চার হাজার (৪০৪০০০) ফেরেস্তা ইকতিদা করে অর্থাৎ নামাজে দাঁড়ায়। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইব বলেন যে, পাহাড় সমূহের বরাবর ফেরেস্তা তাঁর পিছনে নামায পড়ে। আরেক বর্ণনায় আছেঃ যে ব্যক্তি জঙ্গলে বা মাঠে সুন্দররূপে উজু করে রুকু-সাজদা পূর্ণভাবে আদায় করে নামায পড়ে তাকে পঞ্চাশ নামাযের সওয়াব দেয়া হয়। সুতরাং জানা গেল যে, একাকী ব্যক্তির জন্যও যেখানে আযান হয় না সেখানে আযান ইকামাত বলা সুন্নাত। (মিশকাত)

اَلصَّلٰوةُ عِنْدَ الْفَزَعِ
বিপদকালীন নামায

(٣٨٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَايَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهٖ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذَالِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٣٠)

http://kitabbhubon.com

(৩৮৩) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুইটি নিদর্শন। তারা কারো মওত বা হায়াতের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না। যখন তোমরা গ্রহন লাগতে দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ করবে। তাঁর মহিমা ঘোষণা করবে, নামায পড়বে এবং দান খয়রাত করবে।

(মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৩০)

সূর্য গ্রহণের সময় করণীয়ঃ যদি জুমুয়ার ইমাম সাহেব উপস্থিত থাকেন তাহলে সূর্যগ্রহণের সময় আজান-ইকামাত ব্যতিরেকে সমস্ত মানুষ মিলে নফল নামাযের নিয়তে জামাতের সাথে দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নাত। এ নামাযে জোরে ক্বিরাত নেই, খুতবাও নেই, তবে রুকু-সাজদা লম্বা ও দীর্ঘ করা সুন্নাত। নামায শেষে সূর্যগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইমাম-মুক্তাদী সবাই মিলে দুয়ারত থাকতে হয়। আর জুম্মার ইমাম না থাকলে প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীতে একা একা নামায পড়বে। যেমন অন্যান্য বিপদের সময় পড়া হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٣٨٤) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ وَمَا رَاَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ لَاتَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَالِحَيَاتِهِ وَلٰكِنْ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهَا عِبَادَهُ فَاِذَا رَاَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْ ذَالِكَ فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٣٠)

(৩৮৪) অর্থঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার সূর্য গ্রহণ লাগলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাবড়ে উঠে কিয়ামত হওয়ার আশংকা করলেন। অতপরঃ তিনি মসজিদে এসে এত দীর্ঘ কিয়াম, রুকু ও সাজদার সাথে নামায আদায় করলেন, যা করতে আমি (ইতিপূর্বে) তাঁকে কখনও দেখিনি। এরপর বললেন, এসব হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন যা তিনি কোন কোন সময় দেখিয়ে থাকেন। এগুলো কারো মওত বা হায়াতের কারণে হয় না; এ দ্বারা তিনি তাঁর বন্দাদের ভয় দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা যখন এগুলোর কোনটি দেখবে তখন আল্লাহর স্মরণ, দুয়া এবং ইস্তিগফারের দিকে আশ্রয় খুঁজিও। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৩০)

ব্যাখ্যাঃ কিয়ামত হয়ে যায় কিনা থেকে ভয় করতেন এটা বর্ণনাকারী উপমাচ্ছলে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের আশংকায় ঘাবড়ে গেলেন যেমন কেউ কিয়ামত হতে ভয়ে ঘাবড়ে যায়। নতুবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো ভাবেই জানতেন যে, তিনি যতদিন লোকদের মাঝে থাকবেন ততদিন কিয়ামত হবে না।

(٣٨٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمْ اٰيَةً فَاسْجُدُوْا ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة ص١٣٠

http://kitabbhubon.com

(৩৮৫) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যখন তোমরা কোন (আল্লাহর কুদরতের) নিদর্শন দেখবে তখন সিজদা দিবে।

(আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩০)

ব্যাখ্যাঃ নিদর্শন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সূর্যগ্রহণ লাগা, ভূমি কম্পন হওয়া, তুফান হওয়া, চন্দ্র গ্রহণ লাগা ইত্যাদি অথবা অন্য কোন বালা-মুছিবাত। আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেন, নিদর্শন দ্বারা উদ্দেশ্য চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয় তাহলে সাজদার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে নামায আদায় করা। আর অন্যান্য নিদর্শন হলে তখন উদ্দেশ্য হবে সাজদাই দেয়া। তবে সর্বাবস্থায় নামায পড়াই উত্তম ও বাঞ্ছনীয়। (ফাতহুল মারাম)

(٣٨٦) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ بَادَرَ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ اَلْجَلَالَيْن اَلْبَقَرَةُ صـ٧ وَفِى الْمَدَارِكِ وَالْخَازِنِ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ فَزِعَ اِلَى الصَّلٰوةِ (مَدَارِكُ صـ١١٤ الٓمّٓ)

(৩৮৬) অর্থঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ হলে তিনি দ্রুত নামাযের দিকে ধাবিত হতেন। (জালালাইন ৭ পৃষ্ঠা বাকারাংশ) আর তাফসীরে মাদারিক ও খাজিনে আছে যে, যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হুযুরের সামনে আসত তখনই তিনি নামাযের দিকে আশ্রয় নিতেন (অর্থাৎ নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহপাকের শরণাপন্ন হতেন।)

(মাদারিক– পৃষ্ঠা ১১৪ الم অংশ)

ব্যাখ্যাঃ আবু দাউদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন– নামায আল্লাহর বড় রহমত। এজন্য সকল পেরেশানীর সময় ঐ দিকে ধাবিত হওয়া। আল্লাহর রহমতের দিকেই ধাবিত হওয়া। রহমতে ইলাহী মদদে এগিয়ে এলে পেরেশানী বাকী থাকার অবকাশ কোথায়।

(٣٨٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ نُعِىَ اِلَيْهِ اَخُوْهُ قُثَمُ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ تَنَحّٰى عَنِ الطَّرِيْقِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اَطَالَ فِيْهِمَا السُّجُوْدَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى رَاحِلَتِهٖ وَهُوَ يَقُوْلُ اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (اَلْمَدَارِكُ صـ١١٤)

(৩৮৭) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক সফরে থাকাকালীন একদা তাঁর কাছে তাঁর ভাই কুছামের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে তিনি "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়লেন। অতপর রাস্তার এক পাশে যেয়ে (উট থেকে নেমে) দু'রাকাত নামায সাজদার সাথে আদায় করলেন। এরপর আপন বাহনে উঠে বললেনঃ "اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ" অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য ও নামাযের দ্বারা আল্লাহর সাহায্য কামনা কর।

(মাদারিক– পৃষ্ঠা ১১৪)

ব্যাখ্যাঃ আম্বিয়ায়ে কিরাম ও সাহাবায়ে কিরাম কুরআনে পাকের বাস্তব রূপ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। ভাইয়ের মৃত্যুতে বা যে কারও মৃত্যুতে আমরা হায় হুতাশ করি, এটা আসলে সুন্নাত নয়।

http://kitabbhubon.com

تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ فِى الْبَيْتِ بِالصَّلٰوةِ فِيْهِ

নামাযের মাধ্যমেই ঘরে কল্যাণ ও বরকত আসে

(٣٨٨) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَضٰى اَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيْبًا مِّنْ صَلٰوتِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهٖ مِنْ صَلٰوتِهٖ خَيْرًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ صـ٢٦٥ جـ١

(৩৮৮) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে (ফরয) নামায আদায় করে তখন তার উচিত নিজের ঘরের জন্য (নফল) নামাযের বা কিছু অংশ নির্দিষ্ট করা (যা সে ঘরে পড়বে)। নিশ্চয় আল্লাহপাক তার নামাযের কারণে তার ঘরে বরকত দান করবেন। (মুসলিম- পৃষ্ঠা ২৬৫ ১ম খন্ড)

ব্যাখ্যাঃ নামাযের মাধ্যমে যে বরকত আসে এ হাদীস তার প্রমাণ। তাই ঘরেও কিছু নফল ইত্যাদি পড়া উচিত, তাতে বরকত হবে। তবে যারা অলস তারা সুন্নাত ইত্যাদি মসজিদেই আদায় করে ঘরে ফিরবে।

(٣٨٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ صـ٢٦٥ جـ١

(৩৮৯) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের গৃহে (নফল) নামায পড়, একে কবর বানিয়ে রেখো না। (মুসলিম- পৃষ্ঠা ২৬৫ ১ম খন্ড)

ব্যাখ্যাঃ কবরখানায় নামায পড়া হয় না, আল্লাহকে স্মরণ করাও হয় না, তাই ঘরকে এরূপ বানাতে নিষেধ করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই ঘরে কিছু কিছু নফল পড়া উচিত।

(٣٩٠) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِجْعَلُوْا مِنْ صَلٰوتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ صـ٢٦٥ جـ١

(৩৯০) অর্থঃ সেই ইবনে উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের নামাযের কিছু অংশ (নফল-সুন্নাত) আপন আপন ঘরে আদায় কর। ঘরগুলোকে কবর বানিয়ে রেখ না। (মুসলিম- পৃষ্ঠা ২৬৫ ১ম খন্ড)

ব্যাখ্যাঃ বহু লোক সমাজে দেখা যায় মসজিদে গিয়ে বায়েজীদ বোস্তামী, ঘরে এর বিপরীত। নামাযের কোন পরিবেশই নাই। তাই তাদের বিশেষ করে সকলের ব্যাপকভাবে নফল ইত্যাদি ঘরে আদায় করা উচিত।

http://kitabbhubon.com

(٣٩١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ صـ٢٦٥ جـ١

(৩৯১) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের গৃহকে কবর বানিও না। (মুসলিম ২৬৫ পৃষ্ঠা ১ম খন্ড)

ব্যাখ্যাঃ উম্মত যাতে সবস্থানেই নামাযী পরিবেশে জীবন যাপন করতে পারে, সেজন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার ঘরে কিছু না কিছু নামায পড়তে বলেছেন তবে সেটা নফল, ফরয নয়।

(٣٩٢) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لَايُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ صـ٢٦٥ جـ١)

(৩৯২) অর্থঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ), নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ যে ঘরে আল্লাহর আলোচনা হয় আর যে ঘরে হয়না তাদের উপমা যথাক্রমে জীবিত ও মৃত সদৃশ। (মুসলিম ২৬৫ পৃষ্ঠা ১ম খন্ড)

ব্যাখ্যাঃ এমনকি বিত্‌র ও শুধু ফরয বাদে বাকী নামায ঘরে পড়া আফযল। তবে যেসব নামায ইসলামের প্রতীকের ন্যায় সেগুলো ময়দানে- মসজিদে প্রকাশ্যে পড়া উত্তম। যেমন- ঈদের নামায ইস্তিস্কা চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ, তারাবীহ ইত্যাদির নামায। এসব হাদীসের ভিত্তিতেই মসজিদে হারামে, নববীতে যে লক্ষ রাকাতের ফযীলত ১ রাকাতে বর্ণিত আছে তা ফরয নামাযের বেলায়, নফলে নয়। (ফাতহুল মারাম) তবে মুসাফিররা ব্যতিক্রম, তারা নফলও ঐ স্থানে পড়বে।

فَضْلُ الْاَذَانِ

আযানের ফযীলত

(٣٩٣) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٦٤)

(৩৯৩) অর্থঃ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনরাই হবে মানুষদের মধ্য থেকে সবচে লম্বা ঘাড়ের অধিকারী। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬৪)

ব্যাখ্যাঃ কেউ কেউ বলেছেনঃ লম্বাগলা হবে এর অর্থ হলো, বহুত সওয়াব প্রাপ্ত হবে। আবার কেউ বলেছেনঃ মুয়াজ্জিনগণ ঐ দিন সরদার হবে। তবে কেউ কেউ বলেছেনঃ ঐ দিন তাঁরা সওয়াবের বেশি আশান্বিত হবে। কিয়ামতের কঠিন মূহূর্তে যখন সবাই দুঃখ পেরেশানিতে থাকবে তখন মুয়াজ্জিনগণ গলা উঁচু করে ঐ প্রতিক্ষায় থাকবে যে, কখন জান্নাতে যাওয়ার হুকুম আসে। আবার কেউ বলেছেনঃ ঘাড় লম্বা হবে অর্থ, তারা আল্লাহর অধিক নৈকট্য অর্জন করবে। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٣٩٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ وَلَا شَيْئٌ اِلَّا شَهِدَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ٦٤)

(৩৯৪) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন মানুষ, জ্বিন অথবা অন্য কিছু মুয়াজ্জিনের আযানের শেষ রেশটুকুও শুনবে, সে কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৬৪)

ব্যাখ্যাঃ আযানের আওয়াজ যতদূর যায় এবং যারা এই আওয়াজ শুনে চাই প্রাণী হোক বা জড় পদার্থ হোক– মোটামুটি কথা যাদের কান পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌঁছবে সবাই কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের বুজুর্গী এবং বড়ত্বের সাক্ষী দেবে। যা তার মর্যাদাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে। এছাড়া মুয়াজ্জিন যে ঈমানদার সে ব্যাপারেও সাক্ষী দিবে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٩٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة صـ٦٥)

(৩৯৫) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সাত বছর সওয়াবের আশায় আযান দিবে, তার জন্য দোযখের আগুন হতে মুক্তি অবধারিত। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৬৫)

ব্যাখ্যাঃ যদিও পূর্ববর্তী ফকীহদের নিকট আযান দিয়ে ইমামতি করে এবং কুরআন শিক্ষা দিয়ে কোন বিনিময় গ্রহণ বৈধ ছিল না কিন্তু পরবর্তী ফকীহগণ একে জায়িয করেছেন। সুতরাং এই বৈধতার ভিত্তিতে কোন মুয়াজ্জিন যদিও বাধ্য হয়ে বিনিময় গ্রহণ করে তবে তাহলেও সে এই ফযীলতের অধিকারী হবে। সর্বাবস্থায় একনিষ্ঠ ও মন ঠিক রাখতে হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٩٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَاِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ ـ اَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة صـ٦٦

(৩৯৬) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রসুল! মুয়াজ্জিনগণ আমাদের অপেক্ষা অধিক ফযীলত লাভ করছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমিও বল যেরূপ তারা বলে থাকে। আর যখন শেষ করবে (আল্লাহর নিকট) প্রার্থনা করবে। তাহলে তোমাকেও তা দেয়া হবে। (আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৬৬)

ব্যাখ্যাঃ আযানের জওয়াব সর্বাবস্থায় আজান দ্বারা দেয়া মুস্তাহাব। চাই মসজিদের অভ্যন্তরে থাকুক বা বাইরে। সর্বোত্তম হলো আযানের সময় সবকিছু বাদ দিয়ে আজান শুনা ও তার জওয়াব দিতে থাকা। কুরআন তিলাওয়াত এ সময় বন্ধ করে জওয়াব দেয়া

http://kitabbhubon.com

উত্তম। তবে ইল্‌মের তাকরার বা পাঠদান চলা অবস্থায় জওয়াব দেয়া জরুরী নয়। ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে এসময় সালাম-জওয়াব দেয়া মাকরূহ বলা হয়েছে।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুবহু মুয়াজ্জিনের উচ্চারিত শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমেই জওয়াব দিতে হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার এরূপ নয়। কতক উলামা হযরত এ প্রসঙ্গে বলেনঃ এতে আযানের জওয়াব তো আদায় হয়ে যাবে সত্য তবে উত্তম হলো لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ –এর জওয়াবে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ পড়া। এবং আরেক রেওয়ায়েতে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ এসেছে। এর পরে اَلْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ শব্দ দুটি বৃদ্ধি রয়েছে ফজরের আযানে। আর صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ –এর জওয়াবে বলতে হবে।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, আযান এবং ইকামাতের মধ্যখানে কৃত দুয়া ব্যর্থ হয়না। তবে এ দুয়া হাত তুলে করার কোন প্রয়োজন নেই বিধায় হাত তুলে আযানের দুয়া করা বিদআত ও গুনাহের কাজ হবে। বরং এ দুয়ার নিয়ম হলো আযানের জওয়াব শেষ হওয়ার পর প্রথম দুরুদ শরীফ পড়তে হবে। অতপরঃ এই দুয়া পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادِ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই শাশ্বত নামাযের তুমিই প্রভু। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান ও সুমহান মর্যাদা এবং বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত কর; যার প্রতিশ্রুতি তুমিই তাকে দিয়েছ। নিশ্চয় তুমি ভঙ্গ করোনা অঙ্গীকার।

আমাদের দেশে রেডিও টিভিতে যে আজানের দুয়া পাঠ করা হয় তাতে কিছু বর্ধিত বাক্য রয়েছে, যা হাদীস সমর্থিত নয়। সুতরাং আযানের দুয়া একমাত্র উপরোল্লিখিত দুয়াই হবে। কম-বেশী নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আজান শেষে (দুরুদ শরীফ পড়ে) এই দুয়া পড়বে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে। (তিরমিযী)

আলোচ্য হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাকে আযানের জওয়াব শেষে কিছু চাইতে বলেছেন। একথা শুনে সাহাবারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হুযূর আমরা কি চাইব? উত্তরে তিনি বলেনঃ ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং এই দুয়া পড়– اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ অর্থাৎ আল্লাহ আমরা আপনার কাছে ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা করছি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আযানের ন্যায় ইকামাতের জওয়াব দেয়াও মুস্তাহাব। ইকামাত দাতার শব্দগুলোই জওয়াবে বলতে হবে। তবে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ –এর জওয়াবে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا বলতে হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٩٧) عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَلَهٗ ذَنْبُهٗ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٦٥

http://kitabbhubon.com

(৩৯৭) অর্থঃ হযরত সা'দ বিন আবী ওক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আওয়াজ শুনে এই দুয়া পড়বে أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا তার পাপরাশি ক্ষমা করা হবে। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬৫)

ব্যাখ্যাঃ এ দুয়া কখন পড়বে? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। মোল্লা আলী কারী জ্বলবলে তখনই পড়তে হবে। ফতওয়া হলো, এ দুই সময়ের যে কোন সময়েই পড়লে দুয়া আদায় হয়ে যাবে এবং সে এর পূর্ণ সওয়াব পাবে। (ফাতহুল মারাম)

(٣٩٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُنَادِيْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة، ص ٦٥)

(৩৯৮) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মিশকের টিলার উপরে থাকবে। (১) যে কৃতদাস (গোলাম) আল্লাহ ও তাঁর মালিকের হক ঠিকমত আদায় করে। (২) যে ব্যক্তি কোন কওমের ইমামতি করে আর তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং (৩) যে ব্যক্তি পাঁচওয়াক্ত নামাযের জন্য প্রত্যেক দিনে-রাতে আজান দেয়। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬৫)

ব্যাখ্যাঃ কওম ইমামের উপর সন্তুষ্ট থাকার অর্থ এই নয় যে, তারা ইমামের সঠিক কথার কারণে নারাজ হল ফলে ইমাম হাদীসে বর্ণিত সওয়াব পাবে না! এমনকি যদি কোন ইমাম মুক্তাদিদের খুশী রাখতে ইসলামের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেয় তবে মুক্তাদিদের এই সন্তুষ্টি ইমামকে আলোচ্য মর্যাদায় উন্নীত করতে সক্ষম হবে না। (ফাতহুল মারাম)

(٣٩٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٦٨

(৩৯৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায় আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেক বারের পরিবর্তে জান্নাতে একটি আতিথ্য (আপ্যায়ন) প্রস্তুত করেন। যত বার সকাল বা সন্ধ্যায় সে যায় ততবারই। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৬৮)

ব্যাখ্যাঃ সকাল-সন্ধ্যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সদা-সর্বদা। মাজাহের গ্রন্থ প্রণেতা বলেনঃ হাদীসে এই দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। তাই আল্লাহপাক তাঁর ঘরের জিয়ারতকারীদের মেহমানদারী করেন। (ফাতহুল মারাম)

(٤٠٠) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُ فَيُدْخِلَهُ

http://kitabbhubon.com

الْجَنَّةَ اَوْيَرُدُّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٧٠

(৪০০) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তিন ব্যক্তি যাদের সবাই আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। (১) যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হয়েছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নেন এবং বেহেশ্‌তে দাখিল করেন অথবা তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। যুদ্ধে যে সওয়াব বা মালেগনীমত লাভ করেছে– তার সাথে। (২) যে মসজিদে গমন করেছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে (৩) যে সালাম দিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করেছে সেও আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। (আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৭০)

ব্যাখ্যাঃ কোন গৃহে ঢোকার প্রাক্কালে সালাম দিয়েই তবে ঢোকা উচিত। যদিও ঘরে স্ত্রী-পুত্র পরিজন কেউ না থাকুক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস (রাঃ)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ হে আনাস! সালাম দিয়েই তবে ঘরে প্রবেশ কর। এর দ্বারা তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের উপর খায়ের-বরকত ও হবে। যদি ঘরে কোন মানুষ না থাকে তবে শুণ্য ঘরকে লক্ষ্য করে এভাবে সালাম দিবে– اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ। কেননা কোন সময় ফেরেশ্‌তা বা মুসলমান জ্বিন থেকে ঘর খালী থাকেনা। (ফাতহুল মারাম)

(٤٠١) عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَايُنْصِبُهٗ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلٰوةٌ عَلٰى اَثَرِ صَلٰوةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كُتِبَ فِىْ عِلِّيِّيْنَ (اَحْمَدُ، اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٧٠)

(৪০১) অর্থঃ সেই হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর হতে বের হয়, তার সওয়াব একজন ইহরামধারী হাজীর সওয়াবের ন্যায়। আর যে ব্যক্তি চাশতের নামাযের জন্য বের হয়-এ বের হওয়ায় তাঁকে একমাত্র এটাই উদ্বুদ্ধ করে-তাহলে তার সওয়াব একজন উমরাকারীর ন্যায় এবং এক নামাযের পর অপর নামাজ পড়া যার মধ্যবর্তী সময়ে কোন বেহুদা কাজ করেনা। তা ইল্লিয়্যীনে লেখা হয়। (আহমাদ আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৭০)

ব্যাখ্যাঃ উজু ইহরামের সদৃশ এবং নামায হজ্জের সদৃশ। আর এই সাদৃশ্যের কারণ হলো, যেরূপভাবে হাজীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়া থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সওয়াব লেখা হয়, ঠিক তেমনি নামাযী ব্যক্তির নামাযের জন্য বের হওয়া থেকে নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত সওয়াব লেখা হয় অথবা হতে পারে বাস্তবে তাকে এক হজ্জের সওয়াব প্রদান করা হয়। আর হজ্জের তুলনায় উমরাহ হলো ফরয নামাযের তুলনায় নফল নামায যেমন। 'ইল্লিয়্যীন' হলো আমল লেখক ফেরেশতাদের দফতরের নাম। যাতে নেক আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٤٠٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهٗ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً ـ مُسْلِم جـ١ صـ٢٣٢ مِشْكٰوة صـ٩٧

(৪০২) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উজু করে নামাযের দিকে যায় তার প্রত্যেকটি কদমে একটি করে নেকী লেখা হয়, এক একটি দরজা বুলন্দ (অর্থাৎ মর্যাদা বৃদ্ধি) হয় এবং এক একটি গুনাহ মাফ হয়। (মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩২, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৯৭)

ব্যাখ্যাঃ উজুর মধ্যে পূর্ণ ওয়াজিব ও মুস্তাহাবসমূহের লক্ষ্য রেখে মসজিদে গেলে প্রতি কদমে উল্লিখিত সওয়াব পাবে। আর তার এক এক কদমে এক এক দরজা বুলন্দ হয়। এক দরজার দূরত্ব আরেক দর্জা হতে পাঁচশত বছর সফরের দূরত্বের পথ স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে বা সাধারণ বাহনে চললে। সুবহানাল্লাহ!

فَضْلُ الْمَسْجِدِ

মসজিদের মর্যাদা ও ফযীলত

(٤٠٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسْجِدُ قِيْلَ وَمَا الرَّتْعُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٧٠

(৪০৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমরা জান্নাতের বাগিচা দিয়ে অতিবাহিত হও তখন ফল খাও, অর্থাৎ তাতে তোমরা বিচরণ কর। বলা হল, হে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জান্নাতের বাগিচা কি? তিনি বললেনঃ মসজিদসমুহ। আবার বলা হলো, হে আল্লাহর রসুল! رَتْعَ (রতউন) কি? তিনি বললেন سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (অর্থাৎ এটা পড়া যেন বাগিচারই ফল খাওয়া)। (তিরমিযী, মিশকাত–পৃষ্ঠা ৭০)

ব্যাখ্যাঃ মসজিদকে জান্নাতের বাগিচা এজন্য বলা হয়েছে যে, মসজিদে ইবাদাত করা বেহেশ্‌ত অর্জনের কারণ ও মাধ্যম হয়।

"رَتْع" –এর আসল অর্থ হল, বাগিচায় যেয়ে খুব ফল খাওয়া এক সুস্বাদু বস্তু খাওয়া এবং ভ্রমণের জন্য ঝর্ণা-প্রস্রবনের দিকে বের হওয়া। অতপর এখন একে বড় সওয়াব অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

(٤٠٤) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ اِنَّ جِبْرًا مِّنَ الْيَهُوْدِ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ اُسْكُتْ حَتّٰى يَجِيْئَ جِبْرَئِيْلُ فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرَئِيْلُ

http://kitabbhubon.com

عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَ فَقَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ اَسْأَلُ رَبِّىْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ثُمَّ قَالَ جِبْرَئِيْلُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ دَنَوْتُ مِنَ اللّٰهِ دَنْوًا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُوْرٍ فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ اَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا ـ

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانُ فِىْ صَحِيْحِهِ، مِشْكٰوة صـ٧١

(৪০৪) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীদের একজন আলিম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, জমিনের মধ্যে উত্তম স্থান কোন্‌টি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরব রইলেন এবং মনে মনে বললেন, তুমি নিরব থাক যতক্ষণ না জিবরাঈল (আঃ) আসে। অতপর জিবরাঈল (আঃ) এলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তর করলেন, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নয় অর্থাৎ এব্যাপারে আপনার মত আমিও জানিনা কিন্তু আমি আমার প্রভূকে জিজ্ঞাসা করব। অতপরঃ জিবরাঈল (আঃ) বললেন হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আল্লাহর এত নিকটে হয়েছিলাম, যত নিকটে ইতিপূর্বে হইনি কখনও। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কিরূপে কত নিকটে হয়েছিলেন হে জিবরাঈল! তিনি বললেন, তখন তাঁর ও আমার মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার নূরের পর্দা ছিল। আল্লাহ পাক বলেছেনঃ জমিনের নিকৃষ্টতম স্থান হলো জমিনের বাজার এবং উৎকৃষ্টতম স্থান হল মসজিদ। (ইবনে হিব্বান, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৭১)

ব্যাখ্যাঃ প্রশ্নকারী শুধু উত্তম স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, আর উত্তরে ভাল-মন্দ উভয়টা বলেছেন যাতে আল্লাহর ঘর ও শয়তানের ঘর উভয়টা চেনা যায়।

(٤٠٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، بُخَارِىْ صـ٦٨)

(৪০৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্থানসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান হলো আল্লাহর নিকট মসজিদসমুহ এবং সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য স্থান হলো বাজারসমুহ। (মুসলিম, বুখারী, পৃষ্ঠা- ৬৮)

ব্যাখ্যাঃ এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, বাজারকে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য স্থান বলা হলো অথচ পতিতালয়, শরাবখানা ইত্যাদি তো বাজার থেকেও খারাপ স্থান বলে গণ্য করা হয়? এর উত্তর এই যে, বাজার কে যে ঘৃণ্যস্থান বলা হয়েছে এটা জায়িয বিষয়ের মধ্যে থেকে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদিও বাজার জায়িয স্থান তথাপিও তা নিকৃষ্ট স্থান, কেননা সাধারণত বাজারেই (লাভ-লালসা, বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাচার হয়। আর পতিতালয়, বেশ্যাখানা, শরাবখানা ইত্যাদি স্থানই বৈধ নয়। সুতরাং এগুলো বাজার থেকে চরম জঘণ্যের ও অভিশাপের। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

فَضْلُ تَعْمِيْرِ الْمَسَاجِدِ
মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

(٤٠٦) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ - بُخَارِىْ وَ مُسْلِم صـ٦٨

(৪০৬) অর্থঃ হযরত উসমান (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশ্‌তে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (বুখারী-মুসলিম- পৃষ্ঠা ৬৮)

ব্যাখ্যাঃ এ মর্যাদা ও পুরস্কার সেই পাবে যে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে মসজিদ নির্মাণ করবে। যাতে কোন রকম দেখান বা শুনানোর নিয়ত থাকে না। এজন্য বুজুর্গরা লিখেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদ বানিয়ে তাতে নিজের নাম লেখায় তা তার ইখলাছ হীনতার প্রমাণ বহন করে। আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেনঃ مَسْجِدًا শব্দে যে তানবিন আছে, সেটা আরবী ব্যাকরণ মতে تَقْلِيْل-এর জন্য এসেছে। অর্থাৎ যদি কেউ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতরও মসজিদ বানায়। আর بَيْتًا শব্দে যে তানবিন এসেছে সেটা تَكْثِيْر ও تَعْظِيْم -এর জন্য এসেছে। তখন অর্থ হবেঃ একটি ছোট্ট মসজিদ তৈরি করলেও আল্লাহ পাক বহুত বড় বড় এবং অগণিত ঘর বেহেশ্‌তে তার জন্য নির্মাণ করবেন। (ফাতহুল মারাম)

(٤٠٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٦٩

(৪০৭) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কাউকে দেখবে যে, সে নিয়মিত মসজিদে আসে এবং তার তত্ত্বাবধান (দেখাশুনা) করে, তখন তোমরা তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য দিবে, কেননা আল্লাহ পাক বলেনঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করে সেই-ই, যে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬৯)

ব্যাখ্যাঃ রক্ষণাবেক্ষণ করে, মেরামত করে, ঝাড়ু দেয়, নামায পড়ে, এই ব্যক্তির ব্যাপারে মুমিনের সাক্ষ্য দাও।

(٤٠٨) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخْرَجَ اَذًى مِّنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللّٰهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ - اِبْنُ مَاجَةَ صـ٥٥

(৪০৮) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মসজিদ থেকে ময়লা

http://kitabbhubon.com

আবর্জনা বের করে (দূর করে) আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশ্‌তে একটি গৃহ তৈরী করেন। (ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা ৫৫)

ব্যাখ্যা ঃ স্থানের মর্যাদার নিয়তে যা করার করবে।

بِنَاءُ الْمَسْجِدِ فِى الدُّوْرِ

মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা

(٤٠٩) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ يُّنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٦٩

(৪০৯) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে এবং মসজিদকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ও তাতে সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দিয়াছেন। (আবু দাউদ, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৬৯)

ব্যাখ্যাঃ মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ তৈরীর আদেশের কারণ– প্রতি মহল্লায় মসজিদ না থাকলে এক মহল্লার লোকেরা অন্য মহল্লায় গেলে নামায পড়ার অসুবিধা দেখা দেয়। যার কারণে মানুষের বড় জামাতে এবং মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করা থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং যদি প্রতি মহল্লায় মসজিদ থাকে তাহলে খুব সহজেই জামাতের সাথে প্রত্যেক নামায আদায় করা যায়। (ফাতহুল মারাম)

حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ

মসজিদের সম্মান-মর্যাদা

(٤١٠) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا تَتَاَذَّى الْاِنْسُ - مُسْلِمٌ، بُخَارِى، مِشْكٰوة ص٦٩- ٦٨

(৪১০) অর্থঃ হযরত জাবির (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছের (কাঁচা পেঁয়াজ বা রসুন) কিছু খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকট না আসে। কেননা, মানুষ যার দ্বারা কষ্ট পায়, ফেরেস্তাগণও তার দ্বারা কষ্ট পান। (মুসলিম-বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯)

ব্যাখ্যাঃ শুধু পেঁয়াজ, রসুন নয় বরং এ ধরনের যত জিনিস যা মানুষকে কষ্ট দেয়, তাতে ফেরেস্তাগণও কষ্ট পান, যেমন, কাঁচামুলা, ধনে, ইত্যাদি গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে এলে এতে যেমন মানুষেরা কষ্টের সম্মুখীন হয় তেমনি ফেরেস্তাগণেরও কষ্ট হয়। আর বর্তমান কালের বিড়ি, সিগারেট, হোক্কা ইত্যাদি সেবনকারীদের ব্যাপারে তো কথাই নেই। কারণ এদের মুখ থেকে নির্গত বাতাসও যে কত দুর্গন্ধময় তা ভুক্তভোগী

http://kitabbhubon.com

ব্যতীত বর্ণনা করা অসম্ভব। এদের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে অনেক সময় নামাজও ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমনকি দেখা গেছে যে, অনেকের বমি পর্যন্ত চলে আসে। দুঃখ হয় এ সমস্ত ধুমপায়ীদের জন্য যারা মসজিদে নামায পড়তে এল, অথচ অন্যান্য মুসল্লী এবং ফেরেস্তাদের কষ্ট দিয়ে চলে গেল, এদের জন্য পরকালে বড়ই শাস্তি রয়েছে। হুযূরের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামানায় কেউ দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে মসজিদে এলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। (ফাতহুল মারাম)

(٤١١) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ يَعْنِى الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَقَالَ مَنْ اَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ لَابُدَّ اٰكِلِيْهِمَا فَاَمِيْتُوْهُمَا طَبْخًا - اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٧٠

(৪১১) অর্থঃ হযরত মুয়াবিয়া (তাবেয়ী) তার পিতা কররাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুইটি গাছ, অর্থাৎ পেয়াজ ও রসুন খেতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, যে তা খাবে সে যেন আমার মসজিদের নিকট না আসে। তিনি আরো বলেন, যদি তোমাদের ওটা একান্ত খেতেই হয় তবে রান্না করে দুর্গন্ধ নষ্ট করে দিবে।

(আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৭০)

ব্যাখ্যাঃ পেয়াজ-রসুন ও দুর্গন্ধময় কিছু কাঁচা খেলে মুখে এক ধরনের গন্ধ পয়দা হয় এজন্য ওগুলো খেয়ে মসজিদে ও উত্তম মজলিসে যাওয়া যাবে না, হাদীস দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তা পঁচা খাওয়া নাজায়িয, বরং মসজিদ ও ভাল মজলিসে তা খেয়ে যাওয়া হতে পরহেজ করবে। অবশ্য যদি রান্না করে গন্ধ দূর করার প্রচেষ্টা করে খায় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। (ফাতহুল মারাম)

(٤١٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَاِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يُنْشِدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لَارَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ -رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَالدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ٧٠

(৪১২) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কাউকে মসজিদে বিক্রয় বা ক্রয় করতে দেখবে তখন বলবে, আল্লাহ (এই) ব্যবসায় তোমাকে লাভবান না করুক। এরূপে যখন দেখবে, কেউ মসজিদে কোন হারান বস্তুর অনুসন্ধান বিজ্ঞপ্তি করছে তখন বলবে, আল্লাহ তোমাকে তা ফেরত না দিক। (তিরমিযী-দারিমী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৭০)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ উদ্দেশ্য হল এ ধরনের কোন কাজ (মসজিদের আদবের বহির্ভূত) মসজিদে করতে দেখলে তা প্রতিহত করা এবং নিষেধ করা। (ফাতহুল মারাম)

(٤١٣) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّسْتَقَادَ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ يُنْشَدَ فِيْهِ الْاَشْعَارُ وَاَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٧٠

http://kitabbhubon.com

(৪১৩) অর্থঃ হাকীম বিন হিজাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের অভ্যন্তরে কেসাস (রক্তপণ) নিতে, কবিতা পাঠ করতে এবং হদ কায়েম করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, মিশকাত-৭০)

ব্যাখ্যাঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন- যদি মসজিদে কিসাস আর যদি রক্ত না টপকায় তবে মাকরূহ তাহরীমী। اَشْعَار (কবিতা) দ্বারা খারাপ কবিতা উদ্দেশ্য। জিনা, চুরি ইত্যাদির শাস্তি ও মসজিদে বাস্তবায়ন করবেনা। হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে ফয়সালা করার পর অপরাধীকে মসজিদের বাহিরে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিতেন। (ফাতহুল মারাম)

(٤١٤) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِىْ مَسَاجِدِهِمْ فِىْ اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٧١

(৪১৪) অর্থঃ হযরত হাসান থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের উপরে এমন এক জামানা আসবে, যখন তাদের মসজিদে কৃত আলোচনার সবই দুনিয়াবী বিষয়ক হবে। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে বসবে না। আল্লাহ পাকের এরকম বান্দার কোনই প্রয়োজন নেই। (বায়হাকী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৭১)

ব্যাখ্যাঃ ইবনে হুমাম (রহঃ) হিদায়া গ্রন্থের এক ব্যাখ্যা গ্রন্থে লেখেন যে, মসজিদের মধ্যে মুবাহ কথাবার্তা বলাও মাকরূহ, এতে নেকী বিনষ্ট হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٤١٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهٗ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٧٠

(৪১৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের উদ্দেশ্যে আসবে তাই-ই হবে তার প্রাপ্য। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৭০)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ দুনিয়ার কাজের উদ্দেশ্যে আসলে দুনিয়া, আর আখেরাতের কাজের উদ্দেশ্যে আসলে আখেরাত পাবে। কেননা কাজের পুরস্কার নির্ভর করে তার নিয়তের উপরই। ফলে সে যাই-ই-নিয়ত করবে তাই-ই পাবে।

حَدِيْثُ مَنْ يُّظِلُّهُمْ

যারা হাশরের ময়দানে আল্লাহর আরশের ছায়া লাভ করবে

(٤١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ

http://kitabbhubon.com

اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفٰهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهُ بُخَارِىْ، مُسْلِمْ، مِشْكٰوة صـ٦٨

(৪১৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ পাক তাঁর (আরশের নিচে) ছায়ায় স্থান দিবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতিত কোন ছায়া থাকবে না। তারা হল– (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদাতে বার্ধিত হয়েছে। অর্থাৎ নিজের যৌবন কাল অতিবাহিত করেছে। (৩) সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে-উহা থেকে বের হয়ে যতক্ষণ না ফিরে আসে। (৪) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয় এবং এর উপরই পৃথক হয়। অর্থাৎ সাক্ষাতে অসাক্ষাতে খালিছ মাহাব্বাত রাখে। (৫) ঐ ব্যক্তি যে নিরিবিলিতে আল্লাহর জিকির করে। আর তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুবিসর্জন দিতে থাকে। (৬) সেই ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহবান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) ঐ ব্যক্তি যে গোপনে দান বা ছদকা করে যে, বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না যে, ডান হাত কি খরচ করে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৬৮)

ব্যাখ্যাঃ "ছায়ায় স্থান দিবেন" –এর অর্থ হল নিজের রহমত ও করুনায় প্রবেশ করাবেন এবং আখেরাতের ভয়াবহতা থেকে তাদের হেফাজত রাখবেন। আর কেউ কেউ বলেছেনঃ এ ছায়া হবে প্রকৃতার্থে ছায়া, যা আল্লাহর আরশের নিচের ছায়া হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٤١٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤١٦)

(৪১৭) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন ঋণগ্রস্তকে অবকাশ বৃদ্ধি করে দেয়, অথবা সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়, আল্লাহপাক তাকে নিজ ছায়ায় স্থান দান করবেন। (মুসলিম, মিশকাত, পৃষ্ঠা– ৪১৬)

ব্যাখ্যাঃ সুবহানাল্লাহ! কোন অস্বচ্ছল পাওনাদারকে অবকাশ দেয়া বা একেবারে ক্ষমা করে দেয়া আরশের নীচে ছায়া পাওয়ার উপায়, এজন্য গোটা জগতের সম্পদ ব্যয় করলেও তার চেয়েও সেরা উপকার আরশের নীচে ঐ দিন ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া।

فَضْلُ الْجَمَاعَةِ

জামাআতের ফযীলত ও গুরুত্ব

(٤١٨) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدْ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة صـ٩٦

http://kitabbhubon.com

(৪১৮) অর্থঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে গ্রামে বা জঙ্গলে তিনজন মানুষও থাকে, আর তারা জামাতে নামায আদায় করে না তাহলে তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তুমি জামাতকে খুবই গুরুত্ব দাও। কেননা দলছুট একাকী ভেড়া বা বকরীকেই ব্যাঘ্র খেয়ে থাকে।

(আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত–পৃষ্ঠা ৯৬)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে তিনজন হলেও জামাআতের সাথে নামায আদায়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমনকি দুইজন হলেও জামাআতের সাথে নামায পড়া উত্তম। অথচ কৃষকরা মাঠে অনেক লোক একত্রে কাজ করে কিন্তু নামায পড়ে না। এরা কাজকেই ওজর মনে কর। এক হাদীসে এসেছে, যদি এ সমস্ত লোক জঙ্গলে জামাআতে নামায পড়ে তাহলে ৫০ নামাযের সওয়াব প্রাপ্ত হবে তারা। (ফাতহুল মারাম)

(٤١٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِ قُطْنِىْ، مِشْكٰوة صـ٩٦)

(৪১৯) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনেছে, আর তার অনুসরণ করতে তাকে কোন ওজর বাধা দেয়নি। তথাপি সে জামাআতে হাজির হল না, তাহলে তার সেই নামায কবুল করা হবেনা, যা সে একাকী পড়েছে, সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর ওজর কি? তিনি বললেনঃ (শত্রু প্রভৃতির) ভয় বা রোগ। (আবু দাউদ, দারে কুতনী, মিশকাত–পৃষ্ঠা ৯৬)

ব্যাখ্যাঃ নামায কবুল না হওয়ার অর্থ হল, নামাজের সওয়াব হবে না। অবশ্য ফরজ আদায় হয়ে যাবে বলে হানাফীগণ অভিমত পেশ করেছেন। কিন্তু সাহাবা এবং তাবেঈনদের এক দলের নিকট বিনা ওজরে জামাআত ছাড়া হারাম। অনেক আলিমের নিকট নামায-ই হয় না। (ফাজায়িলে নামায) এক হাদীসে এসেছে, যে মুয়াজ্জিনের আওয়াজ শুনল অথচ মসজিদে গেল না, তার যাবতীয় কাজ সবই প্রকাশ্য জুলুম, কুফর এবং নিফাকে পর্যবসিত হয়। (আহমাদ, ত্বরানী)

ভয়ের ব্যাপারটি ব্যাপক (১) জান ও মালের ভয় হতে পারে (২) জালিমের ভয় (৩) গরীব হয়তো ঋণ দাতাদের ভয় (৪) প্রবল বৃষ্টি। (৫) প্রচন্ড ঠান্ডা। (৬) চরম ক্ষুধার সময় খানা সামনে আসা। (৭) ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন দেখা দেয়া। এই সবই ওজর। (মিরকাত)

(٤٢٠) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ جَمَاعَةً فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ جـ١ صـ٢٣٢

(৪২০) অর্থঃ হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে

http://kitabbhubon.com

ব্যক্তি ইশার নামায জামাআতে পড়ে সে যেন অর্ধরাতই জেগে ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়। আর যে ফজরের নামায জামাতে পড়ে সে যেন সমস্ত রাতই জেগে ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়। অর্থাৎ পূর্ণ রাত ইবাদতের সওয়াব পায়। (মুসলিম ১ম খণ্ড-২৩২)

ব্যাখ্যাঃ আমরা শেষ নবীর উম্মত, আমাদের হায়াত সকল উম্মত অপেক্ষা কম, তবে রব্বুল আলামীন এমন এক নবীর উম্মত বানিয়েছেন যার বদৌলতে আমাদের অল্পক্ষণের আমলই অনেক বেশী সময়ের আমলে গণ্য হয়। যেমন কদরের রজনীতে ইবাদাত ৮২ বছরেরও বেশী ইবাদাত তুল্য সওয়াব। তাই এই উম্মত ইশা ও ফজরের ফরয জামাতে পড়লে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সারারাত নামায পড়ার সওয়াব প্রাপ্ত হয়। এ হাদীসে এ উম্মতের উপর ইহসান প্রকাশ করা হয়েছে।

(٤٢١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً -بُخَارِىْ، مِشْكٰو صـ٩٥

(৪২১) অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জামাআতের নামায একাকী নামায অপেক্ষা সাতাশ শত গুণ বেশী মর্যাদা রাখে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৯৫)

ব্যাখ্যাঃ সওয়াবের বিভিন্নতা বনাম সামঞ্জস্যতা ঃ এ হাদীসে ২৭ গুণ বেশী বর্ণিত হলেও আরেক হাদীসে ২৫ গুণের কথা এসেছে। উলামাগণ এর সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করেছেন যে, প্রথমে ২৫ গুণ ছিল, পরে ২৭ গুণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ এই ২৫ গুণকে চক্রবৃদ্ধি হারে ডবল ডবল বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ২৫ মর্তবা পর্যন্ত দুই গুণ সওয়াব হতে থাকে। এ অবস্থায় জামায়াতের এক নামাযের সওয়াব হয়- তিন কোটি পয়ত্রিশ লাখ চুয়ান্ন হাজার চারশত বত্রিশ (৩, ৩৫, ৫৪, ৪৩২)। সুবহানাল্লাহ (ফাতহুল মারাম)

(٤٢٢) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٠٢)

(৪২২) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন জামাতে তাকবীরে উলা অর্থাৎ প্রথম তাকবীরের সাথে নামায পড়বে, তার জন্য দুইটি মুক্তি বা পরিত্রাণ নির্ধারিত হয়। (১) জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও (২) মুনাফিকি থেকে মুক্তি। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১০২)

ব্যাখ্যাঃ মুনাফিকের সংজ্ঞা- মুনাফিক ঐ সমস্ত লোকদের বলা হয়, যারা নিজেকে মুসলমান বলে জনসমক্ষে প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে অন্তরে কুফরী রাখে। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন যে, নিফাক থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ পাক তাকে এই আমলের বদৌলতে দুনিয়ায় মুনাফিকদের আচরণ হতে বাঁচাবেন এবং আখেরাতে মুনাফিকদের যে শাস্তি হবে ঐ শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করবেন। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

আবু দাউদের এক রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেক জিনিসের একটি সার সংক্ষেপ আছে, আর নামাযের সার সংক্ষেপ হলো, তাকবীরে উলা। সালফে সালেহীনগণ একমাত্র তাকবীরে তাহরীমা ছুটে গেলে তিন দিন পর্যন্ত আর জামাআত ছুটে গেলে ৭ দিন পর্যন্ত নিজেকে তিরস্কার করতেন এবং অত্যন্ত বেচাইন হয়ে যেতেন। (মিরকাত)

(٤٢٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى فِىْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لَاتَفُوْتُهُ الرَّكْعَةُ الْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِهَا عِتْقًا مِّنَ النَّارِ (اِبْنُ مَاجَةَ)

(৪২৩) অর্থঃ হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন– যে ব্যক্তি জামাআতের মসজিদে ৪০ দিন ইশার নামায এভাবে পড়ে যে প্রথম রাকাত তার ছুটে যায় না, তাহলে আল্লাহ পাক তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি নির্ধারিত করবেন। অর্থাৎ সে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হবে। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যাঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন বাণী হিকমত শূন্য নয়। তিনি শুধু ইশার কথা উল্লেখ করেছেন হয়ত এজন্য যে, এই ওয়াক্ত নামাযের জামাতে আসা মুনাফিকদের জন্য কষ্টকর। আর মুমিনের জন্য অন্যান্য ওয়াক্তের মত ইশার জামাতে আসা সহজতর। তাই যে ইশার জামাতে আসবে অন্যান্য জামাতে তো সে আসবেই। এ যেন মনে করা না হয় যে, শুধু ইশা জামাতে পড়ে জাহান্নামের মুক্তির সনদ নিব অন্য ওয়াক্তের নামায পড়বই না বা পড়লেও জামাতে নয়। আল্লাহ পাক সবাইকে ঐ সনদ প্রাপ্তির তৌফিক দান করেন।

(٤٢٤) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَايَنْصِبُهٗ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِالْمُعْتَمِرِ (اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٧٠)

(৪২৪) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পাক পবিত্র হয়ে ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে আপন গৃহ থেকে বের হয়, তার সওয়াব হল ইহরামধারী হাজীর সওয়াবের ন্যায়। আর যে চাশতের নামাযের জন্য বের হয়– যাতে উহা ব্যতীত অন্য কিছু তাকে উদ্বুদ্ধ করে না, তাহলে তার সওয়াব একজন উমরা পালনকারীর সওয়াবের ন্যায়। (আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৭০)

ব্যাখ্যাঃ "যুহার নামায" সকাল হতে দুপুর বেলা পর্যন্ত যে নফল নামায পড়া হয় তা-ই। দুই বা চার রাকায়াত। উমরা হজ্জের ন্যায় একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, এতে আরাফাত ময়দানে যাওয়া ব্যতীত হজ্জের অপরাপর নিয়ম পালন করা হয়। কাজেই জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে হলে ফরয ও নফল সব ধরনের নামায আদায়ে ব্রতী হওয়া অত্যাবশ্যক।

http://kitabbhubon.com

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

জামায়াতে নামায ছেড়ে দেয়ার উপর হুশিয়ারী

(٤٢٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَدْ نَاسًا فِىْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلًا يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُخَالِفُ اِلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا فَاُمْرِبِهِمْ فَحُرِّقُوْا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوْتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا (وَفِىْ رِوَايَةٍ) اَوْ مِرْ مَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَهَا يَعْنِىْ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ صـ٢٣٢ جـ١ وَلِلْبُخَارِىْ نَحْوُهُ)

(৪২৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নামাযে মানুষদের না পেয়ে বললেন, আমি ইচ্ছা করেছি যে এক ব্যক্তিকে নামায পড়ানোর আদেশ দিয়ে ঐ সমস্ত ব্যক্তির কাছে যাব যারা নামায থেকে দুরে থাকে। এরপর তাদের ব্যাপারে আদেশ দিব যে কাঠ জমা করে তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয় যেন। যদি তাদের কেউ জানত যে, নিশ্চয়ই সে মসজিদে গেলে একদিন মোটাতাজা হাড় অথবা (গরু বা বকরীর) দুইটি ভাল খুর পাবে তাহলে ইশার নামাযেও হাজির হতো।

(মুসলিম ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৩২, বুখারীতেও অনুরূপ)

ব্যাখ্যাঃ উদ্দেশ্য হলো– পার্থিব সামান্য স্বার্থের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়ার কষ্টকে আমরা কিছু মনে করি না। কিন্তু আখেরাতের বড় কল্যাণের জন্য আমরা মোটেও কষ্ট স্বীকার করতে পারি না। (ফাতহুল মারাম)

হানাফী মাযহাবে জামাত ওয়াজিব। বিনা ওজরে জামাত তরক করা গুনাহ। এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত পিতা-মাতার কথা শোনা যাবে না।

(٤٢٦) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا مَا فِى الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ اَقَمْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ وَاَمَرْتُ فِتْيَانِىْ يُحَرِّقُوْنَ مَا فِى الْبُيُوْتِ بِالنَّارِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة)

(৪২৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইরশাদ করেন যে, তিনি বলেছেনঃ যদি ঘরসমূহে স্ত্রী লোক এবং সন্তান-সন্ততি না থাকত তাহলে আমি ইশার নামাযের জামাত কায়িম করে আমার যুবকদেরকে আদেশ দিতাম তারা যেন ঘরে যা কিছু আছে এর সবই জ্বালিয়ে দেয়। (আহমাদ, মিশকাত)

ব্যাখ্যাঃ যেসব মহিলা ও বাচ্চারা ঘরে থাকে, তাদের উপর জামায়াতে নামায পড়া ওয়াজিব নয়। যদি এরা ঘরে না থাকত, তবে ইশার নামায কায়িম করার আদেশ দিতাম এবং সাহাবাদেরকে বলতাম, যারা জামাআতে হাজির হয়নি তাদেরকে ও তাদের আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দাও। তাই এ হাদীস হতে জানা যাচ্ছে যে, জামাআত বর্জনকারী বড় গোনাহগার। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٤٢٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَثْقَلَ صَلٰوةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلٰوةُ الْعِشَاءِ وَصَلٰوةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (مُسْلِمٌ صـ٢٣٢ جـ١)

(৪২৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফিকদের নিকট ইশা ও ফযরের নামায সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টকর (ভারী) কিন্তু তারা যদি জানত যে, এই দুই নামাযের সওয়াব কত তাহলে তারা তাতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হতো। (মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩২)

ব্যাখ্যাঃ حَبْوًا এর অর্থ– ছোট বাচ্চারা যেমন দুই হাত দুই পায়ের উপর গড়াগড়ি দিয়ে চলে তেমন চলা। অর্থ হলো– যদি তারা জানত যে, ঐ দুই নামাযে কত অনুগ্রহ ও কল্যাণ নিহিত তবে তারা তার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে যেত, কখনও জামাআতে নামায পরিত্যাগ করত না মসজিদে যেতই যেত। (নববী)

(٤٢٨) عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ رض قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَوَاتِ اِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهٗ اَوْ مَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى يَاْتِىَ الصَّلٰوةَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى اَلصَّلٰوةُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ (مُسْلِمٌ جـ١ صـ٢٣٢)

(৪২৮) অর্থঃ তাবেয়ী হযরত আবুল আহওয়াছ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ [রাযিঃ]) বলেছেন– আমি আমাদের (হুযূরের জামানায়) দেখেছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিক অথবা অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া কেউ নামাযের জামাত থেকে দুরে থাকত না, অর্থাৎ তরক করত না। এমনকি যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি দু'জনের মধ্য দিয়ে (অর্থাৎ কাঁধের উপর ভর দিয়ে) চলতে পারতো, তবুও সে নামাযের জামাতে এসে হাজির হতো। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন– রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঐ সুন্নাতাবলী শিক্ষা দিয়েছেন যা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হিদায়াত। আর সেই হিদায়াতবিশিষ্ট সুন্নাত থেকে একটি হলো, নামায ঐ মসজিদে আদায় করা যেখানে আযান হয়। (মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩২)

ব্যাখ্যাঃ যেখানে আযান হয়–সে মসজিদে নামায পড়া সুন্নাত ও বহু ফযীলতপূর্ণ।

(٤٢٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّىْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِىْ بَيْتِهٖ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ

http://kitabbhubon.com

تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৪২৯) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– যে কাল কিয়ামতে পূর্ণ মুসলমান হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে আশা রাখে, সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে এই রকম স্থানে আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় যেখানে আযান হয়। (অর্থাৎ মসজিদে) কেননা আল্লাহ তোমাদের নবীর জন্য 'সুনানে হুদা' নির্ধারণ করেছেন আর এই নামায জামাতে পড়াও 'সুনানে হুদার' অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড়তে থাক, যেভাবে এই জামাত বরখেলাফকারী। (জনৈক জামাত তরককারী সরকারী কর্মচারী) তার ঘরে পড়তে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত নিশ্চয়ই তরক করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ কর তাহলে নিশ্চয় গোমরাহ হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উজু করে, ঐ মসজিদসমূহের মধ্য হতে কোন মসজিদে গমন করে, তাহলে তার প্রতি কদমে কদমে আল্লাহ পাক তার জন্য একটি নেকী লেখেন। একটি দরজা (পদ) বুলন্দ (উন্নত) করেন এবং একটি বদি (গুনাহ) মিটিয়ে দেন অর্থাৎ ক্ষমা করেন। (হুযূরের জামানায়) আমি আমাদের (অবস্থা) দেখেছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিক ছাঁড়া কেউ জামাত তরক করত না। এমনকি কোন ব্যক্তি দু'জনের কাধে ভর দিয়ে হলেও যদি আসতে পারত তাহলেও তাকে আনা হতো এবং কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ জামাতের ব্যাপারে সাহাবাদের যে কত গুরুত্ব ছিল তা এ হাদীস থেকে সহজেই অনুমিত। অসুখের কারণে একা না পারলেও দুইজনের সাহায্যে হলেও তারা জামাআত ত্যাগ করতেন না। সুন্নাতে রাসূল দুই প্রকার– (১) সুন্নাতে হুদা– যার তরককারী গুনাহগার হয়। যেমন জামাত-আজান ইত্যাদি। (২) সুন্নাতে যায়িদা– যার তরককারী গুনাহগার হয় না। যেমন উঠা-বসা, খানা-পিনা ইত্যাদি যা হুযূরের নেক অভ্যাস ছিল। (ফাতহুল মারাম)

تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ

নামাযের কাতার ঠিককরণ

(٤٣٠) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٩٨)

http://kitabbhubon.com

(৪৩০) অর্থঃ হযরত নুমান বিন বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করবে। নতুবা আল্লাহপাক তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৯৮)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসের তরজমার ভিন্নতাঃ অধিকাংশ আলেম এ হাদীসের তরজমা এরূপই করেছেন। তবে শায়িখ দেহলভী (রহঃ) তরজমা করেছেন অন্যরূপ। তিনি তরজমা করেন, আল্লাহর বান্দাগণ- হয় তোমরা ঠিকমত তোমাদের কাতার সোজা করবে, না হয় আল্লাহ পাক তোমাদের চেহারা সমূহের (মধ্যে) বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দেবেন।

এ নির্দেশের কারণঃ কাতার সোজা করার প্রতি এত গুরুত্বারোপের কারণ হলো, আদবে জাহেরী (অর্থাৎ বাহ্যিক শিষ্টাচার) আর আদবে বাতেনী- তথা ভিতরগত বা আত্মিক শিষ্টাচারের নমুনা বা প্রমাণ স্বরূপ। তাই যাতে আদবে বাতেনীর সাথে সাথে আদবে জাহেরীও অর্জিত হয়, এর জন্যই এই গুরুত্বারোপ। (ফাতহুল মারাম)

(٤٣١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ ـ (بُخَارِىْ وَ مُسْلِم اِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ، مِشْكٰوة صـ٩٨)

(৪৩১) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের (নামাযের) কাতার সোজা কর। নিশ্চয় কাতার ঠিক বা সোজা করা নামায কায়েমেরই অন্তর্গত। (বুখারী-মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, নামায পরিপূর্ণ করার অন্তর্গত। (মিশকাত- ৯৮)

ব্যাখ্যাঃ দু হাদীসে শব্দের তারতম্য হলেও মূলত অর্থ একই। অর্থাৎ কাতার ঠিক করা তথা সোজা করা ব্যতিরেকে নামায পড়লে নামায পূর্ণ কায়েম (যেভাবে কুরআন-হাদীসে নির্দেশ এসেছে) ও পরিপূর্ণ হয় না। (ফাতহুল মারাম)

(٤٣٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا (مُسْلِم، مِشْكٰوة صـ٩٨)

(৪৩২) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পুরুষদের কাতারসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার এবং সর্ব নিকৃষ্ট কাতার হলো শেষ কাতার। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৯৮)

ব্যাখ্যাঃ প্রথম কাতার অতি উত্তম হওয়ার অর্থ হলো প্রথম কাতারে নামায আদায়কারীদের, শেষ কাতারে আদায়কারীদের অপেক্ষা বেশী সওয়াব অর্জিত হয় এবং তারা আল্লাহর বেশি নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٤٣٣) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوْلٰى وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ - اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٩٨)

http://kitabbhubon.com

(৪৩৩) অর্থঃ হযরত বা'রা বিন আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ ঐ সমস্ত লোকদের উপর রহমত বর্ষণ করতে থাকেন যারা প্রথম কাতারের নিকটবর্তী থাকে। আল্লাহ পাকের নিকট ঐ কদম অপেক্ষা বেশী প্রিয় কোন কদম নেই যা- কাতার ঠিক বা সোজা করার উদ্দেশ্যে বাড়ানো (তথা অগ্রসর করা) হয়। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৯৮)

ব্যাখ্যাঃ "ছালাৎ" শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে, আল্লাহর ছালাৎ অর্থে- তাঁর রহমতকে বুঝায় এবং ফিরিশতার ছালাৎ অর্থে তার দুআ' বা ক্ষমা প্রার্থনা।

(٤٣٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٩٨)

(৪৩৪) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহপাক এবং তাঁর ফেরেশতাগণ (জামাআতের) সমস্ত কাতারের ডান পার্শ্বস্থ লোকদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৯৮)

ব্যাখ্যাঃ ইমামের ডানে দাঁড়ানোর ফযীলত ঃ উলামায়ে কিরামগণ লেখেন যে, দূর হলেও ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানো, বাম দিকে অতি নিকটে দাঁড়ানো অপেক্ষাও উত্তম। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, নামাযের মধ্যে সর্বপ্রথম রহমত অবতীর্ণ হয় ইমাম সাহেবের উপর। অতঃপর রহমত, ইমামের সোজাসুজি যারা থাকে তাদের দিকে ধাবিত হয়। এরপর প্রথম কাতারের ডান দিক, এভাবে সমস্ত নামাযীর কাছে এই রহমত পৌঁছে থাকে। (ফাতহুল মারাম।

হাদীসে যদিও কাতারের ডান (দিকে) দাঁড়ানোকে উত্তম বলা হয়েছে। তথাপি সবচেয়ে সুন্দর ও প্রকৃত নিয়ম হলো, ঠিক ইমামের বরাবর থেকে দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ মুক্তাদী একজন আগে এলে সে দাঁড়াবে ঠিক ইমামের বরাবর এরপর যে আসবে সে দাঁড়াবে ডান পার্শ্বে। কিন্তু এরপর যে আসবে সে ডান পাশে যাবে না বরং বাম পাশে দাঁড়াবে। অর্থাৎ ইমামকে মাঝ বরাবর রেখে দুপাশে মুসল্লিগণ সমান সংখ্যক হারে দাঁড়াবে। একজন এ পাশে, আরেকজন ওপাশে করতে করতে কাতার লম্বা করতে থাকবে। এই নয় যে, এক পাশে কাতার একেবারে শেষ পর্যন্ত চলে গেল, আরেক পাশ খালি থেকে গেল বরং এতে নামায মাকরূহ হয়ে যায় বলে উলামাগণ ফাতাওয়া দেন।

(٤٣٥) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٩٨)

(৪৩৫) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- প্রথম কাতারকে তোমরা আগে পূর্ণ করবে। অতপর তার সংলগ্ন পেছনের কাতারকে; এরপর যা কমতি থাকে তা যেন সর্বশেষ (অর্থাৎ পরবর্তী পিছনের) কাতারে থাকে। (আবু দাউদ, মিশকাত- ৯৮)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ ও নিয়মানুযায়ী কাতার ঠিক করা ও পরিপূর্ণ করা ঈমানী দায়িত্ব। তাই উল্লেখিত হাদীসে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাতার বিন্যস্ত করার নিয়ম বর্ণনার অবতারণা করা হয়েছে।

(٤٣٦) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ هُوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنِّيْ لَاَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا الْحَذَفُ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٩٨)

(৪৩৬) অর্থঃ সেই হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ খুব মিলিয়ে রাখ, অর্থাৎ কাতারসমূহে তোমরা গায়ে গায়ে দাঁড়াও এবং কাতারসমূহের পরস্পরের মধ্যে নিকটতম কর। অর্থাৎ এক কাতারের অনতি দুরে আরেক কাতার কর। আর পরস্পরে ঘাড় বরাবর রাখ। অর্থাৎ উঁচু-নিচু দাঁড়িয়ে ঘাড় লম্বা খাট করো না। সেই সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার জীবন, নিশ্চয় আমি শয়তানকে দেখি যে, সে কাতারের ফাকে (মাঝে) প্রবেশ করে– যেন কালো বকরির বাচ্চা। (আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৯৮)

(٤٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ اَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلٰوةِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٩٨)

(৪৩৭) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই, নামাযের মধ্যে যাদের কাঁধ খুব নরম থাকে। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৯৮)

ব্যাখ্যাঃ কাঁধ নরমের মর্মার্থ– কাঁধ খুব নরম হওয়ার অর্থ হলো, অহংকার বা উগ্রভাব প্রদর্শন না করা বরং বিনয়ী ও হিতাকাঙ্খী হওয়া এবং অন্যান্য মুসল্লীদের জন্য দয়া পরবশ হওয়া। (ফাতহুল মারাম)

(٤٣٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللّٰهُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٩٩)

(৪৩৮) অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা নামাযের কাতারসমূহ সোজা কর, কাধের মধ্যে বরাবর বা সমান কর, ফাক বন্ধ কর, তোমাদের ভাইদের হাতে নরম থাক এবং (কাতারের) মধ্যখানে শয়তানের

http://kitabbhubon.com

(জন্য) ফাক রেখো না। যে ব্যক্তি কাতার মিলায় আল্লাহ পাক তাকে (আপন রহমতের সাথে) মিলাবেন। পক্ষান্তরে যে কাতারকে ভঙ্গ করে বা বিচ্ছিন্ন করে, আল্লাহ পাকও তাকে বিচ্ছিন্ন করেন। অর্থাৎ তাকে রহমত হতে দুরে রাখবেন।

(আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৯৯)

ব্যাখ্যাঃ নামাযের কাতার ঠিক করা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে কাতার ঠিক রাখবে, সোজা রাখবে আল্লাহ পাক তার সবকিছুকে রহমতের সহিত মিলিয়ে রাখবেন। পক্ষান্তরে যে কাতারকে ভঙ্গ করে বিচ্ছিন্ন করবে আল্লাহ পাক তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। তাই সবার কাতার যথার্থভাবে ঠিক করার উপর যত্নবান হওয়া উচিত।

(٤٣٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَزَالُ قَوْمٌ يَتَاَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ ـ

(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٩٩)

(৪৩৯) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- লোক সর্বদা প্রথম কাতার হতে পিছনে থাকতে চাইবে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে পিছাতে পিছাতে দোযখ পর্যন্ত পিছিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৯৯)

ব্যাখ্যা ঃ পিছিয়ে রাখবেন, সমস্ত কল্যাণ হতে। যার ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এ অর্থও হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে, তাদেরকে জাহান্নামের অতল তলে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। (তাই নামাযের কাতারে সদা সামনে থাকার চেষ্টা করা উচিৎ)। (লুমআত)

اَلْاِمَامَةُ

ইমামতির বর্ণনা

(٤٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيَؤُمَّكُمْ قُرَّائُكُمْ (اَبُوْ دَاوُدَ شَرِيْف، مِشْكٰوة صـ١٠٠)

(৪৪০) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের মধ্যে যারা ভালো লোক তাদেরই আযান দেওয়া উচিত আর ইমামতি করা উচিৎ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ক্বারীদের। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১০০)

ব্যাখ্যাঃ অবশ্য ছহীহ ক্বিরাতের সাথে সাথে নামাযের মাসআলাগুলোও জানা জরুরী। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٤٤١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَاتُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ اٰذَانَهُمْ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ ١٠٠)

(৪৪১) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ তাদের কানের সীমা অতিক্রম করে না। (অর্থাৎ কবুল হয় না।) (১) পলাতক দাস বা গোলাম, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে, (২) যে নারী রাত্র যাপন করেছে অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট এবং (৩) মানুষের ইমাম– যাকে তারা (সংগত কারণে) অপছন্দ করে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১০০)

ব্যাখ্যাঃ যে ইমাম এর অধীনে নহেঃ যদি মানুষেরা তাদের ইমামের উপর অসন্তুষ্ট থাকে দুনিয়াবী কোন কাজের কারণে, অর্থাৎ তারা যেভাবে ইমামকে চালাতে চায় (যেমন বর্তমানে সিংহভাগ ইমাম এ অযাচিত অবস্থার শিকার) ইমাম শরীয়ত রক্ষার্থে সেভাবে চলতে অস্বীকৃতি জানায়, যার ফলে মানুষেরা তার উপর অসন্তুষ্ট থাকে, কিংবা তাকে অপছন্দ করে তাহলে এই ইমাম হাদীসে বর্ণিত ইমামের শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত হবে না। (ফাতহুল মারাম)

(٤٤٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لَاتُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلٰوتُهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ اَتَى الصَّلٰوةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ اَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ اَنْ تَفُوْتَهُ وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ -

(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ ١٠٠)

(৪৪২) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তিন ব্যক্তি তাদের নামাজ কবুল হবে না। (১) যে মানুষের ইমাম হয়েছে, অথচ তারা তাকে পছন্দ করে না, (২) যে ব্যক্তি নামায পড়তে আসে দিবারে। আর দিবার (دِبَار) বলা হয় (উত্তম) সময় চলে যাওয়ার পর নামাযে আসাকে, (৩) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন নারী (বা পুরুষ) কে (দাস) দাসীতে পরিণত করে।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃষ্ঠা ১০০)

ব্যাখ্যাঃ গোলামকে আযাদ করে জোর পূর্বক খিদমত নিতে থাকা বা আযাদ করে গোলাম হতে কথাটা গোপন রাখা বা কোন স্বাধীন ব্যক্তির উপর এ দাবী করা যে, এ আমার গোলাম এবং পরের মালিকানায় খরচ করতে থাকা। যেখানে ইমাম নির্ধারিত আছে সেখানে মাসয়ালার ব্যাপারে সবাই সমান হলে যে কুরআনের কিরাত উত্তম পড়ে সে-ই ইমামতি করবে, অন্যথায় যে অধিক মাসয়ালা জানে অর্থাৎ অধিক ইলম রাখে; সে-ই করবে। ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (রহঃ) প্রমুখের মতে মুসল্লীদের অবস্থানুপাতে নামায পড়াই সুন্নাত ও ফিতরাতের অনুকুল।

http://kitabbhubon.com

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ (فَضِيْلَةُ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ وَالضُّحٰى):

যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে জামাতের সহিত, তারপর যিকিরে মশগুল হয় (ইশরাক্ব ও চাশ্‌তের ফযীলত)

(٤٤٣) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهٗ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ صـ٧٦، مِشْكٰوة صـ٨٩)

(৪৪৩) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি জামাআতে ফজরের নামায পড়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করে অতঃপর দুই রাকাত (ইশরাকের) নামায পড়ে, তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি উমরার সওয়াব রয়েছে। রাবী বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একথাটি তিনবার) বলেছেনঃ পূর্ণ হজ্জ ও উমরার, পূর্ণ হজ্জ ও উমরার, পূর্ণ হজ্জ ও উমরার। (তিরমিযী পৃষ্ঠা ৭৬, মিশকাত পৃষ্ঠা ৮৯)

ব্যাখ্যাঃ কেন এ প্রভূত সওয়াব? মোল্লা আলী কারী (রহঃ) হজ্জ ও উমরার সওয়াব পাওয়ার সম্পর্কে বলেছেন, ফজরের নামায জামাআতে (পড়ার) আদায় করার কারণে সে হজ্জের সওয়াব পায়, আর উমরার সওয়াব পায় নফল নামায আদায় করার দরুণ।

مدونه গ্রন্থে ইমাম (রহঃ) থেকে নকল করা হয়েছে যে, ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত কথাবার্তা বলা মাকরূহ। দুররে মুখতার গ্রন্থের প্রণেতাও এ সময় কথাবার্তা বলাকে মাকরূহ লিখেছেন।

হাদীসে বর্ণিত নামাযকে ইশরাকের নামায বলে এবং অনেক রেওয়ায়েতে এর নাম ছালাতুজ্জাহাও এসেছে। এই ছালাতুজ্জুহায় উলামাদের কতক এখতেলাফ (মতানৈক্য) রয়েছে। কেউ কেউ এর সংখ্যা আট (৮) বলে উল্লেখ করেছেন। হানাফী মাযহাবে এই নামায মুস্তাহাব। উনিশজন সাহাবা থেকে এই নামাযের ব্যাপারে হাদীস এসেছে। আরেক হাদীসে প্রকাশ যে, মানুষের ৩৬০টি জোড়া রয়েছে। প্রত্যেক জোড়ার উপর প্রতিদিন এক ছদকা জরুরী হয়। অর্থাৎ এই শুকরিয়ায় যে, আল্লাহ পাক তাকে সুস্থ ও ভাল রেখে সচল অবস্থায় আপন স্থানে স্থাপিত রেখেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ চাশতের দুই রাকাত নামায এই ৩৬০ টি জোড়ার সবকটির পক্ষ থেকে সদকা হয়ে যায়। ছালাতুজ্জুহা যেহেতু নফল নামায, তাই কমপক্ষে তা দুই রাকাত পড়তে হয়। আর বেশির কোন সীমা নেই। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বার রাকাত পড়া প্রমাণিত আছে। (খাছায়েলে নববী)

http://kitabbhubon.com

(٤٤٤) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِى ذَرٍّ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِنَّهٗ قَالَ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١١٦)

(৪৪৪) অর্থঃ হযরত আবুদ্দারদা ও আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ হতে বলেছেন– আল্লাহ পাক বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য চার রাকাত নামায পড় দিনের প্রথমাংশে, আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হব এর শেষাংশে। (অর্থাৎ দিনের শেষাংশেই আমি তোমার মন-বাসনা পূর্ণ করব)। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১১৬)

ব্যাখ্যাঃ এ চার রাকাত কোন নামায? এই চার রাকাত সম্পর্কে কেউ বলেন, চাশতের নামায কেউ বলেন ইশরাকের নামায, আবার কেউবা বলেন, ফজরের সুন্নাত ও ফরজ দুই-দুই চার রাকাত। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইশরাকের দুই রাকাতের পরে আরো দুই রাকাত পড়া উচিৎ। যাতে এই ফযীলত অর্জিত হয় এবং চাশতের নামাযেও এই ফযীলতের দিকে লক্ষ্য করে কমপক্ষে চার রাকাত পড়াই উত্তম। (ফাতহুল মারাম)

(٤٤٥) عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسِ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ فِىْ مُصَلَّاهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يُسَبِّحَ رَكْعَتَىِ الضُّحٰى لَايَقُوْلُ اِلَّا خَيْرًا غُفِرَلَهٗ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ١١٦)

(৪৪৫) অর্থঃ হযরত আনাসিল জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি ফজরের নামায হতে অবসর গ্রহণ করে ইশরাক পড়া পর্যন্ত আপন মুসল্লায় (জায়নামাজে) বসে থাকে এবং ভাল কথা ছাড়া কোন কথা না বলে তার (ছগীরা) গোনাসমূহ মাফ করা হবে যদিও সমুদ্রের ফেনা হতেও অধিক হয়। (আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১১৬)

ব্যাখ্যা ঃ শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) লেখেন, এখানে رَكْعَتَىِ الضُّحٰى–এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইশরাকের দুই রাকাত নামায। আর যে মুসাল্লায় বসে থাকার কথা বলা হয়েছে তা নিছক উপমা মাত্র। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর জিকির এবং ভাল কাজে মশগুল থাকা। (ফাতহুল মারাম)

(٤٤٦) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهٗ قَصْرًا مِّنْ ذَهَبٍ فِى الْجَنَّةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١١٦)

(৪৪৬) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (চাশতের সময়) চাশতের বার রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১১৬)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ বেশী রাকাতের বেশী ফযীলত ঃ মোল্লা আলী কারী (রহঃ) হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে এক মারফু হাদীস নকল করেন যে, তুমি যদি চাশতের দুই রাকাত নামায পড় তাহলে তোমাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। আর চার রাকাত পড়লে মুহসিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে তুমি। আর ছয় রাকাত পড়লে অল্পতুষ্টদের মধ্যে গণ্য করা হবে। আর আট রাকাত পড়লে সফলকামদের মধ্যে শামিল হবে। আর দশ রাকাত পড়লে ঐ দিনে কৃত গুনাহ তোমার আমল নামায় লেখা হবে না। আর বার রাকাত পড়লে আল্লাহ বেহেশতে তোমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।

(ফাতহুল মারাম)

(٤٤٧) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّى الضُّحٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ نُشِرَلِىْ اَبَوَاىَ مَاتَرَكْتُهَا (مَالِكٌ، مِشْكٰوة صـ١١٦)

(৪৪৭) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যুহার নামায আট রাকাত পড়তেন। অতঃপর বলতেন– যদি এ সময় আমার পিতা-মাতা যিন্দা হয়েও আমার নিকট আসেন (তাদের দেখবার জন্যও) আমি তা ছাড়ব না। (মালিক, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১১৬)

ব্যাখ্যাঃ 'পিতা-মাতা যিন্দা হয়ে আসা', এ কথাটি তিনি নিছকই অতিরঞ্জিত হিসাবে বলেন, এখানে তিনি এ নামাযে যে খুবই মজা পেয়েছেন যা ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়– তা-ই তিনি বলতে প্রয়াস পেয়েছেন। (ফাতহুল মারাম)

(٤٤٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوْبُهٗ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ (تِرْمِذِىْ وَابْنُ مَاجَة، مِشْكٰوة صـ١١٦)

(৪৪৮) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামায পড়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে তার (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত– ১১৬)

ব্যাখ্যাঃ পাঁচটি জিনিস, পাঁচটি স্থানে– হযরত শাকীক বলখী (রহঃ) একজন বড় সুফী ও বুযুর্গ লোক। তিনি বলেন, আমি ৫টি জিনিস তালাশ করে পাঁচ স্থানে পেয়েছি। (১) রুজির বরকত চাশতের নামাযের মধ্যে, (২) কবরের জ্যোতি তাহাজ্জুদের নামাযের মধ্যে, (৩) মুনকির নকীরের প্রশ্নের উত্তর ক্বিরাতের মধ্যে, (৪) পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করা রোযা এবং সদকার মধ্যে এবং (৫) আরশের ছায়া নির্জন ও একাকীত্বের মধ্যে। (নুযহাতুল মাজালিস)

http://kitabbhubon.com

اَلنَّفْلُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

মাগরিব বাদ নফল নামায পড়া (আওয়াবীন নামাযের ফযীলত)

(٤٤٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّةَ رَكْعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ سَنَةً (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص)

(৪৪৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাকাত নামায পড়ে, যার মধ্যে কোন মন্দ কথাবার্তা বলেনি, তাহলে তার জন্য এই ছয় রাকাত বার বছর ইবাদাতের বরাবর করা হবে। (তিরমিযী, মিশকাত–১০৪)

ব্যাখ্যাঃ আওয়াবীনের ফযীলতঃ এই নামাজকে আওয়াবীন নামায বলে। আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেনঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মাগরিবের পরে দুই রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাযও ঐ ছয় রাকাতের মধ্যে গণ্য ও দাখিল। সুন্নাতে মুআক্কাদার দুই রাকাত আলাদা পড়তে হবে, আর বাকী চার রাকাতের মধ্যে ইখতিয়ার। এক বৈঠকেও পড়া যায় আবার দুই রাকাত করে পড়লেও ক্ষতি নেই। হযরত ইয়াছার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পরে ছয় রাকাত পড়তেন, আর বলতেন– যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাকাত পড়ে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হয়, যদিও সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়। হযরত মাওলানা ইসহাক সাহেব বলেন যে, আমার তাহকীক হলো, এই ছয় রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদার দুই রাকাত ব্যতীত। (মিরকাত, মাজাহির)

(٤٥٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص١٠٤)

(৪৫০) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকাত (নফল) নামায পড়ে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করেন।

(তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১০৪)

ব্যাখ্যাঃ হযরত মাওলানা ইদ্রিস কান্দালভী বলতেন, হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহেব, (আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাতা) বার্ধক্যের দূর্বলতা সত্ত্বেও সর্বদা আওয়াবীনের বিশ রাকাত নামায পড়তেন। হযরত হাফেজুদ্দুনিয়া ইবনে হাজার আসকালানী একটি বর্ণনা নকল করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আওয়াবীন) বিশ রাকাত পড়তেন এবং বলতেন ইহা আওয়াবীন নামায। যে এটা পড়বে তার গোনাহ মাফ করা হবে। সলফে সালেহীন সদা এই নামায পড়তেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, আওয়াবীন চার রাকাত, কোন কোন বর্ণনায় দুই রাকাত এসেছে। সমতা হলো সর্বনিম্ন দুই সর্বোচ্চ বিশ রাকাত আওয়াবীন নামায। (মিরকাত)

http://kitabbhubon.com

اَلتَّحْرِيْضُ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ

রাত্রে উঠার (তাহাজ্জুদ নামাযের) প্রতি উৎসাহ প্রদান

(٤٥١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلٰثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلٰى كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلَّا اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ ـ (بُخَارِىْ وَ مُسْلِمْ، مِشْكٰوة ص١٠٨)

(৪৫১) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পেছন দিকে তিনটা গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপর 'এখনও ঢের রাত আছে' তুমি 'ঘুমাও' একথার মোহর মারে। যদি সে (ঘুম থেকে) জাগে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে– একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি সে উজু করে– আরেকটি গিরা খুলে যায়। তৎপর যদি সে নামায পড়ে তবে অপর গিরাটিও খুলে যায় এবং সে প্রভাতে অত্যন্ত প্রফুল্ল মন ও পবিত্র অন্তর নিয়ে উঠে। অন্যথায় সে প্রভাতে উঠে কলুষিত অন্তর ও অলস মনে।

(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১০৮)

ব্যাখ্যাঃ শয়তানের গিরার দ্বারা উদ্দেশ্য– এখানে শয়তানের গিরা বলতে কি বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে উলামাদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। যথা–

(১) কেউ কেউ বলেন, এখানে বাস্তবিকই গিরা উদ্দেশ্য। যেমন– যাদুকররা গিরা দেয়। ইবনে মাজাহের এক রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেক মানুষের মাথায় একটি রশি থাকে। যাতে তিনটি গিরা হয়। (২) আর কেউ কেউ বলেন, গিরা দেওয়াকে রূপক হিসাবে নিয়াছেন। তারা বলেন, গিরা বলতে অলসতা উদ্দেশ্য। যেমন ইবনে মালেক বলেন, গিরা দ্বারা উদ্দেশ্য অলসতার গিরা। অর্থাৎ শয়তান অলসতার কারণ হয়। (৩) আর কেউ কেউ বলেন, এখানে অন্তরের গিরা উদ্দেশ্য অর্থাৎ শয়তান এই ধোঁকা দেয় যে, রাত এখনও বহুত বাকী আছে, শুয়ে থাক। (ফাতহুল মারাম)

(٤٥٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهٗ (بُخَارِىْ وَ مُسْلِمْ)

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ وَيَقُوْلُ مَنْ يُّقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلَا ظَلُوْمٍ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ (مِشْكٰوة ص١٠٩)

http://kitabbhubon.com

(৪৫২) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে সময় রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকে তখন আমাদের প্রভু দুনিয়ার আসমানে (নিকটবর্তী আসমানে) অবতরণ পূর্বক বলতে থাকেনঃ কে আছ, যে আমায় ডাকবে আর আমি তাকে দান করব এবং কে আছ, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুখারী-মুসলিম)

আর মুসলিমের এক রিওয়ায়েতে এও আছে, অতপর তিনি আপন দুই হাত পেতে ফজর হওয়া (উষার উদয়) পর্যন্ত বলতে থাকেন কে আছ, যে ঋণ দিবে অ-দরিদ্র এবং অ-অত্যাচারীকে? (মিশকাত, পৃষ্ঠা ১০৯)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ পাকের অবতরণের ব্যাখ্যাঃ ইবনে হাজার, ইমাম মালেক এবং অন্যান্যরা এর ব্যাখ্যা তিনভাবে করেছেন। তাঁরা বলেন– আল্লাহ অবতরণ করেন অর্থ (১) আল্লাহর হুকুম অবতীর্ণ হয় বা (২) আল্লাহর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয় বা (৩) আল্লাহর ফেরেশতা অবতরণ করেন। (ফাতহুল মারাম)

অ-দরিদ্র অ-অত্যাচারী অর্থাৎ আমি দরিদ্র নই যে, তার ঋণ শোধ করতে পারব না এবং অত্যাচারী নই যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার ঋণ শোধ করব না। আর ঋণ অর্থ এখানে সম্ভবত আমাদের প্রার্থনাকে বুঝানো হয়েছে।

(٤٥٣) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهٗ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَاِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّاٰتِ وَمُطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ جـ٢ صـ١٩٤، مِشْكٰوة صـ١٠٩)

(৪৫৩) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– রাত্রে উঠা অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া তোমাদের উপর জরুরী। কেননা এটা হচ্ছে তোমাদের পূর্বের নেক লোকদের অভ্যাস। আর তা তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের পন্থা, অপরাধ-অশ্লীলতা থেকে বাধাদানকারী গোনাহ মাফের উপায় এবং শরীর হতে রোগ দুরকারী। (তিরমিযী ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯৪, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১০৯)

ব্যাখ্যাঃ তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব ঃ হাদীসে বর্ণিত নেক লোক দ্বারা উদ্দেশ্য– আম্বিয়া (আঃ) ও আউলিয়াগণ। এর মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর তাহাজ্জুদ নামায পড়া অতীব জরুরী। কেননা তারা সমস্ত উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা তাহাজ্জুদের নামায পড়ে না তারা পরিপূর্ণ নেককার নয়।

তাহাজ্জুদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ফযীলত হলো, এর দ্বারা শরীরের রোগ উপশম হয়, রোগ দূর হয়। ফাতহুল মারাম গ্রন্থকারের পিতা হযরত কাজী আজিজ আহমাদ সাহেব বলেন– আমি প্রত্যেক অসুখের নিরাময় তিনটি জিনিসের মধ্যে পাই। (১) 'মধু'। খোদ আল্লাহপাক কুরআনে মধুকে শেফা বলেছেন (২) কালো জিরা, হাদীসে একে মৃত্যু ব্যতীত সমস্ত রোগের ঔষধ বলা হয়েছে ও (৩) তাহাজ্জুদ নামায। হাদীসে একে অসুখ দূরকারী অভিহিত করা হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٤٥٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ اَلرَّجُلُ اِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّىْ وَالْقَوْمُ اِذَا صَفُّوْا فِى الصَّلٰوةِ وَالْقَوْمُ اِذَا صَفُّوْا فِىْ قِتَالِ الْعَدُوِّ. (شَرْحُ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة ص١٠٩)

(৪৫৪) অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তিন প্রকার লোকের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ পাক হাসেন। (অর্থাৎ খুব খুশি হন) (১) ঐ ব্যক্তি যে রাতে নামাযের জন্য (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের জন্য) দন্ডায়মান হয়। (২) ঐ সমস্ত লোক যারা নামাযের জন্য কাতার সোজা করে ও (৩) ঐ সমস্ত লোক যারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়। (শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১০৯)

ব্যাখ্যাঃ "আল্লাহ পাক হাসেন" অর্থাৎ মানুষ যেমন খুশীতে হাসে যার পরিণাম কল্যাণ বা পুরস্কার দেয়া, আল্লাহ পাকের হাসির পরিণাম আল্লাহ খুশী হন ও বান্দাকে মাফ করে দেন।

(٤٥٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَضْحَكُ اِلٰى رَجُلَيْنِ قَامَ فِىْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ مِنْ فِرَاشِهٖ وَلِحَافِهٖ وَدِثَارِهٖ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهٖ مَاحَمَلَ عَبْدِىْ هٰذَا عَلٰى مَاصَنَعَ فَيَقُوْلُوْنَ رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ فَيَقُوْلُ فَاِنِّىْ قَدْ اَعْطَيْتُهٗ مَارَجَاهُ وَاَمَّنْتُهٗ مِمَّا يَخَافُهٗ (رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ، لَوَاقِعُ الْاَنْوَارِ ص٤٢)

(৪৫৫) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আল্লাহ পাক দুই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করে (খুশি হয়ে) হাসেন। (১) ঐ ব্যক্তি যে শীতের রাত্রে আপন বিছানা, বিছানা চাদর এবং কাঁথা ছেড়ে উঠে (অর্থাৎ পূর্ণ শয্যা ত্যাগ করে) অতঃপর উজু করে নামাযে দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহপাক তখন ফেরেশতাদের বলেন, কিসে আমার এই বান্দাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করল? ফেরেশতারা বলেন, আপনার পক্ষ হতে (রহমতের) আশা এবং ভয়। অতপর আল্লাহ পাক বলেন, আমি তার আশা পূর্ণ করলাম এবং যা থেকে সে ভয় করে তার থেকে নিরাপত্তা দিলাম। (ত্বিবরানী, লাওয়াকিল আনওয়ার পৃষ্ঠা ৪২)

ব্যাখ্যাঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিচয়ঃ মিশকাত গ্রন্থে 'শরহুস সুন্নাহ'র বরাত দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে শরীক হয়, অতঃপর সঙ্গী সাথীসহ পরাজিত হয়। তবে সে ময়দান থেকে না ভেগে একাই দুশমনের সাথে যুদ্ধ করে জান বিসর্জন দেয়। (ফাতহুল মারাম)

(٤٥٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ اِمْرَاَتَهٗ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ، مِشْكٰوة ص١٠٩)

http://kitabbhubon.com

(৪৫৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করুন যে ব্যক্তি রাতে উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে এবং আপন স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয় এবং সেও নামায পড়ে। আর যদি সে (স্ত্রী) অস্বীকার করে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। এইরূপে আল্লাহ অনুগ্রহ করুন সেই স্ত্রীলোকের উপর যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং স্বামীকে জাগিয়ে দেয় এবং সেও নামায পড়ে। আর সে (স্বামী) উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। (আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১০৯)

ব্যাখ্যাঃ এখানে পানি ছিটানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাকে জাগানোর জন্য সবরকম চেষ্টা করা। যেহেতু চোখে পানির ছিটা পড়লে ঘুম তাড়াতাড়ি ভাঙ্গে। তাই পানির ছিটার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(٤٥٧) عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ اَلَانَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص١٠٩)

(৪৫৭) অর্থঃ হযরত আবু মালিক আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– জান্নাতে এমন সব (মসৃণ) বালাখানা রয়েছে যার বাইরের জিনিসসমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের জিনিস বাইরে হতে দেখা যায়। এসব বালাখানা আল্লাহপাক ঐ ব্যক্তির জন্য তৈয়ার করেছেন যে ব্যক্তি (মানুষের সাথে) নরম কথা বলে, (ক্ষুধার্তকে) আহার্য দান করে, পর পর রোযা রাখে এবং রাত্রে নামায পড়ে অথচ মানুষেরা তখন ঘুমে থাকে (অর্থাৎ মানুষ যখন গভীর ঘুমে বিভোর তখন তারা তাহাজ্জুদ নামায পড়ে)। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১০৯)

ব্যাখ্যাঃ পর পর রোজা রাখার সর্বনিম্ন পর্যায় হলো, প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা রাখা। এতেই উপরোক্ত মর্যাদা অর্জিত হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٤٥٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلٰوةٌ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص١١٠)

(৪৫৮) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– ফরয নামাযসমূহের পর সর্বোত্তম নামায হলো ঐ নামায যা গভীর রাতে পড়া হয়। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায)। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১১০)

ব্যাখ্যাঃ তাহাজ্জুদের ফায়দাঃ মাজাহেরে হক গ্রন্থ প্রণেতা লিখেন যে, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আল্লাহপাক আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি জানান যে, আমি

http://kitabbhubon.com

মারেফাত ও হাকীকাত সম্বন্ধে যা কিছু বলেছি তার কোন কিছুই আমার উপকারে আসে নাই। কোন সাহায্যে আসে নাই এ সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও চিকন কথা বা ইশারা যা আমি বয়ান করেছি। কিন্তু গভীর রাতে যে কিছু নামায (তাহাজ্জুদ) পড়তাম আল্লাহ্ পাক তার উছিলায় আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং জান্নাত দান করেছেন। (ফাতহুল মারাম)

(٤٥٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْرَافُ اُمَّتِىْ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ وَاَصْحَابُ اللَّيْلِ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص١١٠)

(৪৫৯) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক তারাই যারা কুরআনের বাহক এবং রাত্র জাগরণকারী। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১১০)

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বাহক কারা? কুরআনের বাহক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল ব্যক্তি যারা মুখস্ত করে এর অর্থ বুঝে এবং কুরআনের সমস্ত আদেশ-নিষেধ মান্য করে। অবশ্য কেউ কেউ শুধু কুরআনের হাফেজদেরকেই এর অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল মারাম)

(٤٦٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اِسْتِغْنَائُهُ عَنِ النَّاسِ (لَوَاقِحُ الْاَنْوَارِ ص٤٢)

(৪৬০) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব হলো রাত্রে উঠা অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদাত করা। আর ইজ্জত-সম্মান হলো মানুষের থেকে অমুখাপেক্ষীতা। (লাওয়াকিহুল আনওয়ার পৃষ্ঠা ৪২)

ব্যাখ্যাঃ রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসঃ হযরত উবাদা ইবনে ছামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন– রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জেগে এই দুআ পাঠ করবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

তারপর বলবে– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ হে পরওয়ারদেগার আমায় মাফ করে দাও! বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারপর যে দুআ-ই প্রার্থনা করবে– কবুল করা হবে। উজু করে নামায পড়লে নামাযও কবুল করা হবে। (বুখারী) এছাড়া এরূপ বহু হাদীস আছে।

فَضْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর দিনের ফযীলত

(٤٦١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص١١٩)

http://kitabbhubon.com

(৪৬১) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সূর্য উদিত হওয়ার দিনসমূহের মধ্যে জুমু'আর দিনই হলো সবচেয়ে উত্তম দিন। (১) এদিনই হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২) অতঃপর এদিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। (৩) এবং এ দিনই তাকে আবার তা থেকে বের করা হয়েছে। আর (৪) কিয়ামত কায়েম হবে জুমু'আর দিনে। (মুসলিম, মেশকাতঃ পৃষ্ঠা ১১৯)

ব্যাখ্যাঃ জুমু'আর দিন উত্তম হওয়ার কারণ ঃ জুমু'আর দিন উত্তম হওয়ার অর্থ হলো সপ্তাহের সমস্ত দিনের মধ্যে জুমুআর দিন সবচেয়ে উত্তম। নতুবা বছরের সমস্ত দিনের মধ্যে উত্তম দিন হলো আরাফার দিন।

(৯ই জিলহজ্ব) এখন যদি জুমু'আর ও আরাফা একই দিনে হয় তবে সেটাই হবে সবচেয়ে উত্তম দিন। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, এ সময় এই হজ্জ কে "হজ্জে আকবার' বলা হয়, যা জুমু'আর দিন ছাড়াও অন্যান্য দিনে আদায় কৃত ৭০ হজ্জ থেকে উত্তম। হযরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন, জুমু'আর দিন আল্লাহর নিকট নফল হজ্জ থেকে উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে মারফূ ভাবে বর্ণিত আছে যে জুমু'আ হলো (হজ্জুল মাসাকিন) অর্থাৎ গরীব মিসকীনদের হজ্জ। (মিরকাত, মাজাহেরে হক)

(٤٦٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَايُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْئَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١١٩)

(৪৬২) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জুমু'আর দিনে এমন একটি ক্ষণ রয়েছে যদি কোন মুমিন বান্দা একে পায় এবং তাতে আল্লাহর নিকট কোন কল্যাণ চায় তাহলে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে তা দান করেন।

(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১১৯)

ব্যাখ্যাঃ দুআ কবুল এর ক্ষণটির আলোচনাঃ হাদীসে জুমু'আর দিনে দু'আ কবুলের একটি বিশেষ ক্ষণ রয়েছে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষণটি নির্দিষ্ট না করে তাকে উহ্য রাখা হয়েছে। এই গোপন রাখার রহস্য হলো, মানুষ যেন সমস্ত দিনটা এই আশায় ইবাদাতে মশগুল থাকে যে, ঐ নির্ধারিত সময়ে তার ইবাদাত সংঘটিত হবে। ইমাম যাজরী (রহঃ) বলেন, কুরআন-হাদীসে দু'আ কবুলের যে সমস্ত সময়ের কথা এসেছে তার মধ্যে জুমু'আর দিনের সময়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং তা কবুলের বেশী সম্ভাবনা রাখে। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, এটি একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়।

ইবনে হিব্বান এবং হাকিম বর্ণনা করেন যে, জুমুআর দিবসের বার ঘন্টার মধ্যে এক ঘন্টা এমন রয়েছে যাতে বান্দাহ আল্লাহর কাছে যা চায় আল্লাহ পাক তাকে তা প্রদান করেন। দু'আ কবুলের এই ক্ষণটি সম্পর্কে উলামাদের বক্তব্য ত্রিমুখী। (১) কেউ কেউ বলেন, এ মুহূর্তটি শবে কদর এবং ইসমে আজমের ন্যায় মুবহাম বা অস্পষ্ট। (২) আবার কেউ বলেন, এ মুহূর্তটি প্রত্যেক জুমু'আয় পরিবর্তিত হয়। কোন জুমু'আয় দিনের শেষ ভাগে হয়। (৩) আর অধিকাংশের মত এই যে, এ ক্ষণটি নির্দিষ্ট এবং জ্ঞাত। কিন্তু এই নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত সময় কোনটি তা নির্ণয়ে উলামাদের মধ্যে ব্যাপক মতামতের সৃষ্টি হয়েছে। এই পর্যায়ে ৩৫টি মতামত রয়েছে। যথা–

http://kitabbhubon.com

(১) জুমু'আর দিন প্রভাতে মুয়াজ্জিনের আযান দেওয়ার সময়।
(২) খুব ভোর তথা সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত।
(৩) আসরের সময় থেকে নিয়ে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত।
(৪) ইমাম জুমু'আর সময় মিম্বর থেকে নেমে তাকবীরে তাহরীমা বলা পর্যন্ত।
(৫) সূর্য পূর্ণভাবে উদিত হওয়ার পর মুহূর্ত।
(৬) সূর্য উদিত হওয়ার সময়।
(৭) দিনের এক প্রহর বাকি থাকার সময়।
(৮) সূর্য ঢলা থেকে নিয়ে ছায়া অর্ধহাত হওয়া পর্যন্ত।
(৯) সূর্য ঢলা থেকে নিয়ে ছায়া এক হাত হওয়া পর্যন্ত।
(১০) সূর্য ঢলার পর ছায়া এক বিঘাত থেকে নিয়ে এক হাত হওয়া পর্যন্ত।
(১১) ঠিক সূর্য ঢলার সময়।
(১২) যে সময় মুয়াজ্জিন জুমু'আর আযান দেয়।
(১৩) সূর্য ঢলার সময় থেকে নিয়ে জুমু'আর নামাযে দাখিল হওয়া পর্যন্ত।
(১৪) সূর্য ঢলার সময় থেকে নিয়ে ইমামের নামায থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত।
(১৫) সূর্য ঢলার থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত।
(১৬) ইমাম মিম্বরে আসীন হওয়ার পর নামাযে দাঁড়ান পর্যন্ত।
(১৭) ইমাম নামায থেকে বাইরে আসা পর্যন্ত।
(১৮) ইমাম মিম্বরে আরোহণ করার পর থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।
(১৯) আযান থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।
(২০) ইমাম মিম্বরে বসার পর থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।
(২১) বেচা-কেনা হারাম হওয়া থেকে নিয়ে হালাল হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ আযান থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।
(২২) আযানের নিকটবর্তী সময়।
(২৩) ইমামের খুৎবা শুরু করা থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত।
(২৪) ইমাম যখন মিম্বরে আরোহণ করে এবং খুৎবা শুরু করে।
(২৫) দুই খুৎবার মধ্যে বসার সময়।
(২৬) ইমাম মিম্বর থেকে নামার সময়।
(২৭) ইকামাত বলার সময় থেকে নিয়ে ইমামের জায়নামাযে দাঁড়ান পর্যন্ত।
(২৮) ইকামাতের সময় থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।
(২৯) যে সময় জুমু'আর নামায আদায় করা হয়।
(৩০) আসরের নামায থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত।
(৩১) আসরের নামাযের মধ্যে।
(৩২) আসরের নামায থেকে মুস্তাহাব সময়ের শেষ পর্যন্ত।
(৩৩) আসরের নামাযের পর।
(৩৪) আসরের নামাযের পর শেষ ঘন্টাটি।
(৩৫) যে সময় সূর্য ডুবতে থাকে।

এই ৩৫টি মতামত মাজাহের গ্রন্থ প্রণেতা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, দুয়া কবুলের ক্ষণটি সম্পর্কে ৪৫টি মতামত রয়েছে। আর হযরত আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রহঃ) বলেনঃ এ ব্যাপারে ৫০টি মত রয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٤٦٣) وَفِىْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَاَبِىْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىِّ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا وَهِىَ مُصِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنَ تُصْبِحُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ اِلَّا الْجِنُّ وَالْاِنْسُ (مِشْكٰوة ص١٢٠)

(৪৬৩) অর্থঃ হযরত মালিক, আবু দাউদ এবং তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে যে, (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) যে কিয়ামত কায়েম হওয়ার ভয়ে জুমু'আর দিনে ভোর হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সকল প্রাণীই চিৎকার করতে থাকে। তবে জ্বীন ও মানুষ ব্যতীত। (কারণ তাদের এ সম্বন্ধে গাফেল রাখা হয়েছে। (মিশকাত, পৃঃ ১২০)

ব্যাখ্যাঃ প্রাণীদের চিৎকারের কারণ হলো, হাদীসে আছে কিয়ামত জুমু'আর দিন ভোর থেকে সূর্য উদিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। তাই শুক্রবার এলেই তারা কিয়ামতের আশঙ্কায় চিৎকার দিতে থাকে। (ফাতহুল মারাম)

(٤٦٤) عَنْ اَبِىْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ وَاَهْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ اِلَى الْاَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَايَسْاَلُ الْعَبْدُ مِنْهَا شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ مَالَمْ يَسْاَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا اَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ اِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص١٢٠)

(৪৬৪) অর্থঃ হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনজির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– জুমু'আর দিন সকল দিনের সর্দার দিন এবং সকল দিন অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত দিন। এটা কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষাও আল্লাহর নিকট বেশী সম্মানিত। এতে পাঁচটি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয় রয়েছে।

(১) এ দিনেই আল্লাহ পাক আদমকে সৃষ্টি করেছেন।

(২) আল্লাহ পাক তাঁকে জমীনে (পৃথিবীতে) প্রেরণ করেন।

(৩) এ দিনে তাঁকে মৃত্যু দিয়েছেন।

(৪) এমন একটি মুহূর্ত এতে রয়েছে যদি কোন বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর নিকট কিছু চায় তিনি অবশ্যই তা দান করেন। যতক্ষণ না সে হারাম কিছু চায়।

(৫) কিয়ামত ঐ দিনেই কায়েম হবে। এমন কোন নৈকট্যশীল ফিরিশতা নেই, আসমান নেই, জমিন নেই, বাতাস নেই, পাহাড় নেই ও সমুদ্রও নেই যে জুমু'আর দিন সম্পর্কে ভীত নয়। (কি জানি হঠাৎ কিয়ামত হয়ে যায়)। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– ১২০)

ব্যাখ্যাঃ "কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন হতে বড়, জুমু'আর দিন" এ থেকে জানা গেল, আরাফার দিন সমকক্ষ, নাকি জুমুয়ার দিন হতেও আফজল। রযীনের

http://kitabbhubon.com

এক বর্ণনায় আছে, বৎসরের সকল দিনের মধ্যে আরাফার দিন তথা জিলহজ্জের নবম তারীখ উত্তম। আরাফার দিন যদি জুমু'আর দিন হয় তবে ঐ বৎসরের হজ্জ জুমু'আ বিহীন সত্তর হজ্জ হতেও উত্তম। (ফাতহুল মারাম)

(٤٦٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٢١)

(৪৬৫) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কোন মুসলমান জুমু'আর দিনে বা জুমু'আর রাতে মারা গেল আল্লাহ তাকে কবরের ফেৎনা (সওয়াল জওয়াব এবং আযাব) থেকে রক্ষা করেন। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত–১২১)

ব্যাখ্যাঃ জুমু'আর দিনের মৃত্যুর ফযিলতঃ আরেক বর্ণনায় আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কেউ জুমু'আর দিনে মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় এবং কেয়ামতের দিন সে এমতাবস্থায় উত্থিত হবে যে, তার উপর শহীদের মহর থাকবে। হুযূর আরো বলেছেন, যে জুমু'আর দিনে মারা যায় তার জন্য শহীদের সওয়াব লেখা হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন হিসাব নিবেন না। তবে ভাল করে মনে রাখতে হবে যে, শুধু নামে মুসলমান হয়ে ঘটনাক্রমে জুমু'আর দিন মৃত্যুবরণ করলেই কেউ এই মর্যাদা পাবে না। এ মর্যাদা সেই পাবে যে, প্রকৃতই মুসলমান হবে। আর প্রকৃত মুসলমানদের নিদর্শন হল নামাযী হওয়া। নামাযী না হয়ে মরলে কেউ এ সওয়াব কখনই পাবে না এবং নামায ত্যাগ ও অন্যান্য গুনাহের দরূণ যে শাস্তির সে যোগ্য হয়েছে তা থেকে রেহাই পাবে না। (ফাতহুল মারাম)

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى تَرْكِ الْجُمُعَةِ

জুমুআর নামায না পড়ার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

(٤٦٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهُمَا قَالَا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٢١)

(৪৬৬) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে যৌথভাবে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি মিম্বরের কাঠে দাঁড়িয়ে বলেছেনঃ হয়তবা লোকেরা জুমু'আর নামায তরক করা হতে বিরত থাকবে, নতুবা আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন। অতঃপর তারা নিশ্চিত গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১২১)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ মোহর মারার দ্বারা উদ্দেশ্য কি? হাদীসে মোহর মারার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্তরে অলসতা পয়দা করে দেয়া এবং নছিহত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা। তবে অন্তরে মোহর মারার অর্থের মধ্যে দার্শনিকবৃন্দের মতভেদ রয়েছে। (১) কেউ কেউ বলেনঃ আল্লাহ তাদের থেকে খায়ের-বরকত স্থগিত রাখেন।

(২) নেক কাজের প্রবৃত্তি নষ্ট করেন।

(৩) কেউ কেউ বলেছেন– তাকে মুনাফিক হিসাবে ধর্তব্য করেন।

বায়হাকী শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে পরপর তিন জুমু'আর নামায পড়ল না সে যেন প্রকারান্তরে ইসলামকেই নিজের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল। নাউজুবিল্লাহ (ফাতহুল মারাম)

(٤٦٧) وَعَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهٖ

(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٢١)

(৪৬৭) অর্থঃ হযরত আবু জাদ জামেরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি অবহেলা করে তিন জুমু'আর নামায পড়ে না আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১২১)

ব্যাখ্যাঃ এখানে মোহর মারার অর্থ কয়েকটি হতে পারে–

(১) তার থেকে খায়ের-বরকত স্থগিত রাখেন।

(২) নেক কাজের প্রবৃত্তি নষ্ট করে দেন।

(৩) আর কেউ কেউ বলেন– তাদের অন্তরে কুফর পয়দা করে দেন। (ফাতহুল মারাম)

(٤٦٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لَا يُمْحٰى وَلَا يُبَدَّلُ.

(رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٢١)

(৪৬৮) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি জরুরত (প্রয়োজন) ব্যতিরেকে জুমু'আর নামায তরক করে তার নাম এমন কিতাবে মুনাফিক হিসাবে লেখা হয় যে লেখা মুছে ফেলা যায় না এবং তা পরিবর্তিতও হয় না। (শাফিয়ী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১২১)

ব্যাখ্যাঃ "জরুরত" দ্বারা উদ্দেশ্যঃ ঐ সমস্ত শরয়ী ওজর যার কারণে শরীয়ত জুমু'আ আদায়ের থেকে অব্যাহতি দেয়। যেমন– শত্রুর ভয়, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, মারাত্মক অসুখ, প্রবল ঝড়, অঝোর বারি বর্ষণ ইত্যাদি বিষয়।

এ সমস্ত অবস্থায় জুমু'আ তরক হলে সে মুনাফিক হয় না। এ রকম কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য আমলনামা, যার লেখা মিটে না। পরিবর্তিত হয় না– এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার মুনাফিকদের হুকুম সর্বদা থেকে যায়, কখনও বিলুপ্ত হয় না। এমনকি শাস্তি অথবা ক্ষমার পরেও মনাফিকের নাম তার মুছে না। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

اَلتَّنْظِيْفُ وَالتَّبْكِيْرُ

জুমুআর দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও খুব সকালে সকালে মসজিদ পানে গমন

(٤٦٩) وَعَنْ سَلْمَانَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَغْسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهٖ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهٖ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّيْ مَاكُتِبَ لَهٗ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ اِلَّا غُفِرَ لَهٗ مَابَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٢٢)

(৪৬৯) অর্থঃ হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে গোসল করবে এবং সাধ্যনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে। অতঃপর তার সঞ্চিত তৈল হতে কিছু তৈল মাখবে অথবা কিছু খোশবু ব্যবহার করবে। তৎপর মসজিদে রওয়ানা হয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করবে না। অতঃপর যা তার জন্য নির্ধারিত (নফল/সুন্নাত) নামায আছে তা পড়বে এরপর ইমাম যখন খুতবা দিতে থাকেন চুপ করে শুনবে, তাহলে তার এ জুমু'আ হতে পূর্ববর্তী জুমু'আর মধ্যকার সমস্ত (ছগীরা) গুনাহ মাফ করা হয়। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১২২)

ব্যাখ্যাঃ পবিত্রতা অর্জন করার অর্থঃ মোচ কাঁটা, নখ কাঁটা, নাভীর নিচের পশম কাঁটা, বগলের পশম উপড়ান এবং কাপড় পরিষ্কার ও পবিত্রতা করা। দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করবে না– এর অর্থ কয়েকটি হতে পারে, (১) পিতা-পুত্র এক স্থানে বসলে তাদের মধ্যে যেয়ে বসবে না। (২) দুইজন ব্যক্তি যারা পরস্পর পরস্পরে মুহাব্বাত রাখে তাদের মাঝে যেয়ে না বসা, (৩) দুই ব্যক্তির মাঝে জায়গা নেই তথাপি চেপে বসার চেষ্টা না করা, (৪) পা রেখে পার্থক্য না করা। অর্থাৎ দুই ব্যক্তির বসার মাঝে ফাঁক করে করে আগে যাওয়ার ইচ্ছা না করা। বরং যেখানে স্থান পায় সেখানে বসা। তবে যদি আগে জায়গা খালি থাকে তবে আগে যাওয়ায় অসুবিধা নেই। মোটকথা এখানে সকাল সকাল মসজিদে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٤٧٠) وَعَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ١٢٢)

(৪৭০) অর্থঃ হযরত আউস বিন আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে (জামা-কাপড়) ধুইবে ও গোসল করবে ও করাবে। অতপর সকালে সকালে

http://kitabbhubon.com

প্রস্তুত হবে ও সকালে মসজিদে যাবে এবং সওয়ার না হয়ে পায়ে হেটে যাবে আর মসজিদে যেয়ে ইমামের নিকটে যেয়ে চুপ করে বসে খুৎবা শুনবে এবং অনর্থক কিছু করবে না– তার প্রতি কদমে এক বছরের আমলের সওয়াব হবে। অর্থাৎ এক বছরের দিনে রোযা এবং রাত্রিতে নামাযের সওয়াব হবে।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত, পৃঃ ১২২)

ব্যাখ্যাঃ "অন্যকে গোসল করাবে দ্বারা উদ্দেশ্য" বিবির সহিত সহবাস করবে, যা তার গোসলের কারণ হয়। কিংবা উদ্দেশ্য হল নিজের কাপড়কে ধৌত করবে কিংবা এ উদ্দেশ্য যে, খিতমী ফুল, খিরফুল, সাবান প্রভৃতি দ্বারা নিজের মাথা ধৌত করবে, জুমুআর দিনে সহবাস করা এজন্য উত্তম হয়েছে যে, এর দ্বারা অন্তরে ব্যভিচারের আশংকা আসে না এবং নামাযে খুব অন্তর জমে থাকে। (ফাতহুল মারাম)

(٤٧١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٢٢)

(৪৭১০ অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দানকালে যখন তুমি তোমার সঙ্গীকে বললে 'চুপ কর' তখন তুমিও অনর্থক কথা বললে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১২২)

ব্যাখ্যাঃ চুপ কর বলাটাও অনর্থক কেন? কাউকে চুপ কর, বলাকেও হাদীসে অনর্থক কথা বলা হয়েছে। কারণ এতে তার চুপ থাকায় ব্যাঘাত ঘটে, এবং সেও কথা বলনে ওয়ালা হয়ে যায়। অর্থাৎ যে কাজের সে নিষেধ করেছে প্রকারান্তরে সেই কাজ নিজেই করছে, এর থেকে জানা যায় যে, খুৎবার সময় কোন প্রকার কথা বলা নিষিদ্ধ। যদিওবা ভাল কাজের আদেশ ও নিষেধমূলক বিষয়ের অন্তর্গত হয়।

এখানে ইশারা করাই যথেষ্ট। কথা বলার প্রয়োজন হয় না। হানাফী মাজহাবে ইমাম খুৎবার জন্য বের হওয়ার পর থেকে কোন প্রকার নামায ও কথা বলা-ই হারাম। অর্থাৎ নামায শুরু হওয়া পর্যন্ত যদি কোন ব্যক্তি নামাযে থাকাকালীন ইমাম খুৎবা দিতে শুরু করে তাহলে দুই রাকাত পড়ে দুরূদ শরীফ পড়া ব্যতিরেকে শুধু তাশাহুদ পড়ে ছালাম ফিরাবে। হাদিসেও আছে যখন ইমাম বের হবেন তখন নামাযও নেই কালামও নেই। তবে ছাহেবে তারতীব এর ব্যতিক্রম।

তার কাজা নামায খুৎবার সময় পড়লেও মাকরূহ হবে না। যারা ইমাম থেকে অনেক দূরে থাকায় খুৎবা শুনতে পায় না তাদের জন্যেও চুপ থাকা ওয়াজিব। খুৎবার সময় ঐ সমস্ত জিনিস হারাম যা নামাযের মধ্যে হারাম। যেমন খাওয়া, পান করা, কথাবার্তা বলা, লেখা এবং হাঁচির জওয়াব দেওয়া মাকরূহ।

খুৎবায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম এলে মুখ দ্বারা দুরূদ পড়া যাবে না। অন্তরে অন্তরে দুরূদ পড়তে হবে এবং হাঁচির জওয়াবও অন্তরে দিতে হবে। কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখলে হাত বা ইশারা দ্বারা নিষেধ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই জওয়াব না দেওয়াটাই ভাল। আযানে ছানীর জওয়াব না দেওয়াটাই ভাল। আমাদের ভাল করে মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় আযানের পর হাত তুলে দুয়া করা সম্পূর্ণ বিদয়াত ও গুনাহের কাজ। এতে কোন সওয়াব নেই। এরূপ প্রত্যেক আযানের

http://kitabbhubon.com

পরে হাত তুলে দু'আ করা এটাও বিদয়াত তথা কুসংস্কার। হাদীসে আযানের পরে দু'আর কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোথাও হাত উঠানোর কথা উল্লেখ নেই।

আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবারা আযানের পরে হাত তুলে যে দুআ করেছেন তার কোন নজির নেই। অতএব হাত তুলে দুআ করা অন্যায় ও বিদয়াত। আজই তওবা করে ত্যাগ করা দরকার। (ফাতহুল মারাম)

(٤٧٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَلَهٗ مَابَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٢٢)

(৪৭২) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি খুব উত্তমরূপে উজু করে জুমু'আতে আসে অতঃপর খুৎবা শোনে (যদি নিকটে থাকে) এবং চুপ করে থাকে। (যদি দূরে থাকে) তাহলে তার পূর্ববর্তী জুমু'আ থেকে নিয়ে এ জুমুআ' পর্যন্ত কৃত গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। অধিকন্তু আরো তিন দিনের। আর যে ব্যক্তি খুৎবার সময় কঙ্কর-বালি নাড়লো সে নিশ্চিত অনর্থক কাজ করল।

(মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ১২২)

ব্যাখ্যাঃ কংকর নিয়ে খেলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ সাজদার স্থান থেকে একাধিক বার সরানো অথবা খুৎবার সময় তা নিয়ে নাড়াচাড়া করা। বর্তমান জামানায় মসজিদের কার্পেট ঐ কঙ্করেরই অন্তর্ভুক্ত। (ফাতহুল মারাম)

(٤٧٣) عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا اِلٰى جَهَنَّمَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٢٢)

(৪৭৩) অর্থঃ হযরত মুয়াজ বিন আনাস আল জুহানী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– জুমু'আর দিন যে ব্যক্তি মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে সম্মুখে যাবার চেষ্টা করবে (কিয়ামতের দিন) তাকে জাহান্নামের পুল বানানো হবে। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১২২)

ব্যাখ্যাঃ পুল বানানোর কারণ– যেহেতু সে দুনিয়াতে মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে তাই কিয়ামতের দিনেও তাকে মানুষদের অতিবাহিত হওয়ার মাধ্যম বানানো হবে। (পুল বানানো হবে)। (ফাতহুল মারাম)

(٤٧٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا وَالَّذِيْ يَقُوْلُ لَهٗ اَنْصِتْ لَيْسَ لَهٗ جُمُعَةٌ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ١٢٣)

http://kitabbhubon.com

(৪৭৪) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে ইমামের খুৎবা দানকালে কথা বলে সে হলো ঐ গাধার ন্যায় যে বোঝা বহন করে (তার ফল ভোগ করতে পারে না) আর যে ব্যক্তি তাকে বলে "চুপ কর" তার জন্যেও জুমু'আ নেই। (কারণ সেও চুপ করল না)। (আহমাদ, মিশকাত–১২৩)

ব্যাখ্যাঃ কিতাব বহনকারী গাধার সাথে তুলনা করে তাকে আমলহীন আলিম বলে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٤٧٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ فَذَالِكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللّٰهَ اِنْ شَاءَ اَعْطَاهُ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِاِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ اَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ اِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا وَزِيَادَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص١٢٣)

(৪৭৫) অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তিন প্রকারের লোক জুম'আয় হাজির হয়।

(১) ঐ ব্যক্তি যে অনর্থের সাথে হাজির হয়। (অর্থাৎ অনর্থক কথা ও কাজের সাথে) জুমুআর থেকে তার এটাই লাভ হয়।

(২) ঐ ব্যক্তি যে (আল্লাহর নিকট) প্রার্থনার সাথে হাজির হয়। সুতরাং সে এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর নিকট কিছু দুয়া করেছে। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তা তাকে দিতেও পারেন আর ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন।

(৩) ঐ ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ খামুশ ও নীরবতার সাথে জুমু'আয় হাজির হয় এবং (সম্মুখে যাবার জন্য) কোন মুসলমানের ঘাড়ে লাফ দেয় না এবং কাউকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় না। সুতরাং এই জুমু'আ কাফফারা হবে ঐ জুমুআর যা তার সাথে মিলিত রয়েছে। (অর্থাৎ এই জুমুআ থেকে নিয়ে পূর্ববর্তী জুমুআয় যে সমস্ত গুনাহ হয়েছে তার কাফফারা হবে) এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের। আর এটা এ কারণে যে, আল্লাহ পাক বলেনঃ যে ব্যক্তি একটি নেকী করবে (অর্থাৎ ভাল কাজ করবে) তার জন্য এর দশ গুণ (প্রতিফল) রয়েছে। (আবু দাউদ, মিশকাত পৃঃ ১২৩)

ব্যাখ্যাঃ খুৎবাকালীন চুপ থাকা ওয়াজিব, কথা বলা হারাম যদিও ভাল কথা হয়। এভাবে কাজা নামায ছাড়া নফল সুন্নাত পড়াও হারাম। মুয়াত্তা মালিকে আছে, যখন ইমাম খুতবা দিতে বের হবে তখন না নামায পড়বে, না কথা বলবে।

http://kitabbhubon.com

فَضِيْلَةُ الصَّوْمِ
রোযার ফযীলত

(٤٧٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٧٣)

(৪৭৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন রমযান আসে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। অপর বর্ণনায় আছে– জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানদেরকে করা হয় শৃংখলিত। অপর বর্ণনায় আছে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৩)

ব্যাখ্যাঃ আসমানের দরজা খোলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রহমত অঝোর ধারায় বর্ষিত হওয়া। কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নেক আমল উত্থিত হওয়া এবং দুয়া কবুল হওয়া। আর জান্নাতের দরজা খোলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নেক আমলের তাওফীক হওয়া, যা জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম কারণ। আর দোযখের দরজা বন্ধের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এদিকে যে রোযাদার এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা নিশ্চিত জাহান্নামের কাজ ছিল। কেননা রোযাদার সাধারণত কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আর শয়তান কয়েদ করার দ্বারা উদ্দেশ্য কয়েকটি হতে পারে– (১) আসলেই তাকে শিকলে বন্দী করা হয়। (২) কেউ কেউ বলেন, শয়তান এ মাসে মানুষদের ধোঁকা দেওয়া থেকে বিরত থাকে। আর মানুষেরা তার ধোঁকা কবুল করে না। কেননা রোযার কারণে قُوَّتِ حَيْوَانِيَه অর্থাৎ প্রাণী ও পশু শক্তি বা প্রবৃত্তি যা ক্রোধ এবং কামশক্তির মূল উৎস এবং বিভিন্ন প্রকার গুনাহের উপজীব্য তা হ্রাস পায়। قُوَّةِ عَقْلِيَه অর্থাৎ মেধা বা প্রকৃত বিবেক জ্ঞান যা আনুগত্যের মাধ্যম হয়– তা শক্তিশালী ও উজ্জীবিত হয়। যেমন– মুশাহাদা। (ফাতহুল মারাম)

(٤٧٧) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٧٣)

(৪৭৭) অর্থঃ এই হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে

http://kitabbhubon.com

সওয়াবের নিয়তে রোযা রাখে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সওয়াবের নিয়্যতে রমযানে দন্ডায়মান হয় অর্থাৎ তারাবীসহ বিভিন্ন ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করে তারও পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হয় আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে কদরের রাত্রে দন্ডায়মান হয় তারও পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হয়। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত-১৭৩)

ব্যাখ্যাঃ গুনাহ মাফ হওয়ার উদ্দেশ্যঃ আলোচ্য হাদীসে যে গুনাহ মাফ হওয়ার কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সগীরা গুনাহ। কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। কেননা আল্লাহ পাক কুরআনে যেখানেই কবীরা গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেই اِلَّامَنْ تَابَ উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী লিখেন যে, مُكَفِّرَاتٌ অর্থাৎ দূরীভূতকারী যত বিষয় আছে বা আমল আছে তা কেবলমাত্র সগীরাকে মিটিয়ে দেয়। কবীরাকে মিটিয়ে দেয় না, অবশ্য হালকা করে দেয়। আর যদি গুনাহ না থাকে তাহলে জান্নাতে মর্তবা- মর্যাদা বুলন্দ ও উন্নত হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٤٧٨) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٧٣)

(৪৭৮) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- প্রত্যেক বনী আদমের নেকীকে ১০ গুণ থেকে সাত শত গুণে বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ পাক বলেন, কিন্তু রোযা ব্যতীত। কেননা রোযা আমার জন্যই। আর আমি নিজেই দেব এর প্রতিদান। (যত ইচ্ছা), সে আমারই জন্য আপন প্রবৃত্তি ও খানা-পিনার জিনিস তরক করে, রোযাদারের জন্য দুইটি খুশি। একটি খুশী ইফতারির সময় আর অপরটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশক অপেক্ষা অধিক সুগন্ধময় ও পছন্দনীয়। রোযা দুনিয়ায় শয়তানের আক্রমণ এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার, ঢাল স্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রোযার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে আমি একজন রোযাদার ব্যক্তি। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৭৩)

ব্যাখ্যাঃ এক নেকী করলে তা দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এর ভিত্তি সম্পূর্ণ ইখলাসের উপর। ইখলাসের তারতম্যে এই ছওয়াবের তারতম্য ঘটে। শুধু এই সাত শতে সীমিত নয়। আল্লাহ পাক চাইলে আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন। অবশ্য রোযা ব্যতীত। কেননা সেটা শুধু আমার জন্যই। এর দ্বারা রোযার সওয়াবের সীমাহীনতার কথা বুঝানো হয়েছে। যার পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর

http://kitabbhubon.com

রোযার এহেন ফযীলতের কারণ দুইটি– (১) রোযা গোপনে হয়, কিন্তু অন্যান্য ইবাদাত এর উল্টো। এতদ্ব্যতীত রোযা একমাত্র আল্লাহর নিমিত্তেই হয়। এতে রিয়া বা লৌকিকতার কোনই অবকাশ নেই। কিন্তু অন্যান্য ইবাদাতে রিয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। (২) রোযায় নফস নিয়ন্ত্রিত থাকে। ক্ষুধা, তৃষ্ণার উপর ধৈর্য্য ধারণ করা লাগে। কিন্তু তা অন্যান্য ইবাদাতে অনুপস্থিত। (ফাতহুল মারাম)

(٤٧٩) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُنَادِىْ مُنَادٍ يَابَاغِىَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَابَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٧٣)

(৪৭৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে তখন এক আহবানকারী আহবান করতে থাকে। হে কল্যাণকামী! অগ্রসর হও। হে মন্দের অন্বেষণকারী! থাম! আল্লাহর জন্য অনেক দোযখ থেকে আযাদকৃত লোক আছে। (অর্থাৎ আল্লাহ এই মাসে বহু লোককে দোযখ হতে মুক্তি দেন।) অনুরূপ ঘোষণা (রমযানের) প্রতি রাতে চলতে থাকে।

(তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৩)

ব্যাখ্যাঃ কল্যাণকামী অর্থাৎ সওয়াব ও ক্ষমার অন্বেষক। বিষপানে যেরূপ বাহ্যিক জীবনের অবসান ঘটে, পাপানুষ্ঠানেও তদ্রুপ মানবতার মৃত্যু ঘটে। এক বৎসরে এক মাস কাল পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হতে বিরত থেকে পাপ-প্রবৃত্তি দমন ও সংযম সাধনাই রোযার উদ্দেশ্য। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে রোযা রেখেও মিথ্যা কথা ও মিথ্যাচার ত্যাগ করে নাই তার এ রোযাতে আল্লাহর কোন কাজ নেই। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের মহাকল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে তাদেরকে ভাল কাজে অগ্রসর ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করেছেন।

(٤٨٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٧٣)

(৪৮০) অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– রোযা এবং কুরআন (কিয়ামতে আল্লাহর নিকট) বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে– হে পরওয়ারদেগার! আমি তাকে দিনে খাদ্য গ্রহণ এবং কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা হতে বাঁধা দিয়েছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তাঁর ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতপর উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।

(বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৩)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেন, কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য ইবাদাতে রাত অতিবাহিত করা এবং সম্ভাবনা আছে যে, রমযানের সুপারিশ দ্বারা গুনাহ মাফ করা হবে এবং কুরআনের সুপারিশ দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, মর্তবা বুলন্দ হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٤٨١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا كُلُّ مَحْرُوْمٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، مِشْكٰوة ص١٧٣)

(৪৮১) অর্থঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রমযান মাস এলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে। এতে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। আর এর কল্যাণ থেকে চিরবঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া কেহই বঞ্চিত হয় না। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৩)

ব্যাখ্যাঃ "কিন্তু প্রত্যেক 'বদ-নছীব" অর্থাৎ যে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত এবং ইবাদাতের কোন উদ্দীপনা নেই সে-ই ঐ রাতের ফযীলত হতে বঞ্চিত থাকে।

(ফাতহুল মারাম)

(٤٨٢) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رض قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِى اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ اَوْ تَمْرَةٍ اَوْ شُرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِىْ شَرْبَةً لَايَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَاَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِشْكٰوة ص٧٤-١٧٣)

http://kitabbhubon.com

(৪৮২) অর্থঃ হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শাবান মাসের শেষ দিনে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন– হে মানব সকল! তোমাদের প্রতি ছায়া বিস্তার করেছে একটি মহান মাস, মুবারক মাস। এমন মাস যাতে একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। আল্লাহ্ পাক এ মাসের রোযাসমূহ (তোমদের উপর) ফরয এবং এর রাত্রে নামায (তারাবীহ্) পড়াকে করেছেন নফল। যে ব্যক্তি এ মাসে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল কাজ করল সে ঐ ব্যক্তির সমান হলো যে অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করল। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করল সে ঐ ব্যক্তির সমান হলো যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করল। উহা ছবরের মাস আর ছবরের প্রতিদান হলো জান্নাত। এটি সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস। এটা সেই মাস যাতে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ঐ মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে তা তার জন্য তার গুনাহসমূহের ক্ষমা স্বরূপ হবে এবং দোযখের আগুন হতে মুক্তির কারণ হবে। এছাড়া তার ছওয়াব হবে সেই রোযাদার ব্যক্তির সমান অথচ রোযাদারের সওয়াবও কম হবে না। (সাহাবাগণ বললেন) আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তো এমন সমর্থ রাখে না যা দ্বারা রোযাদারকে ইফতার করাতে পারে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ পাক এই সওয়াব দান করবেন ঐ ব্যক্তিকে যে রোযাদারকে এক চুমুক দুধ অথবা একটি খেজুর অথবা এক চুমুক পানি দ্বারা ইফতার করাবে। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে তৃপ্তির সাথে খাওয়ায় আল্লাহ পাক তাকে আমার হাউজ (কাওসার) হতে এমন পানীয় পান করাবেন জান্নাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে আর তৃষ্ণার্ত হবে না। উহা এমন মাস যার প্রথমাংশ রহমত, মধ্যমাংশ মাগফিরাত আর শেষাংশ হচ্ছে দোযখ হতে মুক্তি। আর যে এ মাসে আপন দাস-দাসীদের প্রতি কার্যভার লাঘব করে দেবে আল্লাহ্ পাক তাকে মাফ করে দেবেন এবং তাকে দোযখ হতে মুক্তি দান করবেন। (বায়হাকী, মিশকাত– ১৭৩–৭৪)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস দ্বারা কতিপয় বিষয় জানা যায়, প্রথমত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুরুত্ব দান যে, শাবান মাসের শেষের তারিখ তিনি বিশেষভাবে এই ওয়াজ করেছেন ও লোকদেরকে সতর্ক করেছেন যেন রমযান মুবারকের একটা সেকেণ্ডও উদাসীনতায় না কাটে। তারপর রমযানের পুরা মাসের ফযীলত বর্ণনা করে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শবে কদর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তারাবীহ নামায ইমামদের সর্বসম্মত মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। রাফেজীরা ছাড়া মুসলমানদের কোন ব্যক্তি এর অস্বীকারকারী নেই। আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর বর্ণনা– কোন শহরবাসী তারাবীহ্ ছেড়ে দিলে ইমাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

(٤٨٣) عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ اَلصَّوْمُ فِى الشِّتَاءِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص١٨٠)

(৪৮৩) অর্থঃ হযরত আমির বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– শীতকালের রোযা হলো গণীমতে বারিদাহ। অর্থাৎ বিনা কষ্টের নিয়ামত। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৮০)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ غَنِيْمَةِ بَارِدَة –এর সংজ্ঞাঃ গণীমতে বারিদাহ ঐ গণীমতকে বলা হয় যা যুদ্ধ ব্যতিরেকেই কাফিরদের থেকে অর্জিত হয়। শীতকালের রোযা ও গণীমতে বারিদাহ। কেননা (গরম কালের তুলনায়) কষ্ট ব্যতিরেকেই এর সওয়াব অর্জিত হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٤٨٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْئٍ زَكٰوةٌ وَزَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، مِشْكٰوة صـ١٨٠)

(৪৮৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– প্রত্যেক বস্তুর যাকাত রয়েছে আর শরীরের যাকাত হলো রোযা। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৮০)

ব্যাখ্যাঃ যাকাতের দ্বারা যেমন অবশিষ্ট ধন-সম্পদ পূতঃপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয় তেমনি রোযার দ্বারাও গুনাহ দূর হয়ে যায়। শরীর পূতঃপবিত্র হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٤٨٥) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ بَعَّدَهُ اللّٰهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرْخٌ حَتّٰى مَاتَ هَرِمًا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ١٨١)

(৪৮৫) অর্থঃ উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখবে আল্লাহপাক তাকে দোযখ হতে দুরে রাখবেন। একটি কাক বাচ্চাকাল হতে অতি বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত যতদুর উড়তে পারে ততদূরে (অর্থাৎ বহু দূরে)। (আহমাদ, মিশকাত- ১৮১)

ব্যাখ্যাঃ রোযাদারের সুসংবাদ– প্রসিদ্ধ আছে যে, কাকের বয়স হাজার বৎসর হয়। সুতরাং যদি একটি কাক এক হাজার বছর একাধিক্রমে উড়তেই থাকে তাহলে কত দূর সে ভ্রমণ করতে সক্ষম হবে। একজন খালিছ রোযাদার থেকে আল্লাহ পাক জাহান্নামকেও ঠিক তত দূরত্বে রাখবেন। যাতে সে সর্বপ্রকার কষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। (ফাতহুল মারাম)

اَلسُّحُوْرُ

সাহ্‌রী খাওয়া

(٤٨٦) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٧٥)

(৪৮৬) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা সাহরী খাও। নিশ্চয়ই সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৫)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ সাহরীর নির্দেশের তাৎপর্যঃ সাহরী খাও। অর্থাৎ সাহরীর সময় কিছু না কিছু খাও। এক রেওয়ায়েতে আছে সাহরী খাও যদিও তা এক ঢোক পানি হোক না কেন। যদিও এখানে সাহরীর আদেশ اَمْرٌ ছিগা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে তথাপি এখানে তা وُجُوْب –এর জন্য নয় বরং اِسْتِحْبَاب –এর জন্য। سَحَرٌ বলা হয় রাতের শেষ ষষ্ঠাংশকে। আর যদি শব্দটি سُحُوْرٌ (তিন অক্ষরে যবরের সাথে) পড়া হয় তাহলে তখন শেষ রাত্রে খাবার-দাবার সামষ্টিক নাম নাম হবে। আর س –এ পেশ দিলে سُحُوْرٌ তখন তা মাছদার (ক্রিয়ামূল) হবে। অর্থ হবে সাহরীর সময় খানা খাওয়া।

মুহাদ্দিসীনে কিরাম "س" অক্ষরে যবর দিয়ে سَحَرٌ পড়েছেন। কিন্তু ফাতহুল মারাম গ্রন্থকার লিখেন– জাহেরী কথা বা স্পষ্ট কথা হলো س –এ পেশ দিয়ে سُحُوْرٌ পড়া। কেননা প্রতিদান নিহিত কাজের মধ্যে, খাদ্যের মধ্যে নয়। তবে কোন অবস্থাতেই সেহরী (سِحْرِى) বলা শুদ্ধ হবে না। সাহরী বলতে হবে। আর বরকতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একটি সুন্নাত যিন্দা করার প্রভূত প্রতিদান লাভ হয় এবং রোযা রাখার শক্তি অর্জিত হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٤٨٧) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصْلُ مَابَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اُكْلَةُ السَّحَرِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٧٥)

(৪৮৭) অর্থঃ হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবদের (ইহুদী-খ্রীস্টান) রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া (অর্থাৎ আমরা সাহরী খাই আর তারা খায় না)। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৫)

ব্যাখ্যাঃ আহলে কিতাবদের উপর ঘুমানো বা শুয়ে যাওয়ার পরে খানা খাওয়া হারাম ছিল। ইসলামের সূচনা লগ্নেও এই হুকুম ছিল। তারপর বৈধ হয়েছে। কাজেই আহলে কিতাবের বিরোধিতা করা প্রকৃতপক্ষে ঐ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

(ফাতহুল মারাম)

(٤٨٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ سُحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ١٧٦)

(৪৮৮) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– খেজুরই মুমিনের উত্তম সাহরী।

(আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৭৬)

ব্যাখ্যাঃ খেজুর এমন এক সুস্বাদু খাদ্য যার মধ্যে খাদ্য ও পানীয় উভয় প্রকার বস্তু নিহিত। বিশেষ করে মরু এলাকা যেখানে পানির সংকট সেখানে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। খেজুর দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব। কারো মতে এটা খেজুর ভোজীদের জন্য। আর সাহরী পানাহার হয়। পক্ষান্তরে খেজুর ঐ পানাহারের সমন্বিত খাদ্য। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম বলেছেন।

http://kitabbhubon.com

تَعْجِيْلُ الْفِطْرِ

তাড়াতাড়ি (সময় হলেই) ইফতার করা

(٤٨٩) وَعَنْ سَهْلٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطْرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٧٥)

(৪৮৯) অর্থঃ হযরত সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মানুষ সর্বদা কল্যাণের সাথে থাকবে যতকাল তারা জলদি জলদি ইফতার করবে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৫)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ সূর্য ডোবার পরে ইফতার করতে আর বিলম্ব করবে না। শহর-নগরে সূর্য ডোবার লক্ষণ হলো পূর্ব দিকে অন্ধকার খুবই ঘন হওয়া। অর্থাৎ যেখান থেকে সুবহি সাদিক শুরু হয় সেখান পর্যন্ত। অন্ধকারের কালোর আভা পৌঁছে যাবে। অন্ধকার আসমানের মাঝ বরাবর পৌঁছা শর্ত নয়। ইফতার জলদি করার মধ্যে আহলে কিতাবদের বিরোধিতা হয়ে যায়। কেননা তারা তারকারাজি স্পষ্টভাবে প্রকাশের অপেক্ষা করতে থাকে। ইফতার মাগরিব নামাযের আগেই করা সুন্নাত। (ফাতহুল মারাম)

(٤٩٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلٰى اَعْجَلِهِمْ فِطْرًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٧٥)

(৪৯০) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় তারাই যারা জলদি জলদি (অর্থাৎ সময় হলেই) ইফতার করে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৫)

ব্যাখ্যাঃ এই প্রিয়তার কারণ– সময় হলেই যারা ইফতার করে আল্লাহর নিকট তাদের প্রিয় হবার দুটি কারণ– (১) এতে তারা সুন্নাতের অনুসরণ করে, সুন্নাত যিন্দা করে এবং (২) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ তোমরা আহলে কিতাবদের বিরোধিতা করো" এর বাস্তবায়ন হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٤٩١) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَايَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَّاعَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٥٦-١٧٥)

(৪৯১) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– দ্বীন সর্বদা গালিব (জয়ী) থাকবে যতদিন মানুষেরা জলদি জলদি ইফতার করবে। কেননা ইহুদী ও নাসারাগণ দেরিতে ইফতার করে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৫/৭৬)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ যতদিন তাদের বিরোধিতা করা হবে ততদিন ইসলামের শান-শওকত সমুজ্জ্বল থাকবে। যখনই তাদের অনুসরণ করবে তখন থেকে আর তোমাদের স্বকীয়তা ঐতিহ্য বাকি থাকবে না।

http://kitabbhubon.com

(٤٩٢) اَفْطَرَ اَبُوْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ حِيْنَ غَابَ قَرْصُ الشَّمْسِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৪৯২) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সূর্যের কিনারা অদৃশ্যমান হলেই ইফতার করতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ কোন ব্যক্তি রমযানে সূর্যাস্তের কোন উঁচু স্থানে যেমন মিনারা, পাহাড় থাকলে যাবত সূর্য পুরাপুরি না ডুববে তার দৃষ্টিতে সে ইফতার করবে না। নীচু ভূমিতে যারা তারা ভিন্ন, তাদের হিসাবে সূর্য ডুবেছে তাই জায়িয ইফতার করা।

(শামী ১৫৭ পৃষ্ঠা, ২য় খন্ড)

مَا يَقُوْلُ عِنْدَ الْفِطْرِ

ইফতারের সময় যা বলবে (ইফতারের দুআ)

(٤٩٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ١٧٥)

(৪৯৩) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন–

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ তৃষ্ণা দূর হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হলো এবং আল্লাহ পাক চাহেন তো সওয়াবও নির্ধারিত হল। (আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৫)

ব্যাখ্যাঃ এর মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদাতের উপর উৎসাহ দান করেছেন যে, ইবাদাতের উপর কষ্ট যা হয় তা সামান্য। কেননা তা উপশম হয়ে যায় এবং সওয়াব ও শ্রমফল বহু বেশী। কেননা সওয়াব ও শ্রমফল স্থায়ী থাকে।

(ফাতহুল মারাম)

(٤٩٤) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ رض قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ مُرْسَلاً، مِشْكٰوة صـ١٧٥)

(৪৯৪) অর্থঃ হযরত মুয়াজ বিন জুহরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই দেওয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করছি। (আবু দাউদ মুরছাল হিসাবে, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৫)

ব্যাখ্যাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেনঃ তিন ব্যক্তির দুয়া বৃথা যায় না। (১) রোযাদারের ইফতারের সময়কার দুয়া (২) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর দুয়া (৩) মজলুমের দুয়া। কিন্তু স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে যে, ইফতারের সময় সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার কোন শরয়ী প্রমাণ নেই। অথচ ক্রমেই মানুষদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রসার পরিলক্ষিত হচ্ছে। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

تنزيه الصوم

রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা

(٤٩٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٧٦)

(৪৯৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি (রোযা রেখে) মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আচরণ পরিহার করে না তার খানা-পিনা ত্যাগ করায় (অর্থাৎ রোযা রাখায়) আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নাই। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৬)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর প্রয়োজন না থাকার কারণ– রোযার উদ্দেশ্যই হলো, মনের কু-বাসনা, কু-প্রবৃত্তি দূর করা এবং নফসে আম্মারাকে বশে আনা। আর যখন রোযাদার রোযা থেকে এ দুটি উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলো তখন রোযার মূল লক্ষ্য পণ্ড হওয়ায় আল্লাহ এ রোযার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না।

মাশায়েখগণ লিখেছেন যে, রোযা তিন প্রকার–

(১) সাধারণ জনগণের রোযা, তারা শুধু খানা-পিনা ও সহবাস থেকে বিরত থাকে।

(২) বিশেষ লোকদের রোযা, তারা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং পঞ্চ ইন্দ্রীয়কে স্বাদ গ্রহণ এবং হারাম ও মাকরূহ কামনা থেকে বিরত থাকে।

(৩) اَخَصُّ الْخَوَاصِّ অর্থাৎ একেবারে বিশেষ শ্রেণীর লোকদের রোযা। যারা আল্লাহর হক ব্যতীত সমস্ত জিনিস থেকে ফিরে থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে দৃষ্টি দেয় না। (ফাতহুল মারাম)

(٤٩٦) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ صِيَامِهٖ اِلَّا الظَّمَأُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهٖ اِلَّا السَّهْرُ. (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٧٧)

(৪৯৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কত রোযাদার এরূপ আছে যাদের রোযা দ্বারা তৃষ্ণার্ত থাকা ব্যতীত কিছুই লাভ হয় না এবং কত রাত্রিতে উঠে নামায আদায়কারী আছে যাদের রাত্রে উঠার দ্বারা জাগরণ ব্যতীত কিছুই হয় না। (দারিমী, মিশকাত পৃঃ ১৭৭)

ব্যাখ্যাঃ অপর হাদীসে আছে, রোযা রেখে মিথ্যা কথা, মিথ্যাচার ও গীবত ত্যাগ না করলে তা বেকার। ইমাম শাফেয়ীর মতে রোযা রেখে কারো গীবত করলে ওই রোযা কাযা করতে হবে। এরূপে নামাযের কায়দা-কানুনের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সারারাত নফল নামায পড়লে বা নফল পড়ার কারণে ফজরের জামাত তরক হলে বা রাত্রিতে বিবির হক আদায় না করলে এরূপ নফল পড়াতেও কোন লাভ নেই।

http://kitabbhubon.com

صِيَامُ التَّطَوُّع
নফল রোযা

(٤٩٧) عَنِ ابْنِ قَتَادَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص١٧٩)

(৪৯৭) অর্থঃ হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমি আল্লাহর নিকট আশাবাদী যে, আরাফা দিবস (৯ই জিলহজ্জ)-এর রোযা তার পূর্ববর্তী এক বৎসর এবং পরবর্তী এক বৎসরের গুনাহ মুছে দিবে। আর আল্লাহর নিকট (এও) আশাবাদী যে, আশুরা দিবসের রোযা তার পূর্ববর্তী এক বৎসরের গুনাহ মুছে দিবে।

(মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৯)

ব্যাখ্যাঃ আশুরার রোযার শ্রেষ্ঠত্ব বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ও জিলহজ্জের নয় তারিখের রোযার ফযীলত রমযানের রোযা ব্যতিরেকে। উম্মতে মুহাম্মাদীর সৌভাগ্য কতই না বেশী যে, তাদের এক দিনের নফল রোযা এক বছর ও দুই বছরের সমস্ত ছগীরা গোনাহ মাফকারী। তাই এ উম্মতের উচিত আশুরা ও জিলহজ্বের ৯ তারিখে রোযা রেখে গোনা মাফ করানো।

(٤٩٨) وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص١٧٩)

(৪৯৮) অর্থঃ হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে অতঃপর শাওয়ালের ৬টি রোযাকে তার (রমযানের রোযার) অনুসরণ করায় অর্থাৎ শাওয়ালের ৬টি রোযা রাখে– তাহলে তার সর্বদা রোযা রাখার ন্যায় হবে।

(মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭৯)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর নিকট এই ছয়টি রোযা পর পর রাখা উত্তম। অর্থাৎ ২রা শাওয়াল থেকে ৭ই শাওয়াল পর্যন্ত রাখবে। কিন্তু ইমাম আযম (রহঃ)-এর নিকট পৃথক পৃথকভাবে রাখা উত্তম। যাতে রোযা পুরো মাসকে ঘিরে নেয়। অর্থাৎ পূর্ণ মাসব্যাপী হয়। (ফাতহুল মারাম)

মোট ৩৬টি রোযা হয়। রোযা অবশ্যই নেকীর কাজ। কুরআনে আছে, একটি নেকীর কাজ করলে ১০টা নেক কাজের প্রতিফল পাবে। সেই নিয়মানুযায়ী ৩৬×১০=৩৬০ টি রোযা রাখার সওয়াব পাবে। আর বৎসর ৩৬৫ দিনে। ৫দিন রোযা রাখা হারাম। ঈদুল ফিতরের ১দিন, কুরবানী তথা জিলহজ্বের দশ, এগার, বার, তের তারিখ। (যুক্তির আলোকে ইসলামের বিধান)।

http://kitabbhubon.com

(٤٩٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٨٠)

(৪৯৯) অর্থঃ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আশুরার তারিখের রোযা রাখতে নির্দেশ দিতেন এবং এর জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করতেন। এছাড়া ঐ তারিখের উপস্থিতিকালে তিনি আমাদের খোঁজ রাখতেন (আমরা রোযা রেখেছি কি-না?) কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরয করা হলো তিনি আমাদিগকে এর জন্য আর নির্দেশ দিতেন না এবং এ হতে নিষেধও করতেন না এবং এর উপস্থিতিকালে আমাদের ঐরূপ খোঁজও রাখতেন না। (মুসলিম, মিশকাত- ১৮০)

ব্যাখ্যাঃ অধিকাংশ উলামার মাযহাব হল যে, রমযানুল মুবারকের পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার বিধান যখন নাযিল হল তখন আশুরার ফরয হওয়াটা রহিত হয়ে গেল এবং আশুরা নফল হিসাবে বহাল থাকল। আর নফল হিসাবে ফযীলতও এর অনেক বেশী। যেমন ১ম হাদীছে বলা হয়েছে- আশুরার রোযা পূর্ববর্তী এক বছরের ছগীরা গোনাহের কাফফারা হয়, কিন্তু শুধু আশুরার একটা রোযা রাখাতে উলামারা মাকরূহ লিখেছেন। কেননা এতে ইহুদী-নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। তারাও ঐদিনকে বড় দিন মনে করে ও একটা রোযা রাখে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার রোযা রাখতে লাগলেন এবং সাহাবাদেরকেও হুকুম দিলেন তখন সাহাবারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! ঐ দিনকে ইহুদী-নাসারারা বড় মনে করে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে ৯ তারিখেও (দশ তারিখসহ) রোযা রাখব। (মিশকাত)

(٥٠٠) عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ اَرْبَعٌ لَمْ تَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرُ وَثَلَاثَةُ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٨٠)

(৫০০) অর্থঃ হযরত হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি বিষয় এমন যেগুলোকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও ছাড়তেন না। আশুরার রোযা, যিলহজ্জের প্রথম দশকের রোযা, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নাত। (নাসায়ী, মিশকাত- ১৮০)

ব্যাখ্যাঃ "যিলহজ্জের প্রথম দশক" অর্থে এখানে নয় দিনকেই বুঝিয়েছেন, কেননা অপর হাদীসে দশ তারিখ ঈদের দিনে রোযা রাখতে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন।

(٥٠١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عِيَالِهِ فِى النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ اِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَالِكَ ـ (رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٧٠)

http://kitabbhubon.com

(৫০১) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে আশুরার তারিখে নিজের পরিবারের প্রতি প্রশস্ততার সাথে খরচ করবে, আল্লাহ তায়ালা সারা বৎসর তার প্রতি আপন দান প্রশস্ত রাখবেন। তাবেয়ী হযরত সুফিয়ান ছাওরী বলেন, আমরা এর পরীক্ষা করেছি এবং ব্যাপারটিকে এরূপই পেয়েছি।

(রাযীন, বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭০)

ব্যাখ্যাঃ আশুরা বা মহররমের দশ তারিখে খাদ্য প্রশস্ত করার হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দূর্বল হলেও ঐ তারিখে রোযা রাখার হাদীস বিশুদ্ধ। ঐ তারিখে রোযা মুস্তাহাব।

لَيْلَةُ الْقَدْرِ

কদরের রজনী

(٥٠٢) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلَائِكَتَهٗ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِىْ مَا جَزَاءُ اَجِيْرٍ وَفّٰى عَمَلَهٗ قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاؤُهٗ اَنْ يُوَفّٰى اَجْرَهٗ قَالَ مَلَائِكَتِىْ عَبِيْدِىْ وَاِمَائِىْ قَضَوْا فَرِيْضَتِىْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوْا يَعِجُّوْنَ اِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ وَكَرَمِىْ وَعُلُوِّىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَاُجِيْبَنَّهُمْ فَيَقُوْلُ اِرْجِعُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّاٰتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا لَهُمْ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص٨٣-١٨٢)

(৫০২) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যখন শবে কদর আরম্ভ হয় তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) ফেরেস্তাদের নিয়ে দলসহ অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহর এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য দুয়া করতে থাকেন যারা দাঁড়িয়ে বা বসে আল্লাহর স্মরণে রত থাকে। অতঃপর যখন বান্দাদের ঈদের দিন হয় তখন আল্লাহ পাক তাদের ব্যাপারে আপন ফেরেস্তাদের নিকট গর্ব করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! বল দেখি সে শ্রমিকের প্রতিদান কি হতে পারে যে আপন কার্য সম্পন্ন করেছে? তাঁরা উত্তরে বলেন– হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তাদের পারিশ্রমিক পূর্ণরূপে দেয়াই হচ্ছে তার প্রতিদান। তখন আল্লাহ পাক বলেন– হে আমার ফেরেশতাগণ! আমার বান্দা ও বান্দীগণ তাদের প্রতি আমার অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। অতঃপর আজ আমার নিকট দুয়ার রব করতে করতে ঈদগাহে বের হয়েছে। আমার ইজ্জতের কসম! শান-শওকতের কসম! সম্মানের

http://kitabbhubon.com

কসম! সমুচ্চ মর্যাদার কসম এবং উচ্চ মর্তবার কসম! আমি তাদের আহবানে অবশ্যই সাড়া দিব অর্থাৎ তাদের দুয়া কবুল করবো। অতঃপর বলেন, যাও (আমার বান্দাগণ) আমি নিশ্চিন্তে তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের গুনাহসমূহকে নেকীতে পরিবর্তিত করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– অতঃপর তারা বাড়ী ফিরে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে। (বায়হাকী, মিশকাত-১৮২)

ব্যাখ্যাঃ শ্রেষ্ঠ রজনী শবে ক্বদর, পুরো রমযান মাসের রাতসমূহের মধ্যে একটি রাত আছে যাকে শবে ক্বদর বলা হয়। এ রাত বড়ই বরকতের ও মঙ্গলের, পবিত্র কুরআনের এ রাতকে হাজার মাস অপেক্ষা অধিক শ্রেয় বলা হয়েছে। হাজার মাসে ৮৩ বছর ৪ মাস হয়। যে ব্যক্তি এক রাত ইবাদাতে অতিবাহিত করল যেন ৮৩ বছর ৪ মাস থেকেও বেশী সময় ইবাদাতে অতিবাহিত করল। যদি ভাগ্যক্রমে কারো এমন দশটি রাত নসীব হয় আর তাতে ইবাদাত করতে পারে তাহলে সে যেন ৮৩ বছর ৪ মাস ১০ গুণ থেকেও বেশী কাল ইবাদাতে কাটিয়ে দিল।

বর্তমানে শবে ক্বদর ২৭ শে রাতকে নির্দিষ্ট করার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বা যে প্রথা চালু হয়েছে; তা সম্পূর্ণ ভুল। ইমামদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফার প্রসিদ্ধ মত হলো– ইহা সমস্ত রমযানে প্রদক্ষিণ করে। ইমাম সাহেবাঈন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) এর উক্তি হলো ইহা সমস্ত রমযানের কোন এক রাত্রে যেটি নির্দিষ্ট কিন্তু অজ্ঞাত। শাফিয়ী মাযহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো– ইহা ২১ শের রাত্রে হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর উক্তি হলো ইহা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত সমূহে প্রদক্ষিণ করে বা ঘোরে। অর্থাৎ কোন বছরে এক রাত্রে আসবে অন্য বছরে অন্য রাত্রে হয়। আলোচ্য হাদীসে শবে ক্বদরের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেশতাদের এক দল নিয়ে অবতরণ করেন। আবার অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, শবে ক্বদরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সমস্ত ফেরেশতাদের এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, প্রত্যেক খোদাভীরু ব্যক্তিদের গৃহে যাও এবং তাদের সাথে মুছাফাহা কর। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় আছে যে, ফেরেশতারা জিব্রাঈলের নির্দেশ পেয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক ঘর চাই তা ছোট হোক বা বড় হোক এবং জঙ্গলে বা নৌকায় যেখানেই কোন মুমিন থাকে সেখানে তার সাথে মুছাফাহা করার জন্য আসে। কিন্তু ঐ ঘরে আসে না যে ঘরে কুকুর বা শুকর থাকে এবং অপবিত্র ব্যাভিচারী অথবা ফটো-ছবি থাকে। আরও বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতা ইবাদাতে মশগুল মুমিনকে সালাম দেয়। আবার কেউ কেউ লিখেছেন যে, ফেরেশতাদের সালাম ও মুছাফাহার নিদর্শন ও প্রমাণ এই যে, অন্তর বিগলিত হয়, নরম হয় এবং চক্ষুতে অশ্রু এসে যায় অর্থাৎ আল্লাহর অফুরন্ত রহমতে তার অন্তকরণে এক অব্যক্ত পরিবর্তন সাধিত হয় যা তার অন্তরকে নরম করে দেয় এবং তার এ আমূল পরিবর্তন দেখে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাতার্থে অবলীলায় তার চোখ থেকে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বেয়ে পড়ে। যেহেতু শবে ক্বদরে ইবাদাত করা নফল কাজ। আর নফল কাজের মধ্যতম স্থান হলো আপন আপন গৃহ। তাই ফুকাহায়ে কিরাম এ রাতে ইবাদাতের জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়াকে মাকরূহ বলেছেন। যদি বাড়িতে অলসতায় পেয়ে বসবে– এই আশংকায় কেউ মসজিদে একান্ত ইবাদাত করতে চায় তাহলে তার কখনও কোন সম্মিলিত ইবাদাত যেমন জামায়াতে নফল নামায আদায় ইত্যাদি বিদআতী কাজে জড়িত না হওয়া উচিত। এরূপভাবে এই বরকতময় রাতে নামাযের জন্য রাকাতের কোন নির্দিষ্টতা নেই। ভিন্ন কোন পদ্ধতিও নেই বরং অন্যান্য

http://kitabbhubon.com

সময় যেমনভাবে নামাজ পড়া হয় সূরা ক্বিরাত যেভাবে আদায় করা হয় ঠিক সেরূপেই নামায পড়বে। কোন সূরা আগে পিছে পড়া কিংবা অমুক রাকাতে অমুক সূরা পড়া এর কোনই প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিকভাবেই যথেচ্ছা সূরা দিয়ে নামায পড়বে। অনুরূপভাবে তাসবীহ, তাহলীল, দুরূদ শরীফ, কুরআন তিলাওয়াত করারও কোন সীমা ও পরিসীমা বাধা নেই। যে যত পরিমাণ পড়তে চায় সে তত পড়বে। যত বেশী পড়বে ততই লাভ।
(ফাতহুল মারাম)

فَضْلُ الْأُضْحِيَّةِ

কুরবানীর ফযীলত

(٥٠٣) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص١٢٩)

(৫০৩) অর্থঃ হযরত যাইদ বিন আরক্বাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এই কুরবানী কি? (অর্থাৎ এই কুরবানী কি আমাদের শরীয়তে নির্দিষ্ট হয়েছে, না পূর্বেও কোন শরীয়তে ছিল?) তিনি বললেনঃ তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীমের সুন্নাত (আদর্শ)। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এতে আমাদের কি (সওয়াব) রয়েছে? হুজুর বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী রয়েছে। তারা আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! এতে আমাদের লাভ? (অর্থাৎ ভেড়ায় পশম বা লোম অনেক তার লোমের পরিমাণও কি সওয়াব দেওয়া হবে?) হুযূর বললেনঃ (ভেড়ার) প্রতি লোমের (পরিবর্তে) এক একটি সওয়াব রয়েছে। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃঃ ১২৯)

ব্যাখ্যাঃ কুরবানী সম্পর্কীয় কুরআন ও হাদীস আলোচনা করে ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) ও তাঁর অনুসারী ফকীহগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন–

(১) যার নিকট দেনার বাহিরে পূর্ণ বছরের খোরপোষ ও গৃহস্থালীর প্রয়োজন অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা এতদুভয়ের গহণা বা ঐ পরিমাণ মূল্যের টাকা কড়ি বা ব্যবসায়ী মাল আছে এবং পূর্ণ এক বৎসর হাতে রয়েছে তাকে মালদার বলে। মালদারের উপর যাকাত ফরয এবং ফিৎরা ও কুরবানী ওয়াজিব। যে ব্যক্তি মালদার তো নয় কিন্তু তার নিকট গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত যাকাত পরিমাণ মূল্যের কোন সামগ্রী আছে– যথা বড় ডেগ ও শামিয়ানা– তার উপর যাকাত ফরয না হলেও ফিৎরা ও কুরবানী ওয়াজিব।

(٥٠٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ يُضَحِّيْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص١٢٩)

http://kitabbhubon.com

(৫০৪) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ বছর মদীনায় অবস্থান করেন এবং প্রতি বছরে তিনি কুরবানী করতেন। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১২৯)

ব্যাখ্যাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সদা সর্বদা কুরবানী করাই হলো কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার উপর দলীল বা বড় প্রমাণ। (ফাতহুল মারাম)

(٥٠٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ اَيَّامٍ اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشْرِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَىْءٍ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة ص١٢٨)

(৫০৫) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– দিন সমূহের মধ্যে এমন কোন দিন নেই যাতে কোন আমল আল্লাহর নিকট এই দশদিন (জিলহজ্জের প্রথম দশদিন) অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও (প্রিয়) নয় কি? হুজুর বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আপন জান ও মাল নিয়ে বের হয় আর তার (জান ও মালের) কিছু নিয়ে ফেরেনি। (অর্থাৎ নিজে শহীদ হয়েছে এবং মালও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়িত হয়েছে। সুতরাং এমন জিহাদ অবশ্য ঐদিন সমূহে কৃত আমল অপেক্ষা উত্তম)। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১২৭–২৮)

ব্যাখ্যাঃ কোন দশদিন সবচেয়ে উত্তমঃ মোল্লা আলী কারী (রহঃ) নকল করেন যে, উলামাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, বছরের সমস্ত দিনের মধ্যে জিলহজ্জের প্রথম দশদিন সবচেয়ে উত্তম, না রমযানের শেষ দশ দিন উত্তম। কেউ কেউ আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে জিলহজ্জের প্রথম দশদিনকেই উত্তম আখ্যা দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ রোযা ও শবে ক্বদরের দিকে লক্ষ্য করতঃ রমযানের শেষ দশদিনকেই সর্বোত্তম বলেছেন। কিন্তু উত্তম কথা হলো এই যে, শুধু দিবস হিসাবে জিলহজ্জের দশদিনই উত্তম। কেননা এর মধ্যেই রয়েছে আরাফার দিন। আর রাত্রের দিক দিয়ে রমযানের শেষ দশদিনই সবচেয়ে উত্তম। কেননা এতেই শবে ক্বদর হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٠٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهٗ لَيَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص١٢٨)

(৫০৬) অর্থঃ হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কুরবানীর দিবসে আদম

http://kitabbhubon.com

সন্তান কোন আমল (এমন) করেনা যা আল্লাহ পাকের নিকট রক্ত প্রবাহিত করা তথা পশু কুরবানী করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিবসে কুরবানীর পশু তার শিং তার চুল (লোম, পশম) ও তার ক্ষুর নিয়ে উপস্থিত হবে এবং নিঃসন্দেহে কুরবানীর পশুর রক্ত জমিনে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। কাজেই তোমরা (ঈমানদারেরা) কুরবানীর সাথে অন্তরকে খুশী রাখ। (অর্থাৎ যখন কুরবানীর ঐ পরিমাণ সওয়াব তখন তোমরা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে কুরবানী কর। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১২৮)

ব্যাখ্যাঃ যাইনুল আরব বলেনঃ অর্থ হল "কুরবানীর দিন সবচে" বড় ইবাদাত বা উত্তম ইবাদাত কুরবানী (পশুর) রক্ত প্রবাহিত করা এবং ঐ কুরবানী করা পশু দুনিয়াতে যেমন ছিল কিয়ামতের দিনেও কোন পরিবর্তন ও ত্রুটি ছাড়া ঐরূপ উপস্থিত হবে যাতে কুরবানী করা পশুর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে কুরবানীদাতার সওয়াব লাভ হয় ও তার জন্য পুলছিরাতের বাহন হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٥٠٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يُتَعَبَّدَ لَهٗ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامَ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ١٢٨)

(৫০৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন দিন আল্লাহর নিকট যাতে আল্লাহর ইবাদাত করা হয়, জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা প্রিয় নেই। (কেননা তার) প্রতিদিনের একটি রোযা এক বৎসরের রোযার বরাবর (এ মাসের নবম তারিখ ও দশম তারিখ ছাড়া। কেননা নবম তারিখের রোযার আলাদা ফযীলত, তাহলো এক বছরের পূর্বাপরের সমস্ত ছগীরা গোনাহ মাফ হয় ও দশ তারিখ রোযা রাখা নিষিদ্ধ।) ও প্রত্যেক রজনীতে জাগরণ করা ক্বদর রজনীতে জাগরণ করার সমতুল্য। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১২৮)

ব্যাখ্যাঃ আমাদের পক্ষে সারাটি বছর রোযা রাখা কষ্টসাধ্য ও ক্বদর রজনী চিহ্নিত করা দুষ্কর। তাই ঐ দুই সওয়াব নিশ্চিত পেতে হলে জিলহজ্জ মাসের দশ দিন রাত্রি জাগরণ করে ইবাদাত করতে হবে ও নয়দিন নয়টা রোযা রাখতে হবে। এ উম্মতের এটা বৈশিষ্ট্য।

(٥٠٨) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّلْبَيْهَقِىِّ اَنَّ الْعَمَلَ فِيْهِنَّ يَعْنِىْ فِىْ لَيَالِىْ عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ يُضَاعَفُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ وَالْاِصْبَهَانِىُّ بِاِسْنَادٍ لَابَاْسَ بِهٖ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ فِىْ اَيَّامِ عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ كُلُّ يَوْمٍ اَلْفٌ وَيَوْمُ عَرَفَةَ عَشَرَةُ اٰلَافِ يَوْمٍ يَعْنِىْ فِى الْفَضْلِ (اَلْوَاقِحُ الْاَنْوَارِ صـ٩٢)

http://kitabbhubon.com

(৫০৮) অর্থঃ এবং বায়হাকী শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে– জিলহজ্জের শুরু দশ রাতের এক এক আমলের সওয়াব সাতশত গুণ বৃদ্ধি করা হয়। (উদাহরণ স্বরূপ অন্য সময়ের সাতশত নামাযের বরাবর এক নামায ও একবারের দুরূদ অন্য সময়ের সাতশত বার দুরূদের বরাবর।) আর বায়হাকী ও ইস্পাহানীর বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেনঃ জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের প্রত্যেকটি দিন এক হাজার দিনের বরাবর। (অর্থাৎ অন্য সময়ে হাজার দিন ইবাদাত করলে যে সওয়াব হবে ঐ দশদিনের প্রতিটি দিনের ইবাদাতে ঐ পরিমাণ সওয়াব হবে।) এবং আরাফার দিন (জিলহজ্জের নবম দিন) মর্যাদা ও ফযীলতের ক্ষেত্রে দশ হাজার দিনের সমকক্ষ। (লাওয়াকিহুল আনওয়ার– পৃষ্ঠা ৯২)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ অন্যান্য সময় দশ হাজার দিনে রাত দিন ইবাদাত করার যে পরিমাণ সওয়াব হবে আরাফার মাত্র এক দিনেই সে পরিমাণ সওয়াব হবে।

(ফাতহুল মারাম)

(٥٠٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ بِيَوْمِ الْاَضْحٰى عِيْدًا جَعَلَهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ اِنْ لَمْ اَجِدْ اِلَّا مَنِيْحَةً اُنْثٰى اَفَاُضَحِّيْ بِهَا قَالَ لَا وَلٰكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَاَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذٰلِكَ تَمَامُ اُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، مِشْكٰوة ص١٢٩)

(৫০৯) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমাকে কুরবানীর দিনকে ঈদের দিন বানানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক এই দিনকে এই উম্মতের জন্য ঈদ নির্ধারণ করেছেন। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি মাদী মানীহা ব্যতীত আর কোন পশু না পাই তবে কি তা দ্বারাই কুরবানী করব? তিনি বললেন, না কিন্তু তুমি (কুরবানীর দিনে) তোমার চুল ও নখ কাটবে। তোমার গোঁফ খাট করবে এবং নাভীর নিচের কেশ কাটবে– এটি আল্লাহর নিকট তোমার পূর্ণ কুরবানী। (আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত-১২৯)

ব্যাখ্যাঃ (ক) مَنِيْحَة এর সংজ্ঞাঃ আরবের দুধাল গাভী বা ছাগল, ভেড়া বা উটনী কাউকে এই শর্তে দান করত যে, আবশ্যক সময় পর্যন্ত দুধ পান করে পরে তা ফেরত দিবে। একেই মানীহা বলে।

ব্যাখ্যাঃ (খ) আল্লাহ পাক গরীবদের উপর যে অত্যন্ত ও সীমাহীন দয়া করেছেন তার প্রমাণ আলোচ্য হাদীস। সুতরাং যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় তাদের উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত আমলকে গণীমত মনে করা উচিত এবং কুরবানীর চাঁদ অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের চাঁদ উদিত হবার পর থেকে কুরবানী পর্যন্ত (১০ দিন) নিজের চুল, নখ ইত্যাদিতে হাত না লাগান উচিত। বা চাঁদ উদিত হবার পূর্বে যা কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার দরকার তা সম্পন্ন করা যেতে পারে এবং এটাই সর্বোত্তম করণীয় বিষয়। এরপর দশদিন ধৈর্যধারণ করে কুরবানীর পরে ওগুলো পরিষ্কার তথা কাটছাট করতে হবে।

http://kitabbhubon.com

এভাবে করলে ইনশাআল্লাহ কুরবানী না করেই তার পূর্ণ সওয়াব লাভ করা যাবে। আল্লামা শা'রানী (রহঃ) (লাওয়াকিহুল আনওয়ার) গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন যে, যার কুরবানীর পশু কেনার সামর্থ নেই এবং তার কাছে অতিরিক্ত কোন কাপড় কিংবা বাহনও নেই তাহলে তার বেশী বেশী ইস্তিগফার করার দ্বারা তার কুরবানীর শূন্যতাকে পূর্ণতা দান করবে (এবং সে কুরবানীর সওয়াব প্রাপ্ত হবে।) অবশ্য এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। (ফাতহুল মারাম)

(٥١٠) وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَاَرَادَ بَعْضُكُمْ اَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهٖ وَبَشَرِهٖ شَيْئًا وَفِيْ رِوَايَةٍ فَلَا يَاْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ رَاٰى هِلَالَ ذِى الْحَجَّةِ وَاَرَادَ اَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَاْخُذْ مِنْ شَعْرِهٖ وَلَا مِنْ اَظْفَارِهٖ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٢٧)

(৫১০) অর্থঃ হযরত উম্মে ছালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোনকিছু স্পর্শ না করে (না কাটে)। অপর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি জিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে আর কুরবানীর ইচ্ছা রাখে সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখ সমূহের কিছু না কাটে। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১২৭)

ব্যাখ্যাঃ ফকীহদের কারো মতে এটা মাকরূহে তাহরীমী। কারো মতে তানযীহী। এর হেতু সম্পর্কে কেউ বলেছেন, হাজীদের সাথে নিজের সমন্বয় সাধন করা।

فَضِيْلَةُ الْحَجِّ
হজ্জের ফযীলত

(٥١١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢٢١)

(৫১১) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি (একমাত্র) আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং তাতে কোন অশ্লীল কথা বলে না কিংবা অশ্লীল কার্য করে না তাহলে সে হজ্জ হতে (বে-গুনাহ হয়ে) ফিরবে, সেদিনের মত যেন তার মা তাকে প্রসব করেছে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২২১)

ব্যাখ্যাঃ নিহায়া গ্রন্থে আছে যে, এখানে رَفَثْ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ رَفَث (রফছ) অর্থাৎ অশ্লীল বাক্য যা স্ত্রীর সাথে সহবাস সংক্রান্ত ব্যাপারে বলা হয়। আর فِسْق দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ হারাম এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়া যার দ্বারা শরীয়তের সীমা থেকে বেরিয়ে যাওয়া লাযিম আসে। কুরআনে হাজীদের জন্য جِدَال (জিদাল) থেকেও নিষেধ করা হয়েছে।

http://kitabbhubon.com

جِدَالْ দ্বারা উদ্দেশ্য চাকর-নওকরদের সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাদের গালমন্দ দেওয়া এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করা। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির হজ্জের সময় এগুলো পরিহার করা আবশ্যক। নতুবা হজ্জ আদায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। (ফাতহুল মারাম)

(٥١٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٢١)

(৫১২) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সময়ের জন্য কাফফারা স্বরূপ এবং হজ্জে মাবরূর তথা মাকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২২১)

ব্যাখ্যাঃ عُمْرَة অভিধানে اَلزِّيَارَةُ (দর্শন করা) অর্থের খবর দেয়। পরিভাষায় উমরা বলা হয়- তাওয়াফ ও সায়ীর সংকল্প করা। اِلَّا الْجَنَّةُ - جَنَّةٌ শব্দের শেষে تا অক্ষরে পেশ বা জবর উভয়টা পড়া যায়। এর ব্যাপার হল لَيْسَ الطِّيْبُ اِلَّا الْمِسْكُ -এর মত। বনু তামীম لَيْسَ এর খবরকেও পেশ দেয়; যে لَيْسَ - مَا এর সাদৃশ্য। (মিরকাত)

(٥١٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةَ ـ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، مِشْكٰوة ص٢٢٢)

(৫১৩) অর্থঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা হজ্জ ও উমরা সাথে সাথে কর, কেননা উহা দারিদ্র্য ও গোনাহ দূর করে। যেভাবে হাঁপর লোহা এবং সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। কবুল করা হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়। (তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২২২)

ব্যাখ্যাঃ "সাথে সাথে" উভয়টা এক সাথে। একে ক্বিরাণ বলে। অথবা হজ্জের মওসুমে প্রথমে উমরা আদায় করে পরে হজ্জ করা। একে তামাত্তু বলে।

(٥١٤) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، مِشْكٰوة ص٢٢٢)

(৫১৪) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকে প্রচন্ড অভাব অথবা অত্যাচারী শাসক অথবা গুরুতর রোগ বাধা দেয়নি, অথচ সে হজ্জ না করে মরতে বসেছে, মরুক সে যদি চায় ইহুদী হয়ে আর যদি চায় নাসারা হয়ে।

(দারিমী, মিশকাত পৃষ্ঠা-২২২)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ "হজ্জ যে ফরয" হজ্জের নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের উপর তা শরীয়তের সকল দলীল দ্বারা প্রমাণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর হুশিয়ারী উল্লেখ করেছেন, যারা বিনা ওজরে হজ্জের সামর্থ থাকতেও হজ্জ করবে না সে ইহুদী-নাসারা হয়ে মরলেও রসূল তাঁর কোন ধার ধারেন না।

(٥١٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِ ﷺ اِنَّهٗ قَالَ اَلْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنْ اِسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَلَهُمْ ـ (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص٢٢٣)

(৫১৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– হজ্জ ও উমরাকারীরা হচ্ছে আল্লাহর দাওয়াতী যাত্রী দল। অতএব তাঁরা যদি তাঁর নিকট দুআ করেন তিনি তা কবুল করেন এবং যদি তাঁর নিকট ক্ষমা চান তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২২৩)

ব্যাখ্যাঃ وَفْدٌ (অফদুন) ঐ দলকে বলা হয় যারা মেহমান হয়ে কারও নিকট অবতরণ করে এবং এই আগমনকারী দলকে খুব সম্মান ও মর্যাদার মুয়ামিলায় ভূষিত করা হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٥١٦) وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَفْدُ اللّٰهِ ثَلٰثَةٌ اَلْغَازِىْ وَالْحَاجُّ الْمُعْتَمِرُ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص٢٢٣)

(৫১৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহর যাত্রী হল তিন ব্যক্তি (১) গাজী (২) হাজী (৩) উমরাকারী। (নাসায়ী, বায়হাকী, মিশকাত– ২২৩)

ব্যাখ্যাঃ এই তিন শ্রেণীর যে যেটাই অবলম্বন করবে সে অবশ্যই সফলকাম।

(٥١٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ اَنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهٗ فَاِنَّهٗ مَغْفُوْرٌ لَهٗ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص٢٢٣)

(৫১৭) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন তুমি কোন হাজীর সাক্ষাত পাবে তখন তাকে ছালাম করবে এবং তার সাথে মুছাফাহা করবে। আর তাঁকে অনুরোধ করবে যেন তিনি গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে তোমার জন্য (আল্লাহর দরবারে) ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কারণ সে ক্ষমা প্রাপ্ত। (আহমাদ, মিশকাত– ২২৩)

ব্যাখ্যাঃ ঘরে প্রবেশের পূর্বে একথা বলার কারণ হলো– এই সময় পর্যন্ত তিনি আল্লাহর দীশাতেই থাকেন। ফলে তখন দুয়া কবুলের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। হাদীস থেকে এই বিষয়টিও বুঝে আসে যে, হাজীর মর্যাদা বা একজন হাজী আল্লাহর وفد হিসাবে ধর্তব্য হয়। হজ্জের উদ্দেশ্যে গৃহ অতিক্রম থেকে প্রত্যাবর্তনোত্তর গৃহে প্রবেশ করা পর্যন্ত। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) লিখেন যে, হাজীর এ হুকুম উমরাকারী, গাজী এবং তালবে ইলেমের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٥١٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِهٖ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَجْرَ الْغَازِىْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص٢٢٣)

(৫১৮) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি হজ্জ, উমরা অথবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হয়েছে অতঃপর পথিমধ্যে মারা গেছে তাহলে তার জন্য গাজী, হাজী এবং উমরাকারীর সওয়াব লেখা হবে।

(বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২২৩)

ব্যাখ্যাঃ শাইখ আব্দুল হক (রহঃ) লিখেন যে, তালবে ইলেমের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য। অর্থাৎ কেউ যদি ইলম অর্জনের নিয়তে যাত্রা শুরু করে কিন্তু পথিমধ্যে তার ইন্তিকাল হয়ে যায় তাহলে সেও অন্যান্য প্রকৃত তালবে ইল্‌মের ন্যায় ইল্‌ম অর্জনের সওয়াব লাভ করবে। (ফাতহুল মারাম)

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى تَرْكِ الزَّكٰوةِ

যাকাত আদায় না করার উপর ধমক

(٥١٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَ مَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الْاٰيَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة ص١٥٥)

(৫১৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকে আল্লাহ পাক মাল দান করেছেন আর সে তার যাকাত আদায় করল না কিয়ামতের দিন তার মালকে তার জন্য একটি টেকো সাপ স্বরূপ (অত্যন্ত বিষের কারণে) করা হবে। যার চক্ষুর উপর দুইটি কালো দাগ থাকবে। ঐ সাপকে কিয়ামতের দিন তার গলায় বেড়ী স্বরূপ করা হবে। সে আপন মুখের দুই দিক দ্বারা তাকে দংশন করতে থাকবে। (অথবা তা তার মুখের দুই দিক দংশন করতে থাকবে) এবং বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সংরক্ষিত (জমানো) অর্থ। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এর সমর্থনে) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

http://kitabbhubon.com

অর্থাৎ যারা কৃপণতা করে থাকে আল্লাহ পাক তাদেরকে যে মাল দিয়েছেন তা নিয়ে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য উত্তম বরং ইহা তাদের জন্য মন্দ। অতি শীঘ্র কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ীস্বরূপ করা হবে যা নিয়ে তারা কৃপণতা করছে। (বুখারী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৫৫)

ব্যাখ্যাঃ যাকাত না দেয়ার পরিণামঃ যাকাত না দেয়ার পরিণাম সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, যার অর্থঃ যারা সোনা-রূপা জমা করে অথচ আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না (অর্থাৎ এর যাকাত দেয় না) তাদেরকে সংবাদ দিন কষ্টদায়ক আযাবের। যেদিন গরম করা হবে সেগুলোকে দোযখের আগুনে, অতঃপর দাগ দেয়া হবে সেগুলো দ্বারা তাদের ললাটে তাদের পার্শ্বদেশে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে (এবং বলা হবে) এখন স্বাদ গ্রহণ কর এর যা তোমরা দুনিয়াতে জমা করেছিলে। (সূরা তাওবা, আয়াত- ৩৪, ৩৫) এছাড়া বহু আয়াত বিদ্যমান।

(٥٢٠) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ كَنْزُ اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُلْقِمَهُ اَصَابِعَهُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص١٥٧)

(৫২০) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো গচ্ছিত মাল কিয়ামতের দিন কেশহীন বিষাক্ত সাপ হবে এবং তা (ঐ সাপ) হতে তার অধিকারী (মালদার) পলায়ন করতে চাইবে কিন্তু তা (সাপ) তাকে অনুসন্ধান করতে থাকবে। যতক্ষণ না সে (বিত্তশালী) সাপের মুখে (খাদ্য স্বরূপ) আপন অঙ্গুলী সমূহ দেয়। (আহমাদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৫৭)

ব্যাখ্যাঃ كَنْزٌ (কান্য) দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মাল যা জমা করে রেখেছে, যাকাত আদায় করেনি এবং এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত হারাম মাল। (ফাতহুল মারাম)

(٥٢١) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّيْ زَكٰوةَ مَالِهٖ اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ عُنُقِهٖ شُجَاعًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، مِشْكٰوة ص١٥٧)

(৫২১) অর্থঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবে না নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তা (মাল) তার ঘাড়ে সাপ স্বরূপ করবেন।

(তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৫৭)

ব্যাখ্যাঃ সম্পদের মালিক হলেন আল্লাহই। তাই তার দেয়া সম্পদ তাঁর অভাবী বান্দাদের মাঝে দান-যাকাত দেয়ার আদেশ করেছেন, তাই যারা এই আদেশ অমান্য করে নিজেদের জন্য গুদামজাত (স্টক) করে রাখে তাদের পরকালে মারাত্মক শাস্তি দেয়া হবে, শুধু কার্পণ্যের কারণে। তাই বিত্তশালীদের এখনই সচেতন হওয়া উচিৎ।

http://kitabbhubon.com

صَدَقَةُ الْفِطْرِ

সদক্বায়ে ফিত্‌র

(٥٢٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٦٠)

(৫২২) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমান গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী এবং ছোট-বড় সকলের উপর ছদকায়ে ফিতরা এক ছা'আ খেজুর বা যব নির্ধারণ করেছেন। আর তা মানুষের ঈদগাহে নামাযে যাবার পূর্বে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৬০)

ব্যাখ্যাঃ ছদকায়ে ফিত্‌র ইমাম আবু হানীফার নিকট ওয়াজিব। প্রত্যেক ছাহিবে নিসাবের উপর এটা প্রযোজ্য। ঈদের দিন সুবহি সাদিকের সময় ওয়াজিব হয়। যারা সুবহি সাদিকের পূর্বে মারা যায় অথবা ফজরের পরে ইসলাম গ্রহণ করে ও ভূমিষ্ঠ হয়; তাদের উপর ওয়াজিব হবে না। সন্তান যদি ছোট হয় আর তার মাল না থাকে তাহলে তার ফিত্‌রা পিতার উপর ওয়াজিব। আর যদি ছোট হয়ে বিত্তশালী হয় তাহলে পিতার উপর ওয়াজিব নয় বরং তারই মাল থেকে আদায় করতে হবে। আর পাগল বা অপ্রকৃতিগ্রস্থ বালিগ সন্তান নাবালিগেরই হুকুমে। ফিত্‌রা ঈদের নামাযের পূর্বে দেওয়া মুস্তাহাব। ঈদের এক/দুই মাস পূর্বে দিলেও তা আদায় হয়ে যাবে। এমনকি ঈদের পরে দিলেও হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٢٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ فِىْ اٰخِرِ رَمَضَانَ اَخْرِجُوْا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ، مِشْكٰوة ص١٦٠)

(৫২৩) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রমযানের শেষের দিকে বললেন, তোমরা তোমাদের রোযার যাকাত আদায় কর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি, গোলাম, পুরুষ, নারী এবং ছোট-বড় সবার উপর এই যাকাত এক ছা'আ খেজুর ও যব অথবা আধা ছা'আ গম নির্ধারণ করেছেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৬০)

ব্যাখ্যাঃ যে গোলাম খিদমতের জন্য হবে তার পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করা মালিকের উপর ওয়াজিব। আর যে গোলাম ব্যবসার জন্য হবে তার পক্ষ হতে আদায় করা ওয়াজিব নয়। এমনিভাবে ভেগে যাওয়া গোলাম তার পক্ষ হতেও আদায় করা

http://kitabbhubon.com

মালিকের উপর ওয়াজিব নয়। হাদীসে গোলামের উপর যে ফরয বলা হয়েছে এর দ্বারা রূপকার্থে মালিকের উপর ওয়াজিব হওয়া উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে ছোট সন্তানের উপর ওয়াজিব হওয়া দ্বারা রূপকার্থে তার পিতার উপর ওয়াজিব হওয়া উদ্দেশ্য। (ফাতহুল মারাম)

(٥٢٤) وَعَنْهُ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرًا لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ (رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ١٦٠)

(৫২৪) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন রোযাকে অনর্থক কথা ও অশ্লীল ব্যবহার হতে পবিত্র করার এবং গরীবদের (মুখে) অন্ন দেওয়ার জন্য। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৬০)

ব্যাখ্যাঃ ছদকায়ে ফিতরের বিধান প্রবর্তনের কারণ- উল্লেখিত হাদীসে শরীয়তে বিধান হিসাবে ফিতরা প্রবর্তিত হওয়ার দুটি কারণ বর্ণিত হয়েছে। (১) দীর্ঘদিন (রমযান মাসে) রোযা রাখতে যেয়ে যে সমস্ত ত্রুটি হয়েছে এর ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে (২) গরীব, মিসকীন নিঃস্ব-ফকির যাতে অন্তত: ঈদের মহান খুশির দিনে ভিক্ষাবৃত্তি হতে বিরত থাকতে পারে এর জন্য। (ফাতহুল মারাম)

(٥٢٥) وَرَوٰى اَبُوْ حَفْصِ ابْنِ شَاهِيْنٍ فِىْ فَضَائِلِ رَمَضَانَ وَقَالَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ جَيِّدُ الْاِسْنَادِ مَرْفُوْعًا شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَايُرْفَعُ اِلَّا بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ (لَوَاقِحُ الْاَنْوَارِصـ٤٤)

(৫২৫) অর্থঃ আবু হাফস বিন শাহীন (ফাজাইলে রমযানে) গ্রহণযোগ্য সনদে একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রমযান মাস (অর্থাৎ এ মাসে কৃত আমল বিশেষত রোযা) আসমান ও জমিনের মধ্যে ঝুলন্ত থাকে। উপরে উত্থিত হয় না। অর্থাৎ কবুল হয় না। কিন্তু ফিতরা আদায়ের দ্বারা (অর্থাৎ রমযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে ফিত্‌রা দিলেই তবে সমগ্র মাসের কৃত আমল বিশেষতঃ রোযা কবুল হয়। (লাওয়াকিহুল আনওয়ার- পৃষ্ঠা ৪৪)

ব্যাখ্যাঃ প্রত্যেক ইবাদাতের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করা হয় অনুরূপ ইবাদাত বেশী করে বা অন্যভাবে। আর রোযার পূর্ণতাদানকারী সদকায়ে ফিতর।

فَضْلُ الصَّدَقَةِ

সদকার ফযীলত

(٥٢٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَايَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٦٧)

http://kitabbhubon.com

(৫২৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন হতে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে– আর আল্লাহ পাক হালাল ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আল্লাহ পাক তা (দান) আপন ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর লালন-পালন করেন– তা দানকারীর জন্য যেভাবে তোমাদের কেহ আপন ঘোড়ার বাচ্চা পালে। এমনকি তা (দান) পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– ১৬৭)

ব্যাখ্যাঃ كَسْب –এর অর্থ জমা করা, এখানে পবিত্র كَسْب উদ্দেশ্য। তথা ঐ মাল যা হালাল পন্থায় জমা করেছে অর্থাৎ শরীয়ত সম্মত পন্থায় কিছু কারিগরী বা ব্যবসা করল বা চাষাবাদ করল, বা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু মাল হস্তগত হল বা কেউ কিছু দান করল।

(٥٢٧) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٦٨)

(৫২৭) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– দান-সদকা আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত করে এবং খারাপ বা মন্দ মৃত্যু রোধ করে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৬৭)

ব্যাখ্যাঃ ক্রোধ প্রশমিত ও মন্দ মৃত্যুর দ্বারা উদ্দেশ্য– ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সদকা বা দানের বদৌলতে আল্লাহর ক্ষমা লাভ এবং বালা-মুছিবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। আর মন্দ মৃত্যুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুর সময় শয়তানের ওয়াসওয়াসাহ যেটা বহুলাংশেই কুফরের কারণ হয় অথবা কোন মারাত্মক অসুখ যেটা নিয়ামত অস্বীকারের উপলক্ষ্য হয় কিংবা কোন দুর্ঘটনা বা দুর্ঘটনা ছাড়াই আকস্মিক মৃত্যু এসে যাওয়া যাতে তওবার অবকাশটুকুও হয় না। এ সমস্তকে দান বা সদকা দূর করে এবং পরিস্থিতি প্রতিকুল থেকে অনুকুলে এনে দেয়। (ফাতহুল মারাম)

(٥٢٨) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْىٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَاءٍ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٦٩)

(৫২৮) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে কোন মুসলমান কোন মুসলমান বিবস্ত্রকে কাপড় পরিধান করাবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাঁকে বেহেশতের সবুজ জোড়া পরাবেন। আর যে কোন মুসলমান কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানের মুখে অন্ন দান করবে আর যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে তার পিপাসায় পানি পান করাবে আল্লাহ পাক তাকে বেহেশতের মোহরাঙ্কিত শরাব থেকে পান করাবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৬৯)

ব্যাখ্যাঃ মোহরাঙ্কিত শরাব দ্বারা উদ্দেশ্য জান্নাতের শরাব। যা মোহরাঙ্কিত হওয়ায় সমস্ত প্রকার পরিবর্তন থেকে নিরাপদ থাকে।

http://kitabbhubon.com

(٥٢٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا اِلَّا كَانَ فِىْ حِفْظٍ مِّنَ اللّٰهِ مَادَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص١٦٩)

(৫২৯) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে একটি কাপড় পরাবে সে আল্লাহর হেফাজতে থাকবে যে পর্যন্ত তার একটি টুকরাও তার গায়ে থাকবে।

(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৬৯)

ব্যাখ্যাঃ এই উপকারিতা ইহকালীন। আর পরকালীন উপকারিতা হল অগণিত।

(ফাতহুল মারাম)

(٥٣٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَازَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص١٦٧)

(৫৩০) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- দান ধন কমায় না, ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ পাক বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না এবং কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে উন্নত করেন। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৬৭)

ব্যাখ্যাঃ যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে আল্লাহর রাস্তায় দান করাটা সম্পদ হ্রাসের কারণ মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সম্পদ বৃদ্ধির একটি অন্যতম মাধ্যম। কেননা এতে মালে বরকত হয়, বালা-মুসিবত দূর হয়। তদুপরি পূণ্য অর্জিত হয়। কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রতিশোধ নেওয়ার পূর্ণ সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও যদি অপরাধ ক্ষমা করে দেয় তাহলে আল্লাহ পাক দুনিয়া-আখেরাতে তার মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন। (ফাতহুল মারাম)

(٥٣١) وَعَنْ عَلِىٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلَاءَ لَايَتَخَطَّاهَا (رَوَاهُ رَزِيْنٌ، مِشْكٰوة ص١٦٧)

(৫৩১) অর্থঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা দানের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কর। কেননা বিপদাপদ একে অতিক্রম করতে পারে না। (অর্থাৎ দানে বিপদ দূরীভূত হয়।) (রাযীন, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৬৭)

ব্যাখ্যাঃ "বিপদাপদ অতিক্রম করতে পারে না সদকাকে" অর্থাৎ সদকা বিপদ এর মুকাবিলা এমনভাবে করে যে, যদি বিপদ সদকাকে দেখে তবে সে বিপদ থেমে যায় আর সামনে অগ্রসর হয় না, কিংবা বিপদ সদকাকে দেখলে পালিয়ে যায়।

http://kitabbhubon.com

(٥٣٢) وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهٗ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص١٧٠)

(৫৩২) অর্থঃ হযরত মারছাদ বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে রসূলুল্লাহর জনৈক ছাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছেনঃ নিশ্চয়ই কিয়ামতের (প্রচন্ড রৌদ্রের) দিন মুমিনের ছায়া (স্বরূপ) হবে তার দান। (আহমাদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৭০)

ব্যাখ্যাঃ জৈষ্ঠ্যের ভর দুপুরের দাবদাহ থেকে সামিয়ানা (বা ছাতা) যেমন মানুষকে রক্ষা করে তেমনি দান-সদকা কিয়ামতের দিন আরাম ও শান্তির মাধ্যম হবে। অথবা সদকা নিজেই সামিয়ানা রূপ ধারণ করে দানকারীর মাথার উপর টানানো থাকবে, যাতে কিয়ামতের দিনের প্রচন্ড গরম থেকে সে নিরাপদ থাকতে পারে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٣٣) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٦٤)

(৫৩৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যখনই আল্লাহর বান্দাগণ ভোরে উঠে আকাশ থেকে দুইজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেনঃ হে আল্লাহ! দাও তুমি দানকারীকে প্রতিদান। আর অপর জন বলেন, হে আল্লাহ! দাও তুমি কৃপণকে সর্বনাশ। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৬৪)

ব্যাখ্যাঃ দাতা হলে ফেরেশতাদের দুআ পাওয়া যায় আর কৃপণ হলে বদ দুয়া।

اَنْوَاعُ الْحَسَنَاتِ

বিভিন্নমুখী পূণ্য ও নেক কাজ

(٥٣٤) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْ بَنِيْ اٰدَمَ عَلٰى سِتِّيْنَ وَثَلٰثِمِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ شَوْكَةً اَوْ عَظْمًا اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلٰثِمِائَةِ فَاِنَّهٗ يَمْشِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهٗ عَنِ النَّارِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص١٦٨)

(৫৩৪) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- প্রত্যেক আদম সন্তানকে তিনশত

http://kitabbhubon.com

ষাটটি (৩৬০) গ্রন্থি (অর্থাৎ শরীরের গিরা বা জোড়া) সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে ঐ তিনশ ষাট সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আছতাগফিরুল্লাহ পড়ল অথবা মানুষের চলার পথ হতে একটি পাথর বা কাঁটা বা হাড় সরিয়ে দিল অথবা কাউকে কোন ভাল কাজের আদেশ দিল অথবা কোন খারাপ কাজ হতে নিষেধ করল– তাহলে সে দিন সে নিজকে দোযখ হতে দুরে রেখে চলতে থাকল। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৬৮)

ব্যাখ্যাঃ "ঐদিন" দ্বারা উদ্দেশ্য ও ইশারা এদিকে যে, একাজ দৈনিক করবে যাতে গোনাহের কাফফারা হতে পারে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٣٥) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً وَاَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةً وَنَهْىٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةً وَفِىْ بِضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةً قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَأْتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهٗ وَيَكُوْنُ لَهٗ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ اَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَكَذَالِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهٗ اَجْرٌ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٦٨)

(৫৩৫) অর্থঃ হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বলাই একটি সদকা, প্রতিবার আল্লাহু আকবার বলাই একটি সদকা, প্রতেক আলহামদুলিল্লাহ বলাই একটি সদকা, প্রতিবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলাই এক টি সদকা এবং ভাল কাজের উপদেশ দেওয়াও একটি সদকা এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি সদকা। এমনকি আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে আর এতেও কি সওয়াব হবে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বল দেখি! যদি তোমাদের কেউ তা হারাম স্থানে স্থাপন করত, এতে গোনাহ হত কি না? এরূপে যখন সে একে হালাল স্থানে স্থাপন করল তাতেও তার সওয়াব হবে। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৬৮)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ যেমন আল্লাহর ওয়াস্তে দিলে তাতে সওয়াব হয় ঐ রকম তাসবীহাত ইত্যাদিতে সওয়াব পায় যদি তা পাঠ করে বা আদায় করে। আর বিবির সঙ্গে সহবাস বা সঙ্গম করা যদিও স্বত্ত্বাগতভাবে ইবাদাত ও সদকা নয় কিন্তু এ দ্বারা স্বামী হারাম কাজ হতে নিজকে বাঁচায় এবং বিবির হক আদায় করা হয় এবং সৎ সন্তান অন্বেষণ করা হয় এতে, এসব দিক দিয়েই সদকার সওয়াব পায়। (ফাতহুল মারাম)

(٥٣٦) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ زِيَادَةً وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى (مِشْكٰوة صـ١١٦)

http://kitabbhubon.com

(৫৩৬) অর্থঃ এবং মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এটুকু অতিরিক্ত আছে যে, চাশতের নামাযের মধ্য হতে দু রাকাত নামায পড়া সমস্তের পরিবর্তে যথেষ্ট। (মিশকাত- পৃষ্ঠা ১১৬)

ব্যাখ্যাঃ আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর জন্যই আমাদের পক্ষে আল্লাহর শুকরিয়ায় একটা দান করা আবশ্যক। তবে তিনি দয়া করে আমাদের প্রত্যেক তাসবীহ, তাহলীল ও নফল ইবাদাতকে একটি করে সদকা আর বিশেষ করে চাশতের নামাযকে সদকা রূপে গ্রহণ করে ইহসান করেছেন।

(٥٣٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلُ عَلٰى دَابَّتِهٖ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهٗ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اِلَى الصَّلٰوةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٦٧)

(৫৩৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তেই প্রত্যেক দিবসে যাতে সূর্য উদিত হয় একটি করে দান-সদকা হওয়া উচিত। দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বিচার করাও একটি দান এবং কোন ব্যক্তিকে তার সওয়ারীতে উঠিয়ে সাহায্য করা (অর্থাৎ) তাকে তার সওয়ারীতে উঠিয়ে দেয়া বা তার কোন আসবাব এর উপর উঠিয়ে দেয়াও একটি দান। কারো সাথে উত্তম কথা বলাও একটি দান। নামাযের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপও একটি দান এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও একটি দান। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৬৭)

ব্যাখ্যাঃ "প্রত্যেক জোড়ায় সদকা দেয়া উচিৎ" অর্থাৎ জোড়াসমূহের সৃষ্টির মধ্যে বড় বড় হিকমত ও নিয়ামত বিদ্যমান। এর কৃতজ্ঞতার্থে মানুষের উপর দৈনিক সদকা দেয়া অপরিহার্য। আল্লাহর ওয়াস্তে দেওয়াই সদকার মধ্যে সীমিত নয়, বরং মানুষের সাথে উত্তম কথা বলা যার দ্বারা সওয়াব হয় তাও সদকা। ভিক্ষুক বা অন্যান্যদের সাথে নরম কথা বলা এবং প্রত্যেক কদম যা নামাযের জন্য রাখে এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তাওয়াফ, ইবাদাত, জানাযা, তালেবে ইলমের চলা, কষ্টদায়ক জিনিস অপসারণ করা, যেমন- কাঁটা, হাড্ডি, ময়লা প্রভৃতি। (ফাতহুল মারাম)

(٥٣٨) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهٗ صَدَقَةٌ (مِشْكٰوة ص١٦٨)

(৫৩৮) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে কোন মুসলমানই একটি বৃক্ষ

http://kitabbhubon.com

রোপণ করবে অথবা কোন শস্য বপণ করবে, অতঃপর তা হতে মানুষ অথবা পক্ষী বা পশু কিছু খাবে, নিশ্চয় এটা তার জন্য দানরূপে পরিগণিত হবে।

হযরত জাবির (রাঃ) হতে মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যা চুরি হয়ে যায় তাও তার জন্য দানরূপে পরিগণিত হয়। (মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৬৮)

ব্যাখ্যাঃ "আল্লাহর ওয়াস্তে দেয়ার সওয়াব পায়" সার কথা হল এই যে, কোন কারণে যদি মুসলমানের মাল খেয়ে যায় তার এতে সওয়াব অর্জন হয়। এর মধ্যে তার সান্তনা হল, মালের ক্ষতির মধ্যে বহু সওয়াব পায়। সওয়াবের জন্য সাধারণ নিয়ত যথেষ্ট। তাই নিয়ত নেই সে প্রশ্ন অবান্তর। (ফাতহুল মারাম)

(٥٣٩) وَرَوَى الْإِمَامُ اَحْمَدُ مَرْفُوْعًا مِّنْ بَنٰى بُنْيَانًا فِىْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اِعْتِدَاءٍ اَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِىْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اِعْتِدَاءٍ كَانَ لَهٗ اَجْرُهٗ جَارِيًا مَا انْتَفَعَ بِهٖ اَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ـ (لَوَاقِحُ الْاَنْوَارِ ص١٨٥)

(৫৩৯) অর্থঃ ইমাম আহমাদ (রঃ) মারফু" সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি অন্যায় ও সীমালংঘণ না করে কোন গৃহ নির্মাণ করে বা কোন বৃক্ষ রোপণ করে, তো যখন আল্লাহ তাবারকা ওয়াতায়ালার মাখলুকের মধ্য হতে যে কেউ তা হতে উপকার গ্রহণ করবে তার জন্য এর সওয়াব চালু থাকবে। (লাওয়াকিহুল আনোয়ার- পৃষ্ঠা ১৮৫)

ব্যাখ্যাঃ এতে বুঝা গেল যে, কোন মানুষের বা কোন প্রাণীর সেবা করা সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

(٥٤٠) وَرُوِىَ مَرْفُوْعًا اَيْضًا مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً فَصَبَرَ عَلٰى حِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا حَتّٰى تُثْمِرَ كَانَ لَهٗ فِىْ كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ ثَمَرِهَا صَدَقَةً عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ (لَوَاقِحُ الْاَنْوَارِ لِلشِعْرَانِىْ جـ٢ ص١٨٥)

(৫৪০) অর্থঃ ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে এও মারফু হিসাবে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি কোন গাছ লাগাবে এবং তাতে ফল আসা পর্যন্ত তার রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করবে তাহলে তার প্রতিটি ফল (চাই তা অন্যে খেয়ে বা পড়ে নষ্ট হয়) আল্লাহর নিকট সদকা হিসাবে বিবেচিত হবে। (লাওয়াকিহুল আনওয়ার, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৮৫)

ব্যাখ্যাঃ শরীয়ত সমর্থিত যত কাজ রয়েছে এর মধ্যে আত্মনিয়োগ করা সওয়াব প্রাপ্তির আশা করা যায়, মানব সেবা বা অন্য কোন ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে বৃক্ষের প্রতি খেয়াল রাখা তাই সওয়াব ও দানের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

(٥٤١) سَبْعٌ يَجْرِىْ لِلْعَبْدِ اَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِىْ قَبْرِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا اَوْ اَجْرٰى نَهْرًا اَوْ حَفَرَ بِئْرًا اَوْ غَرَسَ نَخْلًا اَوْ بَنٰى مَسْجِدًا اَوْ وَرَّثَ مَصْحَفًا اَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهٗ بَعْدَ مَوْتِهٖ ـ

(رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِىُّ مَرْفُوْعًا، لَوَاقِحُ الْاَنْوَارِ ص١٨٥)

http://kitabbhubon.com

(৫৪১) অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, বান্দা মৃত্যুর পরেও যখন সে কবরে অবস্থান করে সাতটি বিষয়ের প্রতিদান পেতে থাকে– (১) কোন দ্বীনী ইল্‌ম যা সে কাউকে শিখিয়েছে (২) কোন নহর (পুকুর, খাল অর্থাৎ পানি)-এর ব্যবস্থা করেছে (৩) কূপ খনন করেছে (৪) খেজুর অথবা কোন ফলদার বৃক্ষরোপণ করেছে,(৫) মসজিদ নির্মাণ করেছে (৬) ওয়ারিসী জিনিসের মধ্যে কুরআন শরীফ (অথবা কোন দ্বীনী কিতাব) রেখে গেছে (৭) এমন সন্তান রেখে যায় যারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তার মৃত্যুর পরে। (বাযযার, আবু নাঈম ও বায়হাকী মারফু হিসাবে, লাওয়াকিহুল আনওয়ার– পৃষ্ঠা ১৮৫)

ব্যাখ্যাঃ মাখলুকের সেবায় মানুষ যত কাজ করে যাবে সব কাজের সওয়াব তার মৃত্যুর পরেও চিরদিন চালু থাকবে। যাকে সদকায়ে জারিয়া বলা হয়ে থাকে।

(٥٤٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلٰى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطْشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَاَوْثَقَتْهُ بِخِمَرِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَالِكَ قِيْلَ اِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا قَالَ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٦٨)

(৫৪২) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– একটি বেশ্যা মেয়ে লোককে মাফ করে দেওয়া হয়েছে– যে একটি কূপের পাড়ে অবস্থানরত একটি কুকুরের নিকট দিয়ে যেতে গিয়ে দেখল যে, কুকুরটি হাঁফাচ্ছে এবং পিপাসায় মারা যাবার উপক্রম হয়েছে। এটা দেখে সে নিজের মোজা খুলে মাথার উড়নীতে বাঁধল। অতঃপর কুকুরটির জন্য পানি উঠাল। এর (তার এই কর্মের) ফলে তাকে মাফ করে দেওয়া হল। এসময় হুজুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হুযূর! পশুর সেবাতেও কি আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে? তিনি বলেন, প্রত্যেক প্রাণীর সেবাতে সওয়াব রয়েছে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৬৮)

ব্যাখ্যাঃ কোন প্রাণীকে এমনকি জানোয়ারকে খাওয়ান ও পান করানোর দ্বারাও সওয়াব অর্জিত হয়। ঐ সব জানোয়ার ব্যতিরেকে যারা শুধু মানুষকে কষ্ট-ই দেয়। যেমন– সাপ, বিচ্ছু এগুলো মারার আদেশ রয়েছে। হাদীসে এ কথার উপরও দলীল বহন করে যে, আল্লাহ তায়ালা কখনো কবীরা গোনাহও তওবা ছাড়া মাফ করে দেন। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাজহাব। হাদীসে এ কথারও দলীল আছে যে, কোন নেকী বাহ্যত যতই ছোট হোক তা আখেরাতের জন্য বহু কার্যকরী। তাই মানুষের উচিৎ যতটুকু নেকী করতে পারে তাকে গণীমত মনে করবে। মানুষ ও প্রাণী যার-ই সেবা করা হোক সবই সদকার অন্তর্ভুক্ত। (ফাতহুল মারাম)

(٥٤٣) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلٰى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ لَاُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ لَايُؤْذِيْهِمْ فَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٦٨)

http://kitabbhubon.com

(৫৪৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– এক ব্যক্তি রাস্তায় পতিত একটি গাছের ডালের নিকট দিয়ে যাবার কালে বলল, অবশ্যই আমি এটা মুসলমানদের পথ হতে সরিয়ে ফেলব; যাতে এটা তাদের কষ্ট না দেয়। (অতঃপর সে তা সরিয়ে ফেলল) ফলে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হলো।

(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৬৮)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ দুরে সরানোর ইচ্ছা করেছে তারপর দুরে সরিয়ে দিয়েছে। তাই বেহেশতে প্রবেশ করেছে বা শুধু নিয়তের দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশ করেছে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٤٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ اَمْسَكَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ مِنَ الْجُوْعِ فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَتُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ـ ١٦٨)

(৫৪৪) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– একটি স্ত্রী লোককে একটি বিড়ালের দরুণ শাস্তি দেওয়া হয়। সে বিড়ালটিকে আটকে রেখেছিল, ফলে সে অনাহারে মারা গেল। সে একে খাদ্যও দিত না, ছেড়েও দিত না যাতে সে জমীনের কীট-পতঙ্গ খেতে পারে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– ১৬৮)

ব্যাখ্যাঃ এটা সগীরা গোনাহ। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হল, সগীরা গোনাহের উপরও আল্লাহ পাক শাস্তি দিতে পারেন। মুমিনের উচিত সকল গুনাহ হতে বেঁচে থাকা ও ভয় করা। পূর্বে বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী– মুমিন যে কোন গোনাহকে এত পরিমাণ ভয় করে ও ভয়াবহ মনে করে, যেমন সে কোন এক পাহাড়ের নীচে বসা, মনে করে হয়তবা পাহাড় তার উপর পতিত হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٤٥) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَرَاَيْتُ فِيْهَا اِمْرَأَةً بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تُعَذَّبُ فِىْ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَا تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٥٦)

(৫৪৫) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– একদা আমার সামনে জাহান্নামের অগ্নি উপস্থাপন করা হলে আমি তাতে বনী ইসরাঈলের এক মহিলাকে দেখলাম যে, তাকে এক বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সে বিড়ালটিকে বেধে রেখেছিল– খেতে দিত না। আর ছেড়েও দিতনা যাতে সে যমিনের কীট-পতঙ্গ খেতে পারে। ফলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় সে মারা গেল। (মুসলিম, মিশকাত–পৃষ্ঠা ৪৫৬

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা কিরমানী বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন কোন মানুষ এখনও জাহান্নামে আছে এবং শাস্তি ভোগ করছে। আর এটাও সম্ভব যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কিয়ামতের অবস্থাদি উন্মুক্ত করা হয়েছে আর যা কিছু ঘটবে তার ছবি বা ছুরত দেখানো হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

اَلتَّرْغِيْبُ اِلَى الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ

মৃত্যুর পূর্বে দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

(٥٤٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْأُ فِىْ حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ تَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ١٦٥)

(৫৪৬) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মানুষের আপন জীবদ্দশায় এক দিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে (শয্যাশায়ী অবস্থায়) একশ দিরহাম দান করা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। (আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৬৫)

ব্যাখ্যাঃ মৃত্যুর উপস্থিতিকালে তওবা কার্যকরী হয় না। অনুরূপ দানও কবুল করা হয় না। তাই তখন বাধ্য হয়ে সমস্ত সম্পদ দান করার কোন ধর্তব্য নেই স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পূর্বে দান না করে থাকলে। অতএব সময় থাকতে মৃত্যুর পূর্বে অল্প দান করলেও তার সওয়াব অনেক বেশী এবং আল্লাহর নিকট ধর্তব্য। এখানে মৃত্যুর সময় দ্বারা মৃত্যুর লক্ষণ পুরোপুরি প্রকাশ পাওয়া ও গড়গড়া এসে পড়া উদ্দেশ্য।

(٥٤٧) وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ اَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِىْ يُهْدِىْ اِذَا شَبِعَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ١٦٥)

(৫৪৭) অর্থঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে দান-সদকা করে অথবা দাস-দাসী আযাদ করে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে পেটভরে খাওয়ার পর (অবশিষ্টাংশ কাউকে) হাদিয়া দেয়। (আহমাদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৬৮)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ মৃত্যুর সময় আল্লাহর ওয়াস্তে দান করা বা গোলাম ইত্যাদি আযাদ করার সওয়াব কম হয়। যেমন পেট ভরে খাওয়ার পর হাদীয়া দেয়ার মধ্যে সওয়াব কম হয়। জীবন বাকী থাকতে সুস্থাবস্থায় সদকা করা উত্তম। যেমন ক্ষুধার সময় দান করা উত্তম। (ফাতহুল মারাম)

(٥٤٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ

http://kitabbhubon.com

اَلْغِنٰى وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٦٤)

(৫৪৮) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) বললেন– হে আল্লাহর রসূল! কোন দান সওয়াবের দিক দিয়ে বড়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি সুস্থ্য থাক, ধনের প্রতি লোভ পোষণ কর আর ভয় কর তুমি দারিদ্র্যের এবং আশা রাখ ধনী হওয়ার– তখনকার দান। (অর্থাৎ এই সদকাই হলো সর্বোত্তম দান।) আর তুমি দান করতে দেরী করো না। প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া পর্যন্ত। যখন তুমি বলবে, এই মাল অমুকের জন্য। আর অত মাল অমুকের জন্য। অথচ মাল অমুকের হয়েই গেছে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৬৪)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তার দান করার আর প্রয়োজন নেই। কেননা ক্ষণিক পরেই তা দান করা ব্যতিরেকে ওয়ারিছদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হবে।

فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْاَهْلِ وَالْاَقَارِبِ

পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ব্যয় নির্বাহের ফযীলত

(٥٤٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ١٧١)

(৫৪৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন দান সবচে মাহাত্ম্যপূর্ণ? তিনি বললেন, গরীবদের কষ্টের দান। আর তুমি দান আরম্ভ করবে তোমার পোষ্যদের থেকে। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৭১)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো কম মালের অধিকারী হয়েও যে তার থেকে যথাসম্ভব ব্যয় করার সর্বোত্তম প্রয়াস চালায়। (ফাতহুল মারাম)

(٥٥٠) وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٧٠)

(৫৫০) অর্থঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন মুসলমান আপন পরিবারের প্রতি কোন খরচ করে আর তার সওয়াবের আশা থাকে তা তার জন্য দান স্বরূপ (পরিগণিত) হয়। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭০)

ব্যাখ্যাঃ প্রতিটি বৈধ কাজ যদি সওয়াবের আশায় করা হয় তাহলে অবশ্যই তাতে সওয়াব হয়। যদি তার যোগ্য ক্ষেত্রে খরচ করা হয় তবে তা দান স্বরূপ গণ্য হয়। দান-সদকার সূচনা ও ইয়াতীম-মিসকীন বা অসহায় যারা নিকটাত্মীয় আছে তাদের থেকে করাই কুরআন-হাদীসের বর্ণনা।

http://kitabbhubon.com

(٥٥١) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (رواه احمد والترمذى، مشكوة ص١٧١)

(৫৫১) অর্থঃ হযরত সুলায়মান ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– গরীব-মিসকীনের প্রতি দান করা হলো শুধু দান। আর আত্মীয়দের প্রতি দান করা হলো দান ও আত্মীয়তা রক্ষা উভয়টাই। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৭১)

ব্যাখ্যাঃ আত্মীয়তা রক্ষা করা ঈমানের অঙ্গ আর আত্মীয়তা ছিন্ন করা জাহান্নামে যাওয়ার সহজ উপায়। তাই আত্মীয়দেরকে দান-সদকা করে আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা বজায় রাখা শরীয়ত ও ইনসানিয়াতের চাহিদা। প্রত্যেকের দান করার সময় খেয়াল করা উচিত, আত্মীয়দের মধ্যে অভাবী কারা। তাদের দেখে দেখে আগে দান করা উচিৎ।

مُذَمَّةُ السُّوَالِ

ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দাবাদ

(٥٥٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا يَسْئَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ يَسْتَكْثِرْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص١٦٢)

(৫৫২) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে নিজের মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানুষের নিকট তাদের মাল চায়, সে নিশ্চয় (দোযখের) অঙ্গার যাচ্ঞা করে (চায়)। চাই সে যাচ্ঞা কম করুক চাই বেশী করুক। (মুসলিম, মিশকাত ১৬২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীস থেকে দুটি বিষয় প্রতীয়মান– (১) যাচ্ঞা কম হোক বা বেশী সর্বাবস্থায় তা নিন্দনীয় (২) এটা কেবল তাদের বেলায় প্রযোজ্য যারা ধন-সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরও মাল-সম্পদ কামনা করে। অভাবগ্রস্ততার কারণে যাচ্ঞাকারী এর অধীনে হবে না।

(٥٥٣) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَزَالُ الرَّجُلُ يَسْئَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِىْ وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٦٢)

(৫৫৩) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মানুষ সর্বদা লোকের নিকট ভিক্ষা চাইতে থাকিবে। পরিণামে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে এমতাবস্থায় যে, তখন তার মুখমণ্ডলে গোশত থাকবে না। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৬২)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ যেহেতু দুনিয়াতে সে বিনা প্রয়োজনে মানুষের নিকট হাত পেতে পেতে নিজেকে হেয় ও অপমানিত করেছে তাই কিয়ামতের দিনেও আল্লাহ পাক তাকে সমস্ত মানুষের সামনে অত্যন্ত অপমানিত করে উঠিয়ে শাস্তি দিবেন। অথবা প্রকৃত পক্ষেই সেদিন তার মুখমন্ডলে কোন গোশ্ত থাকবে না। (ফাতহুল মারাম)

(٥٥٤) وَعَنْ ثَوْبَانَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّكْفُلُ لِيْ اَنْ لَايَسْأَلَ النَّاسَ شَيْأً فَاَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ اَنَا فَكَانَ لَايَسْأَلُ اَحَدًا شَيْأً (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٦٣)

(৫৫৪) অর্থঃ হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে আমার নিকট অঙ্গীকার করতে পারে যে, সে মানুষের নিকট কিছু চাইবে না আমি তার জন্য জান্নাতের অঙ্গীকার করতে পারি। (একথা শুনে) ছাওবান বললেন, হুযূর! আমি এই অঙ্গীকার করতে পারি। (রাবী বলেন) অতঃপর হযরত ছাওবান কারো নিকট কিছু চাননি।

(আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৬৩)

ব্যাখ্যাঃ তবে মৃত্যুর আশংকাবস্থায় এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। বরং এ সময় জীবন বাঁচাতে সাহায্য চাওয়া জায়িয আছে। এমনকি এ সময় যদি সাহায্য না চেয়ে মারা যায় তবে সে গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٥٥) وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رض قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلٰى اَنْ لَّاتَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَلَا سَوْطَكَ اِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتّٰى تَنْزِلَ اِلَيْهِ فَتَأْخُذَهُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ١٦٤)

(৫৫৫) অর্থঃ হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে এই অঙ্গীকার করালেন, তুমি মানুষের নিকট যাচ্ঞা করবে না। আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি আরও বললেন– তোমার চাবুক সম্পর্কেও নয়– যদি তা তোমার কাছ থেকে পড়ে যায়। এমনকি তুমি (বাহন হতে) নেমে তা উঠিয়ে নেবে। (আহমাদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৬৪)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে নিজের যতক্ষণ শক্তি আছে ততক্ষণ অন্যের সাহায্য নেওয়া যে অনুচিত– তাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ

রুগ্ন ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা

(٥٥٦) عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٣٣)

http://kitabbhubon.com

(৫৫৬) অর্থঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াও, অসুস্থের সেবা কর এবং বন্দীকে মুক্ত বা আযাদ করে দাও। (বুখারী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৩৩)

ব্যাখ্যাঃ উপরোল্লিখিত বিষয় এর সবই হল وُجُوْب عَلَى الْكِفَايَةِ অর্থাৎ যদি কেউ পালন করে তাহলে সবার পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কেউ পালন না করলে সবাই গুনাহগার হয়। এগুলোর প্রত্যেকটি বিরাট বিরাট সওয়াবের কাজ। মাজাহের গ্রন্থ প্রণেতা বলেন যে, হযরত শাহ আব্দুল আজিজ (রহঃ) লিখেন, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যদি অধীর না হয় অর্থাৎ ক্ষুধায় মরার নিকটবর্তী না হয় তাহলে খাদ্য খাওয়ানো সুন্নাত, মৃত্যু প্রায় হলে ফরয। যদি এক শহরে বা এক মহল্লায় খাদ্য দানে সক্ষম কয়েকজন থাকে তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে খাদ্য দান করা ফরজে কিফায়া। আর সামর্থবান একজন থাকলে তার উপর ফরজে আইন। যদি অসুস্থ্য ব্যক্তির দেখা-শুনার জন্য কেউ বিদ্যমান থাকে তাহলে এ সময় তাকে দেখতে যাওয়া সুন্নাত আর কেউ না থাকলে ওয়াজিব। (ফাতহুল মারাম)

(٥٥٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٣٣)

(৫৫৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক পাঁচটি– (১) সালামের উত্তর দান (২) অসুস্থকে দেখতে যাওয়া (৩) জানাযায় যোগ দান (৪) দাওয়াত কবুল করা (৫) হাঁচির উত্তর দেওয়া।

(বুখারী-মুসলিম, মেশকাত পৃষ্ঠা ১৩৩)

ব্যাখ্যাঃ জানাযায় যোগদানের হুকুম থেকে বিদআতীরা খারেজ। অর্থাৎ তাদের জানাযায় যোগদান করা যাবে না। তারা অসুস্থ্য হলে দেখতেও যাওয়া যাবে না। তবে দাওয়াত দিলে সে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা যাবে। কিন্তু শর্ত হলো যেন সেখানে কোন ধরনের গোনাহের কাজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেছেন, যে খানা আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য এবং নাম কামের জন্য খাওয়ানো হয় সেখানে দাওয়াত কবুল অনুচিত। সলফে সালেহীনগণ একে মাকরূহ বলেছেন। ছালাম দেওয়া সুন্নাত হলেও উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। আর এর উত্তর অবশ্যই সালামদাতাকে শুনিয়ে দিতে হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٥٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَاهُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اِسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٣٣)

http://kitabbhubon.com

(৫৫৮) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক ছয়টি। বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কি কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– (১) যখন তাঁর দেখা পাবে সালাম করবে (২) যখন সে তোমাকে দাওয়াত করবে তখন তার দাওয়াত কবুল করবে (৩) যখন সে তোমার নিকট হিত কামনা করবে তার হিত সাধন করবে (৪) যখন সে হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বলবে তখন তার উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে (৫) যখন সে রোগে পড়ে তখন তাকে দেখতে যাবে (৬) যখন সে মৃত্যুবরণ করে তখন তার জানাযায় ও দাফনে শরীক হবে। (মুসলিম, মিশকাত- ১৩০)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে মুসলমানদের হিত কামনা করার কথা একটা অতিরিক্ত আদেশ এবং এই হাদীসে মুসলমানদের অধিকার মুসলমানদের উপর ছয়টি বলেছেন। আর পূর্বের হাদীসে পাঁচটি বলেছেন। তাই বোঝা গেল সংখ্যা সীমিত নয়। মুসলমানের অধিকার বহু। বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু বর্ণনা করেছেন এবং এও হতে পারে যে, এই আহকাম ওহীর মধ্যে প্রথমে পাঁচ তারপর ছয় নাযিল হয়েছে বা জানানো হয়েছে।

(ফাতহুল মারাম)

(٥٥٩) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَاِبْرَارُ الْمُقْسِمِ وَنَصْرُ الْمَظْلُوْمِ (مِشْكٰوة صـ١٣٣)

(৫৫৯) অর্থঃ বুখারী ও মুসলিমের আরেক বর্ণনায় হযরত বারা বিন আজিব থেকে মুসলমানের আরো দুটি হক সম্বন্ধে এসেছে– (১) শপথকারীর শপথকে পূর্ণ করা (২) অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সাহায্য করা। (মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৩)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি সামনের কোন একটা বিষয়ের উপর শপথ করে আর তুমি তা পূরণ করার উপর শক্তিশালী হও এবং এতে যদি গোনাহ না হয়। উদাহরণত যদি শপথ করে যে আমি তোমার থেকে পৃথক হবো না যাবত না তুমি অমুক কাজটি করবে এবং তুমি ঐ কাজটি করার উপর শক্তিশালী। সুতরাং ঐ কাজটি করা– যাতে তার শপথ না ভাঙ্গে। আর কেউ কেউ বলেছেন, যদি কেউ কাউকে শপথ দেয়ায় যে তোমার খোদার কসম এই কাজ কর! তবে তার জন্য মুস্তাহাব হল আল্লাহর নামের দিকে লক্ষ্য করে ঐ কাজটি করবে। যদিও করা তার উপর অপরিহার্য নয় এবং মাযলুমের সাহায্য করা ওয়াজিব। এতে মুসলমান, যিম্মী সব অন্তর্ভুক্ত আর সাহায্য কখনও কথার দ্বারা হয় কখনও কাজের দ্বারা হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٥٦٠) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٣٣)

(৫৬০) অর্থঃ হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কোন মুসলমান যখন তার মুসলমান ভাইকে দেখতে যেতে থাকে তখন সে বেহেশতের ফল আহরণ করতে থাকে। যতক্ষণ না সে প্রত্যাবর্তন করে। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৩)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ অসুস্থের সেবা করার উদ্যোগ ও তা বাস্তবায়নকল্পে যাত্রা করার কারণে সে জান্নাত ও জান্নাতের ফলমূলের অধিকারী ও যোগ্য সাব্যস্ত হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٥٦١) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهٗ فِىْ اَجَلِهٖ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَايَرُدُّ شَيْئًا وَيُطِيْبُ بِنَفْسِهٖ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٣٧)

(৫৬১) অর্থঃ হযরত আবু সাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা যখন কোন রোগীর নিকট যাবে, তার জীবন সম্পর্কে তাকে সান্ত্বনা দিবে। এটা নিয়তির কোন কিছু উল্টাতে পারবে না কিন্তু তার মন সান্ত্বনা লাভ করবে। (তিরমিযী, মিশকাত ১৩৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ আলিমগণ বলেছেন, যদি অসুস্থ ব্যক্তি মরার নিকটবর্তী হয় তাহলে তার মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। যেমন বুখারী মুসলিমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এসেছে যে, তিনি ইন্তিকালের সময় মিসওয়াক করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মৃত্যুর সন্নিকট অবস্থায় মিসওয়াক করার দ্বারা রূহ বের হওয়া সহজ হয়। ফেরেশতাদের দিকে লক্ষ্য করতঃ খুশবু লাগান মুস্তাহাব। যেমন হযরত সালমান (রাঃ) মৃত্যুর সময় এরূপ করেছিলেন। এমনিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র কাপড় পরাও মুস্তাহাব। যেমন হযরত ফাতিমা (রাঃ) ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে। তদ্রুপ নামায পড়াও মুস্তাহাব। যেমন হযরত খুবাইব (রাঃ)-এর ব্যাপারে এসেছে। এমনকি গোসল করাও মুস্তাহাব। যেমন হযরত ফাতিমা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٦٢) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ الرَّحْمَةَ حَتّٰى يَجْلِسَ فَاِذَا جَلَسَ اِغْتَمَسَ فِيْهَا (رَوَاهُ مَالِكٌ، اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ١٣٨)

(৫৬২) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে রওয়ানা হলো, সে আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় প্রবেশ করতে থাকল– যতক্ষণ না সে তথায় যেয়ে বসে। যখন যেয়ে বসল তখন সে রহমতের দরিয়ায় ডুব দিল।
(মালিক, আহমাদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৮)

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতকে পানির সঙ্গে উপমা দিয়েছেন, হয়ত পবিত্রতার দিক দিয়ে কিংবা ব্যাপকতা ও সমষ্টিগতের দিক দিয়ে (তাই পানিতে মানুষ যেমন সাতার কাটে অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবার জন্য রওয়ানাকারীও আল্লাহর রহমতের সাগরে সাতার কেটে গোনাহ ধুয়ে ফেলে।) (মিরকাত)

(٥٦٣) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ يَدْعُوْلَكَ فَاِنَّ دُعَاءَهٗ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ١٣٨)

http://kitabbhubon.com

(৫৬৩) অর্থঃ হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি কোন রোগীর নিকট যাবে তাকে (রোগীকে) তোমার জন্য দুয়া করতে বলবে। কেননা তার দুয়া ফেরেশতাদের দুয়ার ন্যায়। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ১৩৮)

ব্যাখ্যাঃ অসুস্থকে ফেরেশতার সাথে তুলনা করার কারণ- আলোচ্য হাদীসে রুগ্ন ব্যক্তির দুয়াকে ফেরেশতার দুয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। উলামাগণ এর কয়েকটি কারণ নির্ণয় করেছেন- (১) গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়া এবং গুনাহ থেকে বাঁচা, (২) দুয়া এবং কান্নাকাটি করা ইত্যাদি। অর্থাৎ মুমিন বান্দা যখন মৃত্যুর সময়ে পৌঁছে তখন সে উল্লেখিত কর্মগুলো যাতে ফেরেশতারা সর্বদা লিপ্ত আছে বা থাকে তা করতে থাকে। ফলে উল্লেখিত কর্মগুলো করার মধ্যে তখন মৃত প্রায় ব্যক্তি ও ফেরেশতার বরাবর হলো। তাই হাদীসে অসুস্থ ব্যক্তিকে ফেরেশতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٦٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادٰى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ١٣٧)

(৫৬৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে পীড়িতকে দেখতে যায় আসমান থেকে একটি ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে, মুবারক হও তুমি এবং মুবারক হোক তোমার এই পথ চলা। তুমি বেহেশতের একটা স্থান তৈরী করলে। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৩৭)

ব্যাখ্যাঃ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ অর্থাৎ তোমার অবস্থা আনন্দদায়ক হোক ও তোমার সওয়াব অধিক হোক, তোমার ঐ সেবার দিকে যাওয়ারই ফল বেশী সওয়াব।

وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا অর্থাৎ তোমার জান্নাতে প্রবেশ হওয়াটা প্রতিষ্ঠিত ও নিশ্চিত হয়েছে সেবা করার দিকে যাওয়ার কারণে। এটাও সম্ভব যে ইহকাল ও পরকালে আনন্দময় জীবন-যাপনের জন্য দুআ। (লুম'আত)

(٥٦٥) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً اِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنْ عَادَهٗ عَشِيَّةً اِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهٗ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، اَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة صـ١٣٥)

(৫৬৫) অর্থঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান সকাল বেলা অপর কোন মুসলমানকে দেখতে যায় তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত দুয়া করতে থাকে। আর যদি সে তাকে সন্ধ্যা বেলায় দেখতে যায় তাহলে তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত দুআ করতে থাকে এবং বেহেশতে তার জন্য একটা বাগান তৈরী হয়।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৩৫)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ সুবহানাল্লাহ! এক মুসলমান অপর মুসলমানকে দেখতে গেলে হাজার হাজার ফেরেশতার দুআ ও ইস্তিগফার পাওয়া যায়। প্রতিটি মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানকে সাধ্যানুযায়ী বৈধ উদ্দেশ্যে সেবা করা ও দেখাশুনা করা।

(٥٦٦) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَعَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سِتِّيْنَ خَرِيْفًا (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ١٣٥)

(৫৬৬) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উজু করে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে তার কোন মুসলমান ভাইকে দেখতে যাবে তাকে জাহান্নাম হতে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হবে। (আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৫)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, রোগীকে দেখতে যাবার প্রাক্কালে উজু করা সুন্নাত। আর তার কারণ একাধিক– (১) রোগীকে দেখতে যাওয়া এটা একটি ইবাদাত। আর ইবাদাত উজুর দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে (২) উজু অবস্থায় কৃত দুআ কবুল হওয়ার বেশী সম্ভাবনা থাকে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٦٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا فَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ اِلَّا شُفِيَ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ قَدْ حَضَرَ اَجَلُهٗ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ١٣٥)

(৫৬৭) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে দেখতে যায় এবং সাতবার বলে–

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের অধিকারী। তিনি যেন আপনাকে সুস্থতা দান করেন। এতে অবশ্যই তাকে আরোগ্য দান করা হয়। যদি না তার অন্তিমকাল উপস্থিত না হয়।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৫)

ব্যাখ্যাঃ "অবশ্যই মুক্তি হবে" মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, যে এই মুক্তির বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কখনও পরিপন্থীও হতে পারে তথা আরোগ্য নাও হতে পারে। কিংবা শর্তের উপর নির্ভরশীল। (ফাতহুল মারাম)

(٥٦٨) وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمّٰى وَمِنَ الْاَوْجَاعِ كُلِّهَا اَنْ يَقُوْلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٣٥)

http://kitabbhubon.com

(৫৬৮) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জ্বর এবং যাবতীয় বেদনার জন্য এরূপ বলতে শিক্ষা দিয়েছেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِاَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍوَمِنْ شَرِّ حَرِّالنَّارِ

অর্থাৎ মহান আল্লাহর নামে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত রক্তপূর্ণ শিরার অপকার হতে এবং দোযখের উত্তাপের অপকার হতে। (তিরমিযী, মিশকাত-১৩৫)

ব্যাখ্যাঃ এই দুআ রোগীও পড়তে পারে এবং সেবাকারীও পড়তে পারে। যেমনটি ব্যাখ্যা করেছেন– মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)। রক্তপূর্ণ শিরার অপকার হতে অর্থাৎ যে রক্ত রগে জোশ মারে তা হতে পানাহ চাওয়া হচ্ছে এজন্য যে, যখন রক্ত জয়ী হয় তখন জ্বরও অন্যান্য রোগের কারণ হয়। (ফাতহুল মারাম)

ثَوَابُ الْمَرَضِ

অসুস্থতার প্রতিদান

(٥٦٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّصِبْ مِنْهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٣٤)

(৫৬৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ পাক যার সাথে ভালোর ইচ্ছা করেন তাকে বিপদগ্রস্থ করেন। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৪)

ব্যাখ্যাঃ প্রত্যেক অবাঞ্ছিত ও অসন্তুষ্টি মূলক কাজকে মুসিবত বলে। এর দ্বারা গোনাহ দূর হয়। দরজা ও মর্যাদা বুলন্দ হয়। মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

(٥٧٠) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَاهَمٍّ وَحُزْنٍ وَلَا اَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٣٤)

(৫৭০) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– মুসলমানদের উপর আপতিত কোন বিপদ, কোন রোগ, কোন ভাবনা, কোন চিন্তা, কোন কষ্ট বা দুঃখ এমনকি তার শরীরে কোন কাঁটা ফুটলে আল্লাহ পাক এর প্রতিদানে তার গোনাহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৪)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে আগত বিভিন্ন শব্দের অর্থ ও পার্থক্য নির্ণয়– نَصَبٌ ঐ দুঃখ ও কষ্টকে বলা হয় যা শরীরে ক্ষত সৃষ্টি এবং তাকে জখম করে। وَصَبٌ ঐ বেদনা এবং অসুস্থতা যা সদা সর্বদা থাকে। هَمٌّ ঐ চিন্তা যার দ্বারা মানুষ বিচলিত হয়ে পড়ে। حُزْنٌ

http://kitabbhubon.com

ঐ পেরেশানী যার দ্বারা অন্তরে বিমর্ষতা ও কষ্টের উদ্ভব হয়। غَمٌّ ঐ দুশ্চিন্তা যার দ্বারা মানুষ বেহুশ হওয়ার উপক্রম হয়। কেউ কেউ বলেছেন– ভবিষ্যত বিষয়াবলী নিয়ে চিন্তা-ফিকির করাকে هَمٌّ বলে। আর অতীতে ঘটে যাওয়া বিষয়কে নিয়ে দুশ্চিন্তা করাকে حُزْن বলে। اَذًى বলে প্রত্যেক ঐ বিষয়কে যা নিজের অন্তরে অপছন্দনীয় বিবেচ্য হয়। কিন্তু সাধারণত اَذًى বলে ঐ কষ্ট-দুঃখকে যা অন্যের থেকে পৌঁছে। (মিরকাত)

(٥٧١) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ اِلَّا حَطَّ اللّٰهُ بِهِ سَيِّاٰتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٣٥)

(৫৭১) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কোন মুসলমানের প্রতি যে কোন কষ্ট পৌঁছুক না কেন বা পৌঁছে থাকুক না কেন তা রোগ হোক বা অন্য কিছু; আল্লাহপাক তাদ্বারা তার গোনাহসমূহ ঝেড়ে দেন। যেভাবে গাছ তার পাতা ঝাড়ে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৫)

ব্যাখ্যাঃ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করার নিমিত্তেই ও বান্দার গোনাহ সমূহ মিটিয়ে দেয়ার লক্ষ্যেই দুঃখ, কষ্ট ও মুসিবত দান করা হয়। তাই রোগ-শোকের জন্য হায়-হুতাশ করা, আকীদা বিরোধী কথা বলা কোন ঈমানদার বান্দার জন্য আদৌ শোভনীয় নয়।

(٥٧٢) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهٗ بِمِثْلِ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٣٥)

(৫৭২) অর্থঃ হযরত আবু মুছা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন বান্দা রোগে পতিত হয় অথবা ছফর বা ভ্রমণ করে (এবং নিজের ওজিফা বা ইবাদাত না করতে পারে) তার জন্য তাই লেখা হয় যা সে সুস্থ এবং মুকীম বা বাড়ীতে থাকাবস্থায় করতো। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৫)

ব্যাখ্যাঃ এমনিভাবে এক রেওয়ায়েতে এটাও এসেছে যে, যখন মানুষ বুড়ো হয়ে যায়, তখন যুবক অবস্থায় যত পরিমাণ ও যে সমস্ত আমল সে করত সেই পরিমাণ আমলের ছওয়াব এই বুড়ো বয়সেও পেতে থাকে বা লেখা হতে থাকে। (মিরকাত)

(٥٧٣) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهٗ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٣٥)

(৫৭৩) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ পাক

http://kitabbhubon.com

বলেন, আমি যতক্ষণ আমার কোন বান্দাকে তার প্রিয় দুইটি বস্তু সম্পর্কে বিপদগ্রস্ত করি আর সে তার উপর ছবর করে তাহলে আমি তাকে এর প্রতিদানে জান্নাত দান করি। প্রিয়বস্তুদ্বয় দ্বারা তিনি চক্ষুদ্বয়কেই বুঝিয়েছেন। (বুখারী, মিশকাত-১৩৫)

ব্যাখ্যাঃ চক্ষুদ্বয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্ধ হয়ে যাওয়া। অন্ধ ব্যক্তির ছবর করা উচিত। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে একে মন্দ বা এর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা অবাঞ্ছনীয়। আর কখনই এই অন্ধত্বকে আল্লাহর ক্রোধের পরিণতি না মনে করা উচিত। বরং একে গুনাহ মাফ হওয়া এবং দরজা বুলন্দ হওয়া এবং অন্যায় মন্দ কাজ থেকে বাঁচার একটি মাধ্যম মনে করা উচিত। এক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হয়ে গেলেন তখন তিনি বললেন যে, একাকীত্ব নির্জনতা সারাটা জীবন চেয়েছি তা এখন অর্জিত হয়েছে। হযরত মোল্লা আলী কারী (রহঃ) নকল করেন, যে বুখারী ছাড়া অন্য এক বর্ণনায় আছে– যার একটি চোখের দৃষ্টি চলে গেছে তার জন্য এর বিনিময়ে জান্নাত মিলবে এবং লিখেন, যে ব্যক্তি এর মধ্যে লিপ্ত হবে তার জন্য উচিত এই যে, যেসব নবী, ওলীরা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তাদের কথা স্মরণ করে ধৈর্য্যধারণ করবে ও সান্ত্বনা গ্রহণ করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর যখন শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেল, তখন তিনি এই কবিতা পাঠ করলেন

اِنْ يُّذْهِبِ اللّٰهُ مِنْ عَيْنِىْ نُوْرَهُمَا × فَفِىْ لِسَانِىْ وَقَلْبِىْ لِلْهُدٰى نُوْرٌ

অর্থঃ যদি আল্লাহ তায়ালা আমার উভয় চোখের জ্যোতি ছিনিয়ে নিয়ে যান তাতে আমার আক্ষেপ নেই। কেননা আমার যবান ও কলবের মধ্যে হিদায়াতের জ্যোতি বিদ্যমান। (ফাতহুল মারাম)

(٥٧٤) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَبْدَهُ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهٖ حَتّٰى يُوَافِيَهٗ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص١٣٦)

(৫৭৪) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ যখন বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন– দুনিয়াতে তাকে আগেভাগে শাস্তি দান করেন এবং যখন কোন বান্দার সাথে অকল্যাণের ইচ্ছা রাখেন তখন তার পাপের শাস্তি দানে বিরত থাকেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তাকে এর পূর্ণ শাস্তি দিবেন। (তিরমিযী, মিশকাত-১৩৬)

ব্যাখ্যাঃ পার্থিব জীবন যেমন অস্থায়ী তেমন এর শাস্তি লঘু এবং অস্থায়ী। তাই আল্লাহ পাকের কত বড় দয়া যে, তিনি কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করলেই তাকে দুনিয়ার জীবনে একটু মুসিবতের সম্মুখীন করেন। তাই দুনিয়া বিপদের সম্মুখীন হলে হায় হুতাশের কোন জো নেই। কেননা আখিরাতের শাস্তি মারাত্মক কঠিন ও স্থায়ী। (মিরকাত)

(٥٧٥) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَاءُ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص١٣٦)

http://kitabbhubon.com

(৫৭৫) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– বড় প্রতিফল বড় বিপদের বিনিময়েই। আল্লাহ পাক যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তাদেরকে বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে এতে (আরোপিত বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য (আল্লাহর) সন্তোষই রয়েছে। আর যে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য অসন্তুষ্টিই রয়েছে।

(তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৬)

ব্যাখ্যাঃ মোটকথা বান্দার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির আলামত। যার উপর আল্লাহ রাজি সে বিপদ পরীক্ষাতে সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহ যার উপরে নাখোশ-অসন্তুষ্ট সেই-ই বিপদে মুসিবতে আহামরি ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে থাকে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٧٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ اَوِ الْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَوَلَدِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَاعَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٣٦)

(৫৭৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মুমিন নর-নারীর উপর বিপদ লেগেই থাকে। তার আপন শরীরে তার ধন-সম্পদে অথবা তার সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে। যতক্ষণ না সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে। তখন তার উপরে কোন গোনাহের বোঝাই থাকে না। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৬)

ব্যাখ্যাঃ সুবহানাল্লাহ! মুমিনের বালা-মুসিবত সদাসর্বদাই রহমত। কেননা এর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার পর ধৈর্য্যধারণ করতে পারলে নিষ্পাপ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারবে। এটা হাদীসের ভাষ্য ও এই হাদীসের আলোচনা। কেননা বিপদে পড়লেই মুমিন ও সব মুসলমান তওবা ইস্তিগফার করে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে থাকে। তাই বিপদে লিপ্ত হবার পর মুমিন মৃত্যুবরণ করলে গোনাহবিহীন কবরের দিকে পাড়ি জমায়।

(٥٧٧) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِنِ السُّلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهٖ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ فِىْ جَسَدِهٖ اَوْفِىْ مَالِهٖ اَوْ فِىْ وَلَدِهٖ ثُمَّ صَبَّرَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِىْ سَبَقَتْ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، اَبُوْدَاؤُدَ، مِشْكٰوة صـ١٣٧)

(৫৭৭) অর্থঃ হযরত মুহাম্মদ বিন খালিদ ছুলামী তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা বলেছেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন বান্দার জন্য যখন আল্লাহর পক্ষ হতে কোন মর্যাদা নির্ধারিত হয় যা সে আমল দ্বারা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ পাক তাকে তার শরীর সম্পর্কে অথবা তার সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে অথবা ধন-সম্পদ সম্পর্কে

http://kitabbhubon.com

বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর তাকে এর উপর ধৈর্য্য ধারণের শক্তি দেন। যাতে সে ঐ মর্যাদা লাভ করতে পারে। যা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারণ করা হয়েছে। (আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৩৭)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস থেকে এ কথাই অনুমিত যে বান্দা বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণের মাধ্যমে ঐ সমস্ত মর্তবায় উন্নীত হতে পারে যেখানে আনুগত্য ও ইবাদাতের মাধ্যমে পৌঁছতে পারে না। (ফাতহুল মারাম)

(٥٧٨) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَدُّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعْطَى اَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ اَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِى الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٣٧)

(৫৭৮) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কিয়ামতের দিন যখন (দুনিয়াতে) বিপদগ্রস্ত লোকদের (অগণিত) ছওয়াব দেওয়া হবে। তখন যাঁরা সুখ-শান্তিভোগী ব্যক্তি ছিল- তারা আফসোস করতঃ এই কামনা করবে যে, হায়! যদি দুনিয়াতে তাদের চামড়া কাঁচি দ্বারা কাটা হত। (যার বিনিময় তাদের মত সওয়াব পেতাম।) (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৩৭)

ব্যাখ্যাঃ يَوَدُّ অর্থাৎ ভালবাসবে, আকাংখা করবে। এই مَفْعُوْل -এর উহ্য আছে। অর্থাৎ كَوْنُهُمْ فِى الدُّنْيَا مُبْتَلِيْنَ فِىْ اَشَدِّ الْبَلَايَا অর্থাৎ (যদি) তারা হত দুনিয়ার জীবনে সবচেয়ে মারাত্মক বিপদগ্রস্ত। (হাশিয়ায়ে মিশকাত)

(٥٧٩) وَعَنْ عَامِرِنِ الرَّامِ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَسْقَامَ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَصَابَهُ السَّقْمُ ثُمَّ عَافَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى مِنْ ذُنُوْبِهٖ وَمَوْعِظَةً لَّهٗ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ وَاِنَّ الْمُنَافِقَ اِذَا مَرِضَ ثُمَّ اُعْفِىَ كَانَ كَالْبَعِيْرِ عَقَلَهُ اَهْلُهٗ ثُمَّ اَرْسَلُوْهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوْهُ وَلِمَ اَرْسَلُوْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْاَسْقَامُ وَاللّٰهِ مَامَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة صـ١٣٧)

(৫৭৯) অর্থঃ হযরত আমির রাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন- মুমিনের যখন রোগ হয় অতঃপর আল্লাহ পাক তাকে আরোগ্য দান করেন- এটা তার অতীতের গোনাহের জন্য কাফফারা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার বস্তু হয়। কিন্তু মুনাফিক যখন রোগাক্রান্ত হয় অতঃপর তাকে আরোগ্য দান করা হয় সে সেই উটের ন্যায় হয় যাকে তার মালিক বেঁধেছিল অতঃপর ছেড়ে দিল। সে বুঝল না যে কেন তাকে বেঁধে ছিল এবং কেন তাকে ছেড়ে দিল।

http://kitabbhubon.com

তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো– হে আল্লাহর রসূল! রোগ আবার কি? খোদার কসম! আমি তো কখনও রোগাক্রান্ত হইনি। হুযূর বললেন, আমাদের কাছ থেকে ওঠ! তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নও। (আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৭)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর প্রিয়পাত্রের একটা আলামত বা অন্যতম আলামত অসুখ-বিসুখ। সুতরাং যে এ অসুখ থেকে মুক্ত থাকে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হতে পারে না। কেননা যদি আল্লাহ পাক তার ভাল চাইতেন তাহলে তাকে অবশ্যই রোগে ফেলে গোনাহ মুক্ত করতেন। আরেক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ পাক এ ব্যক্তিকে ভালবাসেন না যে সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে মুসিবতে পতিত হয়নি। (ফাতহুল মারাম)

(٤٨٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شِخِّيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثِّلَ ابْنُ اٰدَمَ وَاِلٰى جَنْبِهٖ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ مَنِيَّةً اِنْ اَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِى الْهَرَمِ حَتّٰى يَمُوْتَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٣٧)

(৫৮০) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন শিখ্খীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– বনী আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে অথচ তার পাশে নিরানব্বইটি বিপদ রয়েছে। যদি এর সকলেই তার ব্যাপারে লক্ষ্যচ্যুত হয়, অন্তত সে বার্ধক্য রূপ বিপদে পতিত হয় এবং অবশেষে মৃত্যুবরণ করে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৭)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ মানুষ অসংখ্য বালা-মুসিবতের সাথে ঘিরে থাকে। তা থেকে কোনই মুক্তি নাই। যদিও বা বিভিন্ন বালা-মুসিবতের থেকে রেহাই পায়। কিন্তু বার্ধক্য হতে কখনও মুক্তি পায় না। অবশেষে এ বার্ধক্য-মুসিবতগ্রস্ত হয়েই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٥٨١) وَعَنْ سَعْدٍ رض قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلٰى حَسْبِ دِيْنِهٖ فَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهٖ صُلْبًا اِشْتَدَّ بَلَاؤُهٗ وَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهٖ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ كَذَالِكَ حَتّٰى يَمْشِىَ عَلَى الْاَرْضِ مَالَهٗ ذَنْبٌ .(رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، اِبْنُ مَاجَه، مِشْكٰوة صـ١٣٦)

(৫৮১) অর্থঃ হযরত সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হুযূর! বিপদ দ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশী পরীক্ষা করা হয় কাদেরকে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– নবীদের। অতঃপর যারা তাদের মত। তারপর যারা তাদের মত। মানুষ তার দ্বীনদারীর অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে তার দ্বীনের ব্যাপারে শক্ত হয় তার বিপদও শক্ত হয়। যদি তার দ্বীনের ব্যাপারে শিথিলতা থাকে তার বিপদও সহজ হয়। এইরূপ বিপদ হতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গোনাহ থাকে না।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৩৬)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ নবীগণ সর্বাপেক্ষা মুসিবতগ্রস্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন– (১) অন্যেরা যেমন নিয়ামত পেলে খুশী হয়, অর্জিত নিয়ামত থেকে মজা লাভ করে ঠিক তেমনি নবীগণ মুসিবত থেকেও মজা লাভ করে (২) তাদের প্রতি সর্বাপেক্ষা বিপদ-আপদ এলে সাধারণ মানুষ তাদের সম্পর্কে খোদায়ীত্বের আশংকা করত (৩) উম্মতের শিক্ষার্জনের অন্যতম সহায়ক হওয়া। অর্থাৎ যখন মানুষ নবীদের সর্বাপেক্ষা বিপদগ্রস্ত হতে দেখে এবং এর প্রতি তাদের অকল্পনীয় ধৈর্য্যধারণ দেখে তখন তারাও বিপদে আর হা-হুতাশ করে না। বরং বিপদকে সাদরে গ্রহণ করে আর এর উপরে ছবর করে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٨٢) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رض وَالصُّنَابِحِيِّ اَنَّهُمَا دَخَلَا عَلٰى رَجُلٍ مَرِيْضٍ يَعُوْدَانِهٖ فَقَالَا لَهٗ كَيْفَ اَصْبَحْتَ فَقَالَ اَصْبَحْتُ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ قَالَ شَدَّادٌ اَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ اَنَا اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِىْ عَلٰى مَاابْتَلَيْتُهٗ فَاِنَّهٗ يَقُوْمُ مِنْ مَضْجَعِهٖ ذٰلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَاقَيَّدْتُّ عَبْدِىْ وَابْتَلَيْتُهٗ فَاجْرُوْا لَهٗ مَاكُنْتُمْ تُجْرُوْنَ لَهٗ وَهُوَ صَحِيْحٌ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص١٣٧)

(৫৮২) অর্থঃ হযরত শাদ্দাদ বিন আওস ও হযরত ছুনাবিহী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তারা এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন– আজ সকাল কেমন যাচ্ছে (অর্থাৎ সকাল কেমন কাটালেন)? আল্লাহর মেহেরবাণীতে ভালোই যাচ্ছে। একথা শুনে শাদ্দাদ বললেন– তোমার প্রতি গোনাহ মাফ এবং অপরাধ মার্জনার সুসংবাদ হোক। কেননা আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ পাক বলেন– আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্যে কোন মুমিন বান্দাকে রোগগ্রস্ত করি আর আমার এই রোগগ্রস্ত করা সত্ত্বেও সে আমার শোকর করে– সে তার এই রোগ শয্যা হতে উঠবে সমস্ত গোনাহ হতে পাক-ছাফ হয়ে সেই দিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল এবং পরওয়ারদেগার আরো বলেন– (ফেরেশতাদের) আমি আমার বান্দাকে বদ্ধ (অচল) করে রেখেছি এবং রোগগ্রস্ত করে রেখেছি। অতএব তোমরা তার সুস্থ অবস্থায় তার জন্য যে ছওয়াব বা প্রতিদান লিখতে এখনও তাই লিখতে থাক যদিও সে সেই আমল করতে না পারে। (আহমাদ, মিশকাত– ১৩৭)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, রোগী যদি আল্লাহর প্রশংসা করে তথা রোগ হলে পরে আলহামদুলিল্লাহ বলে তবে ঐ রোগ দ্বারা তারা সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু জুমহুরদের মতামত হলো, শুধু সগীরা গোনাহ মাফ হয় আর আল্লাহ পাকের কতই মহান দান যে, রোগের অবস্থায় সুস্থাবস্থার বরাবর সওয়াব পেতে থাকে। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٥٨٣) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِّلْمُؤْمِنِ اِنَّ اَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللّٰهَ وَشَكَرَ وَاِنْ اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللّٰهَ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِىْ كُلِّ اَمْرِهٖ حَتّٰى فِى اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا اِلٰى فِىْ اِمْرَأَتِهٖ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص١٥١)

(৫৮৩) অর্থঃ হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আশ্চার্য ব্যাপার মুমিনের– যদি তার প্রতি কোন কল্যাণ বর্তায় সে আল্লাহর প্রশংসা করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর যদি বিপদ বর্তায় তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং ছবর করে। সুতরাং মুমিন তার প্রত্যেক কাজেই সওয়াব লাভ করে। এমনকি সে তার আপন স্ত্রীর মুখে যে খাদ্য লোকমাটি দিয়ে থাকে তাতেও।

(বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৫১)

ব্যাখ্যাঃ বর্তমানে এমন দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন স্বামীরা, তারা স্ত্রীর খাওয়া গ্লাসে পর্যন্ত পানি পান করতে কুণ্ঠাবোধ করে। অথচ সুন্নাত তো স্ত্রীর পান করা গ্লাসে পান করা।

اَلنَّهْىُ عَنْ تَمَنِّى الْمَوْتِ

মৃত্যু কামনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

(٥٨٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة ص١٣٩)

(৫৮৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ সে নেককার হলে হয়তো অধিক নেকী অর্জন করবে আর বদকার হলে সম্ভবত (তওবা করে) আল্লাহর সন্তোষ অন্বেষণ করতঃ তা লাভে সমর্থ হবে। (বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৩৯)

ব্যাখ্যাঃ দুঃখ-কষ্ট বা অভাব-অনটনের কারণে মৃত্যু কামনা করা নিষেধ। এটা আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি অসন্তুষ্টির লক্ষণ। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাতের বাসনায় মৃত্যু কামনা করা নিষেধ নয়। মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে গোনাহ হতে বাঁচিয়ে রাখে এবং আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয়। হায়াত আল্লাহর হুকুম, এর অপসারণ কামনা করা আল্লাহর হুকুমে রাযী না থাকার নামান্তর, তাই মৃত্যু কামনা বিপদের কারণে বৈধ নয়। (মিরকাত) হ্যাঁ মৃত্যুর মাধ্যমে শহীদ হওয়া বা আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করা বৈধ আছে।

http://kitabbhubon.com

(٥٨٥) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٣٩)

(৫৮৫) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে তার প্রতি যেই বিপদ পৌঁছেছে তার কারণে। অগত্যা তা যদি সে করতেই চায় তবে যেন বলে– اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَاكَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ যে পর্যন্ত জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান কর যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হয়। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত ১৩৯ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ মৃত্যু কামনার বিভিন্ন বর্ণনা ও তার বৈধতার ক্ষেত্র সমূহ– ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, দ্বীনী ফিৎনার আশংকায় মৃত্যু কামনা করা মাকরূহ নয় বরং মুস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ী ও ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা মৃত্যু কামনা করতেন। আল্লাহর রাস্তায়ও মৃত্যু কামনা করা বা শাহাদাত কামনা করাও মুস্তাহাব। যেমন তা হযরত ওমর, হযরত মুয়াজ (রাঃ) প্রভৃতি ছাহাবাদের থেকে বর্ণিত রয়েছে। মুসলিম শরীফে আছে, যে ব্যক্তি সত্য সত্যই অন্তর থেকে শাহাদাতের কামনা করে তার শাহাদাতের সওয়াব অর্জিত হয়। (যদিও সে বাস্তবে শাহাদাতপ্রাপ্ত না হয়) এরূপভাবে মদীনায় মৃত্যু কামনা করাও মুস্তাহাব। বুখারী শরীফে এ ধরণের দুয়া সম্পর্কিত হাদীসে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। (মাজাহির)

فَضِيْلَةُ الْاِحْتِسَابِ فِىْ مَوْتِ الْحَبِيْبِ

ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর আঘাত সহ্য করার উপর সওয়াবের আশা রাখার ফযীলত

(٥٨٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٥٠)

(৫৮৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ পাক বলেনঃ আমার মুমিন বান্দা যখন আমি তার দুনিয়ার কোন প্রিয়ভাজনকে উঠিয়ে নেই আর সে (এ আঘাত পেয়ে ছবর করে ও প্রতিদানে) সওয়াবের আশা রাখে– তার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত কোন পুরস্কার নেই (অর্থাৎ জান্নাত তার জন্য অবধারিত)। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৫০)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে صَفِيٌّ শব্দ এসেছে। যার মধ্যে মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই অন্তর্ভুক্ত। উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, মানুষের কোন নিকটতম ব্যক্তি চাই সে যে পর্যায়েই হোক না কেন– মৃত্যুবরণ করলে সে যদি এতে বিচলিত ও পেরেশান না হয়ে বরং ছবর করে এবং এ কঠিন আঘাতের বিনিময় সওয়াবের আশা রাখে তবে তার উক্ত ফযীলত ও মর্যাদা অর্জিত হবে। অর্থাৎ সে জান্নাতের প্রবেশাধিকার লাভ কবে। (ফাতহুল মারাম)

مُذَمَّةُ النِّيَاحَةِ

শোক-বিলাপের নিন্দা

(٥٨٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعٰى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ ١٥٠)

(৫৮৭) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– সে আমাদের দলভূক্ত নয় যে (মৃত্যুর শোকে) আপন মুখমন্ডলে বেত্রাঘাত করে, জামার গলা ফাঁড়ে এবং জাহেলিয়াতের যুগের হা-হুতাশের ন্যায় হা-হুতাশ করে।

(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৫০)

ব্যাখ্যাঃ মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন গুণ, কথা, কাজ ও তার অবদানের কথা উল্লেখপূর্বক আওয়াজের সাথে রোদন করাকে نَوْحَة বা শোক-বিলাপ বলে। এটা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও অবশ্যই বর্জনীয়। জাহেলী যুগে মানুষ মৃত্যুর শোকে হা-হুতাশ করে আহাজারি করত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্র হাদীসে এথেকে সতর্ক করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, এরূপ করলে সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। সুতরাং এটা জাহিলী কু-সংস্কার কাজেই আমাদের পরিহার করা উচিত।

(٥٨٨) وَعَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا بَرِىْءٌ مِّمَّنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ ١٥٠)

(৫৮৮) অর্থঃ হযরত আবু বুরদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমি তার থেকে মুক্ত (সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন) যে (মুসীবতে) মাথার চুল মুন্ডিয়ে ফেলে উচ্চস্বরে বিলাপ করে এবং জামার গলা ফাঁড়ে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৫০)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহপাক যদি কারো হতে মুক্ত থাকেন তার ধ্বংস অনিবার্য। তাই কেউ মারা গেলে চিৎকার দিয়ে কেঁদে মুখ খাবলে, ক্ষত-বিক্ষত করে, জামার কলার ফেড়ে আল্লাহর রোষানলে না পড়াই মুমিনের গুণ হওয়া উচিত।

http://kitabbhubon.com

(٥٨٩) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ١٥١)

(৫৮৯) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলেন নবী করীম (সঃ) অভিশাপ দিয়েছেন বিলাপকারীনীকে ও তার শ্রবণকারিনীকে। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৫১)

ব্যাখ্যাঃ নারীদের অভিশাপ দেয়ার কারণ: সাধারণত নারীরাই বেশীর ভাগ বিলাপ করে থাকে ও বিলাপ শুনে থাকে, তাই বিশেষভাবে হাদীসে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় পুরুষ বিলাপ বা শ্রবণ করলে তার জন্যও অভিশাপ রয়েছে। অবশ্য শ্রবণকারীণী দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ নারীর শ্রবণ, যে ইচ্ছা করে শ্রবণ করে এবং এবং এতে অন্তরে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফল করে, অনিচ্ছায় বা হঠাৎ কানে এলে তা দোষের নয় কেননা তা অনিচ্ছামূলক।

(٥٩٠) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِمْ وَاجِبَلَاهُ وَاسَيِّدَاهُ وَنَحْوُ ذٰلِكَ اِلَّا وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَلْهَزَانِهِ وَيَقُوْلَانِ اَهٰكَذَا كُنْتَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٥٢)

(৫৯০) অর্থ হযরত আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যে কোন ব্যক্তি মারা যায় আর রোদনকারীরা তার জন্য এই বলে কান্নাকাটি করে যে, হে আমার পর্বততুল্য অমুক! হে আমার মুরুববি অমুক! অথবা এর অনুরূপ কিছু। তখন আল্লাহ পাক তার জন্য দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন যারা তার বুকে মারতে থাকে, আর বলে তুমি এরূপ ছিলে নাকি? (তিরমিযী, মিশকাত, পৃষ্ঠা- ১৫২)

ব্যাখ্যাঃ একটি প্রশ্ন ও তার জওয়াব, পরিবার-পরিজন কাঁদলে মৃতের শাস্তির প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে অথবা কুরআনের এক স্থানে এসেছে- لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ একজনের পাপের শাস্তি অন্যে বহন করবে না, এ সমস্যার সমাধান কি?

উত্তর হলঃ উলামাগণ হাদীসের বিভিন্ন অর্থ করেছেন বা ব্যাখ্যা করেছেন, তার মোটকথা বা সারাংশ হলো, যদি মৃত ব্যক্তি এ সমস্ত গুনাহের কারণ বা মাধ্যম হয় অর্থাৎ বিলাপ মাতম ইত্যাদি করার ওসিয়ত করে যায় অথবা এ সমস্ত কাজে সন্তুষ্ট থাকে। জীবিতাবস্থায় আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে রুনাজারীর প্রথা ছিল কিন্তু সে তা থেকে নিষেধ করেনি – তাহলে এই সমস্ত কারণে তখন মৃত ব্যক্তি সরাসরি গুনাহ্ না করলেও যেহেতু গুনাহের মাধ্যম হয়েছে তাই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٥٩١) وَعَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ فِىْ اُمَّتِىْ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَايَتْرُكُوْنَهُنَّ اَلْفَخْرُ فِى الْاَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الْاَنْسَابِ وَالْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ

http://kitabbhubon.com

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص ١٥٠)

(৫৯১) অর্থঃ হযরত আবু মালিক আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যুগের চারটি প্রথা রয়ে গেছে তারা তা ছাড়ছে না। (১) নিজের গুণের গর্ব, (২) কারো বংশের নিন্দা (৩) গ্রহ-নক্ষত্র যোগে বৃষ্টি চাওয়া (৪) বিলাপ করা, অত:পর তিনি বল্লেন! বিলাপকারীনী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তবে কিয়ামতের দিন তাকে উঠানো হবে এমতাবস্থায় যে, তখন তার গায়ে থাকবে আলকাতরার জামা ও ক্ষতের পিরান। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৫০)

ব্যাখ্যাঃ আলকাতরার জামা ও ক্ষতের ফোসকা এর অর্থঃ অর্থাৎ শোকে সে আপন মুখমণ্ডল ক্ষত করেছিল বিধায় তার শরীরে ক্ষত থাকবে এবং এর উপরে তৈলাক্ত জামা পরিয়ে দেওয়া হবে। যাতে ক্ষত অধিক জ্বলতে থাকে। জাহেলী যুগে শোকে মুখমণ্ডল ক্ষত করার প্রথা ছিল বা নিয়ম ছিল, গ্রহ-নক্ষত্র যোগে বৃষ্টি চাওয়া ঃ অর্থাৎ কোন গ্রহ বা নক্ষত্র কোন নির্দিষ্ট কক্ষে গেলে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে-এই বিশ্বাস করা; এটা সম্পূর্ণ হারাম। বরং এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর দান ও নিয়ামতের কারণেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

مَا يَجُوْزُ مِنَ الْبُكَاءِ وَالْحُزْنِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃতের উপর যতটুকু কাঁদা এবং যতটুকু দুঃখ প্রকাশ বৈধ

(٥٩٢) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِّاِبْرَاهِيْمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهٗ وَشَمَّهٗ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهٖ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهٗ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَاَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَاابْنَ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلَا نَقُوْلُ اِلَّا مَا يَرْضٰى رَبُّنَا وَاَنَا بِفِرَاقِكَ يَااِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص ١٥٠)

(৫৯২) অর্থঃ হয়রত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আবু ছাইফ কর্মকারের নিকট পৌছলাম। সে হুযূরের পুত্র ইব্রাহীমের ধাত্রীর স্বামী ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্রাহীমকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে চুম্বন করলেন নাক-মুখ শুঁকলেন। এরপর আর একবার আমরা তার কাছে গেলাম। তখন তিনি (ইব্রাহীম) প্রাণ ত্যাগ করছিলেন, এ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উভয় চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল, এটা দেখে আব্দুর রহমান বিন্ আউফ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল আপনিও? তখন হুযূর (সঃ)

http://kitabbhubon.com

বললেন, হে ইবনে আউফ! এটা হল দয়া। অত:পর হুযূর আবার অশ্রু বিসর্জন দিলেন এবং বললেন, চক্ষু-অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে; তথাপিও আমি প্রকাশ করছি তা-ই যাতে আমার প্রভু খুশি হয় বা খুশি থাকেন। ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকার্ত। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত-১৫০)

ব্যাখ্যাঃ হুযূরের ছাহিবজাদা ইব্রাহীম বিবি মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্য বয়সেই ১৫/১৬ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন, তার ইন্তিকালের সময় হুযূর নিরবে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছিলেন। আর তা ছিল নিছক তাঁর প্রতি রহম প্রকাশ স্বরূপ; ধৈর্যহীনতার কারণে নয়। সুতরাং আন্তরিক দু:খ ও সান্ত্বনা প্রদানের জন্য কিছুটা সমবেদনা জ্ঞাপন করা যেতে পারে। তবে অতিশয় ব্যথা প্রকাশ কিংবা হা-হুতাশ সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত।

فَضِيْلَةُ التَّعْزِيَةِ

মুসীবতগ্রস্তকে সান্ত্বনা দানকরার ফযীলত

(٥٩٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزّٰى مُصَابًا فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، اِبْنُ مَاجَه، مِشْكٰوة ص١٥١)

(৫৯৩) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দান করে তার জন্যও বিপদগ্রস্তের ন্যায় সওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৫১)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে মুছিবতগ্রস্ত ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। চাই তা মৃত্যুর দ্বারা মুছিবতগ্রস্ত হোক বা অন্য কোন মুছিবতের শিকার হোক। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন মুছিবতগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধৈর্য্যধারণ করতে বলে এবং তাকে বিভিন্ন প্রকারের সান্ত্বনা দেয় চাই নিকটে উপস্থিত হয়ে হোক বা পত্র প্রেরণ করে হোক- তাহলে পত্র প্রদানে সেও এ পরিমাণ সওয়াব লাভ করবে যে পরিমাণ সওয়াব বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি ছবর করার দ্বারা পায়। (ফাতহুল মারাম)

(٥٩٤) وَعَنْ اَبِىْ بُرْزَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزّٰى ثَكْلٰى كُسِىَ بُرْدًا فِى الْجَنَّةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص١٥١)

(৫৯৪) অর্থঃ হযরত আবু বারজা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন সন্তানহারা স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা দান করবে, তাঁকে বেহেশতে চাদর ও মূল্যবান কাপড় পরানো হবে। (তিরমিযী, মিশকাত, পৃষ্ঠা- ১৫১)

ব্যাখ্যাঃ যে মহিলার সন্তান মারা যায় তার আর দুঃখ-বেদনার সীমা থাকে না, তাই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারলে পরকালে আল্লাহ পাক সান্ত্বনা দাতাকে জান্নাতের চাদর ও মূল্যবান কাপড় পরিধান করাবেন।

http://kitabbhubon.com

(٥٩٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزّٰى اَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৫৯৫) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন মুছিবত বা বিপদে সান্ত্বনা দিবে, আল্লাহপাক তাকে কিয়ামতের দিন সম্মান ও মর্যাদার জোড়া (সেট কাপড়) পরাবেন। (ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যাঃ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট শান্তি ও আনন্দ অনুপস্থিত থাকে, সেখানে তাকে সান্ত্বনা দান করা মানে শান্তি ও আনন্দ এনে দেয়া। তাই সেই সান্ত্বনা দানকারীকে আল্লাহ পাক এমন দিনে উন্নত পোশাক পরিয়ে দিবেন যেদিন প্রাথমিক পর্যায়ে কারও পোশাক ও কাপড় চোপড় থাকবে না।

فَضِيْلَةُ غُسْلِ الْمَوْتٰى وَتَكْفِيْنِهِمْ

মৃতের গোসল দান ও তার দাফন-কাফনের মর্যাদা

(٥٩٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اتْبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهٗ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تَدْفَنَ فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص١٤٤)

(৫৯৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে কোন মুসলমানের লাশের কাছে আগমন করেছে এবং তার জানাযা নামায পড়া ও কাফন দাফন থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত তার সাথেই রয়েছে। তাহলে সে দুই "কীরাত" সওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। প্রত্যেক কীরাত হচ্ছে উহুদ পাহাড় বরাবর। আর যে ব্যক্তি জানাযা নামায পড়ে দাফন করার পুর্বে প্রত্যাবর্তন করেছে; সে এক কীরাত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে।

(বুখারী মুসলিম, মিশকাত–পৃষ্ঠা ১৪৪)

ব্যাখ্যাঃ কীরাতের অর্থ ও উদ্দেশ্যঃ কীরাত (قِيْرَاطٌ) বলা হয় এক দাঙ্গের অর্ধেককে। আর এক দাঙ্গ (دانگ) হল এক দিরহামের ষষ্ঠাংশ সমপরিমাণ। অর্থাৎ ছয় ভাগের এক ভাগ। সুতরাং এই হিসাবে এক কীরাত হলো এক দিরহামের বার ভাগের এক ভাগ। তবে এখানে কীরাত দ্বারা উদ্দেশ্য এক বিরাট অংশ অর্থাৎ এক বড় স্তুপ। যার সঠিক পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই জানেন। (ফাতহুল মারাম)

(٥٩٧) مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ (رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ، لَوَاقِحُ الْاَنْوَارِ ص٢٤٤)

http://kitabbhubon.com

(৫৯৭) অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান (মৃত)-কে গোছল দেয় অতঃপর তার (কোন শরীরসহ) দোষ (জেনে তা) গোপন করে আল্লাহ পাক তাকে চল্লিশবার ক্ষমা করেন। আর যে ব্যক্তি মৃতকে কাফন পরায় আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের মোটা ও মসৃণ রেশমের পোশাক পরাবেন। (ত্বরানী, লাওয়াকিহুল আনওয়ার- পৃষ্ঠা ২৪৪)

ব্যাখ্যাঃ মৃতকে নিজ মালিকানার কাপড় পরালে জান্নাতের পোশাক পাবে।

(٥٩٨) مَنْ حَفَرَ قَبْرًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ (رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ، لَوَاقِحُ الْاَنْوَارِ صـ٢٤٤)

(৫৯৮) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কবর খনন করে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে একটা মহল নির্মাণ করেন আর যে ব্যক্তি মৃতকে গোছল দেয় সে তার পাপরাশি থেকে ঐদিনের ন্যায় মুক্ত ও নিষ্পাপ হয়ে যায় যে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল, এবং যে ব্যক্তি মৃতকে কাফন পরায় আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের জোড়া পরিধান করাবেন।

(ত্বরানী, লাওয়াকিহুল আনওয়ার- পৃষ্ঠা ২৪৪)

ব্যাখ্যাঃ মৃতকে গোছলের দ্বারা সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ঃ এর ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরাম সমস্ত গুনাহের ব্যাখ্যা করেছেন, এমনকি ছগীরা গুনাহও। অর্থাৎ মৃতকে গোছল দেওয়ার দ্বারা সমস্ত ছগীরা গুনাহ মাফ হয়। কেননা উলামারা একথার উপরে ঐক্যমত হয়েছেন যে, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। অবশ্য যদি গোছলের সময় মুখে তওবা ও ইস্তিগফার পড়ে তাহলে তার যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়েছে বলে বলা যায়। (ফাতহুল মারাম)

فَضِيْلَةُ الْاِحْتِسَابِ فِىْ مَوْتِ الْوَلَدِ

সন্তানের মৃত্যুতে সওয়াবের আশা রাখার ফযীলত

(٥٩٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلٰثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ اِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٥٠)

(৫৯৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে সে দোযখে প্রবেশ করবে না। কিন্তু শুধু (আল্লাহর) শপথ পূরণ করার জন্য। অর্থাৎ, স্রেফ খোদা তায়ালার কসম পূরণ করার জন্য।

(বুখারী মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৫০)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্‌র কসম কি? আল্লাহ পাক কুরআনের একস্থানে কসম করে বলেছেন وان منكم الا واردها অর্থাৎ কসম! তোমাদের কেউ তাতে (দোজখে) প্রবেশ না করে থাকবে না। অর্থাৎ প্রত্যেকেই মুহূর্তের জন্য হলেও জাহান্নামে প্রবেশ করতে

http://kitabbhubon.com

হবে। আল্লাহর এই শপথ পুরণ করার জন্য বা উদ্দেশ্যে পূরণের জন্য এক মুহূর্ত সে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ এর উপর স্থাপিত পুলের উপর দিয়ে অতিবাহিত হবে বিদ্যুতের ন্যায়। তার গায়ে মোটেই আঁচ লাগবে না। (ফাতহুল মারাম)

(٦٠٠) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسْوَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ لَايَمُوْتُ لِاِحْدَا كُنَّ ثَلٰثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ اِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ مِنْهُنَّ اَوَ اِثْنَانِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَوَ اِثْنَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص ١٥٠)

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَحْمَدَ زِيَادَةٌ قَالُوْا اَوَ وَاحِدٌ قَالَ اَوَ وَاحِدٌ.

(৬০০) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক আনছারী স্ত্রী লোককে বল্লেনঃ তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে আর সে (ছবর করবেও) সওয়াবের আশা রাখবে, নিশ্চয়ই সে বেহেশতে যাবে। এ সময় তাদের মধ্যে থেকে এক স্ত্রীলোক বলে উঠলো, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: যদি দুটি মারা যায়? হুজুর বললেন, যদি দুটি, (মারা যায়) তবুও।

(মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৫০)

আহমাদের এক বর্ণনা এও অতিরিক্ত আছে যে, তারা পুনরায় বলল, যদি একটি মারা যায়? হুজুর বললেন– যদি একটিও মারা যায়।

ব্যাখ্যাঃ সন্তানাদি মৃত্যুবরণ করলে তাদের মহব্বতে চোখ দিয়ে পানি বের হওয়া ও নিঃশব্দে কাঁদা এটা ধৈর্য্যের পরিপন্থী নয়। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর সন্তান ইব্রাহীমের মৃত্যুতে কেঁদে ছিলেন। তবে উচ্চ-স্বরে কাঁদা, হায়-হুতাশ করা ধৈর্য্যের পরিপন্থী। তাই সন্তানাদি মারা গেলে ধৈর্য্যধারণ করলে অবশ্যই (তার ঈমান থাকলে) জান্নাতে যাবে।

(٦٠١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهٗ فَرَطَانِ مِنْ اُمَّتِىْ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهٗ فَرَطٌ مِّنْ اُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهٗ فَرَطٌ يَامُوَفَّقَةُ فَقَالَتْ فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ فَرَطٌ قَالَ فَاَنَا فَرَطُ اُمَّتِىْ لَنْ يُّصَابُوْا بِمِثْلِىْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ مِشْكٰوة ص ١٥١)

(৬০১) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির দুইটি মৃত সন্তান থাকবে তাদের দ্বারা আল্লাহ পাক তাকে বেহেশত দান করবেন। একথা শুনে হযরত আয়িশা (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যার একটি মৃত সন্তান থাকবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, যার একটি সন্তানও থাকবে, হে আয়িশা (রাঃ) (যাকে উম্মতের ভাল ও গুরুত্ব বিষয় জিজ্ঞাসার তৌফিক দিয়েছে)। হযরত আয়িশা (রাঃ) আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

http://kitabbhubon.com

হে আল্লাহর রসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যার একটিও মৃত সন্তান থাকবে না তার কি হবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমিই আমার উম্মতের জন্য মৃত সন্তান। হে আয়িশা! আমার মৃত্যুর মুছিবত তুল্য মুছিবতে তারা কখনও পড়বে না। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৫১)

ব্যাখ্যাঃ فَرَطَان আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেনঃ যখন কেউ আগে চলে যায় বা পূর্বে চলে যায় তাকে فَرَط বলে। فَرَط দ্বারা এ হাদীসে উদ্দেশ্য, ঐ সন্তান যে আগে মারা যায়। কেননা সে আগে গিয়ে তার মাতা-পিতার জন্য জান্নাতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। যেমন কাফেলার তথা অগ্রপথিক সামনের অবস্থান স্থানের সবকিছু প্রস্তুত করে, যার তারা মুখাপেক্ষী হয়। যেমন- পানি, চারণভূমি প্রভৃতি। (মিরকাত)

(٦٠٢) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهٖ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهٖ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص١٥١)

(৬০২) অর্থঃ হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় আল্লাহ পাক তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তান উঠিয়ে নিলে? তারা উত্তর দিয়ে থাকেন হ্যাঁ খোদা, তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি তার অন্তরের ধন কেঁড়ে নিলে? তারা বলে হ্যাঁ, খোদা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তখন আমার বান্দা কি বললো? তাঁরা উত্তরে বলেন, তখন সে প্রশংসা করলো এবং ইন্নালিল্লাহ বললো। তখন আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ কর আর এর নাম রাখ বাইতুল হাম্‌দ।
(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ১৫১)

ব্যাখ্যাঃ (ক) হাম্‌দ অর্থ প্রশংসা করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারো সন্তান মারা গেলে যে এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করা হবে তা এরূপ সবর করলে এবং আল্লাহর কাজের উপর রাজী থাকলেই দান করা হবে। (খ) কুরআনে আছে, মুমিনদের প্রতি যখন কোন মুসীবত পৌঁছে তখন তারা বলে- اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

অর্থঃ আমরা আল্লাহর এবং আমরা তাঁর-ই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

হাদীসে এর-ই প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কাজেই সন্তানাদির মরণে যদি হাদীসে বর্ণিত গুণে গুণান্বিত হওয়া যায় তাহলে ধৈর্য্যধারীর জন্য জান্নাতে প্রশংসা গৃহ তৈরী করা হবেই হবে।

(٦٠٣) وَعَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهٗ اِذَا اَدْخَلَ اَبَوَيْهِ النَّارَ فَيُقَالُ اَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهٗ اَدْخِلْ اَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهٖ حَتّٰى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص١٥٣)

http://kitabbhubon.com

(৬০৩) অর্থঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মৃত প্রসবিত সন্তানও আপন প্রভুর সাথে বাদানুবাদ করবে; যখন তিনি তার পিতা মাতাকে দোযখে ঢুকাবেন। তাকে বলা হবে, হে আপন প্রভুর সাথে বাদানুবাদকারী সন্তান! তুমি তোমার মা-বাবাকে বেহেস্তে প্রবেশ করাও। অত:পর সে তাদেরকে নিজের নাভী-লতা দিয়ে টেনে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৫৩)

ব্যাখ্যাঃ لَيُرَاغِمُ অর্থাৎ ঝগড়া করবে,বাদানুবাদ করবে। এটা হচ্ছে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّة আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেছেনঃ এই হাদীসটি ঐ হাদীসের মত হয়েছে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন আল্লাহ পাক সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করলেন তখন আত্মীয়তার বন্ধন দাঁড়িয়ে গেল ও আল্লাহর কোমর জড়িয়ে ধরল, তখন আল্লাহ পাক বললেন, থাম, তোমাকে যে ছিন্ন করবে আমি তাকে ছিন্ন করব, তোমাকে যে অবিচ্ছিন্ন রাখবে আমি তাকে জান্নাত দিবই দিব ঈমানের শর্তে।

(٦٠٤) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِبْنَ اٰدَمَ اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى لَمْ اَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ١٥٣)

(৬০৪) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– আল্লাহ তায়ালা বলেন; হে আদম সন্তান! যদি তুমি বিপদের প্রথম সময় ছবর কর এবং সওয়াবের আশা রাখ তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন ছওয়াবে সন্তুষ্ট হবো না।
(ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৫৩)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে কুদসীতে, স্বয়ং রব্বুল আলামীন এই ঘোষণা দিলেন যে, বিপদের সময় যদি আদম সন্তান প্রথমেই ধৈর্য্য ধারণ করে তবে তিনি এর প্রতিদান হিসাবে জান্নাতই দিবেন। কাজেই প্রতিটি আদম সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য হল যখনই বিপদ আসে তখন হতেই ধৈর্য্যধারণ করে ঐ সওয়াব ও পুরস্কারের ভাগী হওয়া।

(٦٠٥) وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رض عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيْبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَاِنْ طَالَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذَالِكَ اِسْتِرْجَاعًا اِلَّا جَدَّدَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَهٗ عِنْدَ ذٰلِكَ مِثْلَ اَجْرِهَا يَوْمَ اُصِيْبَ بِهَا (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٥٣)

(৬০৫) অর্থঃ হযরত হুছাইন বিন আলী (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে কোন মুসলমান পুরুষ বা নারী কোন বিপদে পড়বে অত:পর একে স্মরণ করবে– যদিও দীর্ঘদিন পরে হয় এবং এজন্য ইন্নালিল্লাহ্ পড়বে, নিশ্চই আল্লাহ পাক তাকে তখন নতুন করে সওয়াব দিবেন। যেদিন সে বিপদে পড়েছিল সেদিনের পরিমাণ সওয়াব।
(আহমাদ, বাইহাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৫৩)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ ও ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও নবীর সুন্নাত। এমনকি তা তথা বিপদাপদে ঐ দুআ পড়া সওয়াবেরও কারণ। এমনকি ঐ বিপদ দূরীভূত হওয়ার পর অনেক দিন পরে আবারও যদি ঐ বিপদের কথা স্মরণ পড়ে এবং তখনও ইসতিরজা পড়ে তবে আল্লাহ পাক নতুন করে সেদিনের সমপরিমাণ সওয়াব দিবেন। তাই এ হাদীস হতে প্রতীয়মান হয় যে, মুমিনের বিপদ সদা সর্বদা মর্যাদা বাড়ানোর জন্যই হয়।

(٦٠٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ فَاِنَّهٗ مِنَ الْمَصَائِبِ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٥٣)

(৬০৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় তখন সে যেন ইন্নালিল্লাহ পড়ে। কেননা এটাও বিপদের অন্তর্গত (আর এটুকু বিপদেও সওয়াব রয়েছে)। (বায়হাকী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৫৩)

ব্যাখ্যাঃ ছোট বড় সকল বিপদাপদ ও মুছিবতে ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিউন পড়া উচিৎ। এক বর্ণনায় এসেছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতি বন্ধ হলেও এটা পড়তেন। (ফাতহুল মারাম)

زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ
কবর যিয়ারত

(٦٠٧) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ زِيَارَةَ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّمَا تُزْهِدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ ١٥٤ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ مِشْكٰوة صـ ١٥٤

(৬০৭) অর্থঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা কর। কেননা তা দুনিয়ার আসক্তিকে কমায় এবং আখিরাতকে স্মরণ করায়। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত-পৃষ্ঠা ১৫৪)

মুসলিমের বর্ণনায় আছে, তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা, এটা আখিরাতকে স্মরণ করায়।

ব্যাখ্যাঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা তিনি আশংকা করেছিলেন যে, এখনই কবর যিয়ারতের অনুমতি দিলে নবমুসলিমগণ হয়ত এমনকিছু করতে পারে, যা কুফরীর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতঃপর যখন তাদের অন্তরে ইসলাম দৃঢ়ভাবে বসে গেল, পূর্বোক্ত আশংকা দূরীভূত হলো; তখন তিনি কবর যিয়ারতের অনুমতি দিলেন। ফলে এখন কবর যিয়ারত সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব আমলে পরিণত ও স্বীকৃত হয়ে গেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকীতে যেতেন এবং তাদের প্রতি ছালাম প্রদানপূর্বক দুয়া করতেন। মহিলাদের ব্যাপারে সঠিক ও বিশুদ্ধ মত এই যে, হুযূর

http://kitabbhubon.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো কবর তারা যিয়ারত করবে না। যিয়ারতের আদব হচ্ছে, কিবলার দিক দিয়ে দাঁড়িয়ে ছালাম দিবে। অত:পর ছুরা ফাতিহা, সুরা ইখলাছ ইত্যাদি যা জানে ও সুযোগ হয় পড়বে। অতঃপর মন চাইলে কেবলার দিক ফিরে একা একা হাত উঠিয়ে দুয়া করবে। জুমু'আর দিন কবর জিয়ারতের জন্য সর্বোত্তম। তবে কখনও কবরে হাত লাগাবে না, চুম্বন করবে না, নত বা অবনত হবে না এবং মুখে মাটি লেপন করবে না। কেননা ঐসব খৃস্টানদের কুসংস্কার ও প্রথা। (ফাতহুল মারাম)

(٦٠٨) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِشْكوة صـ١٥٤)

(৬০৮) অর্থঃ তাবেরী হযরত মুহাম্মাদ বিন নু'মান এক মারফু হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী নকল করেন যে, তিনি বলেছেন– যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমু'আর দিন মা-বাপের অথবা তাদের কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে তাকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং (তার নাম) মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহারকারী বলে লেখা হবে। (বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৫৪)

ব্যাখ্যাঃ পিতা-মাতার উপর সন্তানের কিছু হক আছে, অনুরূপ সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক রয়েছে। পিতা-মাতার হক দুনিয়াতে থাকাকালীন ও মৃত্যুবরণ করার পরও। তাই ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে প্রতিটি সন্তানকে যে, যদি তাদের উভয় বা একজন তোমার জীবদ্দশায় মারা যায় তবে তাদের কবর যিয়ারত করবে ও তাদের জন্য এই বলে দুআ করবে– رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا অর্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমার পিতা-মাতাকে এমনভাবে লালন-পালন করো যেমন আমাদেরকে তারা শৈশবে লালন পালন করেছেন। এ দুআ করলে কোন অবাধ্য সন্তান সে-ও বাধ্য সন্তানের তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। তাই কবর যিয়ারত করা সুন্নাত ও বিশেষ করে শুক্রবারে। সন্তানের দুআ ঈমানদার মা-বাপের জন্য গৃহীত হয়।

(٦٠٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوْهُ وَاَسْرِعُوْا بِهِ اِلٰى قَبْرِهِ وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِشْكوة صـ١٤٩)

(৬০৯) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, যখন তোমাদের কেউ মারা যাবে, তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখবে না। তাড়াতাড়ি তাকে তার কবরে পৌঁছে দেবে। অতঃপর মাথার নিকট সুরা বাকারার প্রথম দিক এবং পায়ের দিক বাকারার শেষ আয়াতসমূহ পাঠ করবে। (বাইহাকী, মিশকাতঃ ১৪৯)

ব্যাখ্যাঃ প্রথম দিক দ্বারা উদ্দেশ্য আলিফ-লাম-মীম থেকে নিয়ে মুফলিহুন পর্যন্ত অংশ। আর শেষ দিক দ্বারা উদ্দেশ্য 'আমানার-রসূলু', থেকে নিয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত অংশ। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

اَلنَّهْىُ عَنْ اِتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُوْرِ وَاتِّخَاذِ السُّرُجِ عَلَيْهَا وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ

কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করা সেখানে প্রদীপ জ্বালানো এবং এতদভিন্ন অন্যান্য শরীয়ত বিরোধী কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

(٦١٠) عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٦٩)

(৬১০) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যে রোগ হতে আর সেরে উঠেননি, সে রোগে অর্থাৎ (মরজে মউতে) বলেছেন, আল্লাহর অভিশাপ হোক ইহুদী ও খ্রীস্টাদের প্রতি। কেননা তারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।

(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬৯)

ব্যাখ্যাঃ মৃত্যুর অসুখে পতিত হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উম্মত সম্পর্কে আশংকা করলেন যে, হয়ত তারাও ইহুদী-খ্রীস্টানদের মত তাদের নবীকেও সাজদা করতে পারে। তখনই তিনি এ ব্যাপারে উম্মতকে চরমভাবে হুঁশিয়ার করার উদ্দেশ্য আলোচ্য হাদীসের অবতারণা করেন।

কবর সমূহকে মসজিদ বানানোর দুই অর্থ হতে পারে-

(১) কবর সমূহকেই সাজদা করা। যাতে কবর সমূহকেই ইবাদাত করা উদ্দেশ্য থাকে।

(২) উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ। কিন্তু মাঝখানে কবর- সাজদাকে মাধ্যম ও উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হিসাবে মনে করে, এ উভয় পন্থাই নাজায়িয। কেননা প্রথমটাতো শিরক্ এবং স্পষ্ট কুফ্র আর দ্বিতীয়টি হলো হারাম। আর এর কারণ হলো, এতে আল্লাহর সাথে শরীক করার মত প্রসঙ্গ আসে। যদিও তা খফী (লঘু) হোক। লানত বা অভিশাপ শিরকে জাহিরী-খফী উভয়ের উপরই। আর বরকত হাসিল এবং সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোন নবী বা নেককার ব্যক্তির কবরের দিকে নামায পড়া সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম। (ফাতহুল মারাম)

(٦١١) وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٦٩)

(৬১১) অর্থঃ হযরত জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি- সাবধান! তোমাদের পূর্বে

http://kitabbhubon.com

যারা ছিল, তাদের নবীগণ ও নেক ব্যক্তিদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করা হয়েছে। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করছি। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৬৯)

ব্যাখ্যাঃ কবরকে মসজিদে পরিণত করা দুই উপায়ে হতে পারে- (ক) কবরে যারা আছেন তাদের ইবাদাতের উদ্দেশ্যে কবরকে সাজ্‌দা করা। এটা শিরকে জলী, অর্থাৎ স্পষ্ট শিরক। (খ) সাজদা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা, কিন্তু সাথে সাথে এই বিশ্বাস করা ইবাদাতে এদের কবরের প্রতি তাওয়াজ্জুহ করা আল্লাহর অধিক সন্তোষের কারণ। এটা শিরকে খফী- অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন-শিরক। এইরূপ বিষয়ই ধীরে ধীরে জাতিকে শিরকে জলী বা মূর্তিপুজার দিকে নিয়ে যায়। দুঃখের বিষয় একশ্রেণীর লোক আজ উম্মতে মুহাম্মাদিকেও এ পথে নিয়ে চলেছে।

(٦١٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ـ ٧١)

(৬১২) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন ঐ সমস্ত স্ত্রী লোকের প্রতি যারা কবর যিয়ারত করতে যায় এবং ঐ সমস্ত লোকের প্রতি যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে ও বাতি জ্বালায়। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৭১)

ব্যাখ্যাঃ মহিলাদের কবর জিয়ারত সম্পর্কে উলামাদের অভিমত ও এতদসংশ্লিষ্ট কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ হাদীস প্রসঙ্গে মাজাহের গ্রন্থ প্রণেতা লেখেন যে, আমার উস্তাদ মাওলানা শাহ্ ইসহাক (রঃ) মহিলাদের কবর জিয়ারত করাকে মাকরূহ তাহরীমী বলেছেন। নিছাবুল ইহতিছাব গ্রন্থে আরো আছে যে, যখন স্ত্রী লোক বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করে শুধু তখনই সে আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেশতাদের অভিশাপে পড়ে। এরপর যখন বের হয় তখন চতুর্দিক হতে শয়তান তার পিছে লাগে। এরপর যখন কবরের কাছে আসে তখন মৃতের রূহ্ তার প্রতি অভিসম্পাত করে। এরূপভাবে যখন প্রত্যাবর্তন করে তখনও তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকে। আর তা বলতে থাকে গৃহে পৌঁছা পর্যন্ত। আর এক হাদীসে এসেছে, যে মহিলা কবরের দিকে রওনা হয় তার প্রতি সাত আসমান ও সাত জমিনের ফেরেশতা লানত করতে থাকে।

হযরত সালমান ফার্সী ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মসজিদ হতে বের হয়ে নিজের গৃহে আগমন পূর্বক দরজার পর দাঁড়িয়ে গেলেন। ইত্যবসরে তদীয় তনয়া হযরত ফাতিমা (রাঃ) এলে হুযূর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে এলে? তিনি উত্তরে জানালেন, অমুক মহিলা মৃত্যুবরণ করেছে তাই তার গৃহে গিয়েছিলাম। অতঃপর হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি তার কবরের নিকটেও গিয়েছিলে? ফাতিমা (রাঃ) উত্তরে জানালেন, আপনার নিষেধের পর আমি একাজ কিভাবে করতে পারি? অর্থাৎ আমি যাইনি। তখন হুযূর বললেন, আজ যদি তুমি তার কবরের কাছে যেতে তবে জান্নাত তো দূরে থাক এর গন্ধ পর্যন্ত পেতে না। (ফাতহুল মারাম)

এখন কেউ বলতে পারেন যে, তাহলে মহিলারা কবর যিয়ারতের কল্যাণ ও সওয়াব থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে? তারা কি এ সওয়াব লাভের সুযোগ পাবে না? অবশ্যই পাবে বরং তাদের কল্যাণ আরো বেশী। এই হাদীসে এ প্রসঙ্গে এসেছে, যে

http://kitabbhubon.com

মহিলা দূরে থেকে মাইয়্যিতের জন্য দুয়া দুরূদ পড়ে মৃতের জন্য দুয়া করে আল্লাহপাক তাকে হজ্জ ও উমরার সওয়াব প্রদান করেন। (সুবহানাল্লাহ) সুতরাং যখন কবর পর্যন্ত কষ্ট না করে গিয়েই করব যিয়ারত না করেই ঘরে সামান্য দুয়া করেই এহেন সওয়াব লাভ করা যায় তখন আর কবর পর্যন্ত যাওয়ার ও কবর যিয়ারত করার প্রয়োজন কি? এতে কোনই লাভ নেই। সম্পূর্ণ ক্ষতিই আর ক্ষতি। (ফাতহুল মারাম)

(٦١٣) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (رَوَاهُ مَالِكٌ، مِشْكٰوة صـ٧٢)

(৬১৩) অর্থঃ হযরত আতা বিন ইয়াছার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এই দুয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার কবরে প্রতিমা স্থাপন করো না যার পুজা হতে থাকবে। আল্লাহর কঠোর রোষে পতিত হয়েছে সেই জাতি যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। (মালিক, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৭২)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ আমার কবর প্রতিমার মত বানিও না। যেমন লোকেরা তাজীম করে এবং বারবার যিয়ারত করার জন্য মেলা বসায় এবং সাজদা করার জন্য ওদিকে ধাবিত হয়, যেমন ইদানিং বহুত মাজারকে ঐ রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ এটা একটি প্রশ্নের উত্তরের বাক্য– যাকে আরবীতে جُمْلَه مُسْتَأْنِفَه বলে। যেমন বলা হয়েছে, কেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ করলেন? এর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দয়া ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশার্থে আমার উম্মতের উপর এই দু'আ করছি। আল্লাহ না করুন এই উম্মতও এতে আবদ্ধ হয়ে ইহুদী-নাসারাদের মত গোমরাহীর শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহর গযবের শিকার না হয়।

(٦١٤) وَعَنْ اَبِى الْهَيَّاجِ الْاَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىٌّ اَلَا اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا اِلَّا طَمَسْتَهٗ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوَّيْتَهٗ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٤٨)

(৬১৪) অর্থঃ হযরত আবু হাইয়াজ আসাদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আলী (রাঃ) আমাকে বললেন– আমি কি তোমাকে সেই কাজে পাঠাবো না? যে কাজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? আর তা এই যে, কোন ছবি পেলে তা না মিটিয়ে ছাড়বে না এবং কোন উচুঁ কবর দেখলে তা সমান না করে রাখবে না। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৪৮)

ব্যাখ্যাঃ উলামায়ে কিরাম বলেছেন– ফটো বা ছবি রাখা হারাম, তা দূর করা ওয়াজিব। এর মুখোমুখি হয়ে বসা নাজায়িয।

ازهار গ্রন্থে আছে যে, কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু রাখা **মুস্তাহাব**। এর থেকে বেশী মাকরূহ এবং এক বিঘত থেকে বেশী হলে তা কমিয়ে ফেলা **মুস্তাহাব**। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٦١٥) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَاَنْ يُبْنٰى عَلَيْهِ وَاَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٤٨)

(৬১৫) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন কবরে (১) চুনকাম করতে (২) এর ওপর ঘর তুলতে এবং (৩) এর উপর বসতে। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৪৮)

ব্যাখ্যাঃ কবরের উপর ইমারত সৌধ নির্মাণ জায়িয নয়। তা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। যদিও তা মসজিদ হোক না কেন। কেউ কেউ চুনকাম করা অর্থে সৌধ নির্মাণ করা এবং ঘর তোলা অর্থে তাবু খাটান মনে করেন। কবরের উপর বসার নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো- এতে মুর্দার অবমাননা করা হয়, তার সম্মানের হানী হয়। কেউ কেউ বলেছেন- বসার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, চিন্তাযুক্ত ও শোকে কাতর অবস্থায় কবরের উপর বসা। যেমন- বর্তমানে বহু লোক কবরের নিকটেই বসে করতে থাকে। ফকীর সেজে দিন-রাত বসে থাকে। (ফাতহুল মারাম)

(٦١٦) وَعَنْ اَبِىْ مَرْثَدِ الْغَنَوِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَاتُصَلُّوْا اِلَيْهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٤٨)

অর্থঃ হযরত আবু মারছাদ গানামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমরা কবরের উপর বসো না এবং এর দিকে ফিরে নামায পড়ো না। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৪৮)

ব্যাখ্যাঃ মাজাহেরে হক প্রণেতা লিখেন, ইবনে হুমাম (রহঃ) বর্ণনা করেনঃ কবরের উপর বসা এবং একে পা দিয়ে দলিত তথা মাড়ানো মাকরূহ। কিন্তু জরুরতের জন্য। যেমন, কবর খনন করা ও দাফনের সময় অবশ্য পদতলে পিষ্ট না করে শুধু হেটে যাওয়া জায়িয। অনুরূপভাবে কবরের নিকটে শয়ন এবং তাতে হেলান দেয়াও মাকরূহ। আর কবরের কাছে পেশাব-পায়খানা করা শক্ত মাকরূহ। খালি পায়ে কবরের কাছে যাওয়া মুস্তাহাব, কবর যিয়ারতে জান্নাতুল বাকীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেয়ে এই দুয়া পড়তেন- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَسْئَلُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

(٦١٧) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ وَاَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَاَنْ تُوْطَاءَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٤٨)

(৬১৭) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন- (১) কবরে চুনকাম করতে (২) এর উপর লিখতে এবং (৩) এতে পায়ে মাড়াতে। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৪৮)

ব্যাখ্যাঃ কবরের উপর আল্লাহ রসূল, কুরআনের আয়াত ইত্যাদি লেখা-মাকরূহ! এরূপভাবে পাথর ইত্যাদিতে মাইয়্যিতের নাম, মৃত্যু সন ইত্যাদি লিখে টাঙ্গিয়ে দেয়া অর্থাৎ নাম ফলক রাখা মাকরূহ। কেউ কেউ বলেছেন- মাইয়্যিত যদি নেককার হয় তাহলে নিশানা বাকী রাখার জন্য ফলক খাড়া করা জায়িয আছে। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٦١٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص١٥٤)

(৬১৮) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারীনী নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। (আহমাদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৫৪)

ব্যাখ্যাঃ পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, বর্তমান জামানায় কোনভাবে মহিলাদের জন্য করব যিয়ারত করা জায়িয নেই। (ফাতহুল মারাম)

(٦١٩) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يَجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقُ ثِيَابَهٗ فَتَخْلُصُ اِلٰى جِلْدِهٖ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص١٤٨)

(৬১৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো কবরের উপর বসার চেয়ে জলন্ত অঙ্গারের উপর বসা উত্তম, যা তার বস্ত্রকে জ্বালিয়ে চামড়া পর্যন্ত ভেদ করে যায়। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৪৮)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ জলন্ত অঙ্গারের উপর বসে কাপড় এবং চামড়া জ্বলে যাওয়ার ক্ষতি অপেক্ষা কবরের উপর বসা মারাত্মক ক্ষতিকর। কেননা এতে গোনাহ মারাত্মক। (ফাতহুল মারাম)

(٦٢٠) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حِزْمٍ قَالَ رَاٰنِى النَّبِىُّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى قَبْرٍ فَقَالَ لَاتُؤْذِ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ اَوْلَا تُؤْذِهٖ (اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص١٤٩)

(৬২০) অর্থঃ হযরত আমর বিন হাযম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের গায়ে আমাকে হেলান দিতে দেখে বললেন- এই কবরবাসীকে কষ্ট দিওনা অথবা তিনি বললেন (রাবীর সন্দেহে) তাকে কষ্ট দিও না। (আহমাদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৪৯)

ব্যাখ্যাঃ কষ্ট দেয়ার অর্থ হলো কবরে টেক লাগানোর দ্বারা তার আত্মা বেজার ও নাখোশ হয়। কেননা এতে তার হেয়তা, মান-সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٦٢١) وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهٖ حَيًّا (مَالِكٌ، مِشْكٰوة ص١٤٩)

(৬২১) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা তার জীবনকালে হাড় ভাঙ্গার ন্যায়। (মালিক, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৪৯)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীস একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, জীবিতের ন্যায় মৃত ও দু:খ-কষ্ট অনুভব করতে পারে। সুতরাং যেরূপভাবে জীবিতের হেয়তা বা তুচ্ছতা-নিষিদ্ধ তেমনি মুর্দা বা মৃতের মর্যাদাহানী করাও নিষিদ্ধ। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

قَدْرُ مَا يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ بَعْدَ الدَّفْنِ

দাফনের পরে কবরের উপর যতটুকু দাঁড়ানো মুস্তাহাব

(٦٢٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لِابْنِهِ وَهُوَ فِيْ سِيَاقِ الْمَوْتِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِيْ نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُوْنِيْ فَشُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتّٰى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ أَعْلَمُ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّيْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص١٤٩)

(৬২২) অর্থঃ হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি মৃত্যুকালে তাঁর পুত্র (আব্দুল্লাহ)-কে বলেছিলেন, যখন আমি মারা যাব তখন যেন আমার সাথে কোন বিলাপকারীনী স্ত্রীলোক এবং আগুন না থাকে। যখন তোমরা আমাকে দাফন (সমাহিত) করবে আমার উপর ধীরে ধীরে মাটি ফেলবে। অত:পর তোমরা আমার কবরের নিকট অবস্থান করবে যতক্ষণে একটি উট জবাই করে তার গোশ্ত বন্টন করতে লাগে, যাতে আমি তোমাদের কারণে শান্তি লাভ করতে পারি এবং আমার প্রভুর প্রেরিত ফেরেস্তাগণকে কি উত্তর দিয়ে বিদায় করব– তা বুঝতে পারি। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৪৯)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ উদ্দেশ্য হলো দাফনের পরে কিছু সময় সেখানে কাটান এবং মৃতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দুয়া-দুরূদ পাঠ করা। বিশেষত: ইস্তিগফার বেশি বেশী পাঠ করা উচিত। যেহেতু কিছু লোক একত্রে মুনাজাতের কোন উল্লেখ হাদীসে নেই। তাই তা থেকে বিরত থাকা চাই। (ফাতহুল মারাম)

فَضْلُ النِّكَاحِ وَبِأَيَّةِ نِيَّةٍ يَتَزَوَّجُ

বিবাহের ফযীলত এবং কোন নিয়তে বিবাহ করা বাঞ্ছনীয়

(٦٢٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٦٧)

(৬২৩) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হিফাজত রাখে। আর যে সামর্থ রাখে না– সে যেন রোযা রাখে, রোযা হল তার জন্য ছিন্নমুষ্ক হওয়া।

(মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৭)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ রোজা ছিন্নমুষ্ক হওয়ার অর্থ- وِجَاءٌ শব্দের অর্থ كَسْرِ شَهْوَت তথা যৌন শক্তি হ্রাস হওয়া। রোযা রাখলে সহবাসের কামনা বা যৌন ক্ষমতা কমে বলেই যারা বিবাহে অক্ষম তাদের রোযা রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এখানে একটি খটকা স্বাভাবিক ভাবেই লাগতে পারে যে, রোযা রাখার পরামর্শ তো-যৌন শক্তি হ্রাসের নিমিত্তে অথচ হাদীসে এই রোযা রাখার পরামর্শ তাদেরই দেয়া হয়েছে যাদের বিবাহের শক্তি নেই, অথচ এটা সংগত ছিল যে, যাদের বিবাহ করার শক্তি আছে তাদেরই দেয়া হবে রোযার আদেশ, যাতে তারা এই রোযার মাধ্যমে নিজেদের যৌন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে। এর সমাধান এই যে, হাদীসে اَلْبَاءَةُ শব্দের পূর্বে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। মূল ভাষ্য হলো- "مُؤْنَةُ الْبَاءَةِ" অর্থাৎ যারা বিবাহের খরচাদি তথা মহর, খোর-পোষ ও আবাসন ইত্যাদি আদায়ে সক্ষম তাদের বিবাহ করা উচিত। পক্ষান্তরে যারা এই খরচাদি আদায়ে সক্ষম নয় কিন্তু যৌন ক্ষমতা রয়েছে তাদের জন্য উচিত রোযা রাখা। যাতে এই রোযার মাধ্যমে তারা তাদের যৌন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত রেখে নিজেদেরকে যিনা-ব্যভিচার থেকে হিফাজত করতে পারে। (ইযাহুল মিশকাত)

(٦٢٤) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنِ التَّبَتُّلَ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢٦٦)

(৬২৪) অর্থঃ হযরত সাদ বিন আবী ওক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান বিন মাযউন (রাঃ)-এর বিবাহ পরিত্যাগ করার প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছেন। যদি তিনি এর অনুমতি দিতেন, তাহলে অবশ্যই আমরা মুষ্কশুন্য হয়ে যেতাম। (মুত্তাফাকুন আলাইহি মিশকাত- ২৬৭)

ব্যাখ্যাঃ تَبَتُّل-এর অর্থ اَلْاِنْقِطَاعُ وَالْاِنْتِزَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكُ النِّكَاحِ অর্থাৎ মহিলাদের থেকে দূরে থাকা এবং বিবাহ পরিত্যাগ করা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমানের প্রস্তাবকে তিন কারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা এতে আবশ্যক হয়- تَجَاوُز عَنْ حَدِّ اللّٰهِ (৩) ও تَحْرِيْمِ حَلَالٌ (২) تَغْيِيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ (১)

অন্ডকোষ কর্তন করা সর্বসম্মতভাবে হারাম। তথাপি সাহাবী হযরত সা'দের অঙ্গ বিশেষ কর্তন হওয়ার আকাংখার কথা বলা কিভাবে ঠিক হল? এ উত্তর এই যে, অন্ডকোষ কর্তন করার দু'অর্থ (১) হাকীকী তথা প্রকৃতার্থ ও (২) মাজাযী বা- রূপকার্থ। আলোচ্য হাদীসে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তিনি প্রকৃত পক্ষে খাসী হতে চাননি বরং বিবাহ না করার উপর তাগিদ বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ যদি তিনি বিবাহ ত্যাগের অনুমতি দিতেন তাহলে কখনই বিয়ে করতাম না। মানুষ ছোট হোক বা বড় সকলের জন্যই খাসী হওয়া হারাম। এরূপভাবে যে সমস্ত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া হয় না তারও খাসী করা হারাম। তবে যে সমস্ত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া হয় তার ছোট অবস্থায় খাসী করা জায়িয। কিন্তু বড় হয়ে গেলে আর জায়িয হবে না। (ফাতহুল মারাম)

(٦٢٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٦٧)

http://kitabbhubon.com

(৬২৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তায়ালা আবশ্যক মনে করেন– (১) ঐ মুকাতাব বা যে দাস তার মুক্তিপণ আদায় করতে চায় (২) ঐ বিবাহকারী যে আপন চরিত্র রক্ষা করতে চায় এবং (৩) ঐ মুজাহিদ যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৭)

ব্যাখ্যাঃ মুকাতাব (আরবী) শব্দ। পরিভাষায় মুকাতাব বলা হয় ঐ গোলামকে যার সাথে তার মাওলা বা মুনিব তার মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই নির্দিষ্ট অর্থকে পরিভাষায় বদলে কিতাবাত বলে। (ফাতহুল মারাম)

(٦٢٦) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ ـ

(رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص٢٦٧)

(৬২৬) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন বান্দা বিবাহ করল তখন নিশ্চিতই সে দ্বীনের অর্ধেক পূরণ করল। সুতরাং তার উচিত বাকী অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। (বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৭)

ব্যাখ্যাঃ অধিকাংশ দ্বীনী বিপর্যয়ের কারণ হলো লজ্জাস্থান ও পেট। যখন বিবাহের মাধ্যমে লজ্জাস্থানের বিপর্যয়ের থেকে রেহাই পাওয়া গেল তখন উচিত পেটের বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহকে ভয় করে চলা, যাতে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন অর্জিত হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٦٢٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص٢٦٨)

(৬২৭) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– দুইজন পরস্পর অধিক মহব্বতকারী বিবাহের ন্যায় দেখবে না তুমি। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৮)

ব্যাখ্যাঃ বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আত্মীয়তার সূত্র ব্যতিরেকেই যেরূপ মহব্বত বা ভালবাসা সৃষ্টি হয়, সেরূপ অন্য কোন সম্পর্কে সৃষ্টি হয় না।

(ফাতহুল মারাম)

(٦٢٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلَّا ذُلًّا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلَّا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلَّا دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً لَمْ يَرِدْ بِهَا اِلَّا اَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ اَوْيَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللّٰهُ لَهُ فِيْهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيْهِ (رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْاَوْسَطِ وَفَتْحُ الْقَدِيْر ص٣٤٣)

http://kitabbhubon.com

(৬২৮) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার আভিজাত্যের কারণে বিবাহ করবে আল্লাহ পাক তার অপমান ও অপদস্থতা অধিক হারে বৃদ্ধি করবেন। আর যে ব্যক্তি তাকে বিবাহ করবে তার ধন-সম্পদের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহপাক তার দারিদ্র্যতাকে (দিনে দিনে) বাড়িয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তাকে বিবাহ করবে তার বংশ কৌলিণ্য দেখে আল্লাহপাক তার তুচ্ছতা-হেয়তা (উত্তরোত্তর) বাড়িয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে শুধু এই উদ্দেশ্য বিয়ে করে যে, সে তার চক্ষুকে অবনত রাখবে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে অথবা (আত্মীয়দের মধ্যে হলে) আত্মীয়তা রক্ষা করবে তাহলে আল্লাহপাক সেই পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জীবনেই বরকত দান করেন। (ত্বিবরানী, ফাতহুল কাদীর- পৃষ্ঠা ৩৪৩)

ব্যাখ্যাঃ বিবাহ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেনে, মানুষ সাধারণ ৩/৪টি কারণে বিবাহ করে- মাল, সৌন্দর্য্য, বংশ, দ্বীনদারী। এরপর বলেছেন, তুমি যদি দ্বীনদারী দেখে মেয়ে বিবাহ না কর তবে তোমার হাত ধুলি ধুসরিত হোক, তবে মালদার মেয়ে বিবাহ হারাম নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজাকে (রাযিঃ) মালদার হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ করেছেন, তবে দ্বীনদারীমুক্ত অন্যগুণে বিবাহ করলে ঐ ধমক। আর মাল ও মানের জন্য বিবাহ করলে অপমান অপরিহার্য। হাদীসে বর্ণিত দ্বীনী উদ্দেশ্যে বিবাহ করলে প্রত্যেকের জীবনই বরকতময় হবে।

بِاَيِّ نَوْعٍ مِّنَ النِّسَاءِ يَنْكِحُ

কোন ধরনের মেয়েকে বিবাহ করতে হবে

(٦٢٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢٦٧)

(৬২৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- নারীকে চার কারণে বিবাহ করা হয় (১) তার ধনের কারণে (২) তার বংশ মর্যাদার কারণে (৩) তার সৌন্দর্যের কারণে এবং (৪) তার ধর্মের কারণে। সুতরাং তুমি ধার্মিক নারী লাভ করে কামিয়াব হও। তোমাদের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও (যদি অন্য নারী চাও)। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৬৭)

ব্যাখ্যাঃ সাধারণতঃ মানুষ বিবাহের সময় এই সমস্ত দিক লক্ষ্য রাখে। কিন্তু হাদীস থেকে জানা গেল যে, দ্বীনদার লোকদের ধার্মিকতাকে অর্থাৎ ধার্মিক নারীকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। তোমার হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক কথাটি মূলত বদদুয়া হলেও এখানে বদদুয়া করা উদ্দেশ্য নয়, বরং ধার্মিক নারীর প্রতি অধিক আগ্রাহান্বিত করাই মূল উদ্দেশ্য। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٦٣٠) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٦٧)

(৬৩০) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– গোটা দুনিয়াই হলো সম্পদ, আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৬৭)

ব্যাখ্যাঃ এজন্য যে, নেক স্ত্রী আখিরাতের ব্যাপারে সাহায্যকারিনী হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٦٣١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِنْ لَاتَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٦٧)

(৬৩১) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন তোমাদের নিকট এমন লোক বিবাহের প্রস্তাব দেয়, যার দ্বীনদারী ও আখলাক তোমরা পছন্দ কর। তখন বিবাহ দিয়ে দাও (মাল-সম্পদের দিকে আর লক্ষ্য করো না।) যদি তা না কর তবে দেশে ফিৎনা ও ব্যাপক ফাসাদ দেখা দিবে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৭)

ব্যাখ্যাঃ ফিৎনা-ফাসাদ দেখা দেয়ার কারণ হলো– যখন মানুষের দ্বীনদারী ও আখলাক দেখে বিয়ে না দেয়া হবে বরং তার অর্থ সম্পদ কেমন আছে, সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি কেমন আছে– এসব দেখতে যাওয়া হবে তখন সংগত কারণেই অধিকাংশ মেয়ে স্বামীহীন এবং অধিকাংশ পুরুষ স্ত্রীহীন থেকে যাবে। ফলে যিনা-ব্যভিচার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সমাজের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এর সত্যতা ষোল আনা মেলে। ছোট-বড়, কিশোরী-যুবতী, বালিগা-নাবালিগা, বিধবা-সধবা এমনকি অবুঝ কচি শিশুরা পযর্ন্ত আজ যত্রতত্র ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। বর্তমানে ধর্ষণ একটি দৈনন্দিন স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। নাউজুবিল্লাহ্

(٦٣٢) وَعَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة صـ٢٦٧)

(৬৩২) অর্থঃ হযরত মাকাল বিন ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা বিবাহ কর অতি সোহাগিনী ও অধিক সন্তান প্রসবিনী নারীকে। কেননা আমি তোমাদের (সংখ্যাধিক্যের) দ্বারা অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৬৭)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে আমরা দুটি বিষয় জানতে পারলাম। (১) বিবাহ করার জন্য এমন মেয়ে অনুসন্ধান করা মুস্তাহাব। যার প্রকৃতিতে মহব্বত করার যোগ্যতা রয়েছে অর্থাৎ যে মন উজাড় করে ভালবাসতে পারে। (২) ঐ মহিলাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত যার বংশে বেশি বেশি সন্তান হওয়ার ধারাবাহিকতা রয়েছে।

(ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٦٣٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْاَبْكَارِ فَاِنَّهُنَّ اَعْذَبُ اَفْوَاهًا وَاَنْتَقُ اَرْحَامًا وَاَرْضٰى بِالْيَسِيْرِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٢٦٨)

(৬৩৩) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের উপর কুমারী রমণীদের বিবাহ করা অপরিহার্য। (অর্থাৎ তোমারা কুমারী মেয়ে বিবাহ কর)। কেননা তাদের মুখ খুব মিষ্ট (অর্থাৎ মিষ্ট মিষ্ট কথা বলে) তাদের গর্ভাশয় অধিক গর্ভধারিণী (অর্থাৎ সন্তান বেশি বেশি হয়) এবং তারা অল্পতে সন্তুষ্ট থাকে। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৬৮)

ব্যাখ্যাঃ কুমারী অধিক গর্ভধারীণীর কারণ হলো তার গর্ভাশয় অধিক পরিমাণ বীর্যকে গ্রহণ করে। অবশ্য সেক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম পূর্বশর্ত। কুমারী অল্পতে তুষ্ট হয় অর্থাৎ সে ধন-সম্পদ এবং সহবাসের ক্ষেত্রে অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে। কেননা সে স্বামীর মাল-সম্পদের সম্পর্কে বেশী জানেনা এবং সহবাস সম্পর্কীয় বিষয়েও সে থাকে অজ্ঞ। বিধায় কুমারী মহিলা যেটুকুই লাভ করে সেটুকুই যথেষ্ট মনে করে। (ফাতহুল মারাম)

عَلَامَةُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ

নেককার নারীর পরিচয়

(٦٣٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلٰى وَلَدٍ فِىْ صِغَرِهٖ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِىْ ذَاتِ يَدِهٖ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢٦٧)

(৬৩৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- উটে চড়ে এমন (অর্থাৎ আরবের) নারীদের মধ্যে উত্তম নারী হল কুরাইশী নারী। তারা সন্তানের ছোটকালে তার প্রতি অধিক স্নেহশীলা এবং স্বামীর সম্পদের প্রতি রক্ষণাবেক্ষণকারীনী হয়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৬৭)

ব্যাখ্যাঃ যে নারী সন্তানদের বেশী স্নেহশীলা হয় সন্তানদের ছোটকালে এবং স্বামীর মাল রক্ষণাবেক্ষণ করে, তারা শ্রেষ্ঠা নারী। এই গুণটি কুরাইশ নারীদের বেশী, অন্যথায় যে দেশের যে নারী ঐ গুণের অধিকারীণী হবে সে সেই দেশের শ্রেষ্ঠা নারী।

(٦٣٥) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ يَقُوْلُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَهٗ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٢٦٨)

http://kitabbhubon.com

(৬৩৫) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন– মুমিন বান্দা আল্লাহর ভয় লাভের পর নেক স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই লাভ করতে পারে না। যদি স্বামী তাকে কোন আদেশ দেয় সে তা পালন করে। যদি স্বামী তার দিকে তাকায়, সে তাকে খুশী করে, যদি তাকে লক্ষ্য করে কোন শপথ করে সে তা পূর্ণ করে, আর যদি স্বামী তার হতে দুরে চলে যায়, সে তার নিজের বিষয় ও স্বামীর মালের বিষয়ে মঙ্গল কামনা করে। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৮)

ব্যাখ্যাঃ তাকওয়া বলে আল্লাহপাকের নির্দেশাবলীকে যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করা আর নিষিদ্ধ বিষয় এড়িয়ে চলা। স্বামীর আদেশ যথাযথ পালনকারীনী হওয়া মহিলা নেককার হওয়ার একটি বড় পরিচয়। অবশ্য এটা শরীয়ত অতিক্রম করে নয়। অর্থাৎ স্বামীর ঐ আদেশ মেনে নেয়া উদ্দেশ্য যা শরীয়ত বিরোধী না হয়। শরীয়ত বিরোধী হলে সেক্ষেত্রে স্বামীর আদেশ মেনে নেয়া যাবে না। নেককারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, খুশী করে দেয়া। অর্থাৎ শরীয়তের মধ্য দিয়ে এমনভাবে সাজ-সজ্জা করা যাতে স্বামীর নজর পড়লেই সে তাতে প্রীত হয় এবং উত্তমভাবে সহাস্যে কথাবার্তা বললে। 'কোন কসম দিলে তা পূর্ণ করে'। এর মর্মার্থ হল– স্বামী-স্ত্রীর থেকে কোন কাজ হওয়া বা না হওয়ার উপর কসম খেলে যদি সে কসমের বিষয় শরীয়ত সম্মত হয় তাহলে স্ত্রীর তদানুযায়ী করে স্বামীর কসম ঠিক রাখা। (ফাতহুল মারাম)

(٦٣٦) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهٖ نَزَلَتْ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا اَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهٗ فَقَالَ اَفْضَلُهٗ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهٗ عَلٰى اِيْمَانِهٖ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ١٩٨)

(৬৩৬) অর্থঃ হযরত ছাওবান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ অর্থাৎ যারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জমা করে এই আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। অতঃপর কতিপয় সাহাবা বললেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ব্যাপারে। (সুতরাং আমরা এ সম্পর্কে জেনে গেছি।) যদি আমরা জানতাম (স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত) কোন মাল সবচে ভাল তাহলে আমরা জমা করতাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সর্বোত্তম সম্পদ (অর্থাৎ সবচে' লাভের বস্তু) হলো আল্লাহর স্মরণের জিহ্বা, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী অন্তর এবং ঐ মুমিন স্ত্রী যে স্বামীকে তার ঈমানের উপর দৃঢ় রাখে। (অর্থাৎ নামায, রোযা ইত্যাদির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।) [আহমাদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৯৮]

ব্যাখ্যাঃ জগতে যত সম্পদ আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল মানব সম্পদ। এর মধ্যে উত্তম ও মূল্যবান সম্পদ ইহকাল ও পরকালে নেককার বিবি।

http://kitabbhubon.com

فِىْ اَىِّ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ
কোন বিবাহে বরকত নিহিত

(٦٣٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مُؤْنَةً (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٦٨)

(৬৩৭) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ বিবাহ হলো, যা সর্বাপেক্ষা কম খরচে সম্পাদিত হয়। (বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৮)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসে কম কষ্টে সম্পাদিত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্ত্রীর মোহর কম হওয়া এবং তার খাদ্য-বস্ত্র বেশী বেশী এবং ও দামীটা না চাওয়া বরং স্বামী যাই দিক না কেন তা আনন্দে ও সাদরে গ্রহণ করা। এ সবের সমস্তই খরচ ও ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত।

اَلتَّحْذِيْرُ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ
নারীদের ফিৎনার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন

(٦٣٨) عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢٦٧)

(৬৩৮) অর্থঃ হযরত উসামা বিন জায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– পুরুষদের পক্ষে নারীদের অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর ফিত্না আমি আমার পর আর কিছু রেখে যাচ্ছি না।
(মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৭)

ব্যাখ্যাঃ সর্বাধিক বিপর্যয় সূত্র নারীরা কেন? হাদীসে পুরুষদের জন্য সর্বাপেক্ষা ফিৎনার বিষয় বলা হয়েছে নারীদের। উলামাগণ এর কারণ নির্ণয়ে প্রয়াস পেয়েছেন। তারা গবেষণা করে যে সমস্ত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন তাহলো– (১) জন্মগত বা সৃষ্টিগত কারণেই পুরুষদের হৃদয় বেশীর ভাগই নারীদের প্রতি ঝুকে থাকা (২) পুরুষ অধিকাংশ সময়ে তাদের জন্যই হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ে (৩) বেশীরভাগ নারীদের কারণেই ঝগড়া-বিবাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয় (৪) অধিকাংশ মহিলারা পুরুষদের দুনিয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে তোলে। আর এই দুনিয়া প্রীতিই যে সকল অনর্থের মূল তা সর্বজনবিদিত ও সর্বস্বীকৃত। (ফাতহুল মারাম)

(٦٣٩) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ (مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٦٧)

http://kitabbhubon.com

(৬৩৯) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া হলো সুস্বাদু এবং সবুজ-শ্যামলিমা। আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এতে প্রতিনিধি করবেন। যাতে তিনি দেখেন যে, তোমরা কিভাবে কার্য (পরিচালনা) কর। অতএব তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও আর সতর্ক হও নারী জাতি সম্পর্কে। কেননা বনী ইসরাঈলের প্রতি যে প্রথম বিপদ বা ফিৎনা এসেছিল, তা নারীদের ভিতর দিয়েই এসেছিল। (মুসলিম, মিশকাত ২৬৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য ফিৎনার ব্যাপারে দুটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে- (১) আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন যে, বনী ইসরাইলদের মধ্যে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তার একটি মাত্র কন্যা ও একটি ভাতিজা ছিল। ভাতিজা চাচাকে তার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দিলে চাচা তা অস্বীকার ও প্রত্যাখান করেন এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ভাতিজা চাচাকে এক রাতে হত্যা করে প্রতিবেশীদের দূর্গের ফটকে লাশ ঝুলিয়ে রাখে এবং তাদের থেকে কিসাস দাবী করে। প্রতিবেশীরা নিহতের ব্যাপারে কিছু জানেনা বললে পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে হয়ে পড়ে এবং অবশেষে চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য মূসা (আঃ)-এর দরবারে বিষয়টি উপণীত হয় ও বিষয়টি মীমাংসার ভার তারা হযরত মূসার প্রতি অর্পণ করে। মূসা (আঃ) এ ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হলে আল্লাহপাক জানিয়ে দেন যে, তোমরা একটি গরু জবাই কর এবং গরুর এক খণ্ড গোশ্ত দ্বারা মৃতের শরীরে আঘাত করলে সে জীবিত হয়ে যাবে এবং তখন তার হত্যাকারী কে তা বলে দিবে। এর পরে ঘটনা আরো বিশদ যার সম্পূর্ণ বর্ণনা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানতে সূরা বাকারা ও এর ব্যাখ্যাংশ দেখে নেয়া যেতে পারে।

(২) মাজাহেরে হক গ্রন্থে 'বাহরুল উলুম'-এর বরাতে দ্বিতীয় ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে বালআম বিন বাউর নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে 'মুস্তাজাবুত-দাওয়াত' ছিল। যা দু'আ করত তা-ই কবুল হয়ে যেত। সে আবার 'ইসমে আজম'ও জানত। যখন হযরত মূসা (আঃ) যুদ্ধের ইচ্ছায় শাম দেশের বনী কিনআনে উপণীত হলেন তখন বালআম গোত্রের লোকেরা তার কাছে এল এবং জানাল যে, হযরত মূসা (আঃ) বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আমাদের হত্যা করতে এবং দেশ হতে আমাদের উচ্ছেদ করতে এসেছেন। আপনি দুয়া করুন যাতে মূসা (আঃ) ফিরে যান। বালআম বলল- আমি যা জানি তোমরা তা জাননা। আল্লাহর নবী এবং মুমিনদের জন্য কিভাবে আমি বদদুয়া করতে পারি? যদি আমি তাদের জন্য বদদুয়া করি তাহলে আমার দুনিয়া-আখিরাত উভয় বরবাদ হবে। কওমের লোকেরা তাকে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকলে তিনি বলেন যে, আমি ইস্তিখারা ব্যতীত কিছুই করি না। ইস্তিখারা করে দেখি কি নির্দেশ হয়। যখন সে ইস্তিখারা করল তখন নবী ও মুমিনদের প্রতি বদদোয়া করা থেকে নিষেধ করা হল। অতঃপর বালআম তার ইস্তিখারার কথা কওমকে জানিয়ে দিলে কওম এতে নিরুৎসাহিত না হয়ে শত গুণে তাকে অনুরোধ জানাতে লাগল এবং তার সম্মানে অনেক বহু হাদীয়া-তুহফা পেশ করল। অবশেষে সে তাদের কথায় রাজী হয়ে গেল। বালআম বদদুয়া করার উদ্দেশ্যে নিজের গাধায় আরোহণ পূর্বক মূসা (আঃ)-এর শিবিরের নিকটস্থ হাসবান নামক পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে গাধা মাটিতে পড়ছিল আর সে মেরে মেরে উঠ ছিল। অবশেষে গাধার জবান খুলে গেলে সে বলল- হে হতভাগা বালআম! কোথায় চলেছ? ফেরেশতারা আমার সামনে এসে সম্মুখপানে এগুতে বাধা দিচ্ছে। বালআম গাধা ছেড়ে পায়ে হেঁটে সামনে অগ্রসর

http://kitabbhubon.com

হল এবং পাহাড়ে উঠে দুয়া করল। কিন্তু আল্লাহপাকের লীলা-খেলা বুঝা দায়, যেখানে সে বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে বদদুয়া করবে সেখানে তার যবান দিয়ে তার কওমের কথাই বের হতে লাগল। কওমের লোকেরা তা শুনে বলল- হে বালআম! তুমি আমাদেরই বিরুদ্ধে বদদুয়া করছ? বালআম বলল, আল্লাহ পাক বলাচ্ছেন, আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকেই তা যবান থেকে বের হচ্ছে। বদদোয়া করার কারণে বালআমের জিহ্বা মুখ থেকে বেরিয়ে বুক পর্যন্ত নেমে এল। সে বলতে লাগল, আমার দুনিয়া-আখিরাত উভয় বরবাদ হল এবং কওমকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা যদি একটি কাজ করতে পার তাহলে হয়তবা বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পার। তোমরা তোমাদের নারীদের খুব সাজিয়ে তাদের হাতে কিছু জিনিস দিয়ে তা বিক্রির বাহানায় বনী ইসরাঈলের কওমের কাছে প্রেরণ করে বলে দাও যে, যদি তাদের কাউকে বনী ইসরাঈলের কেউ ডাকে তাহলে সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়। যদি একজনও যিনা করে তাহলে তোমাদের বিপদ দূর হয়ে যাবে। বালআমের কওম তদ্রুপই করল। অগনিত সুন্দরী নারী বণী ইসরাঈলের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। এদের একজনের নাম ছিল কুছ্ছি বিনতে ছুর। সে বনী ইসরাঈলের এক সর্দার জমজম বিন ছিমালুমের পার্শ্ব অতিক্রম করছিল। জমজম তাকে দেখে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার হাত ধরে হযরত মূসার কাছে নিয়ে গেল এবং বলল, আপনি কি মেয়েটিকে আমার জন্য হারাম বলেন? মূসা (আঃ) বললেনঃ অবশ্যই। তার কাছে যেয়ো না। জমজম বলল, আমি এ ব্যাপার আপনার কথা শুনছি না। অতঃপর সে মেয়েটিকে নিয়ে নিজ তাবুতে গেল এবং তার সাথে ব্যভিচার করল। আল্লাহপাক তার এই অপরাধের কারণে বনী ইসরাঈলের সৈন্যদের উপর মহামারী প্রেরণ করেন। ফলে কিছু সময়ের মধ্যেই সত্তর হাজার বনী ইসরাঈল ধ্বংস হয়ে যায়।

اَلنَّهْىُ عَنِ الدُّخُوْلِ عَلَى النِّسَاءِ وَاحْتِجَابِهِنَّ عَنِ الرِّجَالِ وَغَضِّ الْبَصَرِ عَنِ الْاَجْنَبِيَّةِ

গায়রে মাহরাম (বেগানা) মহিলাদের নিকট গমনাগমন করা হতে নিষেধাজ্ঞা এবং মহিলাদের পুরুষ থেকে পর্দা করা ও অপরিচিতা মহিলা হতে দৃষ্টি নত করার বিধান

(٦٤٠) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٦٨)

(৬৪০) অর্থঃ হযরত উকবা ইবনে আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমরা বেগান নারীর নিকট যাবে না। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দেবর সম্পর্কে বলুন। (সেকি ভাবীর নিকট যেতে পারে?) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে তো সাক্ষাত যম। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৬৮)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ দেবর ভাবীদের কাছে যাওয়া মৃত্যুর মত ক্ষতি ও ধ্বংস সাধনকারী। অথচ লোকেরা একে স্বাভাবিক মনে করে এবং ভাইদেরকে ভাইয়েরা বিবির সম্মুখে খোলামেলা চলতে সুযোগ দেয়। কাজেই এ দ্বারা ফিৎনা সৃষ্টি হয় ও আপোষে ব্যভিচার হওয়ার আশংকা বের হয়ে আসে। ভয়ের স্থানে বলা হয় অমুক জিনিস মৃত্যু। যেমন- কুকুর, বাঘ ও বাদশা, আগুন। দেবর ও ভগ্নীপতির সাক্ষাত যম হওয়ার বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের সমাজে আছে। (ফাতহুল মারাম)

(٦٤١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا لَايَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ ثَيِّبٍ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ نَاكِحًا اَوْ ذَا مَحْرَمٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٦٨)

(৬৪১) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খবরদার! কোন পুরুষ যেন কোন বিবাহিতা নারীর সাথে এক জায়গায় রাত্রি যাপন না করে স্বামী অথবা কোন মাহরাম ব্যক্তি হওয়া ব্যতীত। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৬৮)

ব্যাখ্যা ঃ রাত যাপন করা দ্বারা উদ্দেশ্য নির্জনতা অবলম্বন করা, চাই রাত হোক বা দিন। নিরিবিলি পুরুষ ও বিবাহিতা নারী একস্থানে জমা হবে না। 'সাইয়্যিব' বলা হয় ঐ নারীকে, স্বামী যাকে ব্যবহার করেছে বা গ্রহণ করেছে। এখানে সাইয়্যিব দ্বারা উদ্দেশ্য যুবতী নারী। মাহরাম বলা হয় যার সহিত বিবাহ বসা চিরকাল হারাম। যদিও দুধ সম্পর্কেও হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٦٤٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ اِذَا اَحَدُكُمْ اَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِىْ قَلْبِهٖ فَلْيَعْمِدْ اِلٰى اِمْرَأَتِهٖ فَلْيُوَاقِعْهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِىْ نَفْسِهٖ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰو صـ٢٣٨)

(৬৪২) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- নিশ্চয় মহিলা শয়তানের আকৃতিতে আগমন করে ও শয়তানের আকৃতিতে প্রত্যাগমন করে। (অর্থাৎ মহিলাকে দর্শন করা ওয়াসওয়াসা ও ফিৎনার কারণ হয়)। যখন তোমাদের কারো দৃষ্টি হঠাৎ কোন মহিলার উপর পতিত হওয়ায় তাকে পছন্দ হয় এবং তার চাহিদা অন্তরে পয়দা হয় তখন সে যেন স্বীয় বিবির নিকটে গিয়ে সঙ্গম করে নেয়। এ দ্বারা অন্তরের চাহিদা ও স্পৃহা বিদূরিত হয়ে যায়। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৬৮)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলাদের জন্য উচিৎ নিষ্প্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়া। আর যদি বাধ্য হয়ে বের হয়ও তবুও সেজে গুঁজে বের হবে না। পুরুষদের জন্য জরুরী কোন মহিলার দিকে না তাকানো, তার পোশাকের দিকেও না তাকাবে। এটাও বুঝা যায় যে, পুরুষের জন্য কোন অসুবিধা নেই যে, সে দিনের বেলায়ও তার বিবিকে সহবাস করার জন্য আহবান করবে। স্ত্রী যদি এমন কাজে লিপ্ত থাকে যা বর্জন করা সম্ভব তবে তা ছেড়ে স্বামীর ডাকে সাড়া দিবে। কেননা কখনো

http://kitabbhubon.com

পুরুষের উত্তেজনা প্রবল হয়, সহবাসে বিলম্বিত হওয়ার কারণে উত্তেজনা তার শরীর বা অন্তরের উপর ক্ষতি সাধন করে থাকে। (ফাতহুল মারাম)

(٦٤٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ اِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٢٦٩)

(৬৪৩) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মহিলা হচ্ছে আবরণী বস্তু। যখন সে পর্দা হতে বের হয় তখন শয়তান তাকে পুরুষদের দৃষ্টিতে উত্তমরূপে দেখায়। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৬৯)

ব্যাখ্যাঃ মহিলা পর্দা অর্থ মহিলাদের পর্দায় থাকা উচিত। যেমন সতরকে পর্দায় ঢেকে রাখা হয় এবং মহিলার জন্য পুরুষের সামনে আসা খুবই অন্যায়। যেমন সতর খোলা অন্যায়। (ফাতহুল মারাম)

(٦٤٤) عَنْ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَخْلُوْنَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٢٦٩)

(৬৪৪) অর্থঃ হযরত উমর ফারূক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জন বাস করে না কিন্তু শয়তান তাদের তৃতীয় ব্যক্তি হয়। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৯)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ শয়তান তাদের উভয়ের সঙ্গী হয় ও তাদের উত্তেজনায় উত্তাল মারে। এমনকি উভয়কে ব্যভিচারে লিপ্ত করে দেয়। (ফাতহুল মারাম)

(٦٤٥) وَعَنْ جَابِرٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَمِنِّيْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٢٦٩)

(৬৪৫) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– যে সমস্ত মহিলার স্বামী অনুপস্থিত তোমরা তাদের নিকট যেও না। কেননা শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর রক্তের ন্যায় বিচরণ করে বা তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত প্রবাহিত হওয়ার স্থানে চলাচল করতে সক্ষম। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মধ্যেও কি? তিনি বললেন– হ্যাঁ, আমার মধ্যেও। তবে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন তাই আমি নিরাপদ থাকি। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৯)

ব্যাখ্যাঃ শয়তান আমাদের উপর এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে যে, আমরা তা দেখতে পারি না যেমনি রক্ত আমাদের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে কিন্তু আমরা তা দেখি না। স্বামী অনুপস্থিত মহিলার কাছে যেমনি না যাওয়া উচিত তেমনি অন্যান্য

http://kitabbhubon.com

গায়রে মহরমদের কাছেও না যাওয়া উচিত। তবে হাদীসে বিশেষ করে তাদের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, এখানে ফিৎনার ভয় বেশী এবং এ ধরনের মহিলা সহবাসের প্রতি খুবই আগ্রাহান্বিত হয়। ফলে দিনে হোক রাত্রে হোক এদের সাথে নির্জন ঘরে একত্রিত না হওয়া বাঞ্ছনীয়। (ফাতহুল মারাম)

(٦٤٦) اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَوٰى عُنُقَ الْفَضْلِ (حِيْنَ اسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ) فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَا لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ اٰمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ عَلِىٍّ صـ١٠٨)

(৬৪৬) অর্থঃ একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজল (রাঃ)-এর ঘাড় ঘুরিয়ে দিলে (যখন খাছআম গোত্রের এক যুবতী হুজুরের কাছে ফতওয়া নিতে এসেছিল) আব্বাস (রাঃ) বললেন– হে আল্লাহর রসূল! আপনি কেন আপনার চাচাত ভাইয়ের ঘাড় ঘুরিয়ে দিলেন? হুজুর বললেন– আমি একটি যুবক ও যুবতী মহিলাকে দেখলাম অতঃপর তাদের শয়তান থেকে নিরাপদ মনে করলাম না। (এই জন্য একজনের ঘাড় ঘুরিয়ে দিয়েছি– যাতে এতে অন্যের দিকে তাকিয়ে ফিৎনার শিকার না হয়।) (তিরমিযী হযরত আলী থেকে প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১০৮)

ব্যাখ্যাঃ যদিও বাহ্যত ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়া নিয়ম ও শৃংখলার পরিপন্থী। তথাপিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে, যুবক ও যুবতীর মধ্যে দৃষ্টির কারণে শয়তান পাপকার্যে লিপ্ত করেই ছাড়বে, তখন পাপ হতে বাঁচানোর লক্ষ্যে দয়া করে স্বীয় চাচাত ভাইয়ের ঘাড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

(٦٤٧) وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٧٠)

(৬৪৭) অর্থঃ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে মুরসাল হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন– আমার নিকট (এ খবর) পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ পাক অভিশাপ দেন (ইচ্ছাকৃত) দৃষ্টিকারী এবং (ইচ্ছাকৃতভাবে) যে দৃষ্টিতে পতিত হয় তার প্রতি। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন বেগানা রমণীকে দেখে এবং যাকে দেখে; উভয়ের প্রতি আল্লাহ পাক অভিসম্পাত করেন।) (বায়হাকী, মিশকাত– ২৭০)

ব্যাখ্যাঃ স্বেচ্ছায় কোন বেগানা নারীকে দেখা ও কারো সতরকে স্বেচ্ছায় দেখা ও বাধ্য-বাধকতা ব্যতিরেকে সতর ও চেহারা দেখানো সব অবৈধ ও আল্লাহর অভিশাপের পাত্র। হ্যাঁ, অনিচ্ছাকৃত একবার হঠাৎ নজরকে ওজর হিসাবে ক্ষমা করা হয়েছে।

(٦٤٨) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَاِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِىَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِىْ زَانِيَةٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٩٦)

http://kitabbhubon.com

(৬৪৮) অর্থঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– প্রত্যেক চোখ (যখন সে বেগানা নারীর প্রতি নজর করে তখন সে) যিনাকারিনী। নারী যখন আতর-খোশবু মেখে পুরুষদের মজলিসের পাশ দিয়ে যায় (আর সে চায় যে, নিজের সৌন্দর্য তাদের দেখাবে) তখন সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ যিনাকারীনী। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৯৬)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ নিজের সুগন্ধির দ্বারা লোকদেরকে উৎসাহিত করল, তো তারা তাকে দেখে নিল এতে চোখের যিনা অর্জন হল এবং যা যিনার কারণ হল যেন সে যিনা করল। তাই সাবধান হওয়া উচিত। (ফাতহুল মারাম)

(٦٤٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطٰى وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذَالِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهٗ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٢٠)

(৬৪৯) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চক্ষুদ্বয়ের যিনা হল– দৃষ্টিপাত, কর্ণদ্বয়ের যিনা হলো (গায়রে মাহরামের যৌন উদ্দীপক) কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ, জিহ্বার যিনা হলো (গায়রে মাহরমের সাথে সুড়সুড়ি জাতীয়) কথোপকথন, হাতের যিনা হল– (গায়রে মাহরামকে) ধরা, পায়ের যিনা হল (খারাপ উদ্দেশ্যে) চলা। অন্তর চায় এবং কামনা করে আর লজ্জাস্থান একে সত্যে পরিণত করে (যদি যিনা করে) এবং মিথ্যে পরিণত করে (যদি যিনা না করে)। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২০)

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা গেল যে, অন্তরে আসক্তি সৃষ্টি হলে তা অবস্থান করতে না দেয়া উচিত। কেননা তাতে যিনার আশংকা প্রবল হয়ে পড়ে। আর যিনা যখন শুধু লজ্জাস্থান দ্বারা নয়, বরং হাত, পা, চোখ, কান, যবান, অন্তর ইত্যাদির দ্বারা হয় তখন যেমন লজ্জাস্থানকে যিনা থেকে রক্ষা করা হয় তেমনি এ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও রক্ষা করতে হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٦٥٠) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَاعَلِيُّ لَاتُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص٢٦٩)

(৬৫০) অর্থঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে বলেছেন– হে আলী! (হঠাৎ) একবার দেখার পর পুনরায় কোন বেগানা মহিলাকে দেখো না। কেননা তোমার জন্য প্রথমবারের অনুমতি রয়েছে যখন তা অনিচ্ছায়, ঘটনাক্রমে হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বারের অনুমতি নেই। (আহমাদ, মিশকাত, পৃষ্ঠা ২৬৯)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ অনিচ্ছায় যদি কোন বেগানা নারীর দিকে দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে তা মাত্র একবার জায়িয। বারবার দৃষ্টি দিলে হারাম হবে। অনুরূপ হারাম হবে যদি ইচ্ছাপূর্বক কোন মহিলার দিকে তাকান হয়।

http://kitabbhubon.com

(٦٥١) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلٰى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهٗ اِلَّا اَحْدَثَ اللّٰهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص٢٧٠)

(৬৫১) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– যে কোন মুসলমান কোন স্ত্রী লোকের সৌন্দর্যের প্রতি যদি হঠাৎ প্রথমবার দৃষ্টি পড়ে যায়। অতঃপর সে আপন চক্ষু বন্ধ করে নেয়, তাহলে আল্লাহ পাক তার জন্য এক ইবাদাতের সুযোগ সৃষ্টি করেন, যাতে সে এর স্বাদ পায়। (আহমাদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৭০)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আদেশ পালনের জন্য অন্তরে এক পরম তৃপ্তি লাভ করবে। আর এই তৃপ্তি ঐ কষ্টের বদৌলতে যা ছবরের কারণে হয়। (ফাতহুল মারাম)

اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ

রান সতরের অন্তর্গত

(٦٥٢) عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهٗ يَاعَلِيُّ لَاتُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ اِلٰى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص٢٦٩)

(৬৫২) অর্থঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন– হে আলী! তোমার রান প্রকাশ করো না। আর তুমি কোন জীবিত বা মৃত কারো রানের প্রতি তাকিওনা।
(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৬৯)

ব্যাখ্যাঃ মারাত্মক প্রয়োজন ব্যতিরেকে রান প্রকাশ করা তথা আলগা করা হারাম ও অভিশাপের কারণ। (ফাতহুল মারাম)

(٦٥٣) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوْفَتَانِ قَالَ يَامَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَاِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة ص٢٦٩)

(৬৫৩) অর্থঃ হযরত মুহাম্মাদ বিন জাহাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'মারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার উভয় রান খোলা ছিল। তিনি বললেন, হে মা'মার! তোমার রান ঢাক। কেননা রানদ্বয় সতরের অন্তর্গত। (শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৯)

ব্যাখ্যাঃ সম্মানিত ফেরেশতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা সাথে থাকে। তাই সতর আদৌ আলগা করা উচিৎ নয়। তাই নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ চরম বাধ্য হলে তখন ব্যতিরেকে ছতর খুলবে-ই না। (মিশকাত)

http://kitabbhubon.com

اَلنَّهْىُ عَنِ التَّعَرِّىْ بِغَيْرِ حَاجَةٍ

বিনা প্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

(٦٥٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّىْ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَايُفَارِقُكُمْ اِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلٰى اَهْلِهٖ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٦٩)

(৬৫৪) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা উলঙ্গ হওয়া থেকে বাঁচ। (অর্থাৎ উলঙ্গ হয়ো না)। কেননা তোমাদের সাথে তাঁরা (ফেরেশতা) রয়েছেন যারা পায়খানা-প্রসাব এবং স্ত্রী সহবাসের সময় ছাড়া তোমাদের থেকে পৃথক হন না। সুতরাং তোমরা তাদের লজ্জা কর এবং সম্মান কর।

(তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৯)

ব্যাখ্যাঃ ফেরেশতাদের লজ্জা এবং সম্মান করার অর্থ– সতর ঢেকে রাখা, ভাল কাজ করা, খারাপ এবং অশ্লীল বাক্যালাপ থেকে বাঁচা ইত্যাদিই হলো তাদের লজ্জা করা এবং সম্মান করা। ইবনে মালিক বলেন– হাদীসের আলোকে জানা গেল যে, একান্ত বাধ্য হওয়া ছাড়া সতর খোলা জায়েয নেই। (ফাতহুল মারাম)

(٦٥٥) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَامَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَأَيْتَ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا قَالَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُسْتَحْيٰى مِنْهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٦٩)

(৬৫৫) অর্থঃ হযরত বাহ্জ বিন হাকীম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (তাঁর দাদা) বলেছেন– একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি তোমার স্ত্রী ও দাসী ছাড়া (সর্বাবস্থায়) সতর ঢেকে রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যখন কোন ব্যক্তি একা থাকে তখন (তার সম্পর্কে) আপনি কি বলেন? (তখনও কি তার সতর ঢেকে রাখা জরুরী?) হুযূর বললেন! আল্লাহ পাকই তাঁর থেকে লজ্জা করার বেশী হক রাখেন (অর্থাৎ আল্লাহকেই অধিক লজ্জা করা উচিত)। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৬৯)

ব্যাখ্যাঃ সুতরাঃ জানা গেল যে, একাকী থাকলেও সেখানে বিনা প্রয়োজনে সতর খোলা হারাম। কেননা কোন ব্যক্তি সেখানে না থাকলেও আল্লাহ তো সেখানে থাকেন এবং তার দিকে দৃষ্টি রাখেন, সুতরাং তাকে লজ্জা করা উচিত। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

اَحَقُّ الشُّرُوْطِ بِالْوَفَاءِ

যে সকল শর্ত পূরণ হওয়ার বেশী দাবীদার

(٦٥٦) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٧١)

(৬৫৬) অর্থঃ হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সকল শর্ত তোমাদের পূর্ণ করা উচিত তন্মধ্যে সর্বোপযোগী শর্ত হলো যা দ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল কর (অর্থাৎ বিবাহের শর্ত)। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৭১)

ব্যাখ্যাঃ লজ্জাস্থানকে হালাল করার শর্ত কি? এখানে শর্তের দ্বারা উদ্দেশ্য মহর বা ঐ সমস্ত বৈধ শর্ত যা কাবিন নামায় উল্লেখ থাকে। অথবা স্ত্রীর সমস্ত অধিকার। আর তা হলো– (১) নির্ধারিত মোহর প্রদান। (২) খানা-পিনার খরচ প্রদান (৩) বসবাসের জন্য গৃহ এবং (৪) তার স্ত্রীর সাথে সুন্দর ও মার্জিত আচরণ করা। যেহেতু স্বামী বৈবাহিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার দ্বারা সে নিজের উপর স্ত্রীর এ সমস্ত বিষয় পূরণ করাকে আবশ্যক করে নেয় তাই এগুলোকে শর্তরূপে পরিগণিত করা হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

لَاتَسْئَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا

কোন নারী তার বোনের তালাক চাবে না

(٦٥٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَسْئَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَاِنَّ لَهَا مَاقُدِّرَلَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٧١)

(৬৫৭) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন নারী যেন তার বোনের তালাক না চায়, যাতে সে বোনের পেয়ালা খালী করে আর তার স্বামীকে বিয়ে করে। কেননা তার জন্য তাই হবে যা তার তাকদীরে রয়েছে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- ২৭১)

ব্যাখ্যাঃ নারীর তালাক চাওয়া দু'ভাবে হতে পারেঃ (১) এক ব্যক্তি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায়, এমতাবস্থায় মেয়েটির এই শর্ত করা যে, বিবাহ বসতে পারি যদি প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে পার, (২) অথবা এও হতে পারে যে, এক ব্যক্তির দু' স্ত্রী আছে তার মধ্যে এক স্ত্রীর এই চাওয়া যে, স্বামী যেন অপর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। অবশ্য এ সময় একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাহলে এর অর্থ কি হবে? কেননা দ্বিতীয় স্ত্রী তো পূর্ব হতেই স্ত্রীতে রয়েছে, সুতরাং তার বিবাহের অবকাশ কোথায়? উত্তরে বলা হবে যে, তখন এর অর্থ হবে, বিবাহ নয় বরং পূর্বের বিবাহে দৃঢ়ভাবে থাকা। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

اَلنِّكَاحُ فِى الشَّوَّالِ
শাওয়াল মাসে বিবাহ

(٦٥٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَوَّالٍ وَبَنٰى بِىْ فِىْ شَوَّالٍ فَاَىُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَحْظٰى عِنْدَهٗ مِنِّىْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٢٧١)

(৬৫৮) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই আমাকে তাঁর ঘরে তুলে নিয়েছেন। অতপরঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন স্ত্রী তাঁর নিকট আমার অপেক্ষা অধিক আদরনীয়া ছিলেন? (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭১)

ব্যাখ্যাঃ শাওয়াল মাস কি বিবাহ করা ও নববধূর স্বামী-গৃহে যাওয়া কুলক্ষণ? জাহেলি যুগের লোকেরা শাওয়াল মাসকে অশুভ মনে করত। তারা এ মাসে কোন বিয়ে-শাদীও নববধুকে স্বামী-গৃহে তুলতনা। আলোচ্য হাদীসে এ ধারণাকে বাতিল বলে খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ মাসে বিবাহ করেছেন এবং আম্মাজান হযরত আয়িশাকে নিজ গৃহে তুলে নিয়েগেছেন। সুতরাং বেহুদা এ ধারনা পোষণ করা অনুচিত। এমনকি উলামায়ে কিরাম বলেন, শাওয়াল মাসে বিবাহ অশুভ তো দূরে থাক বরং এ মাসে বিবাহ করা মুস্তাহাব এবং নববধূকে স্বামীগৃহে তুলে নেওয়াও মুস্তাহাব। (ফাতহুল মারাম)

اَلنَّهْىُ عَنِ الْخِطْبَةِ عَلٰى خِطْبَةِ الْغَيْرِ
একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব দেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

(٦٥٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٧١)

(৬৫৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার (মুসলমান) ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা ছেড়ে যায়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭১)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য নিষেধাজ্ঞা ঐ সময় প্রযোজ্য হবে, যখন কোন ব্যক্তি কোন স্থানে বিবাহের কথা চূড়ান্ত করে। উভয় পক্ষই বিয়েতে রাজী হয়ে যায়। এমনকি মোহর

http://kitabbhubon.com

ইত্যাদি নির্দিষ্ট হয়ে যায় তখন। কিন্তু যদি কথা পাকা-পাকি না হয় বরং সাধারণ কথা চলে তাহলে এ অবস্থায় অন্যের জন্য জায়িয আছে যে, সেও বিবাহের প্রস্তাব দিবে। এতে কোনই অসুবিধা নেই। (ফাতহুল মারাম)

اَلنَّهْىُ عَنْ نَشْرِ سِرِّ الزَّوْجَةِ

স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা

(٦٦٠) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَعْظَمَ الْاَمَانَةِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِىْ اِلٰى اِمْرَاَتِهٖ وَتُفْضِىْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٧٥)

(৬৬০) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বড় আমানত, অপর এক বর্ণনায় আছে– কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি সেই, যে নিজের স্ত্রীর নিকট যায় (অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে) এবং স্ত্রী তার নিকট আসে, অতপরঃ সে স্ত্রীর গোপনীয় বিষয় মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেয়। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৭৫)

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা তীবী (রাঃ) বলেনঃ বড় আমানত যার খেয়ানতের দ্বারা হাশরের ময়দানে জবাবদিহীতা করা লাগবে তাহলো স্ত্রীর গুপ্ত বিষয়। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহপাকের নিকট আমানতের সবচে বড় খেয়ানত ঐ ব্যক্তি হবে যে, আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অতপরঃ তার গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়। (ফাতহুল মারাম)

গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করার দ্বারা উদ্দেশ্যঃ উদ্দেশ্য দু'ধরনের হতে পারে (১) স্বামী-স্ত্রী আপোষে যে কথোপকথন এবং ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে তা মানুষের কাছে গল্প করা। যেমন নিচু ও রুচিহীন লোকদের সাধারণ-অভ্যাস। (২) স্ত্রীর দোষাবলীর মধ্য হতে কোন দোষের কথা বলে বেড়ায় অথবা স্ত্রীর সৌন্দর্য ও উত্তমতা বর্ণনা করা। ইবনে মালেক (রহঃ) বলেছেন যে, উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর আপোষের প্রত্যেকের কথাবার্তা, কার্যকলাপ অপরের নিকট আমানত, তাদের যে কেউ তা প্রকাশ করবে, যা সে অপছন্দ করে– তাহলে নিশ্চয় সে খিয়ানত করলো। (ফাতহুল মারাম)

এ নিষেধাজ্ঞা কখন? গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করার উপর নিষেধাজ্ঞা ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন তাতে কোন ফায়দা সংশ্লিষ্ট থাকবেনা, কিন্তু যদি তাতে ফায়দা থাকে, যেমন স্বামীর সহবাসে অক্ষম হওয়ার কথা বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অসন্তুষ্ট হওয়া ইত্যাদি, তাহলে তখন তা প্রকাশ করা মাকরূহ হবে না। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

اَلْمُغَالَاتُ فِى الْمَهْرِ

মহর বেশি করা সম্পর্কে আলোচনা

(٦٦١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اَلَا لَا تُغَالُوْا صُدُقَةَ النِّسَاءِ فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِى الدُّنْيَا وَتَقْوٰى عِنْدَ اللّٰهِ لَكَانَ اَوْلٰكُمْ بِهَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَاءِهٖ وَلَا اَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهٖ عَلٰى اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ اُوْقِيَةً (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَ وَالدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة ص٢٧٧)

(৬৬১) অর্থঃ হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সাবধান! তোমরা স্ত্রীদের মহর বেশি ধার্য করবে না। কেননা উহা যদি দুনিয়াতে সম্মানের এবং আখেরাতে আল্লাহর নিকট তাকওয়ার বিষয় হতো, তবে সেই ব্যাপারে তোমাদের অপেক্ষা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক উপযোগী ছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার উকিয়ার বেশি দিয়ে তাঁর কোন স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন অথবা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমি জানি না। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারিমী, মিশকাত-২৭৭)

ব্যাখ্যাঃ মহর বেশি করো না, একথার দ্বারা জানা গেল যে, বিবাহে মহর বেশি নির্ধারণ করা সংগত ও কাম্য নয়। কেননা আদায় করতে না পারলে উহা ঋণ থেকে যায়। আর কারো ঋণ তার নিজের মাফ করা ছাড়া আল্লাহপাক কখনও মাফ করবেন না।

(٦٦٢) وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صِدَاقُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صِدَاقُهٗ لِاَزْوَاجِهٖ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ اُوْقِيَةً وَنَشٌّ قَالَتْ اَتَدْرِىْ مَاالنَّشُّ قُلْتُ لَاقَالَتْ نِصْفُ اُوْقِيَةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِاَةِ دِرْهَمٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَنُشٌّ بِالرَّفْعِ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِىْ جَمِيْعِ الْوُصُوْلِ مِشْكٰوة ص٢٧٧

(৬৬২) অর্থঃ হযরত আবু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহের মহর কত ছিল? তিনি বললেনঃ তাঁর বিবাহের মহর বার উকিয়া এবং এক নশ্ ছিল। হযরত আয়িশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান নশ্ কি? আমি বললাম না, তিনি বললেনঃ অর্ধ উকিয়া। সুতরাং তা মোট পাঁচশত দিরহাম। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭৭)

ব্যাখ্যাঃ সাড়ে বার উকিয়া হলো পাঁচশত দেরহাম। এক দিরহাম মূখ্য হিসেব মতে তিন মাসা একরতি ও এক রতির পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং সাড়ে বার উকিয়া বা পাঁচশত দিরহামে আমাদের ১৩১ তোলা (রূপা) হয়।

http://kitabbhubon.com

তবে শুধুমাত্র উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর মহর ছিল চার হাজার দিরহাম। এ মহর হুযূর নিজে নির্ধারণ করেননি বরং হাবশার বাদশা নাজাশী নির্ধারণ করেছিলেন। অতপরঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে তা আর রদ কিংবা হ্রাস করেননি। (ফাতহুল মারাম)

اَلْوَلِيْمَةُ

বৈবাহিক ভোজানুষ্ঠান

(٦٦٣) عَنْ اَنَسٍ رض اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢٧٨)

(৬৬৩) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান বিন আউফের শরীরে (গায়ে বা কাপড়ে) হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন এ কি? তিনি বললেন, আমি এক খেজুর দানার ওজন স্বর্ণ দিয়ে একটি নারীকে বিবাহ করেছি। হুযূর বললেনঃ আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দিন। তুমি ওলীমা তথা বৌভাতের ব্যবস্থা কর, যদিও একটি বকরী দ্বারা (ছাগল) হয়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৭৮)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ ও উদ্দেশ্যঃ কাজী (রহঃ) বলেনঃ পাঁচ দিরহামের নাম যেমন বিশ দিরহাম এবং উকিয়া চল্লিশ দিরহামের নাম। তবে কেউ কেউ বলেনঃ এ দ্বারা উদ্দেশ্য খেজুরের আটি পরিমাণ স্বর্ণের দ্বারা মুহর বেঁধেছিলেন।

ওলীমার হুকুম, সময় ও ধরণঃ অধিকাংশের মতে ওলীমা করা মুস্তাহাব। আর এই ওলীমা বা বৌভাতের সময় হলো স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর অথবা বিবাহের লগ্নে, আর কেউ কেউ বলেছেনঃ বিবাহের সময়ে হোক বা পরবর্তীতে হোক সর্বাবস্থায় ওলীমা করা মুস্তাহাব। আর অবশ্যই ওলীমার মান নির্দিষ্ট হবে স্বামীর অবস্থা মোতাবেক। অর্থাৎ স্বামী ধনী হলে ওলীমা হবে উন্নতমানের আর গরীব বা অসচ্ছল হলে ওলীমা হবে সাধারণ ও মামুলী ধরণের। কারো ওলীমা করার সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও তাকে ওলীমা করতে অথবা ওলীমা উন্নত ধরনের করতে চাপ প্রয়োগ বা বাধ্য করা যাবে না। এটি গোনাহের কাজ। (ফাতহুল মারাম)

(٦٦٤) وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَاَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢٧٨)

(৬৬৪) অর্থঃ- উক্ত হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি সুফিয়াকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বিবাহ করলেন। আর তার মহর নির্ধারণ করলেন তার মুক্তিপণকে। তিনি তাঁর বিবাহে ওলীমা করেছেন 'হায়স' দ্বারা। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৭৮)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ সুফিয়া (রাঃ) বনী কুরাইযা ও বনী নযীর-সর্দার হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা ছিলেন, খয়বার যুদ্ধে তার স্বামী নিহত হলে তিনি বন্দিনী হয়ে মুসলমানদের হাতে আসেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাকে দেহইয়া (রাঃ)-কে দিলেও পরে তাঁর মর্যাদার কথা বিবেচনা করে নিজে রেখে দেন। অতপরঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আজাদ করে বিবাহ করেন। মুক্তিপণ কি মহর হতে পারে? হানাফী মাজহাবে মুক্তিপণ মুহর হতে পারে না। তাই তাঁরা এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, (১) এটা এক মাত্র হুযূরের জন্য খাছ (২) সুফিয়া তাঁর মুহর হুযূরকে দান করে দিয়েছিলেন।

হায়স এর সংজ্ঞা ও প্রস্তুত প্রণালীঃ 'হায়স' এক ধরনের খাদ্য বিশেষ। এটা খেজুর পানীয় ও ঘি দ্বারা প্রস্তুত হয়। অর্থাৎ এ উপাদান ত্রয়ের মিশ্রিতও মিলিত হওয়ার দ্বারা যে খাদ্য তৈরী হয় তাকেই বলে।

(٦٦٥) وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ اَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة صـ٢٧٨)

(৬৬৫) অর্থঃ হযরত সাফিয়া বিনতে শায়বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক বিবির (উম্মে সালমার) ওলিমা করেছিলেন মাত্র দুই মুদ যব দ্বারা। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৭৮)

ব্যাখ্যাঃ সুতরাং এর দ্বারা জানা যায় যে, ওলীমা উন্নতমানের হওয়া জরুরী নয় বরং তা স্বাভাবিক স্বল্প ব্যয়বহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই মুদ দ্বারা করেছেন। এক মুদ ৪৮ তোলা ৩ মাসা। দুই মুদ প্রায় সোয়া সের। যাদের বিশাল আয়োজন করে ওলীমা করার সামর্থ নেই তাদের জন্য এযুগে ওলীমা সহজভাবে করার পন্থা হলো এককাপ করে চা-পানি ও সাথে সামান্য হাল্কা নাস্তার ব্যবস্থা করা।

اَلضِّيَافَةُ لِمَنْ قَدِمَ

সফর থেকে আগমনকারীর মেহমানদারী করা

(٦٦٦) عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا اَوْ بَقَرَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة صـ٣٣٩)

(৬৬৬) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরে মদিনায় আগমন করলেন তখন তিনি উট অথবা গরু জবাই করেন (এবং এ দ্বারা লোকদের মেহমানদারী করেন।) (বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৩৯)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, সফর থেকে ফিরে সামার্থানুযায়ী মানুষদের মেহমানদারী করা সুন্নাত। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

اِجَابَةُ دَعْوَةِ الْوَلِيْمَةِ
ওলীমার দাওয়াত কবুল করা

(٦٦٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ اَوْنَحْوَهُ، مِشْكٰوة صـ٢٧٨

(৬৬৭) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ বৌভাত-এ আমন্ত্রিত হয় তখন সে যেন তাতে যোগদান করে। মুত্তাফাকুন আলাইহি, মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, বিবাহের খানা হোক বা অন্য কিছু খানা হোক তাতে যোগ দিবে। (মিশকাত পৃষ্ঠা ২৭৮)

ব্যাখ্যাঃ ওলীমার দাওয়াত কবুল করা কারো কারো মতে ওয়াজিব। আবার কারো কারো মতে ফরজে কিফায়া। তবে এটা তখনই হবে যখন দাওয়াত দেয়া হবে বিশেষভাবে। আর যদি দাওয়াত দেয়া হয় সাধারণভাবে তখন তা কবুল করা ওয়াজিব তো নয় এমনকি মুস্তাহাবও নয়। ওলীমার দাওয়াত ছাড়া অন্য দাওয়াত কবুল করা মুস্তাহাব। দাওয়াতের মজলিসে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব তবে উপস্থিত হয়ে খানা খাওয়া মুস্তাহাব।

কতিপয় বিষয়ের দ্বারা দাওয়াত কবুলের বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ঃ (১) খাদ্য সন্দেহযুক্ত হওয়া (২) আমন্ত্রিত মেহমানগণ শুধুই বড়লোক হওয়া। (৩) সেখানে এমন লোক থাকা যার উপস্থিতি কষ্টের কারণ হয় (৪) এমন লোক সেখানে থাকা যাদের সাথে একত্রে বসা সম্ভবপর নয় (৫) অথবা এমন ব্যক্তি থাকে যাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য (৬) অথবা এমন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তার সম্মানের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে (৭) বাতিলের সাহায্য সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কারো দাওয়াত দিলে(৮) সেখানে কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ হলে।

বিঃ দ্রঃ ওলীমা ঐ খানার নাম, যা ছেলের বাড়িতে খাওয়ান হয়। কিন্তু বর্তমান সমাজের অবস্থা এর উল্টো। বর্তমানে কনের বাড়ীতে রোখছতির দিন যে খানা খাওয়ান ও খাওয়া হয় তা নি:সন্দেহে সুন্নাতের খেলাফ। একটি মন্দ প্রথা, যাকে শরীয়ত মোটেই সমর্থন করে না। আলিম সমাজের উপর অপরিহার্য যে, তাঁরা যেন নিজেদের বিবাহ-শাদী-থেকে এই সুন্নাত বিরোধী কাজ তরক করে। পর্যায়ক্রমে সর্বমহল থেকে এর মূলোৎপাটনের জন্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেন। কেননা এ সুন্নাত বিরোধী কাজ করতে যেয়েই কত বাবা যে সর্বস্ব খোয়াতে বসেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

(٦٦٨) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَاِنْ شَاءَ طَعِمَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٧٨)

(৬৬৮) অর্থঃ হযরত যাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন ভোজ

http://kitabbhubon.com

সভায় আমন্ত্রিত হয়, তখন সে যেন তাতে যোগদান করে। অতপরঃ ইচ্ছা হলে যেন খায় আর ইচ্ছা না হলে যেন না খায়। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭৮)

ব্যাখ্যাঃ ইবনে মুলক (রহঃ) বলেন, দাওয়াত কবুল করার আদেশটি ওয়াজিবের জন্য আগত। তবে শুধু ঐ ব্যক্তি বেলায় প্রযোজ্য যার দাওয়াত কবুল না করার মত কোন ওজর নেই, কিন্তু যদি কেহ মাজুর হয়, যেমন রাস্তা দূরবর্তী হওয়ায় গমনাগমনে কষ্ট হওয়া অথবা ইলমে-ব্যস্ততা থাকা বা নিজ কাজে ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়া ইত্যাদি। তবে এ অবস্থায় দাওয়াত কবুল না করাতে কোন অসুবিধা নেই। (ফাতহুল মারাম)

(٦٦٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِىَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٢٧٨)

(৬৬৯) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে নিমন্ত্রণে যায়নি, সে আল্লাহরও তার রসূলের অবাধ্যতা করেছে। আর যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ ছাড়া গিয়েছে সে চোর রূপে গিয়েছে এবং লুণ্ঠনকারীরূপে ফিরেছে।

(আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭৮)

ব্যাখ্যাঃ বিনা আমন্ত্রণে যে দাওয়াতে আসে তাকে চোর হিসাবে বর্ণনার কারণ হলো, চোর যেমন গৃহস্থের চোখ ফাঁকি দিয়ে চুপে চুপে তার ঘরে ঢোকে তেমনি এ ব্যক্তিও যেহেতু মালিকের বিনা অনুমতিতে তার গৃহে এসেছে এবং তার খাদ্য খেয়েছে, তাই তাকে চোর হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

اَلنَّهْىُ عَنْ اِجَابَةِ دَعْوَةِ الرِّيَاءِ

লোক দেখান দাওয়াত কবুল করার উপর নিষেধাজ্ঞা

(٦٧٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٧٨)

(৬৭০) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বাপেক্ষা মন্দ খানা হচ্ছে ওলীমার সেই খানা যাতে ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় আর গরীবদের ত্যাগ করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত (কবুল করা) ত্যাগ করেছে সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করেছে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭৮)

ব্যাখ্যাঃ মুলতঃ ওলীমা কোন মন্দ খানা নয়, বরং তা মন্দ বলার কারণ হলো, কেবল ধনীদের দাওয়াত দেয়ার কারণে। এতদ্ব্যতীত এটা মানবতা বিরোধী।

http://kitabbhubon.com

(٦٧١) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ اَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِىْ سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص٢٧٩)

(৬৭১) অর্থঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (বিবাহে) প্রথম দিনের খানা আবশ্যক দ্বিতীয় দিনের খানা সুন্নাত, এবং তৃতীয় দিনের খানা শুনানো অর্থাৎ সুনামের জন্য। যে ব্যক্তি শুনাবে (অর্থাৎ নামের জন্য খাওয়াবে) আল্লাহও তার কথা শুনাবেন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সুনামের জন্য খাওয়ানোর কথা মানুষদের জানিয়ে দিবেন। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭৯)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা জানা গেল, ওলীমার খানা সর্বোচ্চ দু'দিন হতে পারে তার উর্দ্ধে নয়, হলে তা রিয়া ও নাম-যশের জন্য বিবেচ্য হবে।

(٦٧٢) وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِئِيْنَ اَنْ يُّؤْكَلَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٢٧٩)

(৬৭২) অর্থঃ হযরত ইকরিমা (রহঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম-যশের দুই প্রতিযোগীর খানা খেতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭৯)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসে যে দুই মেজবান খানা পাকানো ও তা খাওয়াতে শুধু নাম ও গর্বের জন্য প্রতিযোগিতা করে। অর্থাৎ একের উপর অন্যে প্রাধান্য পেতে চায়-তাদের খানা খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এতে কোনই বরকত থাকে না।

(٦٧٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ وَلَا يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا قَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ يَعْنِىْ اَلْمُتَعَارِضَيْنِ بِالضِّيَافَةِ فَخْرًا وَرِيَاءً (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص٢٧٩)

(৬৭৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিযোগিদের দাওয়াত কবুল করা যায় না এবং তাদের খানা খাওয়া যায় না। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেনঃ খানা খাওয়ানো প্রতিযোগী অর্থে এখানে গর্ব এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রতিযোগীতাকারীকেই বুঝানো হয়েছে। (বায়হাকী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭৯)

ব্যাখ্যাঃ রিয়া প্রতিটি কাজে আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য চাই ইবাদাতে মালী হোক বা বদনী। তাই প্রতিযোগিদের দাওয়াত কবুল করা যাবেনা, ও তাদের খানাও খাওয়া যাবে না (গিয়ে হোক কিংবা পাঠিয়ে দিক, কোন ভাবেই না)।

(٦٧٤) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص٣٧٩)

http://kitabbhubon.com

(৬৭৪) অর্থঃ হযরত ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাসিকদের দাওয়াত কবুল করতে নিষেধ করেছেন। (বায়হাকী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭৯)

ব্যাখ্যাঃ ফাসিক লোক তাই সে যেভাবেই ফাসিক হোক না কেন- তার দাওয়াতী খানা খাওয়া নিষেধ। আর এ নিষেধের কারণ একাধিক। যথা (১) ফাসিক লোক সাধারণত খাদ্যে সতর্কতা অবলম্বন করে না- হারাম খায় (২) ফাসিক কখনও বা জালিমও হয়। আর জুলুমের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত খানা খাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। (৩) এতদ্ব্যতীত এতে ফাসিকদের সম্মান ও খুশি করার ব্যাপারটা চিহ্নিত থাকে। (ফাতহুল মারাম)

عِشْرَةُ النِّسَاءِ

স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা

(٦٧٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْئٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٨٠)

(৬৭৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার নিকট হতে নারীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। তাদের কে (পুরুষদের) পাজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হাড় হলো উপরেরটা (আর তা হতেই নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে) অতএব তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও তবে সর্বদা বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং তোমরা নারীদের (স্ত্রীদের) সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৮০)

ব্যাখ্যাঃ হযরত হাওয়া (আঃ) হলেন সকল নারীর মূল ও প্রথম। তিনি হযরত আদমের পাঁজরের সবচে বাকাঁ হাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছেন বিধায় এর বক্রতা সমস্ত নারীর মধ্যে বিদ্যমান। নারীর প্রকৃতি তথা তবিয়ত হলো বাঁকা। একে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে যাবে তবুও সোজা হবে না। আর তার বাকা অবস্থায় তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে সদাসর্বদা তার টেরামিভাব থেকেই যাবে। তাই উচিত খুব সতর্কতার সাথে তাদের সঙ্গে বসবাস করা এবং সুযোগমত তাদের উত্তরোত্তর কল্যাণের দিকে উৎসাহী করা। জোরপূর্বক কিছু করতে গেলেই তারা ভেঙ্গে যাবে। আর তাদের ভাঙ্গা হলো তালাক। সুতরাং তারা উল্টো পাল্টা কিছু করলেও ধৈর্যধারণ করা উচিত।

(٦٧٦) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ فَاِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا ـ(رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٢٨٠)

http://kitabbhubon.com

(৬৭৬) অর্থঃ উক্ত হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। সে তোমার জন্য কখনও কিছুতেই সোজা হবেনা। যদি তুমি তার দ্বারা কাজ নিতে চাও, এ বাঁকা অবস্থাতেই নিবে। যদি সোজা করতে চাও ভেঙ্গে ফেলবে। আর তার ভাঙ্গা হলো তাকে তালাক দেয়া। (মুসলিম, মিশকাত- ২৮০)

ব্যাখ্যাঃ কখনও সোজা হবে না- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে কিছুতেই এক অবস্থার উপর থাকবে না, কখনও আনুগত্য করবে কখনও বা অন্যায় করবে। আবার কখনও অল্পে তুষ্ট হবে আর কখনও বেশি চাইবে ইত্যাদি (ফাতহুল মারাম)

(٦٧٧) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايفرك مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٨٠)

(৬৭৭) অর্থঃ উক্ত হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুমিন যেন কোন মুমিনাকে শত্রু না ভাবে। কেননা যদি সে তার এক কাজ বা বিষয়কে অপছন্দ করে তাহলে (হতে পারে) অন্য কাজ বা বিষয়কে পছন্দ করবে। (মুসলিম, মিশকাত- ২৮০)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ তার সব কাজই খারাপ নয়, বরং কোনটা ভাল হয় কোনটা মন্দ হয়। সুতরাং উচিত হলো মন্দ দেখেই চটে না যাওয়া বরং ভালটার দিকে লক্ষ্য করতঃ ধৈর্য ধরা এবং এর উপর সন্তুষ্ট থাকা। (ফাতহুল মারাম)

(٦٧٨) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٨٢)

(৬৭৮) অর্থঃ- উক্ত হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুমিনদের মধ্যে পূর্ণতম (কামেল) মুমিন সে, যার আখলাক (চরিত্র) ভাল, আর তোমাদের মধ্যে ভাল সে, যে তার স্ত্রীর জন্য ভাল। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে নরম ব্যবহার করে, সেই সবচে ভাল)। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৮২)

ব্যাখ্যাঃ কেননা বিবিরা দূর্বল ও অসহায় তাই তারা দয়া প্রাপ্তির উপযুক্ত। এজন্য তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিত।

(٦٧٩) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهٖ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٨٢)

(৬৭৯) অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুমিনদের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়ে সেই সবচে কামেল, (পরিপূর্ণ) যে আখলাক ব্যবহারের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে সবচে উত্তম এবং নিজ পরিবার-পরিজনের উপর মেহেরবান ও নরমব্যবহারী।

(তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৮২)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ পরিপূর্ণ ঈমান উত্তম চরিত্রের ও সকল সৃষ্টির উপর ইহসানের মাধ্যম, বিশেষ করে নিজ-পরিবার পরিজনের উপর দয়া ও অনুগ্রহ পরিপূর্ণ ঈমানের লক্ষণ।

(ফাতহুল মারাম)

اَلْقِسْمَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ

স্ত্রীদের মধ্যে পালা বন্টন বা সমতা রক্ষা

(٦٨٠) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٢٨٩)

(৬৮০) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবিদের মধ্যে পালাবন্টন করতেন এবং ন্যায় বিচার করতেন। আর বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আমার শক্তি-সামর্থানুযায়ী পালাবন্টন করলাম, সুতরাং যাতে শুধু তোমার ক্ষমতা রয়েছে, তাতে আমার শক্তি নেই কাজেই তাতে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করো না। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭৯)

ব্যাখ্যাঃ যার একধিক স্ত্রী রয়েছে তার উপর জরুরী সমতা বিধান। তবে এ সমতা বিধান সমস্ত বিষয়ে নয় বরং রাত যাপন ও খরচ-খরচার ব্যাপারে, অর্থাৎ এ দু'বিষয়ে সমস্ত স্ত্রীর সমান হক রয়েছে। কোন স্ত্রীর প্রতি বেশি টান হওয়া, কোনটার প্রতি কম হওয়া এটা সমতার অধীনে নয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমতা জরুরী নয়। কেননা এটা অন্তরের ব্যাপার, আর অন্তরের উপর কারো কোন অধিকার নেই। রাত যাপনের ক্ষেত্রে সমতা ধর্তব্য। কিন্তু এর দ্বারা জরুরী নয় যে, সহবাসের ক্ষেত্রেও সমতা রাখতে হবে।

(ফাতহুল মারাম)

(٦٨١) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٢٧٩)

(৬৮১) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তির নিকট দুই স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করে না, তাহলে কিয়ামতের দিন সে একাংশ অঙ্গহীন অবস্থায় উঠবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৭৯)

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত শাস্তি শুধু দু' স্ত্রীর মধ্যে অবিচার করার মধ্যে সীমিত নয়; বরং তিন চার স্ত্রীর মধ্যেও এটা ধর্তব্য ও সমভাবে প্রযোজ্য। চাই স্ত্রীগণ সায়্যিবা হোক বা বাকিরা, কুমারী বা পুরাতন। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

حُقُوْقُ الزَّوْجَيْنِ

স্বামী-স্ত্রীর একের উপর অন্যের হক

(٦٨٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَّا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ ذَالِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ فِىْ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِشْكٰوة صـ٢٢٥)

(৬৮২) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ আল্লাহর জামানতে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাদের যৌনাঙ্গকে হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের হক হলো, তোমরা যাকে অপছন্দ কর তাকে তারা যেন তোমাদের বিছানায় আসতে না দেয় (অর্থাৎ তোমাদের সন্তুষ্টি ছাড়া কাউকে যেন তোমাদের গৃহে আসতে না দেয়া চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা) যদি তারা এটা করে (অর্থাৎ অপছন্দের ব্যক্তিকে আসতে দেয়) তবে তাদেরকে মৃদু আঘাত কর। আর তোমাদের উপর তাদের হক হলো, তোমরা ন্যায় সঙ্গতভাবে তাদের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে (বাসস্থানসহ)। (মুসলিম, [বিদায় হজের ঘটনায় হযরত যাবির থেকে বর্ণিত হাদীসের একাংশ] মিশকাত– পৃষ্ঠা ২২৫)

ব্যাখ্যাঃ যার সঙ্গে বিবাহ চির হারাম তারা সাক্ষাত করতে পারবে, যদি নিরাপদ হয় তার ব্যাপারে। আর যার সঙ্গে বিবাহ হালাল তার সাথে সাক্ষাত ও সংশ্রব গ্রহণ বৈধ নয়, আর স্বামী তো রাজী হবেইনা পর পুরুষ নিজ স্ত্রীর বিছানায় থাকাকে। তাই দ্বীনদারী পূর্ণ রক্ষা করে চলবে।

(٦٨٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَى الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُمَا قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَامِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ اِمْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَتَاْبٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا (مِشْكٰوة صـ٢٨٠)

(৬৮৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে এবং স্বামী নারাজ অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন ফেরেশতাগণ তাকে ভোর পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকে।

http://kitabbhubon.com

তাদের অপর বর্ণনায় আছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। ঐ সত্তার কসম– যার হাতে আমার জীবনঃ যে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে, নিশ্চয় আসমানে যিনি আছেন তিনি তার প্রতি নারাজ থাকেন, যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। (মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৮০)

ব্যাখ্যাঃ অস্বীকারের দ্বারা উদ্দেশ্য, কোন শরয়ী ওজর ব্যতীতই অস্বীকার করা। কেউ কেউ বলেনঃ ঋতুস্রাব অস্বীকারের কোন ওজর নয়, কেননা জুমহুরের নিকট স্ত্রীর ঋতুস্রাব অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীর নাভীর উপরাংশ এবং রানের থেকে ফায়দা হাসেল করা জায়িয। কারো কারো মতে, হায়িজ অবস্থায় যৌনাঙ্গ ব্যতীত সকল স্থান থেকে ফায়দা হাসিল করা জায়িয। হাদীস থেকে জানা গেল যে, স্বামীর নারাজীতেই আল্লাহর নারাজী। স্বামী রাতে রাগ হলে সকাল পর্যন্ত আর সকালে রাগ হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর লানত করে। (ফাতহুল মারাম)

(٦٨٤) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ اٰمِرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص٢٨١)

(৬৮৪) অর্থঃ উক্ত হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি আমি কাউকে (খোদা ছাড়া) অপর কাউকে সাজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সাজদা করার। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৮১)

ব্যাখ্যাঃ যদি আল্লাহ পাক ব্যতীত অপর কাউকে সাজদা করা বৈধ হতো তাহলে মহিলাদের প্রতি আদেশ হতো স্বামীকে সাজদা করার। এর কারণ সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বলেন যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হক অনেক। আর সে ঐ সমস্ত হকের শুকরিয়া আদায় করতে অক্ষম। এতদ্ব্যতীত স্বামীর কথা মানা যে স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য সাজদার কথা বলার দ্বারা তা স্পষ্ট বুঝে আসে, এতে স্বামীর আনুগত্যের জোর তাকীদ দেয়া হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٦٨٥) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْاَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَائَتْ (رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ، مِشْكٰوة ص٢٨٠)

(৬৮৫) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্ত্রীলোক যখন তার প্রতি নির্দ্ধারিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়বে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, নিজের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করবে এবং স্বামীর অনুগত থাকবে, তখন সে বেহেশতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। (আবু নুআইম হিলয়া, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৮০)

ব্যাখ্যাঃ নামায পড়বে যে কয় দিন হায়িজ ও নিফাস না থাকে তথা তার পবিত্র থাকার সময়ে হায়িজ ও নিফাসের কারনে নামায না পড়াগুলো কাজা করা লাগবে না। আর হায়িয ও নিফাসবশত রোযা রাখবে না তবে একটার বদলে অন্য মাসে পবিত্রাবস্থায় কাজা করবে, অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকবে আর যাতে আনুগত্য জায়িয স্ত্রী সেসব ব্যাপারে অবশ্যই স্বামীর আনুগত্য করবে।

http://kitabbhubon.com

(٦٨٦) وَعَنْ طَلَقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص٢٨١)

(৬৮৬) অর্থঃ হযরত ত্বলক বিন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের প্রয়োজনে ডাকে তখন সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়, যদিও সে চুলার কাজে থাকে। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৮১)

ব্যাখ্যাঃ স্বামীর আহবানে সাড়া দান সর্বকাজের অগ্রগন্যঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে সহবাসের প্রতি আহবান করে অথবা অন্য কোন জরুরী কাজে ডাকে তাহলে তৎক্ষণাৎ তার ডাকে সাড়া দেয়া উচিত। যদিও স্ত্রী জরুরী কাজে লিপ্ত থাকে অথবা সাড়া দিতে গেলে মাল নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে,যেমন রুটি বা খানা রান্না করছিল এমন সময় ডাক দিল, তাহলে স্ত্রীর উচিত কালক্ষেপণ না করে স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার আনুগত্য করা। (ফাতহুল মারাম)

(٦٨٧) وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص٢٨١)

(৬৮৭) অর্থঃ হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মহিলা মারা যায় আর তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
(তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৮১)

ব্যাখ্যাঃ মাযাহের গ্রন্থ প্রণেতা লেখেন যে, সব স্বামীর সন্তুষ্টির দ্বারা স্ত্রী জান্নাতে প্রবেশ করবে না, বরং ঐ স্বামীর সন্তুষ্টির দ্বারা যাবে যারা আলিম হবে এবং মুত্তাকী হবে। ফাসিক জাহিলের সন্তুষ্টি নয়, অবশ্য স্বামীর সন্তুষ্টির সাথে সাথে তাকে নামাযী এবং হুকুকুল ইবাদ এর যিম্মা থেকে প্রশ্নাতিত হতে হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٦٨٨) وَعَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَاتُؤْذِي اِمْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا اِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَاتُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ اَنْ يُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص٢٨١)

(৬৮৮) অর্থঃ মুয়াজ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখনই কোন নারী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কোন কষ্ট দিতে থাকে, তখনই বেহেশতের হুরদের মধ্যে যে তার নারী হবে, সে বলে (হে অভাগিনী) তুমি তাকে কষ্ট দিও না আল্লাহ পাক তোমাকে ধ্বংস করুন! তিনি তোমার নিকট তো মুসাফির। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবেন। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৮১)

ব্যাখ্যাঃ অন্য এক বর্ণনায় আছে, অর্থাৎ ফিরিশতারা স্বামী অবাধ্য স্ত্রীদেরকে অভিশাপ করেন। এই দুই হাদীস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে,আসমান বাসীরাও দুনিয়াবাসীদের আমলের সম্পর্কে অবগত হন। (মাজাহির)

http://kitabbhubon.com

(٦٨٩) وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِىْ نَفَرٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيْرٌ فَسَجَدَ لَهٗ فَقَالَ اَصْحَابُهٗ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَّسْجُدَ لَكَ فَقَالَ اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا مَنْ يَّسْجُدُ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ اَمَرَهَا اَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلِ اَصْفَرَ اِلٰى جَبَلِ اَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلِ اَسْوَدَ اِلٰى جَبَلِ اَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تَفْعَلَهٗ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٢٨٣)

(৬৮৯) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মুহাজির ও আনসারের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় একটি উট এসে তাকে সাজদা করল। তার সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে পশু ও গাছ সাজদা করে (আর আমরা মানুষ) সুতরাং আপনাকে সাজদা করার আমরাই অধিক উপযুক্ত। তিনি বললেন, (না-না) তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদাত করবে আর তোমাদের ভাইকে (অর্থাৎ আমাকে) শুধু সম্মান করবে । যদি আমি কাউকে আল্লাহবিনে সাজদা করার অনুমতি দিতাম তবে স্ত্রীকেই তার স্বামীর সাজদা করার অনুমতি দিতাম। স্বামী যদি তাকে হলুদ রংয়ের পাহাড় হতে কালো রংয়ের পাহাড়ে এবং কালো রংয়ের পাহাড় হতে সাদা রংয়ের পাহাড়ে পাথর স্থানান্তর করতে বলে তবুও তার তা করা উচিত। (আহমাদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৮৩)

ব্যাখ্যাঃ উটের সাজদা করা ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিজা স্বরূপ। আল্লাহর নিদের্শেই উটটি তাকে সাজদা করেছিল। বস্তত: সাজদার একমাত্র হকদার হলেন তিনি, যিনি প্রভু। যিনি সৃষ্টিকর্তা। যেহেতু আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ প্রভু নন এবং সৃষ্টিকর্তা নন তাই সাজদা একমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে। কেননা নবী বা ওলীর জন্য হতে পারে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুধু সম্মানের উপযুক্ত, আর তার যথার্থ সম্মান হলো তার আনুগত্য অনুসরণের মধ্যে।

হলুদ পাহাড় হতে কালো পাহাড়, কালো পাহাড় হতে সাদা পাহাড় সরানো ইত্যাদির দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ ধরনের পাহাড় নিকটে নিকটে পাওয়া যায় না তদুপরি পাহাড় সরানো খুবই অসাধ্যের কাজ। এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি স্ত্রীকে এমন কাজের আদেশ দেয় তবুও তাকে তা পালনে তৎপর হতে হবে।

(ফাতহুল মারাম)

(٦٩٠) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَايُقْبَلُ لَهُمْ صَلٰوةٌ وَلَا تُصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى مَوَالِيْهِ فَيَضَعُ يَدَهٗ فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَالْمَرْاَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصْحُوَ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٨٣)

http://kitabbhubon.com

(৬৯০) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না এবং তাদের নেকী আকাশের দিকে উঠে না। (১) পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে আপন মুনিবের নিকট ফিরে আসে ও তার হাতে ধরা দেয় (২) সেই নারী যার উপর তার স্বামী নারাজ যতক্ষণ না সে তাকে সন্তুষ্ট করে এবং (৩) মাতাল যতক্ষণ না সে স্বাভাবিক হয়। (বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৮৩)

ব্যাখ্যাঃ مَوَالِيْه এই বহুবচনের শব্দ দ্বারা এদিকে ইশারা যে, মালিক ও মালিকের সন্তানাদি সবার আনুগত্য করবে।(ফাতহুল মারাম)

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى عِصْيَانِ الزَّوْجَةِ الزَّوْجَ

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অবাধ্যতার উপর সতর্কতা

(٦٩١) لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ النِّسَاءِ السَّلْتَاءَ وَالْمَرْهَاءَ فَالسَّلْتَاءُ اَلَّتِىْ لَاتَخْتَضِبُ وَالْمَرْهَاءُ اَلَّتِىْ لَاتَكْتَحِلُ وَلَعَنَ الْمُسَوِّفَةَ وَالْمُغَسِّلَةَ فَالْمُسَوِّفَةُ هِىَ الَّتِىْ اِذَا دَعَاهَا زَوْجُهَا اِلَى الْمُبَاشَرَةِ فَقَالَتْ سَوْفَ اَفْعَلُ وَالْمُغَسِّلَةُ الَّتِىْ اِذَا دَعَاهَا زَوْجُهَا اِلَى الْمُبَاشَرَةِ فَقَالَتْ حَائِضٌ وَلَيْسَتْ كَذَالِكَ فِىْ نِصَابِ الْاِحْتِسَابِ ـ(مَجْمُوْعَةُ الْفَتَاوٰى لِلْعَلَّامَةِ اللَّكْنُوِىِّ ص٨٥ ج٣)

(৬৯১) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক শ্রেণীর মহিলাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন (১) সালতা, যারা খেজাব অর্থাৎ মেহেদি ইত্যাদি ব্যবহার করে না (২) মারহা, যারা সুরমা ইত্যাদি ব্যবহার করে না (৩) মুসাওবিফাহ যাদের স্বামী সহবাসের জন্য ডাকে অথচ তারা, বলে কিছু পরে (৪) মুগাসসিলাহ যাকে স্বামী সহবাসের জন্য ডাকলে সে মিথ্যে বলে, আমার হায়িজ এসেছে। নিসাবুল ইহতিসাব (আল্লামা লাকনুবীর মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৮৫)

ব্যাখ্যাঃ মোটকথা স্বামীর চাহিদা সব পূরণ করতে হবে শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে। নতুবা রসূলের অভিশাপের পাত্রী হতে হবে।

ضَرْبُ الزَّوْجَةِ

স্ত্রীকে প্রহার

(٦٩٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهٗ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٨٠)

(৬৯২) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন যামআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন

http://kitabbhubon.com

নিজ স্ত্রীকে গোলাম বাঁদীর ন্যায় না মারে; অতপরঃ সে দিন শেষে তার সাথে সহবাস করে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৮০)

ব্যাখ্যাঃ এটা বড়ই বে-মানানও লজ্জাস্কর কথা যে, দিনে স্ত্রীকে নিষ্ঠুরের ন্যায় নির্মম প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত করে অতঃপর দিন শেষে তার সাথে মিলনে রত হয়। অবশ্য অন্যায়ের উপর মৃদু প্রহারের অনুমতি রয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٦٩٣) وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاحَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص٢٨١)

(৬৯৩) অর্থঃ হযরত হাকিম বিন মুয়াবিয়া কুশাইরী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর কি হক রয়েছে! তিনি বললেন, তাকে খাওয়াবে যখন তুমি খাবে, তাকে পরাবে যখন তুমি পরবে, আর তার মুখে মারবে না। তাকে অশ্লীল গালী দেবে না এবং ঘর ছাড়া তার নিকট হতে পৃথক থাকবে না। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ২৮১)

ব্যাখ্যাঃ মুখে মারা নিষিদ্ধ ঃ স্ত্রী অবাধ্য হলে, আবশ্যক কার্যাবলী না করলে অথবা তাকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য মারা যেতে পারে, তবে তা মুখে নয়- অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। ফাতওয়ায়ে কাজীখানে আছে যে, স্ত্রীকে চার কাজে মারা জায়িজ। (১) স্বামী, স্ত্রীর সাজ-সজ্জা দেখতে চায় কিন্তু সে না সাজলে (২) বিনা ওজরে সহবাস করতে অস্বীকার করলে (৩) নামায তরক করলে ও (৪) স্বামীর অনুমতি ছাড়া গৃহ হতে বের হলে। (ফাতহুল মারাম)

(٦٩٤) وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ اِمْرَأَةً فِىْ لِسَانِهَا شَيْئٌ يَعْنِى الْبَذَاءَ قَالَ طَلِّقْهَا قُلْتُ اِنَّ لِىْ مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُوْلُ عِظْهَا فَاِنْ يَّكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ وَلَا تَضْرِبَنَّ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ اُمَيَّتَكَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٢٨٢-٨٢)

(৬৯৪) অর্থঃ- হযরত লাকীত বিন সবিরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার একটি স্ত্রী আছে যার মুখ চলে বা খোলা (অর্থাৎ আশ্লীল বাক্য ব্যয় করে) তিনি বললেন, তাকে তালাক দিয়ে দাও। আমি বললাম, তার ঘরে আমার সন্তান রয়েছে এবং সে আমার দীর্ঘ দিনের সঙ্গিনী। তিনি বললেন, তবে তাকে নসীহত কর। যদি তার মধ্যে কল্যাণ থাকে তাহলে সে সহজেই গ্রহণ করবে। কিন্তু তুমি তোমার বিছানার স্ত্রীকে বাঁদীর ন্যায় মারবে না। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৮১-৮২)

ব্যাখ্যাঃ বাঁদীর ন্যায় প্রহার করবে না অর্থাৎ স্বাধীনা স্ত্রীকে ঘরের বাঁদীর ন্যায় প্রহার করবে না। শত হলেও সে তোমার বহু দিনের সঙ্গীনি ও যৌন স্পৃহা মিটানোর উপকরণ। তাই ঐ অবস্থায়ও দয়া পরবশ হতে হবে। (মিরকাত)

http://kitabbhubon.com

اَلْوَعِيْدُ عَلَى الْاِفْسَادِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

স্বামী-স্ত্রীর মধ্য দ্বন্দ্ব লাগানোর প্রতি হুশিয়ারী

(٦٩٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَبَ اِمْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا اَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهٖ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٢٨٢)

(৬৯৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে আমাদের দলের নয়, যে কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উস্কে দেয় অথবা কোন দাসকে তার মুনিবের ব্যাপারে ক্ষেপিয়ে তোলে। (আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৮২)

ব্যাখ্যাঃ স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেয়ার অর্থঃ যে ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দেয় সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দলের নয়। আর স্ত্রীকে উস্কিয়ে দেয়ার কয়েকটি অবস্থাও হতে পারে (১) স্ত্রীর সামনে স্বামীর দোষ বর্ণনা করা (২) অন্য স্ত্রীর উন্নততর অবস্থার কথা বর্ণনা করে তাকে স্বামীর থেকে অতিরিক্ত খরচাদি চাইতে উদ্বুদ্ধ করা (৩) অথবা স্বামীর খিদমতে স্ত্রীকে আলস্য করতে বলা ইত্যাদি। (ফাতহুল মালহম)

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ

"স্ত্রীর তালাক চাওয়ার" উপর ধমক

(٦٩٦) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَئَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِىْ غَيْرِ مَابَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص٢٨٣)

(৬৯৬) অর্থঃ হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে নারী বিনা প্রয়োজনে কষ্টে পতিত হওয়া ছাড়াই) আপন স্বামীর নিকট তালাক চায়,তার জন্য জান্নাতের ঘ্রাণও হারাম। (আহমাদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৮৩)

ব্যাখ্যাঃ কোন নারী বিনা প্রয়োজনে, বাধ্য না হয়ে যদি স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে তবে সে নারী দুর্ভাগ্যবতী, সে প্রাথমিক পর্যায় জান্নাত পাবে না, শাস্তি ভোগ করে জান্নাত পাবে পরে, যদি ঈমান নিয়ে মারা যায়। তাই প্রতিটি স্ত্রীর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ যেন তারা নিস্প্রয়োজনে তালাক না চায়।

حَقُّ الْمَمْلُوْكِ

দাস-দাসীদের অধিকার

(٦٩٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهٗ وَكِسْوَتُهٗ وَلَايُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَايُطِيْقُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٢٨٣)

http://kitabbhubon.com

(৬৯৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দাস-দাসীদের প্রাপ্য। আর তাদের উপর এমন কাজের বোঝা চাপিয়ে দিবে না যা তাদের সাধ্যের বাইরে। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৮৩)

ব্যাখ্যাঃ প্রকৃত মুনিব হলেন আল্লাহ। আর গোলামের মালিক হলো রূপক মুনিব। সুতরাং যেমনিভাবে প্রকৃত মুনিব তার বান্দাদের উপর কঠোর কোন কিছু করার উপর আদেশ দেননি তেমনি রূপক মুনিবেরও উচিত লোকদের উপর সাধ্যের বাইরের বা অতি কষ্টের কাজের আদেশ না দেয়া। আর তাদের প্রয়োজনমতো খাদ্য-পানীয় ও বস্ত্রাদি সরবরাহ করা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, মালিকের উপর তিনটি -বিষয় জরুরী, (১) গোলামের নামাযে জলদি করতে না বলা (২) খাওয়া অবস্থায় তাকে কোন কাজের আদেশ না দেয়া(৩) ভালভাবে তার পেট ভরানো। (ফাতহুল মারাম)

(٦٩٨) وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ يَسَّرَ اللّٰهُ حَتْفَهُ وَاَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ وَشَفْقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَاِحْسَانٌ عَلَى الْمَمْلُوْكِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٢٩١)

(৬৯৮) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, আল্লাহ পাক তার মৃত্যু সহজ করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ঃ (১) অসহায় দুর্বলের প্রতি সদ্ব্যবহার (২) পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণ (৩) দাস-দাসীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৯১)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে যখন দুর্বলের প্রতি সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। তাই চাই দুর্বলতা শরীরগত হোক বা অবস্থাগত হোক অথবা মেধাগত হোক। (ফাতহুল মারাম)

(٦٩٩) وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٢٩١)

(৬৯৯) অর্থঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, দাস-দাসীদের সাথে দূর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৯১)

ব্যাখ্যাঃ 'বেহেশতে প্রবেশ করবে না'– এর দ্বারা উদ্দেশ্য কোন দিনই বেহেশতে প্রবেশ করবেনা তা নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিকভাবে যারা যাবে তাদের সাথে যেতে পারবেনা, বরং জুলুমের হিসাব দেয়ার পরেই তবে যাবে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٠٠) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، صـ٣٥٥ جـ٢ مِشْكٰوة صـ٢٩١)

http://kitabbhubon.com

(৭০০) অর্থঃ হযরত রাফে বিন মাকীছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাস-দাসীদের সাথে সদাচরণ করা কল্যাণের লক্ষণ, পক্ষান্তরে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা অমঙ্গল ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। (আবু দাউদ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৫, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২৯১)

ব্যাখ্যাঃ দাস-দাসীদের সাথে সদাচরণ করাকে হাদীসে কল্যাণ ও বরকতের লক্ষণ বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, যখন মানব তার দাস-দাসীদের সাথে উত্তম আচরণ করে, তার প্রতি সদয় হয়, তখন তারা মুনিবের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং তার কাজ বেশিও মনোযোগ দিয়ে করে। ফলে এভাবে মুনিবের কল্যাণ ও বরকত লাভ হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٧٠١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمُ الَّذِىْ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ ـ (رَوَاهُ رَزِيْنٌ، مِشْكٰوة ص٢٩٢)

(৭০১) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি কি তোমাদের বলে দিব না তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি কে? যে একাকী খায় এবং আপন দাস গোলামকে মারধর করে, আর দান খয়রাত হতে বিরত থাকে। (রযীন, মিশকাত-২৯২)

ব্যাখ্যাঃ মোটকথা মন্দ লোক হলো অসদাচরণকারী ও কৃপণ ব্যক্তি। অন্য এক হাদীসে এদের থেকে মন্দ বলা হয়েছে তাকে, যে মানুষের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রাখে আর মানুষেও তার প্রতি ক্রোধ পোষণ করে। এর চেয়েও মন্দ সে যার মন্দতায় লোকেরা ভয় পায় আর তার থেকে কল্যাণের আশা রাখেনা। এর চেয়ে মন্দ সে যে দ্বীনের উছিলায় দুনিয়া অর্জন করে। (ফাতহুল মারাম)

حَقُّ الْبَعِيْرِ

উটের অধিকার

(٧٠٢) مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ جـ١ ص٣٥٢)

(৭০২) অর্থঃ বর্ণিত আছে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; যার পিঠ পেটের সাথে লেগে গিয়েছিল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তা দেখে) বললেনঃ তোমরা এই চতুস্পদ জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর (অর্থাৎ তাদের প্রতি জুলুম করো না) এর উপর তোমরা আরোহন কর উত্তম পন্থায় আর ছেড়েও দাও উত্তম পন্থায়। (অর্থাৎ আরোহণের পূর্বেও তাদের ভালভাবে দানা-পানি খাওয়াও আবার আরোহন শেষেও তাদের দানা-পানি দাও)। (আবু দাউদ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৫২)

ব্যাখ্যাঃ চতুস্পদ প্রাণী এগুলোর প্রতিও সদয় হওয়া আবশ্যক। তাই বিশেষ করে যাতে আরোহন করা হয় ও বোঝা বহন করা হয় তার দানা পানির ব্যাপারে চিরদিন সচেষ্ট হওয়া মানবতা ও শিষ্টতার চাহিদা।

http://kitabbhubon.com

(٧٠٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَاتَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبْلِغَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوْا حَاجَتَكُمْ

(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، صـ٣٥٤ جـ١ مِشْكٰوة صـ٣٤٠)

(৭০৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের চতুস্পদ জন্তুর পিঠকে মিম্বর বানিওনা। যে সমস্ত শহরে (স্থানে) আত্মাকে কষ্ট দেয়া ব্যতীত তোমরা পৌছুতে পার না সে সমস্ত শহরে (অনায়াসে বা বিনাকষ্টে) পৌছার জন্যই শুধু আল্লাহপাক এদেরকে (জন্তুদেরকে) তোমাদের অনুগামী করে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের প্রয়োজনের জন্য যমীন সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তথায় তোমরা নিজেদের হাজত পূরণ কর। (আবু দাউদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৫৪, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৪০)

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেনঃ জন্তুর পিঠকে মিম্বর বানানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিনা প্রয়োজনে তার পিঠের উপর অবস্থান করা। তবে কেউ কেউ বলেনঃ উদ্দেশ্যে এই যে, পশুকে দাঁড় করিয়ে তার পিঠে বসে বসে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি কথা বার্তা বা চুক্তি সম্পাদন করা। (ফাতহুল মারাম)

صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ
দুই শ্রেণীর জাহান্নামী

(٧٠٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَايَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ جـ٢ صـ٢٠٥)

(৭০৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুই শ্রেণীর জাহান্নামীকে আমি এখনও পর্যন্ত দেখিনি। (১) ঐ সমস্ত (অহংকারী ও জালিম) লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে আর তারা এ দ্বারা মানুষকে আঘাত করবে (২) ঐ মহিলা যারা পাতলা (ফিন ফিনে) কাপড় পরিহিতা, সম্পূর্ণ দিগম্বর, (পরপুরুষদের) আকর্ষণকারীনী এবং নিজেরাও অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা (এর সাজের ফ্যাশন) হবে বুখতি উটের (এদিকে-ওদিক) হেলানো উটের মত। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। এমনকি তার ঘ্রাণও পাবেনা। অথচ তার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে এত এত দুরত্ব অর্থাৎ কমপক্ষে পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকে।

(মুসলিম ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২০৫)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা বহুল নিয়ামতে থাকবে অথচ কৃতজ্ঞ হবে না অথবা কৃতজ্ঞ হবেনা অথবা তারা শরীরের কিছু অংশ ঢাকবে কিছু খোলা রাখবে অথবা তারা এমন পাতলা কাপড় পরবে যে, শরীরের বর্ণ পর্যন্ত দেখা যাবে। এর অর্থ হলো নিজেরাও আল্লাহর আনুগত্য থেকে ফিরে থাকবে আর তা অন্যদেরও দেখাবে। অথবা উদ্দেশ্য হলো গর্ব সহকারে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে চলবে এবং অন্য মহিলাদেরও সেরূপ চালাবে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাথাকে ফুলিয়ে ফুলিয়ে রাখবে। (ফাতহুল মারাম)

ثَلَاثَةٌ لَاتَدْخُلُ الْجَنَّةَ

তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না

(٧٠٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَلْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّفِىْ اَهْلِهِ الْخَبَثَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ مِشْكٰوة صـ٣١٨)

(৭০৫) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন প্রকার লোকের উপর আল্লাহ পাক জান্নাত হারাম করেছেন। (১) সদাসর্বদা মদ্যপায়ী। (২) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং (৩) দায়ুছ যে নিজ পরিবার-পরিজনে অন্যায় অশ্লীল ও গুনাহের কাজ (হতে দেখেও তা) জিইয়ে রাখে। (আহমাদ, নাসায়ী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩১৮)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা ত্বীবী (রাঃ) বলেনঃ দায়ুছ ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় পরিবার পরিজনকে খারাপ কাজ করতে দেখে কিন্তু এতে আত্মচেতনাবোধ করে না ও বাধা দান করেনা। (ফাতহুল মারাম)

(٧٠٦) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ لَاتَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٣١٨)

(৭০৬) অর্থঃ হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না (১) সদা সর্বদা মদপানকারী (২) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ও (৩) জাদু বিদ্যা বিশ্বাসকারী। (আহমাদ মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩১৮)

ব্যাখ্যাঃ মদ পান করা কবীরা গোনাহ ও হারাম, যদি হালাল মনে করে পান করে তবে সে কাফির ও বিনা তওবায় মারা গেলে চির জাহান্নামী। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হারাম, তাই হালাল মনে করে ছিন্ন করে বিনা তওবায় মারা গেলে চিরজাহান্নামী। অনুরূপ জাদুকে সত্যায়নকারী। তবে এগুলো হারাম মনে করলে প্রাথমিক পর্যায়ে জান্নাতে যাবেনা, ঈমান নিয়ে মরলে শাস্তির পরে জান্নাতে যাবে।

(٧٠٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُدْمِنُ الْخَمْرِ اِنْ مَاتَ لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى كَعَابِدِ وَثَنٍ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٣١٨)

http://kitabbhubon.com

(৭০৭) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সদা-সর্বদা মদপানকারী যদি মারা যায় তাহলে সে আল্লাহর সাথে মূর্তি উপাসনাকারীর ন্যায় মোলাকাত করবে। (আহমাদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩১৮)

ব্যাখ্যাঃ মুর্তি উপাসনাকারীর ন্যায় কথার অর্থ হল, মদপানকারী কুপ্রবৃত্তি পুজারী হয়েছে ও আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করেছে। আর আল্লাহ পাক মদ ও মূর্তি এ দুটোকে একত্রে হারাম করে সুরা মায়িদায় বর্ণনা করেছেন। (মিরকাত)

(٧٠٨) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ مَااُبَالِىْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ اَوْ عَبَدْتُّ هٰذِهِ السَّارِيَةَ دُوْنَ اللّٰهِ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣١٨)

(৭০৮) অর্থঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলতেন যে, আমি কোন পরওয়া করিনা যে, হয়ত আমি মদপান করব অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঐ সমস্ত তারকার উপাসনা করব (অর্থাৎ মদপান করা এবং মূর্তি উপাসনার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য বুঝি না অর্থাৎ উভয় আমার কাছে সমান)। (নাসায়ী, মিশকাত ৩১৮ পৃঃ)

ব্যাখ্যাঃ তারকা পুজা (মুর্তি পুজা করা) ও মদপান করা উভয়টা একই- এ দাবী বর্ননা কারীর যথার্থ হয়েছে। কেননা উভয় পুজাতে ও কর্মে নফছের আনুগত্য ও গোলামী বিদ্যমান, তাই মদপান ও মূর্তি পুজা একই স্তরের পাপ তবে হুকুম কিছুটা তারতম্য আছে। মূর্তি পুজা শিরক, আর মদপান কবীরা গোনাহ। তবে হালাল মনে করে পান করলে তা নির্ঘাত কুফরি ও মদ পানকারী কাফির।

بَابُ الْعِطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ

হাঁচিদান ও হাই তোলার অধ্যায়

(٧٠٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعِطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَاِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهٗ اَنْ يَقُوْلَ لَهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهٗ مَااسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٠٥)

(৭০৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ পাক হাঁচিকে পছন্দ করেন আর হাইতোলাকে অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যখন কোন লোক হাঁচি দেয় এবং আলহামদু লিল্লাহি বলে,তখন শ্রোতা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইয়ার হামুকাল্লাহ পড়া অপরিহার্য হয়। আর হাইতোলা হচ্ছে শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমাদের কারো হাই এলে যথা সম্ভব তা নিবারণ করার চেষ্টা

http://kitabbhubon.com

করা উচিত। যখন কোন লোক হাইতোলে তখন শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে। (বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪০৫)

ব্যাখ্যাঃ হাঁচি প্রিয় ও হাইতোলা অপ্রিয় হওয়ার কারণঃ হাঁচির দ্বারা মস্তিস্কের নিস্ক্রিয়তা ও ক্লেশ দুর হয়। হাঁচির পরে মানুষ সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়। ফলে তখন সে অধিক আল্লাহর আনুগত্য করতে অধিক আনন্দ লাভ করে। যেহেতু এটা নিয়ামত স্বরূপ, তাই এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। পক্ষান্তরে হাইতোলা উদরপুর্তি ও শারিরীক ক্লান্তির কারণে হয়ে থাকে। এই ক্লান্তি স্বত:ফূর্ত আনুগত্যের প্রতিবন্ধক। কেননা হাইতোলার পর দেখা যায় অলসতায় ঘুম ঢুলুঢুলু ও ক্লান্তির কারণে অনেক ফরয, ওয়াজিব কাজ ছুটে যায়। শয়তান হাইতোলা দেখলে খুশী হয়। তাই একে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে।

হাঁচি দাতার করণীয় ও তার জওয়াব দানঃ হাঁচিদাতার জন্য সুন্নাত হলো আলহামদুলিল্লাহ বলা, আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেনঃ এর সাথে রব্বুল আলামীন টুকু বৃদ্ধিকরা ভাল। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ বলা সবচে ভাল, মুসান্নাফে ইবনে শায়বা গ্রন্থে হযরত আলী (রাঃ) থেকে এক মাওকুফ হাদীসে এসেছে যে, যে ব্যক্তি হাঁচি দেয়ার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ বলবে তার কখনও মাড়ির ও কানের রোগ হবে না। হাঁচিদাতার আলহামদুলিল্লাহ যে শুনবে তার উপর ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে জওয়াব দেয়া হানাফী মাজহাবে ওয়াজিব-আলাল কিফায়াহ অর্থাৎ একাধিক মানুষের মধ্যে কাউকে না কাউকে উত্তর দিতে হবে নতুবা সবাই গোনাহগার হবে। তবে শ্রোতা যদি একা হয় তাহলে তার উপর জওয়াব দেয়া ওয়াজিব হবে। সালামের জওয়াবের ন্যায় এর জওয়াব উপস্থিত ব্যক্তিদের এক জনের দেয়ার দ্বারা সবার থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে এই ওয়াজিব তখনই যখন নাকি হাঁচিদাতার জবাব সবাই শুনবে। যদি না শুনা যায় তবে জওয়াব দেয়া ওয়াজিব নয়। যদি অবস্থা এমন থাকে যে, শ্রোতারা জওয়াব দিতে পারবে তাহলে সেখানে হাঁচিদাতার জোরে পড়াই ভাল, যেন সবাই উত্তর দিয়ে সওয়াবের হকদার হতে পার। আর যদি এমন হয় যে, শ্রোতাদের ব্যস্ততার দরুণ জওয়াব দিতে পারবে না, তখন আস্তে পড়াই উচিত, যাতে তারা জওয়াব না দেয়ার গুনাহতে পতিত না হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٧١٠) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطِسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهٗ اَخُوْهُ اَوْصَاحِبُهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ لَهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٠٥)

(৭১০) অর্থঃ উক্ত হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি তোমাদের কারো হাঁচি আসে, সে যেন আলহামদুলিল্লাহ" বলে এবং তার কোন (মুসলমান) ভাই বা বন্ধু (তার জওয়াবে) ইয়ার হামুকাল্লাহ' বলে। যখন কেউ হাঁচিদাতার জওয়াবে' ইয়ার হামুকাল্লাহ' বলে, তখন হাঁচিদাতা তার জওয়াবে তথা আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দিল এবং তোমার অবস্থা ভাল করুন বলবে। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪০৫)

ব্যাখ্যাঃ রহমাতের দুয়া করা দাবী করে তার জন্য কল্যাণের দুয়ার, যাতে অন্তরের মধ্যে সংযোগ পয়দা হয়, এজন্য দুয়ার মধ্যে অন্তরের অবস্থা ভাল করে দেয়ার দুয়ার শব্দ রয়েছে।

http://kitabbhubon.com

(٧١١) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا عَطِسَ اَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتُوْهُ وَاِنْ لَّمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلَا تُشَمِّتُوْهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٠٥)

(৭১১) অর্থঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়বে তখন তোমরা তার জওয়াব দিবে। আর যদি সে আলহামদুলিল্লাহ' না বলে তবে তার জওয়াব দিবে না। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪০৫)

ব্যাখ্যাঃ হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা একান্ত উচিৎ। যখন হাঁচিদাতা আল্লাহর প্রশংসা করেনা তখন তার জন্য হাঁচির পর প্রশংসা করলে জবাবে সে দুআ দেয়া হয় তা দেয়া হবে না। যাতে সে শিক্ষা গ্রহণ করে ও ভবিষ্যতে ঐ রূপ না করে।

(٧١٢) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاٰخَرَ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَطَسَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ فَشَمَّتَّ اَحَدَهُمَا وَلَمْ تُشَمِّتِ الْاٰخَرَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَاِنَّ هٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ صـ٢٧٢، مِشْكٰوة صـ٤٠٥)

(৭১২) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দুই ব্যক্তি হাঁচি দিলে তিনি তাদের একজনের জওয়াব ইয়ারহামুকাল্লাহ দ্বারা দিলেন এবং আরেক জনের জওয়াব দিলেন না। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সামনে দুইজন হাঁচি দিল আর আপনি তাদের একজনের জওয়াব দিলেন আর অন্যজনের দিলেন না (এর হেতু কি?) তিনি বলেন, এই ব্যক্তি (যার জওয়াব দিয়েছি সে হাঁচি দিয়ে) আলহামদুলিল্লাহ বলেছে (সুতরাং সে জওয়াবের যোগ্য হয়েছে।) আর সে (যার জওয়াব দেইনি) 'আলহামদু লিল্লাহ' বলেনি (ফলে সে জওয়াবের যোগ্য হয়নি)। (ইবনে মাজাহ- পৃষ্ঠা ২৭২, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪০৫)

ব্যাখ্যাঃ উলুবনে মুক্তা ছড়িয়ে কোন লাভ নেই। তাই যে দুআর যোগ্য তাকেই দুয়া দেয়া বাঞ্ছনীয়। কেউ যদি যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তার ভোগ সে-ই ভুগবে।

(٧١٣) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهٖ عَلٰى فَمِهٖ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٠٦)

(৭১৩) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ হাইতোলে তখন তার উচিত নিজের মুখের উপর হাত রাখা। কেননা (যদি মুখ খোলা থাকে তাহলে) শয়তান প্রবেশ করবে। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪০৬)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ শয়তান প্রবেশ করার অর্থ দুটি হতে পারে (১) বাস্তবেই শয়তান প্রবেশ করে অথবা (২) এই সময় শয়তান ওসওয়াসাহ দিতে অন্য সময়ের তুলনায় বেশি সক্ষম হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٧١٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا عَطِسَ غَطّٰى وَجْهَهٗ بِيَدِهٖ اَوْ ثَوْبِهٖ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَاَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٤٠٦)

(৭১৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন তখন নিজের হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে ফেলতেন, আর এর দ্বারা হাঁচির শব্দকে নীচু রাখতেন।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪০৬)

ব্যাখ্যাঃ হাঁচির সময় মুখ ঢাকা এবং আওয়াজ নমনীয় রাখা চাই। হাঁচির সাথে মুখ থেকে কফ, থুথু ইত্যাদি বের হয়, ফলে মুখ না ঢাকলে তা অন্যের শরীরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, যা তাদের বিরক্তিকর হতে পারে। তদুপরি হাঁচির সময় তা ঢাকা-ই সমীচীন। আর আওয়াজকে নিচু করাও ভদ্রতার পরিচায়ক। কেননা অনেক সময় হঠাৎ বিকট আওয়াজে আশেপাশের লোকজন চমকে উঠে। (ফাতহুল মারাম)

بَابُ السَّلَامِ

সালামের অধ্যায়

(٧١٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهٗ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهٗ اِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهٗ اِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهٗ وَيُشَمِّتُهٗ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهٗ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٩٧) وَقَالَ الْقَارِىْ هٰذَا فِى الصَّحِيْحَيْنِ اَيْضًا مَوْجُوْدٌ

(৭১৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক মুমিনের অপর মুমিনের উপর ছয়টি হক রয়েছে। (১) যখন সে অসুস্থ হয় তার সেবা করা (২) যখন মৃত্যু বরণ করে তার জানাযা ও দাফন-কাফনে উপস্থিত থাকা (৩) যখন সে দাওয়াত দেয় তার দাওয়াতে কবুল করা (৪) যখন দেখা হয় সালাম দেয়া (৫) যখন হাঁচি দেয় তার জওয়াব দেয়া এবং (৬) উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল মুমিনের মঙ্গল কামনা করা। (নাসায়ী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৯৭) মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেনঃ হাদীসটি ছহীহাইনে তথা বুখারী- মুসলিমে রয়েছে।)

ব্যাখ্যাঃ মুসলিম ও বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে, মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে। এই হাদীস ও বর্ণিত হাদীসের সংঘাতের নিরসন হল, মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের বহু হক রয়েছে। সংখ্যা উদ্দেশ্য নয় কিংবা ছয় (তথা অধিক) পাঁচ (কম-এর) বিরোধ নয়, কেননা ছয়ের মধ্যে পাঁচ অবশ্যই আছে।

http://kitabbhubon.com

(٧١٦) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْئٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٣٩٧)

(৭১৬) অর্থঃ উক্ত হযরত আবু হুরাইরা(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে, আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান গ্রহণ হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পর ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন কথা বলে দিব যার উপর আমল করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? তোমরা সালামের খুব প্রচলন কর অর্থাৎ পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেক (মুসলমান)-কে সালাম কর। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৯৭)

ব্যাখ্যাঃ ইসলাম ভালবাসা ও হৃদ্যতার ধর্ম। তাই সেই ভালবাসা ও হৃদ্যতার সেতুবন্ধন হচ্ছে, বেশী করে সালাম প্রদান করা। وَلَاتُؤْمِنُوْا এই শব্দের শেষের বহুবচনের নুন বিলুপ্ত হয়েছে। পুর্বের পরের শব্দাবলীর সাথে সাদৃশ্যতা বজায় রাখার নিমিত্তে। (মিরকাত)

(٧١٧) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٩٧)

(৭১৭) অর্থঃ উক্ত হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসুলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচলকারীকে, পদব্রজে চলাচলকারী বসা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম করবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৯৭)

ব্যাখ্যাঃ নিছক বিণয়তা প্রকাশের জন্যই আরোহী পদব্রজে চলাচলকারীকে সালাম দিবে। কেননা আল্লাহপাক তাকে আরোহী করে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। সুতরাং তার বিণয়তা প্রকাশ করা উচিত। আর অল্প সংখ্যক লোক বেশি লোককে তাদের সম্প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তেই সালাম দিবে। ইমাম নববী (রঃ) বলেন, এক মজলিসের সবাইকে সালাম দিতে হবে, কাউকে খাছ করে দিলে তা মাকরূহ হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٧١٨) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة ص٣٩٧)

(৭১৮) অর্থঃ উক্ত হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছোট বা কমবয়সী বয়োজেষ্ঠকে, অতিক্রমকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ও কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দিবে। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৯৭)

ব্যাখ্যাঃ এ হুকুম সর্বাবস্থার জন্য নয়, বরং যখন দুইজন পরস্পর মোলাকাত বা সামনাসামনি হবে তখন। অর্থাৎ একজন এদিক দিয়ে এবং আরেকজন ওদিক দিয়ে

http://kitabbhubon.com

এসে একস্থানে সামনাসামনি হয়, তখন ছোট বড়কে সালাম করবে। অন্যথায় যদি কেউ কারো কাছে আগমন করে তবে সর্বাবস্থায় আগমনকারীরই প্রথমে সালাম করা বাঞ্ছনীয়, চাই সে ছোট হোক বা বড়। (ফাতহুল মারাম)

(٧١٩) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٩٧)

(৭১৯) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল বালকের নিকট দিয়ে গমনকালে তাদেরকে সালাম করলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত-পৃষ্ঠা ৩৯৭)

ব্যাখ্যাঃ এটা ছিল হুজুরের বিনয়য়ের জলন্ত নমুনা। ইমাম নববী বলেনঃ হাদীস থেকে জানা গেল যে, সবাইকে সালাম দেয়া মুস্তাহাব। এমনকি অবুঝ বালকদেরও। যদি একদল বালিগ ও নাবালিগকে কেউ সালাম দেয় আর তার উত্তর তাদের মধ্যকার কোন নাবালিগ দেয় তাহলেও তা সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যেমন নাবালিগের জানাযার নামাজ পড়ার দ্বারা মহল্লা বাসীর থেকে ফরীজা আদায় হয়ে যায়। তবে এক জামাতের উত্তর অন্য জামাত দিলে তা আদায় হবেনা, বরং সবাই গোনাহগার হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٢٠) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهٗ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِرْشَادُ السَّبِيْلِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَتُغِيْثُوا الْمَلْهُوْفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة ص٣٩٨)

(৭২০) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে বাঁচ (অর্থাৎ বিরত থাক)। সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের তো রাস্তার উপর বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা আমরা তথায় বসে প্রয়োজনীয় (কার্যকলাপও) কথা-বার্তা সমাধা করি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি তোমরা বসতে বাধ্যই হও, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। সাহাবাগণ আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার হক কি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চক্ষু অবনত রাখা (অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে না তাকান,) কাউকে কষ্ট না দেয়া, সালামের জওয়াব দেয়া, উত্তম কাজের আদেশ করা এবং অশ্লীল কাজ হতে নিষেধ করা। মুত্তাফাকুন আলাইহি। আরেক বর্ণনায় আছে যে, (পথভোলাকে) পথ প্রদর্শন করা। অপর বর্ণনায় আছে, মজলুমের ফরিয়াদে সাহায্য দান করা ও পথ হারাকে পথের সন্ধান দেয়া। (আবু দাউদ, মিশকাত-৩৯৮)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যা ঃ مَوْصُوْف এর এক صِفَتْ এর পরের صِفَتْ ইহা উহ্য اَمَرْ بِالْمَعْرُوْف لِلْمُسْلِمِ عَنِ الْمُسْلِمِ خِصَالٌ سِتٌّ مُتَلَبِّسَةً بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ ছিল মূল عِبَارَة مَايَرْضَاهُ اللّٰهُ مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَقِيْلَ وَهُوَ مَاعُرِفَ فِى الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ حُسْنُهُ

(٧٢١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا لَقِىَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْ جِدَارٌ اَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٣٩٩)

(৭২১) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ তার (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে তখন তার কর্তব্য হলো, তাকে সালাম করা। আর যদি তাদের উভয়ের মধ্যখানে বৃক্ষ, দেয়াল বা কোন পাথরের আড়াল পড়ে যায় অতপরঃ পুনরায় সাক্ষাত হয় তবে আবার যেন সালাম করে। (আবু দাউদ, মিশকাত-৩৯৯)

ব্যাখ্যাঃ হাদীছটির মূল বক্তব্য হলো সালামের ব্যাপক প্রচলনের প্রতি উৎসাহ প্রদান। এমনকি দুই ব্যক্তির একত্রে চলার ক্ষেত্রে পথিমধ্যে যদি কোন বস্তু সামান্যতম সময়ের জন্যেও উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় তাহলে পুনঃসাক্ষাতের সাথে সাথে সালাম প্রদান করতে হবে। তাহলে সামান্য বিরতির যখন এই অবস্থা তখন দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবস্থা কি হতে পারে।

(٧٢٢) وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهٖ وَاِذَا خَرَجْتُمْ فَاَوْدِعُوْا اَهْلَهٗ بِسَلَامٍ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص٣٩٩)

(৭২২) অর্থঃ হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ করবে, গৃহবাসীকে (প্রথমে) সালাম করবে। আর যখন (গৃহ হতে) বের হবে, তখন গৃহবাসীতে সালাম দিয়ে বিদায় গ্রহণ করবে। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৯৯)

ব্যাখ্যাঃ যদি কেউ ঘরে না থাকে তবুও তথায় যেয়ে প্রথমে সালাম করে তবেই ঢুকবে। অবশ্য তখন সালাম দিবে এভাবে যাতে ঘরে যে সমস্ত ফেরেস্তা ও মুসলমান জিন আছে তারা সালাম পেতে পারে। হাদীসে বিদায় শব্দটি থেকে হওয়ায় যদিও তার অর্থ আসে আমানত রাখা তবে এখানে সে এর অর্থ দেবে। অর্থাৎ বিদায় নেওয়া।

(ফাতহুল মারাম)

(٧٢٣) وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَابُنَىَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص٣٩٩)

(৭২৩) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। হে প্রিয় বৎস! যখন তুমি আপন পরিবার-পরিজনের কাছে যাবে তখন সালাম করবে। এই সালাম তোমার ও তোমার ঘরের বাসিন্দাদের জন্য বরকতের কারণ হবে। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৯৯)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ পরিবারবর্গকে সালাম প্রদান করা তাদের বরকতের কারণ, এজন্য যে এতে আল্লাহ ও আল্লাহর নবী সন্তুষ্ট হন ও ঘরবাসীরাও খুশী হয়। এই খুশীর মাধ্যমেই আল্লাহর রহমতের নজর ঘরে পতিত হয় ও ঘরে সর্বদিক দিয়ে বরকতের দ্বার খুলে যায়।

(٧٢٤) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٣٩٩)

(৭২৪) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সালাম করতে হবে কথা-বার্তা বলার পূর্বেই। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৯৯)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে মুনকার তথা সনদের দিক দিয়ে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। তবে অর্থ ও বিষয়বস্তু এবং মতনের দিক দিয়ে মারূফ তথা গ্রহণযোগ্য। (মিরকাত)

(٧٢٥) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَاتَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارٰى فَاِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْاِشَارَةُ بِالْاَصَابِعِ وَتَسْلِيْمَ النَّصَارٰى الْاِشَارَةُ بِالْاَكُفِّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٣٩٩)

(৭২৫) অর্থঃ হযরত আমর বিন শুয়াইব (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তোমাদের ছাড়া অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে সে আমাদের দলের নয়; তোমরা ইয়াহুদীও খৃষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য করো না। কেননা ইয়াহুদীগণ আঙ্গুলের ইশারায় সালাম করে আর খৃষ্টানগণ হাতের তালুর দ্বারা সালাম করে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৯৯)

ব্যাখ্যাঃ কোন কাজেই মুসলমানদের জন্য ইহুদী-খৃষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা উচিত নয়, বিশেষ করে হাত এবং আঙ্গুলের ইশারায়-সালাম করার মধ্যে। কেননা এতে সালামের মূল সুন্নাত আদায় হয় না। (ফাতহুল মারাম)

(٧٢٦) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ اِذَا مَرُّوْا اَنْ يُّسَلِّمَ اَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ اَنْ يَّرُدَّ اَحَدُهُمْ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِشْكٰوة صـ٣٩٩)

(৭২৬) অর্থঃ হযরত আলী বিন আবি তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন একদল লোক যেতে থাকে তখন তাদের একজনের (অপর কাউকে) সালাম দেয়াটাই যথেষ্ট হবে(বাকীদের পক্ষ হতে), অনুরূপভাবে কোন মজলিসের থেকে একজনের উত্তর দেয়াটাই (সবার পক্ষ হতে) যথেষ্ট হবে। (বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৯৯)

ব্যাখ্যাঃ যদি লোক একদল হয় তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর সালাম দেয়াটা হল সুন্নাতে কিফায়া। অর্থাৎ যে কোন একজন দিলেই যথেষ্ট হবে। আর যাদের সালাম

http://kitabbhubon.com

দেযা হয়েছে তারাও যদি একদল হয় তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর উত্তর দেয়াটা হলো ফরজে কিফায়া। যদি দলের পক্ষ থেকে কোন একজন সালাম দেয় বা উত্তর দেয় তবে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে, তবে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করা আফজাল বা সর্বোত্তম। (মিরকাত, মাজাহির)

সালাম সম্বন্ধীয় কতিপয় জরুরী মাসআলা

❁ ইহুদী-নাসারা, হিন্দু অথবা অন্য কোন কাফিরকে সালাম দেয়া মাকরূহ। তবে প্রয়োজনবশতঃ জায়িয। অনুরূপ ভাবে মুছাফাহা করাও মাকরূহ। আর সম্মান প্রদর্শনের জন্য কোন কাফিরকে সালাম করলে তা কুফরে পরিণত হবে। কোন অমুসলিম সালাম দিলে তার জওয়াব দিতে হবে عَلَيْكَ বলে। এর বেশি নয়। (ফতওয়ায়ে শামীঃ- ৫ম খন্ড ৩৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা)

❁ আগমন-নির্গমন উভয় অবস্থায়-ই সালাম দিতে হবে।

❁ হাদীসে এসেছে শুধু اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে সালাম দিলে দশ নেকী হয়। আর সাথে বৃদ্ধি করলে বিশ নেকী, আর এরপরে বৃদ্ধি করলে মোট ত্রিশ নেকী হয়। সুতরাং উত্তম হলো সালাম এভাবে দেয়া– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وبركاته আর অনুরূপভাবে জওয়াব দেয়াও উত্তম।

❁ সালাম দেয়া সুন্নাত। সালাম শুনিয়ে দেয়া মুস্তাহাব। যদি সালামদাতা বধির হয় তবে উত্তরদাতা উত্তরের সাথেসাথে ঠোটও নাড়াবে যাতে উত্তর বোঝে।

❁ সালামের জওয়াব তৎক্ষণিক দেয়া ওয়াজিব। বিনা ওজরে দেরী করা মাকরূহ। দেরী করলে তার জন্য তওবা ইস্তিগফার করতে হবে।

❁ কেহ পত্র মারফত সালাম দিলে তার জওয়াব মুখে বা লেখে দেয়াও ওয়াজিব। উত্তম হলো, পত্র মারফত সালাম পেয়েই وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলা।

❁ যদি কোন বাহক মারফত সালাম পৌছায় তাহলে তখন জওয়াব দিতে হবে এভাবে– وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ

❁ আজানের সময় একে অপরকে সালাম দেয়া মাকরূহ।(আলমগীরী) তবে উজুর সময় জায়িয।

❁ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (সালামু আলাইকুম) বা সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত- "স্লামালিকুম" বলে সালাম দিলে তা সালাম হবে না, বরং সালামের সময় সালামের প্রথম অক্ষর (আলিফ)-কে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে, যেমন বলতে হবে আস্‌সালামু আলাইকুম" (ফাতহুল মারাম)

যাদেরকে সালাম দেয়া মাকরূহঃ

মোট চব্বিশজন বা ২৪ শ্রেণীর লোককে সালাম দেয়া মাকরূহ। (১) নামাজরত ব্যক্তিকে (২) কুরআন তিলাওয়াত কারীকে (৩) জিকিররত ব্যক্তিকে চাই তা ওয়াজ হোক, তাসবীহ হোক (৪) খুতবা পাঠকারীকে। চাই সে খুতবা জুমুয়ার, ঈদের কিংবা বিবাহের, (৫) হাদীস বা শরীয়তের কোন বিষয়ে পাঠদান কারীকে (৬) খুতবা, দরস, ওয়াজ ইত্যাদির শ্রোতাকে (৭) শরয়ী মাসায়িল এবং ইলমী চর্চায় লিপ্ত ব্যক্তিকে (৮) রায়দানের জন্য উপবিষ্ট কাজীকে (৯)

http://kitabbhubon.com

মুয়াজ্জিনকে (১০) ইকামাত দাতাকে (১১) অপরিচিত গায়রে মাহরম যুবতীকে। (তবে বৃদ্ধাকে সালাম দেয়া জায়িয, এবং অপরিচিতা গায়রে মাহরম সালাম দিলে তার জওয়াব দেয়া যাবে না) (১২) খেলাধূলারত ব্যক্তিকে (১৩) সর্বপ্রকার ফাসিককে। চাই সে জুয়াড়ী হোক, মদ্যপায়ী হোক বা গীবতে অভ্যস্ত হোক। (১৪) সহবাস বা মিলনরত ব্যক্তিকে (১৫) কাফিরকে (সম্মান প্রদর্শনেচ্ছা ব্যতিরেকে।) (১৬) সতর আলগাকারীকে (১৭) পেশাব-পায়খানারত ব্যক্তিকে (১৮) পানাহারকারীকে (তবে লুকমা মুখে না- থাকলে জায়িয) (১৯) নাস্তিক-মুরতাদ ব্যক্তিকে (২০) বেহুদা ঠাট্টা ও হাসি কৌতুককারী বৃদ্ধকে (২১) মিথ্যাবাদীকে (২২) ইচ্ছাপূর্বক অপরিচিতা মহিলা প্রদর্শন কারীকে (২৩) মানুষদের কে গালাগালী দিতে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে ও (২৪) নামাজ এবং তাসবীর জন্য মসজিদে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে। অবশ্য নামাজ ও তাসবীহ থেকে ফারিগ হয়ে যদি বসে থাকে তবে তখন সালাম দেয়া মাকরূহ হবে না। (ফাতহুল মারাম)

اَلْاِسْتِيْذَانُ كَيْفَ هُوَ

অনুমতি কিভাবে নিতে হবে?

(٧٢٧) عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى اَبِيْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ اَنَا اَنَا كَاَنَّهٗ كَرِهَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٤٠٠)

(৭২৭) অর্থঃ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার পিতার ঋনের ব্যাপারে একবার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলাম এবং দরজার করাঘাত করলাম, তখন তিনি বললেন, কে? আমি বললাম, আমি, তখন তিনি বললেন, আমিঃ আমিঃ। সম্ভবত তিনি এরূপ বলাকে অপছন্দ করেছিলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪০০)

ব্যাখ্যাঃ হযরত জাবিরের "আমি" বলাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করেছেন। এর কারণ সম্পর্কে উলামাগণ তিনটি কারণ বর্ণনা করেছেন। (১) অনুমতি চাওয়ার পূর্বে সালাম দেয়া সুন্নাত। তথচ তিনি সালাম না দিয়েই অনুমতি চেয়েছিলেন (২) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কে' বলে আগন্তুক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিতে চেয়েছিলেন, অথচ আমি, আমি শব্দ অস্পষ্টবোধক হওয়ায় তাই হুজুর জাবিরকে সনাক্ত করতে পরাছিলেন না এবং (৩) কণ্ঠস্বর শুনে চিনলেও আদব শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এরূপ অপছন্দিতা প্রকাশক শব্দ উচ্চারণ করেছেন। যাতে এর দ্বারা সবাই এ শিক্ষা পায় যে, কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তখন "আমি" বলতে নেই। বরং নাম, উপনাম বা উপাধি বলতে হয়, যাতে প্রশ্নকারী সহজেই চিনতে পারে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٢٨) وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٠١)

http://kitabbhubon.com

(৭২৮) অর্থঃ উক্ত হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম না দেয়, তাকে (আমার) অনুমতি- দিওনা। (বায়হাকী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪০১)

ব্যাখ্যাঃ ইসলাম মানুষ কে চরিত্রবান মানুষ বানাতে জগতে আগমন করেছে। ক্ষুদ্র থেকে একেবারে সর্বোর্ধের কোন একটা স্তর এমন নেই ইসলাম যেখানের শিষ্টাচারিতা ও নিয়ম নীতির বর্ণনা দেয় নাই। তাই শরয়ী হুকুম মুতাবিক ঘরেও প্রবেশ করতে হবে।

(٧٢٩) وَعَنْ عَطَا بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَسْتَأْذِنُ عَلٰى اُمِّىْ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ مَعَهَا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا اَتُحِبُّ اَنْ تَرَهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا (رَوَاهُ مَالِكٌ، مِشْكٰوة ص٤٠١)

(৭২৯) অর্থঃ হযরত আতা বিন ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করে বলল, আমি নিজের মায়ের কাছে যেতেও কি অনুমতি চাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, লোকটি বললঃ আমি এবং আমার মা একই ঘরে একসাথে বসবাস করি। রসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যখন তার কাছে যাবে (আগে) অনুমতি চাবে। তখন লোকটি বললঃ আমি আমার মায়ের খাদেম তথা পরিচর্যাকারী। (অর্থাৎ তার খেদমতের জন্য তার কাছে আমার বার বার যেতে হয়।) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তার কাছে অনুমতি নিয়ে যাবে। তুমি কি তোমার মায়ের উলঙ্গ দেখা পছন্দ কর? লোকটি বলল, না। রসূল বললেনঃ তবে অনুমতি নিয়েই তার কাছে যাবে। (মালিক, মিশকাত-৪০১)

ব্যাখ্যাঃ এই হুকুম শুধু মার সাথে খাছ নয়, বরং প্রত্যেক নসবী, দুধ সম্পর্কীয় এবং শ্বশূর গৃহস্থে নারীদের বেলাও এ হুকুম প্রযোজ্য। কেননা অনেক সময় গৃহে তাদের শরীরের কাপড় ঠিক থাকে না। শরীরের অঙ্গও খোলা থাকে। সুতরাং যাতে তা চোখে না পড়ে-তার জন্য এ বিধান অত্যন্ত বাস্তব সম্মত ও উপকারী। (ফাতহুল মারাম)

اٰدَابُ الْاَكْلِ

খাওয়ার আদব বা শিষ্টাচার

(٧٣٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٦٣)

(৭৩০) অর্থঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। তুমি বিসমিল্লাহ-বলে ডান হাত দ্বারা খাও এবং নিজের (থালার) কোলের (নিকট) থেকে খাও। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৬৩)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ জুমহুর উলামাদের মত হলো হাদীসোক্ত বিষয়ত্রয়ের মুস্তাহাব আর কেউ কেউ ডান হাত দ্বারা খাওয়াকে ওয়াজিব বলেছেন। যদি কয়েকজন একত্রে আহারে বসে জুমহুর আলিমদের মতে প্রত্যেকের বিসমিল্লাহ্ বলতে হবে। তবে কেউ কেউ বলেন, এক জনের বিসমিল্লাহ্ বলার দ্বারা সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যাবে। পানি, দুধ, মধু ঔষধ ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্যের হুকুমও এরূপ।

(٧٣١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَأْكُلَنَّ اَحَدُكُمْ بِشِمَالِهٖ وَلَايَشْرَبَنَّ بِهَا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهٖ وَيَشْرَبُ بِهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٣٦٣)

(৭৩১) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বাম হাত দ্বারা না খায় এবং না পান করে। কেননা শয়তান বাম হাত দ্বারা খায় এবং পান করে।
(মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৬৩)

ব্যাখ্যাঃ বাম হাত দ্বারা খাওয়া ও পান করার প্রতি নিষেধাজ্ঞার কারণঃ খাদ্য বস্তু ও পানীয় বস্তু উভয়-ই আল্লাহর নিয়ামত। এই নিয়ামতের শুকরিয়া-আদায় করা উচিত। আর এর শুকরিয়া হল ডান হাত দ্বারা পান করা। আল্লামা ত্বীবী বলেন, তোম'রা কখনো বাম হাত দ্বারা খাবে না ও পান করবে না। কেননা যারা এরূপ করে তারা শয়তানের বন্ধুতে পরিণত হয়। কেননা সে বাম হাত দ্বারা খায় ও পান করে ও অন্যদের এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে (ফাতহুল মারাম)

(٧٣٢) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْئٍ مِنْ شَانِهٖ حَتّٰى يَحْضُرَهٗ عِنْدَ طَعَامِهٖ فَاِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَاكَانَ بِهَا مِنْ اَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَايَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَاِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ اَصَابِعَهٗ فَاِنَّهٗ لَايَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِهٖ يَكُوْنُ الْبَرَكَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ،مِشْكٰوة صـ٣٦٣)

(৭৩২) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের কাছে প্রতিটি কাজের সময় উপস্থিত হয় এমন কি তার খাওয়ার সময়ও তার নিকট উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমাদের কারো লোকমা যদি পড়ে যায় তবে সে যেন তা উঠিয়ে ময়লা সাফ করে খেয়ে নেয়। শয়তানের জন্য না রাখে। অতঃপর যখন খাওয়া হয়ে যাবে তখন যেন তার আঙ্গুল চেটে নেয়। কেননা সে জানেনা যে, খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৬৩)

ব্যাখ্যাঃ লোকমা মাটিতে পড়ে গেলে মুছে তা খেয়ে ফেলা বাঞ্ছনীয়, আর যদি তাতে নাপাক লেগে যায় তাহলে ধুয়ে খাওয়া সম্ভব হলে তা খেতে হবে। নতুবা কুকুর বিড়াল ইত্যাদিকে দিতে হবে। তবে কোনো অবস্থায় শয়তানের জন্য ফেলে রাখা যাবে না। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٧٣٣) وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى خِوَانٍ وَلَا فِيْ سُكُرُّجَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهٗ مُرَقَّقٌ قِيْلَ لِقَتَادَةَ عَلٰى مَا يَأْكُلُوْنَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة صـ٣٦٣)

(৭৩৩) অর্থঃ হযরত কাতাদাহ (রাঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো টেবিলের উপর আহার করেন নি। আহার করেননি কোন ছোট পেয়ালায় আর তার জন্য কখনো চাঁপাতি রুটিও তৈরী করা হয়নি। হযরত ক্বাতাদাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল আর তারা কিসের উপর (রেখে খানা) খেতেন? তিনি বললেন, দস্তর খানার উপর। অর্থাৎ দস্তর খান বিছিয়ে তার উপর প্লেট রেখে খানা খেতেন।

(বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৬৩)

ব্যাখ্যা ঃ চৌকি বা টেবিলের উপর আহার করলে মাথা ঘাড় উঁচু থাকে। এতে মনের মধ্যে অহংকারের উদ্রেক হয়। এভাবে খাওয়া মাকরূহ; দস্তর খানের উপর অর্থাৎ তা বিছিয়ে খানা খাওয়া সুন্নাত। আর টেবিল ইত্যাদিতে খাওয়া বিদয়াত। অবশ্য যদি অহংকারের মনোভাব না থাকাকে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বাধ্য হয় তবে জায়িয আছে। হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রঃ) বলেন, যেহেতু এভাবে চেয়ার-টেবিলে আহার করা খৃষ্টানদের অভ্যাস, তাই মুসলমানদের এভাবে খাওয়া-মাকরূহ তাহ্‌রীমী। (ফাতহুল মারাম)

(٧٣٤) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ اَكَلَهٗ وَاِنْ كَرِهَهٗ تَرَكَهٗ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٣٦٤)

(৭৩৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন খাদ্যের দোষ ধরেননি। ইচ্ছা হলে তা খেতেন; নতুবা অপছন্দ হলে তা পরিত্যাগ করতেন।

(মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৬৪)

ব্যাখ্যাঃ কারো কোনো খাদ্যে অসুবিধা থাকলে তিনি ভাষার দ্বারা তা কখোনো প্রকাশ করেননি। যেমন বলেননি যে, আজ খাবারে লবণ কম হয়েছে বা বেশী হয়েছে, পাতলা হয়ে গেছে বা কাঁচা রয়েছে ইত্যাদি। সুতরাং আমাদেরও উচিত খাদ্যের কোনো ত্রুটি না ধরে তাকদীরে যেরূপ ছিল সেরূপই মনে করে আনন্দচিত্তে ইচ্ছা হলে খাওয়া, আর একান্ত অসুবিধা হলে না খাওয়া, এটা খাওয়ার একটি শিক্ষণীয় বিষয়ও বটে।

(٧٣٥) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا فَاِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، مِشْكٰوة صـ٣٧٠)

(৭৩৫) অর্থঃ হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা একত্রে খানা খাও। আলাদা আলাদা খেওনা, কেননা জামাতের সাথে বরকত হয়ে থাকে।

(ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৭০)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ ইসলাম ধর্ম মানুষের মধ্যকার সুন্দর কালো, উঁচু-নীচু, লম্বা-বেটে সকল পার্থক্যকে ঘুচিয়ে মানুষকে করেছে আন্তরিকতা ও একতার সেতুবন্ধনে আবদ্ধ। প্রতিটি বৈধ কর্ম একত্রিত হয়ে করার মধ্যে অবশ্যই বরকত নিহিত। এমন কি খানা একত্রে খাওয়ার মাঝেও বরকত রয়েছে। কুরআনেও খানার আদবের আলোচনায় আগে জামাতে খাওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। তারপর আলাদা খাওয়া জায়িয বর্ননা করার জন্য আলাদা আলাদা খাওয়ার আলোচনা করা হয়েছে।

(٧٣٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يَّخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهٖ اِلٰى بَابِ الدَّارِ (مِشْكٰوة صـ٣٧٠)

(৭৩৬) অর্থঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি মেহমানের সাথে (বিদায়কালে) গৃহদ্বার পর্যন্ত বের হওয়া। (অর্থাৎ এ পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেয়া) সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত তথা সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৭০)

ব্যাখ্যাঃ মেহমানের বিদায়কালে মেজবান যদি গৃহদ্বার পর্যন্ত আসে তবে এতে মেহমানের প্রতি যেমনি সম্মান প্রদর্শন হয়। তেমনি মেহমানও এতে প্রচুর আনন্দ ও একবুক সুখ লাভ করে।

أَدَابُ الشُّرْبِ

পান করার আদব বা নিয়মাবলী

(٧٣٧) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلٰثًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٣٧٠)

(৭৩৭) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন শ্বাসে পানি পান করতেন এক শ্বাসে নয়।

(মুত্তাফাকুন আলাইহি মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৭০)

ব্যাখ্যাঃ তিনবার শ্বাস নিয়ে পানি পানের উপকারিতাঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় পান করতেন তিন শ্বাসে। কখনো এক ঢোকে সবটুকু পান করতেন না। এই তিন ঢোকে পানি পান করার অপকারিতা সম্বন্ধে মুসলিমের এক হাদীসে হুযুর নিজেই বলেছেন, এইভাবে পান করা স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও তৃপ্তিদায়ক।

(٧٣٨) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ نَهٰى اَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٣٧٠)

(৭৩৮) অর্থঃ উক্ত হযরত আনাস (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩৭০)

ব্যাখ্যাঃ দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ। তবে উলামায়ে কিরাম জমজমের পানিও উযূর বেঁচে থাকা পানি দাঁড়িয়ে খাওয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٧٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلْوٍ مِّنْ مَاءِ زَمْ زَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٧٠)

(৭৩৯) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি এক বালতি পানি নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এলে তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত-৩৭০)

ব্যাখ্যাঃ উলামাগণ লিখেছেন, জমজমের পানি ও উজুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব। (ফাতহুল মারাম)

(٧٤٠) وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٧٠-٣٧٩)

(৭৪০) অর্থঃ হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে বস্তুত সে তার উদরে জাহান্নামের অনলের ঢোক গিলে। (অথবা জাহান্নামের আওয়াজ তার উদরে ভুটভুট করবে)। (মুত্তাফাকুন আলাইহি মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৭০-৭১)

ব্যাখ্যাঃ স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে খানা খাওয়া বা পান করার হুকুমঃ সমস্ত উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের স্বর্ণ- রৌপ্যের পাত্রে খাওয়া-পান করা হারাম। এরূপ ভাবে তা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করাও হারাম। যেমন তাতে উযূ করা এধরনের পাত্র হতে আতর লাগানো এতে হুকো খাওয়া ইত্যাদি। যদি পূর্বেই রৌপ্যের পাত্রে কোন জিনিস থাকে তাহলে তা বের করে অন্য পাত্রে রেখে তবেই খেতে হবে ও পান করতে হবে। আর যদি তেল আতর থাকে তাহলে হাত দ্বারা বের করে বাম হাতে রাখবে এর পর ডান হাত দ্বারা লাগাবে। হিদায়া গ্রন্থে আছে যে, যদি পাত্র রৌপ্য মিশ্রিত হয় তাহলে তাতে খাওয়া পান করা জায়িয, তবে এই শর্তে সে যাতে রৌপ্যাংশ মুখে না লাগে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٤١) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ غُلَامٌ اَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْاَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهٖ فَقَالَ يَاغُلَامُ اَتَأْذَنُ اَنْ اُعْطِيَهُ الْاَشْيَاخَ فَقَالَ مَاكُنْتُ لَاُوْثِرُ بِفَضْلِيْ مِنْكَ اَحَدًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِشْكٰوة ص٣٧١)

(৭৪১) অর্থঃ হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (দুধের) একটি পেয়ালা আনা হলে, তিনি তাহাতে কিছু পান করলেন তাঁর ডান পার্শ্বে উপস্থিত ছিল জনতার মধ্যকার সব থেকে ছোট একটি বালক। (অর্থাৎ: হযরত ইবনে আব্বাস [রাঃ]) আর প্রধান লোকজন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর উমর প্রমুখ) ছিলেন তাঁর বামে। অতঃপর হুযূর বালকটিকে বললেন, তুমি কি এ অনুমতি দিবে যে, আমি

http://kitabbhubon.com

ইহা (এক বাটি দুধ) প্রধানদের দেই। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার অবশিষ্টের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দেব না। তখন তিনি পেয়ালাটি বালকটিকে প্রদান করলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৭১)

ব্যাখ্যাঃ সুতরাং জানা গেল যে, কোন বিষয় শুরু করতে ডান দিকটাই সব থেকে বেশী হকদার। যদিও তারা ছোট হোক বা নগণ্য হোক। হ্যাঁ যদি বিশেষ কোন ফায়দা বর্ণিত থাকে বা প্রয়োজন দেখা দেয় তবে ডান ওয়ালাদের থেকে অনুমতি নিতে হবে। যদি তারা অনুমতি দেয় তবেই বাম ওয়ালাদের হক আসবে, নতুবা না। (ফাতহুল মারাম)

(٧٤٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ اَوْيَنْفُخَ فِيْهِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، اِبْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٣٧١)

(৭৪২) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কিছু পান করার সময়) পাত্রের মধ্যে নি:শ্বাস ফেলতে ও তার মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত-৩৭১)

ব্যাখ্যা ঃ শ্বাস ফেলা ফুঁ দেওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞার কারণঃ প্রথমত (১) এমতাবস্থায় মুখের পানি লালা ইত্যাদি পাত্রে পড়তে পারে, যা অনেক অপ্রিয় ও দৃষ্টিকটু হয়। (২) শ্বাস-ফুঁ অনেক সময় গন্ধ যুক্ত হতে পারে। তাই তখন ফুঁ দিলে বা শ্বাস ফেললে দুর্গন্ধ পানির সাথে মিশে তা পেটে যেতে পারে। (৩) এটা হল চতুষ্পদ জন্তুর কাজ। এমনি ভাবে পানীয় বা খাদ্যদ্রব্য গরম থাকলে তাও ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করা অনুচিত। (ফাতহুল মারাম)

(٧٤٣) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلٌ الْقَذَاةُ اَرَاهَا فِى الْاِنَاءِ قَالَ اَهْرِقْهَا قَالَ فَاِنِّىْ لَا اَرْوٰى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَاَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيْكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٧١)

(৭৪৩) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় বস্তুতে (পান করার সময়) ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, যদি আমি পাত্রে খড় কুটা দেখতে পাই তখন কি করবো? তিনি বললেন, তা তুলে ফেলে দাও। সে আবার বলল, এক নি:শ্বাসে (পান করলে) আমার তৃপ্তি হয় না। হুযূর বললেন, এমতাবস্থায় পেয়ালাটি মুখ হতে পৃথক করে তার পর নি:শ্বাস ত্যাগ কর।

ব্যাখ্যা ঃ অনুরূপ ভাবে দুই শ্বাস বা তিন শ্বাসে পান করা উচিৎ। অবশ্য তিন শ্বাসে পান করা অতি উত্তম। (ফাতহুল মারাম)

(٧٤٤) وَعَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرَابِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَاَنْ يُّنْفَخَ فِى الشَّرَابِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٣٧١)

http://kitabbhubon.com

(৭৪৪) অর্থঃ উক্ত হযরত সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালার ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফুঁ দিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, মিশকাত-৩৭১)

ব্যাখ্যাঃ এর অর্থ ও উদ্দেশ্য (ছুলমা) অর্থ ভাঙা। তবে উদ্দেশ্য হল, পাত্রের ছিদ্র। আর এ ছিদ্র হতে নিষেধ করেছেন। কারণ হলো, ছিদ্র দিয়ে মুখে হালকা পানি যেতে পারেনা । ফলে অধিকাংশ সময় শরীরে বা জামা-কাপড়ে লাগতে পারে। এ জাতীয় ছিদ্র অনেক সময় অপরিস্কার থাকে। ফলে তখন ময়লা পেটে যেতে পারে। এমনকি ঠোঁট কেটে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٤٥) وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْحُلْوُ الْبَارِدُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص-٣٧١)

(৭৪৫) অর্থঃ হযরত যুহরী (রহঃ) ওরওয়া হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় পানীয় ছিল ঠান্ডা মিষ্টি। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৭১)

ব্যাখ্যাঃ ঠান্ডামিষ্টির দ্বারা উদ্দেশ্য এই ঠাণ্ডামিষ্টি শুধু পানি নয়, বরং তা যেমন মিষ্টি পানি হতে পারে তেমনি মিষ্টি দুধ, মধুর শরবত ইত্যাদিও হতে পারে। (ফাতহুল মারাম)

بَابُ الْاِنْتِعَالِ

স্যান্ডেল ও জুতা পরিবার নিয়ম

(٧٤٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اِنْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنٰى وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنٰى اَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاٰخِرَهُمَا تُنْزَعُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص-٨٠-٢٧٩)

(৭৪৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যখন জুতা, স্যান্ডেল পরিধান করবে সে যেন ডান পা হতে আরম্ভ করে। আর যখন খুলবে তখন যেন বাম পা- হতে আরম্ভ করে। যাতে জুতা পরার সময় ডান পা প্রথমে ও খোলার সময় শেষে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৭৯-৮০)

ব্যাখ্যাঃ মৌলিক নিয়ম হল যে, সমস্ত বিষয়ে সৌন্দর্য ও মর্যাদা প্রকাশ, তা পরিধানে ডান দিক থেকে শুরু করা, যেমন বস্ত্র-বা জুতা পরিধান করার সময়। আর খোলার মধ্যে তা বাম দিক হতে শুরু করা। আর যে সকল বিষয়-সৌন্দর্য বিষয়ক নয় তা বামদিক হতে শুরু করা উচিত। যেমন পায়খানায় যাওয়া, পায়খানায় ঢুকতে বাম পা আগে দিতে হবে। আর বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বের করতে হবে। মসজিদ এর বিপরীত। যেহেতু মসজিদ সম্মানের স্থান সেহেতু প্রবেশ করতে প্রথমে ডান পা ও

http://kitabbhubon.com

বের হতে প্রথমে বাম পা দিতে হবে। জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মসজিদ হতে বের হবার সময় উভয় অবস্থাতেই সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। মসজিদে প্রবেশের সময় সুন্নাত তরীকা হল বাম পাকে জুতা বা স্যান্ডেল হতে বের করে ঐ জুতা বা স্যান্ডেলের উপরই পা রাখা। এরপর ডান পার জুতা বা স্যান্ডেল খুলে সরাসরি মসজিদে ডান পাকে রাখা। এরপর বাম পা রাখা। আর মসজিদ হতে বের হওয়ার সুন্নাত তরীকা হল, প্রথমে বাম পা বাম স্যান্ডেল বা জুতার ভিতর না ঢুকিয়ে তার উপর রাখা। এর পর ডান পা সরাসরি জুতায় ভরে দেওয়া। অত:পর বাম পা বাম জুতায় ভরে দেওয়া। (ফাতহুল মারাম)

(٧٤٧) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَمْشِىْ اَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا. لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٨٠)

(৭৪৭) অর্থঃ উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা না পরে। হয়ত উভয় পা খালি রাখবে নয়ত উভয় পায়ে জুতা পরবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৮০)

ব্যাখ্যাঃ একপায়ে জুতা পরে চলা বিকৃত রুচির পরিচায়ক এবং তা উন্নত মানসিকতার পরিপন্থি । তাই এভাবে করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এ নিষেধাজ্ঞা তখনই প্রয়োগ হবে যখন এভাবে করাটা বদাভ্যাসে পরিণত হবে। কেননা কোন কারণবশতঃ অর্থাৎ হঠাৎ ছিড়ে যাওয়া কিংবা স্যান্ডেলের ফিতা কেটে যাওয়া ইত্যাদি অবস্থায় এরূপ করলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই এবং তা নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। (ফাতহুল মারাম)

(٧٤٨) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَنَعَّلَ الرَّجُلُ قَائِمًا (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٣٨٠)

(৭৪৮) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকেও দাঁড়িয়ে জুতা বা স্যান্ডেল পরতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৮০)

ব্যাখ্যাঃ এ নিষেধাজ্ঞা কখন? আলোচ্য হাদীসের নিষেধাজ্ঞা ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন জুতা দাঁড়িয়ে পরতে কষ্ট হয়; অর্থাৎ এমন জুতা হয় যা পরতে ও ফিতা বাঁধতে হাতের দরকার হয়। সাধারণ বা সব ধরনের জুতার বেলায় এ নিষেধাজ্ঞা নয়। (ফাতহুল মারাম)

مَا يَفْعَلُ عِنْدَ الْمَسَاءِ

সন্ধ্যার সময়ে করণীয় কী?

(٧٤٩) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ

http://kitabbhubon.com

فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ الَّلَيْلِ فَخَلُّوْهُمْ وَاغْلِقُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوْا اِسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَاَوْكُوْا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوْا اِسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرُوْا اٰنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوْا اِسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ اَنْ تَعْرِضُوْا عَلَيْهِ شَيْئًا وَاَطْفِئُوْا مَصَابِيْحَكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ قَالَ خَمِّرُوا الْاٰنِيَةَ وَاَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ وَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاَكْفِتُوْا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَاِنَّ لِلْجِنِّ اِنْتِشَارًا وَخَطْفَةً اَوْ اَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فَاِنَّ الْفُوَيْسَقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَاَوْقَدَتْ اَهْلَ الْبَيْتِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَحِلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَايَكْشِفُ اِنَاءً وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ غَطُّوا الْاِنَاءَ وَاَوْكُوا السِّقَاءَ فَاِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ لَايَمُرُّ بِاِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ اَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ اِلَّانَزَلَ فِيْهِ ذَالِكَ الْوَبَاءُ (مِشْكٰوة صـ٣٧٢)

(৭৪৯) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন রাতের আঁধার নেমে আসে অথবা সন্ধ্যা হয়, তোমাদের শিশুদেরকে তখন (বাইরে বের হওয়া হতে) আবদ্ধ রাখো। কেননা সেই সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। আর বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজাসমুহ বন্ধ কর। কারণ শয়তান বন্ধ দ্বার খুলতে পারেনা। আর বিসমিল্লাহ বলে তোমাদের মশকগুলোর মুখ বন্ধ কর। এবং বিসমিল্লাহ বলে তোমাদের পাত্রগুলোও ঢেকে রাখো। (ঢাকবে কিছু না পেলে) কোন কিছু আড়া আড়ি ভাবে হলেও পাত্রের উপর রেখে দাও, (অত:পর শোয়ার সময়) বাতিগুলো নিভিয়ে দাও। (মুত্তফাকুন আলাইহি)

বুখারীর অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে। তিনি বলেন, পাত্রসমূহ ঢেকে রাখ, মশকগুলোর মুখ বেঁধে রাখো। গৃহের দ্বারসমূহ বন্ধ রাখো। এবং সন্ধ্যায় তোমাদের শিশুদের গৃহে আবদ্ধ রাখো। কেননা এ সময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং ছিনিয়েও নেয়। আর তোমরা নিদ্রা গমনকালে বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে। কেননা দুষ্ট ইঁদুরগুলো কখনো (প্রজ্জ্বলিত) সল্‌তাগুলো টেনে নিয়ে যায়। ফলে গৃহবাসীদের পুড়িয়ে দেয়।

অন্য আরেক বর্ণনায় আছে। শয়তান বন্ধ মশক খুলতে পারে না। (রুদ্ধ) দ্বার খুলতে পারে না এবং (ঢাকা) পাত্র উম্মুক্ত করতে পারেনা। অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে। তিনি বলেছেন, খাদ্যপাত্র ঢেকে রাখ এবং মশক বন্ধ রাখো। কেননা বছরে এমন এক রাত আছে যে রাতে বিভিন্ন প্রকার বালা মুছিবাত নাজিল হয়ে উক্ত বালা-মুছিবাতের গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিকে হয় যা ঢাকা নয়, এবং এমন পান পাত্রের দিকে যার মুখ বন্ধ নয়, যার মধ্যে বালা নাযিল হয়। (মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৭২)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ ইমাম নববী (রঃ) বলেন যে, এই হাদীসে বিভিন্ন ধরনের উত্তম ও ভাল বিষয় ও ভাল ভাল আদব-এর উল্লেখ রয়েছে। যার সারাংশ হলঃ প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর নাম নিবে ও বিসমিল্লাহ দ্বারা কাজ শুরু করবে তাহলে ঐ কারণে ইহকালীন ও পরকালীন সার্বিক বালা-মুছিবত হতে নিরাপদে থাকতে পারবে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٥٠) وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ اَبُوْ حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِيِّ مِنَ النَّفِيْعِ بِاِنَاءٍ مِّنْ لَبَنٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ اَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُوْدًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٣٧٢)

(৭৫০) উক্ত হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন। একদা আবু হুমাইদ নামী আনছারের এক ব্যক্তি নাক্বী নামক স্থান হতে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে আসলেন। নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এটা ঢেকে আনোনি কেন? আর কিছু না হোক একটি কাঠি এর উপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে দিতে।
(মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৭২)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর নামে কিছু পাত্রের উপর দিলে এর বদৌলতে পাত্রস্থ বস্তুদি নিরাপদ ও মুক্ত থাকে।

مَايَفْعَلُ اِذَا سَمِعَ نُبَاحَ الْكِلَابِ مِنَ اللَّيْلِ

রাত্রে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনলে কি করণীয় ?

(٧٥١) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيْقَ الْحَمِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَاِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَالَاتَرَوْنَ وَاَقِلُّوا الْخُرُوْجَ اِذَا هَدَأَتِ الْاَرْجُلُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَبُثُّ مِنْ خَلْقِهٖ فِىْ لَيْلَتِهٖ مَايَشَأُ وَاَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوْا اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَفْتَحُ بَابًا اِذَا اُجِيْفَ وَذَكَرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَغَطُّوا الْجِرَارَ وَاَكْفِئُوا الْاٰنِيَةَ وَاَوْكُوا الْقِرَبَ ـ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة صـ٣٧٣)

(৭৫১) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমরা রাত্রে যখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ চিৎকার ও গাধার ডাক শুনতে পাবে, তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাবে, কেননা তারা তখন কিছু দেখতে পায়। যা তোমরা দেখতে পাওনা। আর রাতে যখন মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ গভীর রাত্রে) তখন তোমরা ও বাইরে যাওয়া কমিয়ে দাও। কেননা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ পাক তার কিছু সৃষ্টি জীবকে রাত্রি কালে ছড়িয়ে দেন। আর তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ রাখো, আর আল্লাহর নাম স্মরণ কর। কেননা শয়তান

http://kitabbhubon.com

ঐ দরজা খুলতে পারে না যা আল্লাহর নাম তথা বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ করা হয়। আর তোমরা এটি, মটকি ঢেকে রাখো-শুন্য পাত্র উপড়ে রাখো, এবং মশকের মুখ বন্ধ রাখো। (শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত পৃঃ ৩৭৩)

ব্যাখ্যাঃ জালিম, ফাসিক ও দুনিয়াদারদের দেখলে আল্লাহর কাছে পানা চাওয়া মুস্তাহাব। আর নেককারদের দর্শনকালে দুআ করা ও তাদের উপস্থিতিতে দুয়া করা মুস্তাহাব। মোটকথা ফাসিকদের ও নেককারদের দর্শন ওয়াদা ও ধমকের আয়াত শ্রবণের স্থানে। কাজেই ওয়াদার আয়াত শুনে দুআ (প্রার্থনা) করা উচিৎ ও ধমকের আয়াত শুনে পানা চাওয়া উচিৎ। অনুরূপ নেক লোকের দর্শনে দুআ চাওয়া ও বদলোকের দর্শনে পানা চাওয়া বাঞ্চনীয় মুস্তাহাব। (মিরকাত) আর বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা বন্ধ করলে এর বরকতে ঘরের কোন স্থান দিয়ে শয়তান ঘরে প্রবেশ করার ক্ষমতাই রাখে না। (মিরকাত)

مَا يَفْعَلُ اِذَا سَمِعَ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ

মোরগের ডাক শুনলে করণীয় কি?

(٧٥٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَاِنَّهٗ رَاٰى شَيْطَانًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢١٣)

(৭৫২) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাবে, কেননা মোরগ ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাবে। কেননা সে শয়তান দেখেছে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত-২১৩)

ব্যাখ্যাঃ কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক ও গাধার আওয়াজ শুনলে আউজুবিল্লাহ বলবে। আর মোরগের ডাক শুনে আল্লাহুম্মা আসআলুকা মিন ফাদলিক পড়তে হয়।

اَلْقَتْلُ ظُلْمًا

অন্যায়ভাবে হত্যা করা

(٧٥٣) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٠٠)

(৭৫৩) অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া

http://kitabbhubon.com

আল্লাহর নিকট যে কোন মুসলমানকে হত্যা করার তুলনায় অধিক তুচ্ছ ও নগণ্য। (তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩০০)

ব্যাখ্যাঃ দুনিয়া ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা মুসলমানকে হত্যা করা গুরুতর হওয়ার কারণ, আসমান জমিন মূলতঃ সৃষ্টি হয়েছে মুসলমানদের উপকারার্থে অর্থাৎ মুসলমানের জন্য আসমান-জমিনসহ সব কিছু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। এখন যদি সেই মুসলমানকে হত্যা করা হয় তাহলে এ দুনিয়ার প্রয়োজনীয়তা আর বাকী থাকে না। সুতরাং একজন মুসলমানকে হত্যা করা কেমন যেন দুনিয়াকেই ধ্বংস করে দেয়া। এদিকেই ইশারা করে কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করল অর্থাৎ যেন সে সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। (ফাতহুল মারাম)

(٧٥٤) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِشْتَرَكُوْا فِىْ دَمِ مُّؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص٣٠٠)

(৭৫৪) অর্থঃ আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে যৌথভাবে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আসমান-জমিনের বাসিন্দারা যৌথভাবে যদি একজন মু'মিনকে হত্যা করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (এর শাস্তি স্বরূপ) সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তিরমিযী, মিশকাত- ৩০০)

ব্যাখ্যাঃ অত্র একজন মুমিনকেও হত্যার কঠিন পরিণামঃ সমস্ত ফেরেস্তা ও (ঈসা (আঃ) কেননা তাঁরাও আসমানে জীবিত আছেন) এবং জমিনে সকল প্রাণী বিশেষ করে মানুষ আরো বিশেষতঃ উলামা, ছলিহীন, ফাসিক, জালিম, সবাই মিলেও যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করে তবে আল্লাহ-এর অপরাধে তাদের সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবেন না। (ফাতহুল মারাম)

(٧٥٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَجِىْءُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهٗ وَرَأْسُهٗ بِيَدِهٖ وَاَوْدَجُهٗ تَشْخَبُ دَمًا يَقُوْلُ يَا رَبِّ قَتَلَنِىْ حَتّٰى يُدْنِيَهٗ مِنَ الْعَرْشِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَمِشْكٰوة ص٣٠٠)

(৭৫৫) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, যে তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীর চুলের মুঠো ও মাথা ধরে আল্লাহর দরবারে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তখন তার রগসমূহ হতে রক্ত পড়তে থাকবে, সে ফরিয়াদ করবে। হে আমার প্রভূ! এই ব্যক্তিই আমায় হত্যা করেছে। এই কথা বলতে বলতে সে আরশের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। (তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩০০)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে এই দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, ঐ কিয়ামতের ভয়ানক দিবসে নিহত ব্যক্তি নিজের পুরা হক দাবী করবে এবং মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ পাক তাঁর ন্যায় পরায়ণতা ও ইনসাফের দ্বারা ঐ নিহত ব্যক্তিকে খুশী করে দিবেন। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

اَلْاِمَارَةُ وَالْقَضَاءُ

রাষ্ট্র-প্রশাসন ও বিচার

(٧٥٦) وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَاَنَّ رَأْسَهٗ زَبِيْبَةٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة ص٣١٩)

(৭৫৬) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা হুকুম শ্রবণ কর, এবং আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপরে কিসমিসের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট হাবশী গোলামকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়। (বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩১৯)

ব্যাখ্যাঃ হাবশী গোলামকে শাসক বানানো অর্থ-যিনি জাতির প্রধান ইমাম হবেন তিনি যদি হাবশী গোলামও হন। এটা নয় যে, হাবশী গোলাম বাদশাহ হবে। কেননা ইমাম তো কুরাইশদের থেকে হবে। কেউ কেউ বলেছেন ইমাম আযম (প্রধান শাসক) দ্বারা উদ্দেশ্য, হাবশীকে ইমাম যদি মেনে নেয়াও ধরে নেয়া হয়। এখানে বাদশাহর আনুগত্যের ও তাকে কষ্ট দেয়ার নিষেধের ব্যাপারে জোর তাকীদ, ও তার বিরোধীতার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে জোর তাগীদ বুঝানো। কিসমিস দ্বারা তুচ্ছতা উদ্দেশ্য। (মিরকাত)

(٧٥٧) وَعَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلَا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَاٰهُ يَاْتِيْ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَاْتِيْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ (رواه مسلم، مشكوة ص٣١٩)

(৭৫৭) অর্থঃ হযরত আউফ ইবনে মালিক আশয়ারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাবধান! ঐ ব্যক্তি যার উপর কোন শাসক নিযুক্ত হয়। অত:পর সে যদি তাকে (শাসককে) আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোন কাজ করতে দেখে তাহলে সে সেই আল্লাহর নাফরমানীর কাজটিকে ঘৃণা করবে। কিন্তু তার শোষকের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিতে পারবে না। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩১৯)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ শাসকদের মধ্যে গুনাহর কাজ দেখা গেলেও সে শাসকই থাকবে। তার অন্যায়ের সাথে সহযোগিতা বা অন্যায় কাজে তার আনুগত্য করা যাবে না।

(٧٥٨) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ قَالَ سَاَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا اُمَرَاءُ يَسْئَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا فَمَا تَاْمُرُنَا قَالَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَاحُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَاحُمِّلْتُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٣١٩)

http://kitabbhubon.com

(৭৫৮) অর্থঃ হযরত ওয়ায়িল বিন হুজুর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, সালামা বিন ইয়াজিদ জু'ফি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করে বললেন যে, হে আল্লাহর নবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসক চেপে বসে যে, আমাদের থেকে নিজের হক (খিদমত, আনুগত্যতা) চায় কিন্তু সে আমাদের হক (ন্যায় নিষ্ঠা ইত্যাদি) আদায় করে না। তাহলে এমতাবস্থায় কোন পন্থা অবলম্বনের আদেশ আমাদের দেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমরা (তাদের হুকুম) শুনতে থাকো, এবং মানতে থাকো। কেননা তাদের কর্তব্য হল, (তাদের) উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। আর (তোমাদের কর্তব্য হল) তোমাদের উপর ন্যাস্ত কর্তব্য সম্পাদন করা।

(মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩১৯)

(٧٥٩) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْاٰخِرَ مِنْهُمَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٣٢٠)

(৭৫৯) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি একই সময় দুইজন খলীফা বাইয়াতের দাবী করে, তখন তাদের দ্বিতীয় জনকে কতল করে ফেলো।

(মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩২০)

ব্যাখ্যাঃ কতলের দ্বারা উদ্দেশ্যঃ আলোচ্য হাদীসে কতলের দ্বারা উদ্দেশ্য নিহত বা হত্যা করা নয় এবং উদ্দেশ্য হলো তার সাথে যুদ্ধ করা। আর এ যুদ্ধ চালাতে হবে। তার দাবী ফিরিয়ে নেওয়া পর্যন্ত অথবা যুদ্ধ করতে করতে সে নিহত হওয়া পর্যন্ত, তবে কেউ কেউ বলেছেন, এখানে কতল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বাইয়াতকে বাতিল করা, পরিহার করা। আর একে দাবী হতে ফিরিয়ে আনা। যদিও তাতে হাতিয়ার ধরার দরকার হয়।

(ফাতহুল মারাম)

(٧٦٠) وَعَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُفَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَهِىَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٣٢٠)

(৭৬০) অর্থঃ হযরত আরফাজাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: অচিরেই নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা ও কলহ বিবাদের সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে, ব্যক্তি এই উম্মতের ঐক্য সংহতির মধ্যে ফাটল ধরাতে বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়। তাকে তোমরা তলোয়ার দ্বারা শায়েস্তা কর। চাই সে যে কেউ হোক না কেন। (মুসলিম, মিশকাত-৩২০)

ব্যাখ্যাঃ যখন এক যোগ্য আমীর নির্বাচিত হবে এবং মানুষ ব্যাপকভাবে তার হাতে বাইয়াত হবে, তখন যদি কেউ আমীরত্ব তথা রাষ্ট্র পরিচালনার দাবী করে ও মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায়, তাই সে যতই যোগ্য হোক না কেন; তাকে হত্যা করা উচিত। হাদীসে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করাকেই বোঝানো হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٧٦١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تُوُلِّيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ فِيْهِمْ مَنْ هُوَ اَوْلٰى بِذَالِكَ مِنْهُ وَاَعْلَمُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهٖ ﷺ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ (اَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَذَا فِيْ فَتْحِ الْقَدِيْرِ)

(৭৬১) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে, ব্যক্তি মুসলমানদের পক্ষ হতে কোন বিষয়ের জিম্মাদার নিযুক্ত হয়। অত:পর সে তাদের উপর কোন ব্যক্তিকে(কোন কাজের) কর্মকর্তা বানায়। অথচ সে জানে যে, মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যে, তার চেয়ে বেশী যোগ্য ও কুরআন হাদীসেরও বেশী জ্ঞান রাখে; তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহ, রসূল এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে খেয়ানত করল। (এ হাদীসটি তবরানী ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছে)। (ফাতহুল কাদিরেও এরূপ আছে)

ব্যাখ্যাঃ কুরআন ও হাদীসের অভিজ্ঞ লোকদেরকে জনগণের দায়িত্ব পালনে নির্বাচিত করা মুসলিম বাদশাহর ঈমানী দায়িত্ব। তাই অনভিজ্ঞ লোক যে কুরআন হাদীসের জ্ঞান কম জানে তাকে কোন পদদান করা জাতির ও আল্লাহ-রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। তাই শাসকদের এ হাদীস হতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

اَلْكَسْبُ وَطَلَبُ الْحَلَالِ

উপার্জন করা ও হালাল (রুজী) অন্বেষণ করা

(٧٦٢) وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِ يْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة صـ٢٤١)

(৭৬২) অর্থঃ হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দি কারিব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম রিজিক আর নেই, আল্লার নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতের কামাই খেতেন। (বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪১)

ব্যাখ্যাঃ উপার্জন করা নবীগণের সুন্নাত। নিজ হাতে উপার্জন করা সকল নবী রসূলের সুন্নতের আদর্শ। হযরত দাউদ (আঃ) নিজে বর্ম তৈরী করে বিক্রি করতেন। উপার্জনে অনেক উপকারীতা রয়েছে। সব থেকে আসল কথা হল, এতে অন্যের গলগ্রহ হতে হয় না, কারো মুখাপেক্ষী হওয়া হতে বাঁচা যায়। তাছাড়া কর্মে লিপ্ত থাকলে মানুষ অনবদ্য হয়। অন্যথা শিথীলতা অন্যায় তাকে পেয়ে বসে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٦٣) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدَيْهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٢٤٢)

http://kitabbhubon.com

(৭৬৩) অর্থঃ হযরত রাফে' বিন খাদীজা হতে বর্ণিত আছে যে, একদা জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! কোন প্রকার উপার্জন উত্তম? তিনি বললেন, মানুষের দুই হাতের কাজ ও হালাল ব্যবসায় উপার্জন। (আহ্‌মাদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪২)

ব্যাখ্যাঃ হাত দ্বারা অর্জিত উপার্জনই সর্বোত্তম উপার্জন। যেমনঃ চাষাবাদ লেখালেখি ইত্যাদি। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ ও সুষ্ঠু ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ আমানাতের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যও উত্তম উপার্জন। (ফাতহুল মারাম)

(٧٦٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٢٤١)

(৭৬৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা পুত: পবিত্র। তিনি কেবল পবিত্র বস্তুকেই কবুল করেন। আল্লাহ পাক রসূলগণকে যে বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন মুমিনগণকে সে বিষয়েই আদেশ করেছেন। অনন্তর আল্লাহ পাক (রসূলগণকে লক্ষ্য করে) বলেছেন, হে রসূলগণ! পবিত্র হালাল খাদ্য খাও, যা কিছু রিজিক আমি তোমাদের দিয়েছি। অত:পর রসূল উল্লেখ করলেন- এক ব্যক্তি দূর দুরান্ত সফর করেছে, তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধুলা-বালি এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি হস্তদ্বয় আসমানের দিকে উত্তোলন করে কাতর স্বরে 'হে প্রভূ! হে প্রভূ!' বলে ডাকছে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম ও পরিধেয় বস্ত্র হারাম। (অর্থাৎ) সবই হারাম উপায়ে উপার্জিত) এবং সে হারাম-ই খেয়ে থাকে, এই ব্যক্তির দোয়া কি করে কবুল হতে পারে? (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪১)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীস হতে জানা গেল যে, দুয়া কবুল হওয়া হালাল রিজিক ভক্ষণের উপর নির্ভরশীল। এজন্যই প্রবাদে আছে যে, দুয়ার পূর্বে প্রধান শর্ত দুটি যথাঃ অর্থাৎ হালাল খানা খাওয়াও সত্য কথা বলা। (ফাতহুল মারাম)

(٧٦٥) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ وَذُكِرَ اٰخَرُ بِرَعَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْدِلُ بِالرَّعَةِ يَعْنِى الْوَرَعَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص٤٤١)

(৭৬৫) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক ব্যক্তির খুব ইবাদাত এবং খুব মেহনতের কথা অন্য আরেক ব্যক্তির পরহেজগারী তথা পূর্ব বিষয়ে সতকর্তা

http://kitabbhubon.com

অবলম্বনের কথা উল্লেখ করা হলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (অধিক ইবাদাত মর্যাদার বিচারে) পরহেজগারী তথা সতকর্তার সাথে চলার সমকক্ষ হবে না। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৪১)

ব্যাখ্যাঃ হারাম ও হারাম সাদৃশ বিষয় হতে বেঁচে অল্প ইবাদাত (ফারায়িজ) করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। হারাম অনুচিত থেকে না বেঁচে অধিক ইবাদাতের দ্বারাও তা অর্জন করা যায় না। (ফাতহুল মারাম)

(٧٦٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايُبَالِى الْمَرْأُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٤١)

(৭৬৬) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের সম্মুখে এমন এক যুগ আসবে যে, কোন ব্যক্তি মোটে কোনো পরওয়া করবে না যে, সে যা নিচ্ছে বা গ্রহণ করছে, তা হালাল উপায়ে হচ্ছে, না হারাম উপায়ে। (অর্থাৎ মানুষ হালাল-হারামের ভিতর কোন তারতম্য) করবে না। (বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪১)

ব্যাখ্যাঃ ইদানীং মানুষ হারাম উপার্জনের মহা সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে স্বেচ্ছায়। আয় উপার্জনের দু' একটা খাত ব্যতিরেকে সকল খাতেই হারাম সম্পদে ও অর্থে ভরপুর। তাই বর্তমান শতাব্দী-ই ঐ হাদীসের বাস্তবরূপ বলে মনে হয়। সবাইকে আল্লাহ হালাল-হারাম পার্থক্য করে হালাল উপার্জন ও ভক্ষণের তৌফিক দান করুন।

(٧٦٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلَّا كَانَ زَادَهُ اِلَى النَّارِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٢٤٢)

(৭৬৭) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, কোন বান্দা হারামের উপরে উপার্জিত অর্থ দান খয়রাত করলে তা কবুল হবে না এবং তা (স্বীয় কর্মে) ব্যয় করলে বরকত হবেনা। আর ঐ ধন তার উত্তরাধীকারীদের জন্য রেখে গেলে তা তার জন্য দোযখের পুঁজি হবে। (আহমাদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪২)

ব্যাখ্যাঃ বিশেষ সর্তকীকরণঃ হারাম বা অন্যায় পন্থায় কারো কোন মাল বা অর্থ সম্পদ অর্জিত হলে, তার সমুদয় সদকা করা ওয়াজিব, কিন্তু এই সদকাতে কোন প্রকার সওয়াবের আশা করা যাবেনা, করলে তা গুনাহ্ হবে। এমনকি উলামাগণ একে কুফ্রী পর্যন্ত বলেছেন। (ফাতহুল মারাম)

(٧٦٨) وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِّمَا بِهٖ بَأْسٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٤٢)

http://kitabbhubon.com

(৭৬৮) অর্থঃ হযরত আতিয়্যাহ সা'দি (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দা মুত্তাকী পরহেজগার শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গোনাহর কাজ হতে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে (এরূপ) গোনাহর কাজ হতে এড়িয়ে চলে। (যাতে গোনাহর আশঙ্কা রয়েছে)। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪২)

ব্যাখ্যাঃ পূর্ণ মুত্তাকী হওয়ার পূর্বশর্তঃ কাউকে পূর্ণ মুত্তাকী কথিত হওয়ার যোগ্য হতে হলে অবশ্যই তৎপূর্বে তাকে সমস্ত হারাম, মাকরূহ এবং সন্দেহপূর্ণ বিষয় হতে বাঁচতে হবে এবং তা সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে। যেমন যার স্ত্রী নাই তার পেট ভরে না খাওয়া উচিৎ, এবং আতর সেন্ট ব্যবহার না করা বাঞ্চনীয়। কেননা এতে যৌবন শক্তি বৃদ্ধি ও হারামে লিপ্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। এটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়।

তাকওয়ার স্তর ভেদ- উলামাগণ লিখেছেন, তাকওয়ার স্তর হল তিনটি (১) যাবতীয় শিরক হতে বাঁচা (২) সমস্ত গুনাহ এমন কি ছগীরা হতেও বাঁচা। (৩) প্রত্যেক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা। অনেক ক্ষেত্রে মুবাহ বিষয়কেও এড়িয়ে চলা, মাখলুক হতে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে সমস্ত সম্পর্ক আল্লাহর সাথেই করা। (ফাতহুল মারাম)

(٧٦٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهٗ صَلٰوةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص٢٤٣)

(৭৬৯) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, যে ব্যক্তি ১০ দিরহাম দ্বারা একটা কাপড় ক্রয় করল যার ভিতর এক দিরহাম হারাম ছিল, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ কাপড়টি তার পরনে থাকবে ততক্ষণ তার নামায কবুল হবে না। (আহমাদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪৩)

ব্যাখ্যাঃ নামায কবুল না হওয়ার অর্থঃ এখানে কবুল না হওয়ার অর্থ পূর্ণ হওয়ার না হওয়া। অর্থাৎ ছওয়াব কম হবে, তবে নামায হয়ে যাবে। (ফাতহুল মারাম)

اَلْاِسْتِبْرَاءُ عَنِ الشُّبُهَاتِ

সন্দেহজনক বিষয় হতে বেঁচে থাকা

(٧٧٠) وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقٰى عَنِ الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِىْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَّرْتَعَ فِيْهِ اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهٗ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً وَاِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٤١)

http://kitabbhubon.com

(৭৭০) অর্থঃ হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম ও সুস্পষ্ট। আর উভয়ের মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বিষয় বা বস্তু রয়েছে। যেগুলো (হালালের অন্তর্ভুক্ত না হারামের অন্তর্ভুক্ত) সম্পর্কে অনেকেই জানে না। (অর্থাৎ: তারা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না) এরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহর বস্তুকে পরিহার করে চলবে, তার দ্বীন ও আবরু ঈমান সম্মান, পাক-ছাফ থাকবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হবে, সে অচিরেই হারামে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন যে রাখাল তার পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার ধারে চরাবে, খুব সম্ভব তার জন্য পশু নিষিদ্ধ সীমানায় মুখ ঢুকিয়ে দেবে। তোমরা স্মরণ রেখো, প্রত্যেক বাদশাহই নিজ পশু পালের চারণ ভূমি (নিষিদ্ধ এলাকা) বানিয়ে রাখেন। তদ্রূপ (সকল বাদশাহী) আল্লাহ তালার চারণভূমী তার হারাম বস্তুসমূহকে নির্ধারিত করে রেখেছেন। তোমরা জেনে রেখো, মানব দেহের মধ্যে একটি গোশ্তের টুকরা আছে, যা সঠিক থাকলে সম্পূর্ণ দেহ-ই সঠিক থাকে, এটা নষ্ট হলে সম্পূর্ণ দেহ-ই নষ্ট হয়ে যায়, সেই গোশ্তটি হল (জ্ঞানের আধার) অন্তকরণ বা ক্বলব। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪১)

ব্যাখ্যাঃ শারীরিক সুস্থতা ও কায়িক উৎকর্ষতা সর্বত্র হালাল খাদ্য খাওয়ার উপর নির্ভরশীল। কেননা এতে অন্তর পরিষ্কার ও ছাফ থাকে। আর অন্তরের পরিছন্নতার দ্বারাই সারা শরীর সুস্থ ও নিখুত থাকবে, ফলে তা হতে ভাল আমল প্রকাশ পায়।

স্মর্তব্য যে, উলামাদের এ কথার পর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে, ইসলামের ভিত্তি তিন হাদীসের উপর–

(১) اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

(২) مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ

(৩) আলোচ্য হাদীস اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ الخ। (ফাতহুল মারাম)

اَلْحَلْفُ فِى الْبَيْعِ

ক্রয়-বিক্রয় লেন-দেনে শপথ করা

(٧٧١) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٤٣)

(৭৭১) অর্থঃ হযরত আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেনে অধিক কসম খাওয়া হতে সতর্ক থাকো। এতে মাল বেশী বিক্রি হয়। কিন্তু বরকত বিনষ্ট হয়ে যায়। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪৩)

ব্যাখ্যাঃ বরকত বিনষ্টের কারণ যেহেতু অধিক কসমে মিথ্যাচারের সম্ভাবনা থাকে। আর মিথ্যার দ্বারা বরকত দুর হয়ে যায় (ফাতহুল বারী)

http://kitabbhubon.com

(٧٧٢) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٤٣)

(৭৭২) অর্থঃ হযরত আবু যর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তিন প্রকার মানুষ আছে যাদের সাথে আল্লাহ পাক কিয়ামত দিবসে কোন কথা বলবেন না। তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না তাদেরকে (গোনাহ মাফ করে) পাক সাফ করবেন না এবং তাদের জন্য ভীষন কষ্টদায়ক আযাব নির্বাচিত করেছেন। আবু যর (রাঃ) বললেন, তাদের জন্য তো অধঃপতন ও ধ্বংস। হে আল্লাহর রসূল! তারা কারা? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন (১) যে ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র (পাজামা-লুঙ্গি) পায়ের টাখনুর গিরার নিচে পৌঁছায়। (২) যে ব্যক্তি দান করার পর খোঁটা দেয়। (৩) আর যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম দ্বারা স্বীয়মাল চালুর চেষ্টা করে। (মুসলিম, মিশকাত-২৪৩)

ব্যাখ্যাঃ কাপড়-চোপড় অহংকারবশত টাখনার নীচে ঝুলিয়ে পরিধান কারী পুরুষ। আর কিছু দান করে বা উপকার করে সুযোগমত খোটা দেয়া ও সম্পদের বা পণ্যের মূল্য বেশীর লক্ষ্যে মিথ্যা শপথ করা এভাবে যে ৯০ টাকায় একটি জিনিস খরিদ করেছে- এখন মিথ্যা শপথ করে বলল, যে আল্লাহর কছম আমি উহা ১ শত টাকায় খরিদ করেছি। যাতে খরিদ্দার বা ক্রেতার মনে এই ধারণা জন্মে যে, এত কেনা দাম, কিছু তো বেশী দিয়েই কিনতে হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٧٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٢٤٣)

(৭৭৩) অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কসম খাওয়ায় পণ্য চালু হয় ও তা রফতানী হয়; কিন্তু তা বরকত দূর করে দেয়। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-২৪৩)

ব্যাখ্যাঃ বরকত দূর হওয়ার পন্থাঃ মিথ্যা কসমে দুভাবে মালের বরকত দূর হতে পারে। (১) মূল মালই ধ্বংস হয়ে যায়, অথবা (২) মাল এমন স্থানে খরচ হয় যার দ্বারা দুনিয়াতে কোন ফায়দা হয় না। আবার আখেরাতেও কোন সওয়াব অর্জিত হয় না।

(ফাতহুল মারাম)

اَلرِّبٰوا

সুদ প্রসঙ্গ

(٧٧٤) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٤٤)

http://kitabbhubon.com

(৭৭৪) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদ কারবারের লেখক এবং সুদের সাক্ষীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪৪)

ব্যাখ্যাঃ সুদ ও ব্যাংক কারবারঃ আলোচ্য হাদীসে খোদ জানা গেছে যে, সুদ কারবারের লেখকের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন, আর এর কারণ হল, তার এটি নাজায়িয কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা। তাহলে বোঝা গেল সুদের দলীল প্রমাণ লেখা হারাম। আর যেহেতু ব্যাংকিং ব্যবস্থা বর্তমানে এর থেকে মুক্ত নয় তাই ব্যাংক কারবার সম্পূর্ণ হারাম। যদি কোন ব্যাংক সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাতে কারবার করা বৈধ হবে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٧٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى اَحَدٌ اِلَّا اَكَلَ الرِّبٰوا فَاِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهٖ وَيُرْوٰى مِنْ غُبَارِهٖ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٢٤٥)

(৭৭৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যে, যখন (সুদী কারবার মহামারি হয়ে পড়বে) এমনকি একটি লোকও সুদ খাওয়া হতে বাকী থাকবেনা। সে উহা (সরাসরি) না খেলেও তার বাষ্প, অন্য বর্ণনায় আছে, তার ধূলা তার শরীরে পৌঁছে যাবে। (আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত-২৪৫)

ব্যাখ্যাঃ সুদের ধোঁয়া বা ধুলোর পৌঁছবার অর্থঃ কেউ সরাসরি সুদ খেয়েও এমন সময় আসবে সুদের ধুঁয়া বা ধূলা হতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। আর তা এভাবে যে, হয়ত সে সুদি কারবারের উকিল হবে, বা সাক্ষী হবে বা দলীল লেখক হবে বা সুদ লেনদেনে সে ঘটনাক্রমে পড়ে যাবে বা সুদখোরের সাথে লেনদেন করবে, আর তার মাল সুদ খোরের মালের সাথে মিশে যাবে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٧٦) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيْلِ الْمَلٰئِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمُ رِبٰوا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلٰثِيْنَ زَنِيَّةً (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِقُطْنِىْ مِشْكٰوة صـ٤٦ - ٢٤٥)

(৭৭৬) অর্থঃ হযরত আবু আব্দুল্লা ইবনে হানজালা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুদের মাত্র একটি (রৌপ্য) দিরহাম যে ব্যক্তি জেনে শুনে খায়, তার গুনাহ ছত্রিশ (৩৬) বার জিনা করা অপেক্ষা বেশী হয়। (আহমাদ, দারা কুতনী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪৫-৪৬)

ব্যাখ্যাঃ সুদ যিনা অপেক্ষা অধিকতর গোনাহের কেন? সুদ খাওয়া যিনা করবার থেকে মারাত্মক যারা সুদ খোর তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন–

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ

অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর তবে তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা কর। (নাউজুবিল্লাহ) যিনা হতে সুদের গুনাহ বেশী হওয়ার সম্বন্ধে

http://kitabbhubon.com

উলামাগণ লেখেন যে, যিনা একটি প্রকাশ্য অবৈধ কাজ, সুতরাং কেউ একে বৈধ মনে করে তাতে চড়াও হয়না। কিন্তু সুদের ব্যাপারটি অপ্রকাশ্য এমন কি যারা নিরক্ষর অজ্ঞ তারা অনেক সময় বুঝতে পারে না যে, এটি সুদ হল। আর সুদ হলেও তারা একে যিনার মত হারাম মনে করে না বরং বৈধই মনে করে। আর কোন হারামকে হালাল জেনে করলে তা কুফরী হয়, যে কুফর যিনাকে হারাম জেনে করলে হয় না। (ফাতহুল মারাম)

(٧٧٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرِّبٰوا سَبْعُوْنَ جُزْءًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٢٤٦)

(৭৭৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুদের গোনাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে, তন্মধ্যে সর্ব নিম্নস্তর হল মানুষের আপন মায়ের সাথে বিবাহ করা (অর্থাৎ মিলন বা যিনা করা)। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪৬)

ব্যাখ্যাঃ সুদের খারাবী স্বয়ং রব্বুল আলামীন বর্ণনা করেন, তিনি একে হারাম করে দিয়েছেন। মন্দ পরিনাম আল্লাহ ও তাঁর রসূল খুব বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তাই সুদ হতে বাঁচা কত দরকার তা এ হাদীছের বক্তব্য হতে একটু বিবেচনা করা উচিৎ।

(٧٧٨) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ اٰكِلَةُ الرِّبٰوا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٢٤٦)

(৭৭৮) অর্থঃ উক্ত হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মি'রাজের রাত্রে আমি এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট পৌছলাম যাদের পেট ঘরের ন্যায় বড় এবং তার ভিতর অনেক বড় বড় সাপ রয়েছে যা বাইরের থেকে দেখা যায়, আমি (আমার সঙ্গীকে) জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সুদ খোর। (আহ্মাদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪৬)

ব্যাখ্যাঃ সুদ খাওয়ার পরিণতিঃ সুদের কুফল সমাজ হতে নিয়ে ধর্মীয় পর্যায় সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে। পরকালে সুদ খোরদের মর্মান্তিক শাস্তির কথা এসেছে। আর তা যে নিশ্চিত তা আলোচ্য হাদীস হতে বোঝা যায়, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সুদখোরদের শাস্তির অবস্থা অবলোকন করেছেন। সুতরাং আজই সুদ পরিহার করুন। এবং অতীতের জন্য তওবা এস্তিগফার করুন।

حُكْمُ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا

ঋণের দ্বারা মুনাফাখোরীর হুকুম

(٧٧٩) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٢٤٦ وَالْبَيْهَقِىُّ)

http://kitabbhubon.com

(৭৭৯) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে ধার দেয়। অত:পর ধার গ্রহীতা যদি দাতাকে কোন হাদিয়া বা উপহার দেয় অথবা গ্রহীতা তাকে যানবাহন এ প্রাণীতে ওঠাতে চায়, তবে তাতে আরোহন করবে না। তবে যদি ধার নেয়ার পূর্বহতে তাদের মধ্যে এরূপ ব্যবহার প্রচলিত থাকে, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। (ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪৬)

ব্যাখ্যাঃ একটি শিক্ষনীয় ঘটনাঃ বর্ণিত আছে যে, ইমাম আজম আবু হানীফা (রহঃ) এক ব্যক্তিকে কিছু কর্য দিয়ে ছিলেন। একদিন তিনি বিশেষ এক প্রয়োজনে ঐ ব্যক্তির কাছে তার বাড়ীতে গেলেন, ঐ সময় রোদের তাপ ছিল খুব বেশী। গরম ছিল প্রখর। তিনি ঐ লোকটির বাড়ী যেয়ে তার ঘরের ছায়ায় দাঁড়ালেন না রবং সেই প্রখর রোদে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যাতে ধার দেয়ার দরুণ তার থেকে কোন লাভ বা ফায়দা অর্জিত না হয়। ঋণ গ্রহীতা (বাড়ীওয়ালা) খানিক পরে ঘর থেকে বের হয়ে ছিল। সুবহানাল্লাহ! সতর্কতা অবলম্বনে এর থেকে বড় নজীর আর কি হতে পারে।(ফাতহুল মারাম)

(٧٨٠) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَقْرَضَ الرَّجُلُ فَلَا يَأْخُذْ هَدِيَّةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة صـ٢٤٦)

(৭৮০) অর্থঃ উক্ত হযরত আনাস(রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে ঋণ দিলে ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে কোন উপহার বা হাদীয়া গ্রহণ করবে না।
(বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪৬)

ব্যাখ্যাঃ "মালাবুদ্দা মিনহু" কিতাবে লেখা আছে যে, যে ঋণ ঋণদাতার উপকারের কারণ হয় তা সুদের হুকুম রাখে। কাজেই ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার পক্ষ হতে মেহমানদারী কবুল করবে না। তবে আগের থেকে যদি অভ্যাস চালু থাকে মেহমানদারী করানো– তখন ভিন্ন কথা। বরং ঋণগ্রহীতার প্রাচীরের ছায়ায় বসাও মাকরূহ ।

تَعْظِيْمُ اَمْرِ الدَّيْنِ

ঋণের লেনদেন যথাযথ করার প্রতি গুরুত্বারোপ

(٧٨١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة صـ٢٥٢)

(৭৮১) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি অপর লোকের মাল তা আদায় তথা পরিশোধের নিয়তে (ঋণরূপে) গ্রহণ করে তবে আল্লাহ পাক তার ধন (পরিশোধের ব্যাপারে সহজ) করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে ধনদাতার মাল নষ্ট বা (আত্মসাৎ) করার নিয়তে, আল্লাহ পাক তাকে ধ্বংস করবেন। (বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৫২)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ পরিশোধের নিয়তে ঋণ নিলে দুনিয়ায় সাহায্য পাবে আল্লাহর পক্ষ হতে বা পররকালে পাওনাদারদের রাজী করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে শোধ করার নিয়ত ছাড়া আত্মসাৎ করার নিয়তে ঋণ নিলে দুনিয়ায় সাহায্য প্রাপ্ত হবে না ও পরকালে এর পাওনাদারদের রাজী করাবেন না। তাই বিবেচনা করে ধার-উধার করা উচিৎ।

(٧٨٢) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٥٢)

(৭৮২) অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন, শহীদের সমস্ত গোনাহ-ই মাফ করা হয় ঋণ ব্যতীত (অর্থাৎ তার ঋন মাফ হয় না)। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৫২)

ব্যাখ্যাঃ ঋণ আদায় ব্যতীত মাফ হয় নাঃ শহীদের সমস্ত কবীরা, সগীরা গুনাহ শাহাদাতের দ্বারা মাফ হয়ে যায়। কিন্তু ঋণ কখনো মাফ হয় না। কারণ ঋণ হল বান্দার হক, সুতরাং বান্দা যতক্ষণ মাফ না করবে ততক্ষণ তা অনাদায়ী থেকে যাবে। এই বান্দার হক শুধু ধনেই সীমাবদ্ধ না বরং তা কারো গীবাত-পরচর্চা, মন্দ বলা, সম্মান হানী করা, হত্যা করা-ইত্যাদিও বান্দার হক্বের মধ্যে গণ্য। ইবনে মালিক (রহঃ) বলেন, কারো কারো মতে এই হুকুম স্থলে যারা শহীদ হয় তাদের উপর প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে যারা নৌপথে তথা দরিয়া, নদীতে শহীদ হয় (ডুবে যায়) তাদের হক্কুল ইবাদও মাফ হয়ে যায়, যেমন ইবনে মাজাহ আবু উমামা হতে এ সম্পর্কে একটা মারফু' হাদীস বর্ণনা করেন। (ফাতহুল মারাম)

(٧٨٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهٖ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ (رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٢٥٢)

(৭৮৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুমিনের আত্মা ঋণের কারণে ঝুলন্ত থাকে যতক্ষণ না তা তার (পক্ষ) থেকে আদায় করা হয়। (অর্থাৎ ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না)।

(শাফিয়ী ও আহ্মাদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৫২)

ব্যাখ্যাঃ কোন ঋণ জান্নাতের প্রতিবন্ধক আর কোন ঋণ নয়ঃ কেউ কেউ বলেছেন ঈমানদারদের আশা জান্নাতে যাওয়া হতে প্রতিবন্ধক হয় ঐ ঋণ যা সে অন্যের থেকে নিয়ে যত্রতত্র ব্যয় করেছে ও অপব্যয় করেছে?। আর যে ব্যক্তি তার প্রতি ওয়াজিব হক আদায় করতে প্রয়োজন পরিমাণ ঋণ নিয়েছে এবং তা আদায় করার নিয়তও ছিল কিন্তু সে আদায় করে যেতে পারেনি– ও আদায় পরিমাণ মালও সে রেখে যেতে পারেনি, তাহলে ইনশাআল্লাহ এই ঋণ তার জান্নাতের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। (মাজাহির)

(٧٨٤) وَعَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَا سُوِّرَ بِدَيْنِهٖ يَشْكُوْ اِلٰى رَبِّهِ الْوَحْدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة صـ٢٥٢)

http://kitabbhubon.com

(৭৮৪) অর্থঃ হযরত বারা ইবনে আজিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঋণী ব্যক্তি তার ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকবে। (অর্থাৎ সে জান্নাতে যেতে পারবেনা।) সে কিয়ামতের দিন নি:সঙ্গ থাকার অভিযোগ করতে থাকবে, তার পরওয়ারদেগারের নিকট।

(শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত পৃষ্ঠা – ২৫২)

ব্যাখ্যাঃ যতক্ষণ পর্যন্ত তার দায়বদ্ধ ঋনের সমাধান না হবে। ততক্ষণ সে নি:সঙ্গ অবস্থায় জীবন জ্ঞাপন করবে। আর তা সমাধানের পথ দুটি (১) হয়ত তার ওয়ারিশগণ তার পক্ষ হতে আদায় করবে। (২) অথবা ঋণ দাতা ইহ্সান করে স্বেচ্ছায় তার দাবী ত্যাগ করবে। অর্থাৎ তাকে মাফ করে দিবে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٨٥) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُوْضَعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَصَرَهٗ قِبَلَ السَّمَاءِ فَنَظَرَ ثُمَّ طَأْطَأَ بَصَرَهٗ وَوَضَعَ يَدَهٗ عَلٰى جَبْهَتِهٖ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ قَالَ فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا فَلَمْ نَرَ اِلَّا خَيْرًا حَتّٰى اَصْبَحْنَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا التَّشْدِيْدُ الَّذِىْ نَزَلَ قَالَ فِى الدَّيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ اَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضٰى دَيْنُهٗ

(رَوَاهُ اَحْمَدُ، شَرْحُ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة ص٢٥٣)

(৭৮৫) অর্থঃ হযরত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমরা মসজিদের সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় বসা ছিলাম যেখানে জানাজা রাখা হত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আকাশপানে চোখ উঠালেন অতঃপর দৃষ্টি অবনমিত করে কপালে হাত রেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!! কি কঠোরতা-অবতীর্ণ হল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা একদিন কিংবা এক রাত চুপই রইলাম। এই সময়ের মধ্যে (কোন মন্দ দেখলাম না) সব ভালই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কি কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, ঋণ সম্পর্কে কঠোরতা (ওহী মারফত) অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ খোদার কসম যার হাতে (মুহাম্মাদের প্রাণ) কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করে, আবার শহীদ ও জীবন লাভ করে, আবার শহীদ হয় আবার জীবন লাভ করে (পরকালের জন্য) কিন্তু তার পর ঋণ থাকে তাহলে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। যতক্ষণ না তার (পক্ষ) হতে ঋণ পরিশোধ করা হয়। (আহ্মাদ, শরহে সুন্নাহ, মিশকাত পৃষ্ঠা- ২৫৩)

ব্যাখ্যাঃ ঋণ যারা শোধ করেনা তাদের এই বর্ণনাটি হতে চির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

http://kitabbhubon.com

فَضْلُ التَّاجِرِ الصَّدُوْقِ
সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবসায়ীর ফযীলত

(٧٨٦) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٤٣)

(৭৮৬) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সত্যবাদী, আমানতদার বিশ্বাসী ব্যবসায়ী ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবেন।
(তিরমিজী, মিশকাত পৃষ্ঠা – ২৪৩)

ব্যাখ্যাঃ সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী যাদের কে ব্যবসা আল্লাহর জিকির, নামায যাকাত ইত্যাদি হতে ফিরিয়ে রাখতে পারেনা। এরা ঐ দিনের ভয় করে যে দিন অন্তরসমূহ ও চোখ পালিয়ে যাবে। তাই সত্যতা সকল নবীর সুন্নাত ও নবী এবং সিদ্দীকীন ও শুহাদাদের পথে। তাই ঐ পথের যারা ব্যবসার ক্ষেত্রেও এঁদের সাথী হবে পরকালে। ঐ ব্যবসায়ীরা নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে একত্রিত হবেন ও তাদের স্থান এরাও পাবেন। তাই ব্যবসায়ীদের সততা ও নিষ্ঠাবান হওয়া একান্ত কর্তব্য।

(٧٨٧) وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٥١)

(৭৮৭) অর্থঃ হযরত উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমদানীকারী লাভবান হবে। আর গুদামজাতকারী হবে অভিশপ্ত। (ইবনে মাজাহ, দারিমী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৫১)

ব্যাখ্যাঃ جَالِبْ এর সংজ্ঞাও হুকুমঃ جَالِب বলা হয় ঐ ব্যবসায়ী যে, পণ্য দ্রব্য বিভিন্ন স্থান হতে আমদানী করে, বা আনয়ন করে। অর্থাৎ এক কথায় আমরা যাকে বলে থাকি আমদানীকারী। এই আমদানী শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রশংসিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জবানে আমদানী কারীদের জন্য দুয়া করেছেন। পক্ষান্তরে। مُحْتَكِر বলা হয় ঐ ব্যবসা যে কোন খাদ্য পানীয় বা অন্য কোন পন্য দ্রব্যের দাম উঠতে থাকার কালে প্রচুর পরিমাণে তা ক্রয় করে ও স্টক করে রাখে। যাতে দাম বেশী হলে অর্ধিক মুনাফায় বিক্রি করতে পারে। এটা সম্পূর্ণ নাজায়িয এবং হারাম। এ রকম ব্যবসায়ীদের প্রতি হুজুর লা'নত করেছেন। হ্যাঁ যদি পণ্য দ্রব্য তার নিজের জমির উৎপাদিত হয় তাহলে স্টক করে রেখে দাম বৃদ্ধি পেলে বিক্রি করায় কোন ক্ষতি নেই। (ফাতহুল মারাম)

(٧٨٨) يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٢٤٣)

(৭৮৮) অর্থঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেনঃ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ব্যবসায় বেহুদা কথা এবং নিস্প্রয়োজন

http://kitabbhubon.com

কসম করা হয়ে থাকে। (যা গুনাহে পরিগণিত হয়, তার প্রায়শ্চিত্তে) তোমরা ব্যবসা করার সাথে সাথে সদকা (দান খয়রাত) বিশেষ ভাবে করো। (আবু দাউদ, মিশকাত-২৪৩)

ব্যাখ্যাঃ সদকা দেয়ার কারণঃ বেহুদা কথা ও মিথ্যা কসম করায় আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক হয়। আর দান খয়রাত বা সদকা এই ক্রোধকে দমন করে। সুতরাং সদকা দেয়া উচিৎ যাতে বান্দার প্রতি আল্লাহর নারাজী না থাকে। (ফাতহুল মারাম।)

وَعِيْدُ التَّاجِرِ الْخَائِنِ

খিয়ানতকারী ব্যবসায়ীর প্রতি হুশিয়ারী

(٧٨٩) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٢٤٤)

(৭৮৯) অর্থঃ হযরত উবাইদা বিন রিফায়া তার পিতার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন হাশর করবে (অর্থাৎ তারা হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।) ফাসেক, ফাজির, বদকার দল রূপে, কিন্তু যারা নেককার, সত্যবাদী হন তারা নন। (অর্থাৎ তারা এমন হবেন না)। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা- ২৪৪)

ব্যাখ্যাঃ ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারদের সবারই সত্যবাদী হলে তারা ভাগ্যবান হবেন।

اَلْوَعِيْدُ عَلَى الْغَشِّ

ধোঁকাবাজির প্রতি হুঁশিয়ারী

(٧٩٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَدَخَلَ يَدَهٗ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهٗ بَلَلًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَا جَعَلْتَهٗ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٢٤٨)

(৭৯০) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্রয়ের জন্য স্বীকৃত স্তুপিকৃত) খাদ্য বস্তুর এক স্তুপের নিকট দিয়ে যাওয়ার ফলে তার ভেতরে হাত ঢুকালেন। অত:পর তাঁর আঙ্গুল ভিজে গেল। (অর্থাৎ ভিজা অনুভব হল) তিনি খাদ্যের মালিককে বললেন এ কি? সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টির পানি এতে পৌঁছেছে। (অর্থাৎ বৃষ্টির পানিতে এগুলো ভিজে গিয়েছিল) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভিজাগুলোকে খাদ্যের উপরিভাগে কেন রাখলে না? যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়। যে ব্যক্তি ধোকাবাজি করে সে আমার থেকে না (অর্থাৎ তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই।) (মুসলিম, মিশকাত-২৪৮)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ ধোকা দেয়া কবীরা গোনাহ। ধোকা দেয়া ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য নয়। এটা বেদ্বীন ও মুনাফিকদের স্বভাব। তাই রসূলের খাঁটি উম্মত প্রমাণিত হতে হলে সমস্ত আদান-প্রদান ও কর্মে ধোকা থেকে পুরাপুরি বেঁচে থাকতেই হবে।

(٧٩١) وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَّمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِىْ مَقْتِ اللّٰهِ اَوْلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص٢٤٩)

(৭৯১) অর্থঃ হযরত ওয়াছিলা বিন আসকা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কোন ত্রুটি যুক্ত বস্তুকে এর ত্রুটি না জানিয়ে বিক্রি করবে সে সর্বদা আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে নিমজ্জিত থাকবে। অথবা বলেছেন, সর্বদা তার প্রতি ফিরিশতাগণ অভিশাপ করবেন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৪৯)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ফিরিশতাদের অভিশাপ সবচে মারাত্মক ধ্বংসের কারণ। তাই ধোকাবাজী পরিহার করা ঈমানী দায়িত্ব।

اَلْغَصْبُ

জবর দখল করা

(٧٩٢) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٢٥٤)

(৭৯২) অর্থঃ হযরত সাঈদ বিন জাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত জমিন জোর পূর্বক অন্যায় ভাবে দখল করবে কিয়ামতের দিন ৭ স্তবক (৭স্তর বিশিষ্ট) জমি হতে ঐ জমিটুক তার গলায় বেড়ি রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে।

(মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৫৪)

ব্যাখ্যাঃ বাস্তবেই তার গলায় ঐ ওজন পরিমান বেড়ী পড়ানো হবে, হুকুমের দিক দিয়ে নয়। বা উল্টোও কেউ কেউ বলেছেন। যাই হোক পরকালে সামান্য একটু বোঝা মারাত্মক বোঝা হবে ও বহন করা অসম্ভব হবে। তাই জায়গা-জমি ও কোন কিছু জবর দখল করা উচিৎ নয়। সাবধান হয়ে চলা উচিৎ। (ত্বীবী)

(٧٩٣) وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرْضِيْنَ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة ص٢٥٦)

http://kitabbhubon.com

(৭৯৩) অর্থঃ হযরত সালিম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কারো কিছু জমিন নিবে, কিয়ামতের দিন তাকে ৭ স্তবক জমিন পর্যন্ত মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ২৫৬)

ব্যাখ্যাঃ সাত স্তবক জমিনের নীচে ধ্বসিয়ে দেয়ার অর্থ সাত স্তবক জমিন সমপরিমাণ ওজন তার ঘাড়ে উঠিয়ে দেয়া হবে বেড়ী আকারে। তাই জোর-জবর দখল করে বাঁচা অপেক্ষা মরা ভাল।

(٧٩٤) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ اَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ اَنْ يَّحْمِلَ تُرَابَهَا اِلَى الْمَحْشَرِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٢٥٦)

(৭৯৪) অর্থঃ হযরত ইয়ালা বিন মুররা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কারো জমিন দখল করবে তাকে এর মাটি (মাথায় করে) হাশরের ময়দানে নিতে বাধ্য করা হবে। (আহমাদ, মিশকাত-পৃষ্ঠা ২৫৬)

ব্যাখ্যাঃ জমি জায়গা জবর দখলের পরিণাম বা শাস্তিঃ অন্যায়ভাবে অন্যের জায়গা জমি দখল ও ভোগদখলের তিন প্রকার শাস্তি বা পরিনামের কথা বলা হয়েছে (১) দখলকৃত জমি দখলকারীর গলায় বেড়ী রূপে পরিয়ে দেয়া হবে (২) জমিনেই তাকে গেড়ে দেয়া হবে। (৩) অথবা ঐ জমির মাটি মাথায় নিয়ে হাশরের মাঠে উপস্থিত হতে হবে। এই তিন প্রকার শাস্তি একজনকেই দেয়া হতে পরে বা এক এক শাস্তি আলাদা আলাদা ব্যক্তিকেও দেওয়া হতে পারে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٩٥) وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ كَلَّفَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَّحْفِرَهُ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰخِرَ سَبْعِ اَرْضِيْنَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٢٥٦)

(৭৯৫) অর্থঃ উক্ত হযরত ইয়ালা বিন মুররা (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কারো এক বিঘত জমি দখল করবে আল্লাহ পাক তাকে (ঐ জমি) ৭ স্তবকের শেষ পর্যন্ত খুড়তে বাধ্য করবেন। অত:পর তার গলায় ওটা শিকলরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে। যতক্ষণ না মানুষের বিচার শেষ করা হয়। (আহমাদ, মিশকাত-২৫৬)

ব্যাখ্যাঃ মাজাহির গ্রন্থ প্রণেতা লেখেন যে, এই শাস্তি হবে কবরে। আর যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাশরের ময়দানে হবে তখন এর অর্থ হবে, কিয়ামত শুরু হতে এই আযাব শুরু হয়ে কিয়ামত শেষ হওয়া পর্যন্ত এই আযাব বাকী থাকবে। (ফাতহুল মারাম)

(٧٩٦) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

http://kitabbhubon.com

(৭৯৬) অর্থঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চারটি বিষয় বলেছেন। (১) আল্লাহ্ পাক অভিশাপ দেন ঐ ব্যক্তিকে যে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করে। (২) আল্লাহ্ লা'নত করেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে তার পিতা মাতাকে অভিশাপ দেয়। (৩) আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয় (৪) আল্লাহ্ অভিশাপ দেন ঐ ব্যক্তিকে যে জমির পার্থক্য নির্ণয়ক চিহ্নাদির (অর্থাৎ কাঠি–আইল ইত্যাদি) পরিবর্তন সাধন করে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর লানত হতে বাঁচতে হলে এ কাজগুলো বর্জন করতে হবে।

وَبَالُ الظُّلْمِ

জুলুম বা অত্যাচারের শাস্তি, মন্দ পরিণাম

(٧٩٧) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِى الظَّالِمَ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهٗ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَءَ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ (الْاٰيَةَ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٤٣٤)

(৭৯৭) অর্থঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ পাক অত্যাচারিকে অবকাশ দেন (অর্থাৎ তাকে তৎক্ষণাৎ ধরেন না, ঢিল দেন সুযোগ দেন যাতে সে আরো জুলুম করতে পারে) তারপর তাকে এমন ভাবে পাকড়াও করেন যে, সে আর ছুটে যেতে পারে না। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করেন অর্থাৎ এই রূপ তোমার প্রভুর পাকড়াও যে যখন তিনি অত্যাচারী গ্রামবাসীদের পাকড়াও করেন.....। (বুখারী মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৩৪)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ অবকাশ দেন, যার পরিণামে জুলুম করতে পারে। অর্থাৎ ছাড়েন না-ও নিষ্কৃতি দেন না, মারাত্মক ভাবে পাকড়াও করেন। (মিরকাত)

(٧٩٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٣٥)

(৭৯৮) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রাপ্যের অধিকার আদায় করা হবে। এমনকি যে বকরির শিং নেই তার জন্য শিং ওয়ালা বকরী থেকে বিনিময় আদায় করে দেয়া হবে। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪৩৫)

ব্যাখ্যাঃ কিয়ামতের দিন আদালত এমন ভাবে কায়িম করা হবে যে, মানুষের হক তো আদায় করা হবেই সাথে প্রাণীদের হকও আদায় করা হবে। কোন প্রাণী যদি কোন

http://kitabbhubon.com

প্রাণীর হক নষ্ট করে দুনিয়াতে তাহলে কিয়ামতের দিন তার সেই হক ও আদায় করে দেয়া হবে। যদিও গায়রে মুকাল্লাফ হওয়ায় প্রাণীদের বিচারের কাঠগড়ায় না দাঁড়াতে হয় এ সম্ভাবনা ছিল। তথাপিও আল্লাহ পাক যেহেতু যা ইচ্ছা করতে পারেন। তাই এ ব্যাপারে আর প্রশ্ন উত্থাপনের কোন অবকাশ থাকে না। (ফাতহুল মারাম)

(٧٩٩) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٥٥)

(৭৯৯) অর্থঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি অত্যাচারিতের (মজলুমের) বদ দোয়া হতে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা সে আল্লাহর কাছে নিজের অধিকার প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ কোন হকদারকে তার হক হতে অর্থাৎ হক আদায়ে বাঁধা দেননা। (বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৩৫)

ব্যাখ্যাঃ মজলুম যদি জিম্মীও হয় তবুও তার বদদুয়া হতে বেঁচে থাকতেই হবে। কেননা মজলুমের ফরিয়াদ গ্রহণের জন্য আসমানের দরজা সদা উম্মুক্ত। তাই সাবধান হয়ে চলা উচিৎ।

(٨٠٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ١٥٥)

(৮০০) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা মজলুমের দুয়াকে ভয় কর। কেননা তার দুয়া ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না। (অর্থাৎ তা তৎক্ষণাৎ কবুল হয়ে যায়। (বুখারী মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৫৫)

ব্যাখ্যাঃ পর্দা নেই অর্থ কোন আড়াল ও বাঁধা নেই। বরং তার দুয়াটাই আড় হয়ে আছে। কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মজলুমের দুয়া খুব তাড়াতাড়ি কবুল হয়। (হাশিয়ায়ে মিশকাত)

(٨٠١) وَعَنْ اَبِىْ حُرَّةَ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا لَاتَظْلِمُوْا اَلَا لَايَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٥٥)

(৮০১) অর্থঃ হযরত আবু হুররা রাক্কাশী তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! কেউ কারো উপর জুলুম করবে না। সাবধান! কারো মাল তার অন্তরের সন্তোষ, সন্তুষ্টি ব্যতিত কারো জন্য হালাল নয়। (বাইহাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৫৫)

ব্যাখ্যাঃ মদপান অপেক্ষা কঠোর হারাম অপরের মাল বিনা রাজীতে খাওয়া (শামী)। অর্থাৎ (বিনা অনুমতি বা রাজির নিশ্চিত বিশ্বাস ব্যতিরেকে অন্যের মাল খাওয়া (ব্যবহার করা) মদ পান করা অপেক্ষাও কঠোর হারাম। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

اَلْمُفْلِسُ الْحَقِيْقِيُّ مَنْ هُوَ

প্রকৃত নি:স্ব, দেউলিয়া কে?

(٨٠٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَادِرْهَمَ لَهٗ - وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلٰوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكٰوةٍ وَيَاْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهٗ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٣٥)

(৮০২) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কি জান নি:স্ব গরীব কে? সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যাদের টাকা-পয়সা ও ধন সম্পদ নেই, সেই গরীব। রসূল বলেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সব থেকে গরীব হবে, যে ব্যক্তি নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে, সাথে সাথে ঐ লোকদেরও নিয়ে আসবে যাকে গালি দিয়েছে। যাকে হত্যা করেছে। যাকে প্রহার করেছে। অত:পর তার পূণ্যগুলো তাকে (এদের প্রত্যেককে) দেয়া হবে। যখন তার পূণ্য শেষ হয়ে যাবে আর লোকদের হক তখনও বাকী থাকবে; তখন পাওনাদারদের পাপসমূহ তার উপর ঢেলে (চেপে) দেয়া হবে। অত:পর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৩৫)

ব্যাখ্যাঃ হককুল ইবাদ তথা বান্দার হক আদায় না করলে পরকালে দেউলিয়া হতে হবে।

هِجْرَانُ الْمُسْلِمِ

"মুসলমানের পরস্পরের সম্পর্কচ্ছেদ"

(٨٠٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ .

(رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٤٢٨)

(৮০৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, তিন দিনের বেশি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের (প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে) সম্পর্কচ্ছেদ করবে। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশি সময় অপর ভাইয়ের সাথে সম্পর্কেচ্ছেদ করে মৃত্যু বরণ করবে সে দোযখে প্রবেশ করবে। (আহমাদ আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪২৮)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ যদি পরস্পরে দুই মুসলমানের কোন এক লেন দেনে বা কথাবার্তায় মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় আর তার জের ধরে যদি কেউ অপরের সাথে কথা না বলে; সালাম না দেয় অর্থাৎ সম্পর্কচ্যুত করে তাহলে এটা হারাম হবে। এবং তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তওবা ব্যতিত মারা গেলে সোজা জাহান্নামে যাবে। তবে দ্বীনী ব্যাপারে হলে ভিন্ন কথা। (ফাতহুল মারাম)

(٨٠٤) وَعَنْ اَبِىْ خِرَاشٍ السُّلَمِىِّ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهٖ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة ص٤٢٨)

(৮০৪) অর্থঃ হযরত আবু খেরাস সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভায়ের সাথে এক বৎসর যাবত সম্পর্ক ছিন্ন করল, সে যেন তার রক্ত প্রবাহিত করল। (অর্থাৎ হত্যা করল)। (আবু দাউদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪২৮)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসের মর্মার্থ হলো, মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা আর তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা উভয় সমপর্যায়ের গুনাহের কাজ। (ফাতহুল মারাম)

(٨٠٥) وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلٰوةِ قَالَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة ص٤٢٨)

(৮০৫) অর্থঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমি কি তোমাদের এমন কাজ সম্পর্কে বলব না, যার সওয়াবের মর্যাদা রোযা, সদকা ও নামাযের সওয়াবের চেয়ে বেশী। আবু দারদা বলেন, আমরা বললাম, জি হ্যাঁ! তিনি বললেন (তা হলো) দুই মুসলমানের মধ্যে আপোষ করানো। যে ব্যক্তি ঝগড়া ও ফ্যাসাদ-বিবাদ সৃষ্টি করে, সে মস্তক মুণ্ডনকারী। (আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪২৮)

ব্যাখ্যাঃ দুই ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দেয়া তাদের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করা ইত্যাদিকে বলা হয় فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ পক্ষান্তরে দুইজনের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের অবসান ঘটিয়ে আপোষ করানো তাদের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক সৃষ্টি করা ইত্যাদিকে বলা হয় اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ । এটা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি থেকেও আপোষ করানোকে মর্যাদাবান বলা হয়েছে। তবে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, নামায, রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য নফল রোযা ও নামায– ফরয নয়। কিন্তু মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেনঃ যদি মীমাংসা ঐ বিষয়ে হয় যেখানে জান মাল ইত্যাদি বিপর্যয়ের আশংকা থাকে, তাহলে এই আপোষ ফরয নামায-রোযা থেকেও উত্তম। (ফাতহুল মারাম)

আর الحالقة তথা মস্তক মুণ্ডনকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে দ্বীনকে ধ্বংসকারী এবং সওয়াবের মুলোৎপাটনকারী। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ

হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা

(٨٠٦) وَعَنِ الزُّبَيْرِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢٨)

(৮০৬) অর্থঃ হযরত যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমাদের পূর্বেকার উম্মতের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। আর তা হলো হিংসা ও ঘৃণা। আর এটাই (শুধু ঘৃণা হতে পারে আবার হিংসা-ঘৃণা উভয় হতে পারে) মুণ্ডনকারী। আমি মাথার চুল মুণ্ডানোর কথা বলছি না, বরং এর দ্বারা দ্বীনের মুণ্ডন বা মূলোচ্ছেদ বুঝাচ্ছি। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪২৮)

ব্যাখ্যাঃ হিংসা-বিদ্বেষের ক্ষতি ইহকাল ও পরকালে খুবই মারাত্মক ও ভয়াবহ। (ফাতহুল মারাম)

(٨٠٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ . (اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٤٢٨)

(৮০৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা হিংসা সৎকর্মসমূহকে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪২৮)

ব্যাখ্যাঃ গুনাহের কারণে সৎকর্ম নষ্ট হবে– প্রকাশ্য হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে মুতাযিলাগণ বলেন যে, পাপে লিপ্ত হওয়া নেকীসমূহ বরবাদ ও মুছে দেয়। তবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে গোনাহ সৎকর্মকে বাতিল করে না। মুতাযিলাগণের দলীলের উত্তর হলো (১) এতে সৎ কর্মের كَمَالِيَتْ তথা পূর্ণতা চলে যায়। অপূর্ণতা আসে। (২) অথবা হিংসা করে হিংসাকৃত ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ায় তথা হক্কুল ইবাদ নষ্ট হওয়ায় কিয়ামতে হিংসাকারীর সওয়াব তাকে দিয়ে দেয়া হবে। (৩) বান্দার কল্যাণ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে কিন্তু এই হিংসার কারণে তা আর বাড়ে না। (আর এটাই নেকী দূর হওয়া বা বরবাদ হওয়া।) (ফাতহুল মারাম)

اَلْخِيَانَةُ وَالْغَشُّ

বিশ্বাসঘাতকতা ও ধোকার নিন্দাবাদ

(٨٠٨) وَعَنْ اَبِىْ صِرْمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢٨)

http://kitabbhubon.com

(৮০৮) অর্থঃ হযরত আবু ছিরমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ক্ষতি সাধন করবে, আল্লাহ তায়ালাও তার ক্ষতি সাধন করবেন, অর্থাৎ তাকে তার কাজের শাস্তি দিবেন এবং যে ব্যক্তি কারো উপর কষ্টের বোঝা চেপে দেয় আল্লাহ তায়ালাও তার উপর কষ্টের বোঝা চেপে দেন। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত পৃ ৪২৮)

ব্যাখ্যাঃ شَاقَّ –এর অর্থ এও লেখা হয়, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে শত্রুতা ও বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে শত্রুতা ও বিরোধিতা করবেন অর্থাৎ তাকে শাস্তি দিবেন। (ফাতহুল মারাম)

(٨٠٩) وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَ بِهٖ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢٨)

(৮০৯) অর্থঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে কোন মুমিনকে কষ্ট দেয় কিংবা গোপনে কোন মুমিনের সঙ্গে ধোকাবাজী করে সে অভিশপ্ত তথা আল্লাহর রহমত হতে দূরে নিক্ষিপ্ত। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্টা ৪২৮)

ব্যাখ্যাঃ মুমিনকে কষ্টদাতা যে-ই হোক না কেন অবশ্যই সে রহমতে ইলাহী হতে দূরে থাকবে ও সে অভিশপ্ত। একথাই হাদীসে ব্যক্ত করা হয়েছে।

اَلْبِرُّ وَالصِّلَةُ

উত্তম ব্যবহার ও আত্মীয়তা বজায় রাখা

(٨١٠) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَاَ لَهٗ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٤١٩)

(৮১০) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার জন্য তার রুজিতে (জীবিকায়) প্রশস্ততা করা এবং তার মৃত্যুতে বিলম্ব করা হোক, তবে সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত-৪১৯)

ব্যাখ্যাঃ রুজির প্রশস্ততা ও জীবনকাল বৃদ্ধির দ্বারা উদ্দেশ্যঃ হাদীসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহারের দ্বারা রুজির প্রশস্ততা ও সমৃদ্ধ জীবনের যে কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা উলামাগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। যথা (১) বরকত, (২) স্বচ্ছল ও নিরাপদ জীবন পাওয়া (৩) তাওফীক বৃদ্ধি, (৪) অন্তরের নির্মলতা, উৎকর্ষতা (৫) পৃথিবীতে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় হওয়া (৬) নেক সন্তান থাকা, যারা তার মৃত্যুর পরে তার জন্য দুয়া করবে এবং তাকে স্মরণীয় করে রাখবে। (ফাতহুল মারাম)

(٨١١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوْا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهٖ اَرْحَامَكُمْ فَاِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الْاَهْلِ مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ مَنْسَاةٌ فِى الْاَثَرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢٠)

http://kitabbhubon.com

(৮১১) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা তোমাদের বংশ পরিচয় শিক্ষা কর, তাহলে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে পারবে। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক আপনজনের মধ্যে সম্প্রীতি, ধন-সম্পদের মধ্যে প্রবৃদ্ধি এবং আয়ুতে দীর্ঘজীবি হওয়ার উপলক্ষ্য হয়। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪২০)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ তোমরা বাপ-দাদা, মা, দাদী, নানা-নানী এবং তাদের সন্তানাদি ও অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক পরিচিতি অর্জন কর। যার দ্বারা তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে পা'র। (ফাতহুল মারাম)

(٨١٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِى الْعُمْرِ

(৮১২) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ সদকা বা দান-খয়রাত শোচনীয় মৃত্যু হতে রক্ষা করে আর সদাচার আয়ু বর্দ্ধক হয় (অর্থাৎ এটা আয়ু বৃদ্ধির মাধ্যম হয়।)

ব্যাখ্যাঃ আয়ু বৃদ্ধির মাধ্যম হয় এর অর্থ– আয়ুর মধ্যে বরকতের কারণ হয়। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদায় মানুষ ও মাখলুক নির্ধারিত আয়ুর সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করে। বৃদ্ধি পাওয়ার যত বর্ণনা সব বরকত বাড়ে বলে ব্যাখ্যা করা হয়।

(٨١٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ .
(رَوَاهُ اَحْمَدُ فِىْ مُسْنَدِهٖ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ هِدَايَه اٰخِرَيْنِ صـ٦٤٢)

(৮১৩) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়ের জন্য খরচ করাই সর্বোত্তম সদকা। (আহমাদ তাঁর মুসনাদে একে হযরত আবু আইউব আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন, হিদায়া আখিরাইন–৬৪২)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ শত্রুতা পোষণকারী যে আত্মীয়-স্বজন রয়েছে তাদের জন্য খরচ করাই সর্বোত্তম সদকা। কেননা এতে আত্মীয়তার সেতু বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

(٨١٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِىْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤١٩)

(৮১৪) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয় যে বিনিময় স্বরূপ আত্মীয়তা বজায় রাখে, তথা আত্মীয় যদি সম্পর্ক বজায় রাখে তবে রাখে আর না রাখলে সম্পর্ক ছিন্ন করে। বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী সে যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক যখন ছিন্ন করা হয় তখন সে একে মিলিয়ে নেয় অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধন বহাল রাখে। (বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪১৯)

ব্যাখ্যাঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক কাকে বলে? আত্মীয়-স্বজনের ওয়াজিব হক আদায় করার নামই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। যেমন– যাদের খরচ খরচা নিজের উপর ফরয তাদের প্রয়োজন পূরণ করা। আর যাদের খরচা নিজের জিম্মায় নেই তাদের প্রতি

http://kitabbhubon.com

যথাসম্ভব কিছু কিছু হাদীয়া-উপহার পাঠানো। তাদের সাথে সাক্ষাত্ করা, তাদের খোঁজ-খবর নেয়া, দূরবর্তী হলে পত্র দেয়া ইত্যাদি। এর বিপরীত অবস্থাকেই বলা হয় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। আর এ ছিন্নের প্রতি কঠিন হুঁশিয়ারী এসেছে। (ফাতহুল মারাম)

اَلتَّحْذِيْرُ عَنْ قَطْعِ الرَّحِمِ

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে বাঁচার তাগিদ

(٨١٥) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٤١٩)

(৮১৫) অর্থঃ হযরত জুবাইর বিন মুতইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪১৯)

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে হালাল ও বৈধ মনে করবে তার জন্য জান্নাত হারাম। অর্থাৎ সে কখনই জান্নাতে যেতে পারবে না। কিন্তু যদি হালাল না মনে করে বরং বিভিন্ন কারণ ও স্বার্থজনিত কারণে ছিন্ন করে তাহলে এর শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে যেয়ে শাস্তি মোচন করে তারপর জান্নাতে যাবে ইনশাআল্লাহ। (ফাতহুল মারাম)

(٨١٦) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاتَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص٤٢٠)

(৮১৬) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। কখনই রহমত অবতীর্ণ হয় না ঐ কওম বা জাতির প্রতি যাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী (বিদ্যমান) থাকে। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪২০)

ব্যাখ্যাঃ অন্যায় প্রতিরোধ না করার পরিণতিঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর কারণে পুরা জাতির উপর আল্লাহ পাক রহমত নাযিল করা থেকে বিরত থাকেন। কেননা, এটা এক স্পষ্ট পাপ ও গর্হিত কাজ। আর মানুষেরা যেহেতু তাকে তার পাপের বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেনি বরং এর প্রতি কেমন যেন সমর্থন করত: বিষয়টিকে হালকা মনে করেছে তাই তারাও তার সাথে ঐ পাপে শরীক হওয়ায় গোটা জাতি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবে কেউ কেউ এখানে রহমত দ্বারা বৃষ্টি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর কেউ বলেছেন, রহমত বর্ষিত হয় না এর অর্থ হলো সময়মত বৃষ্টি হয় না। (ফাতহুল মারাম)

(٨١٧) وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ ذَنْبٍ اَحْرٰى اَنْ يُّعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَايَدَّخِرُ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص٤٢٠)

http://kitabbhubon.com

(৮১৭) অর্থঃ হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–বিদ্রোহ করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা এমন কোন গোনাহ নেই যা পাপীর জন্য আল্লাহ পাক আখিরাতে শাস্তি জমা করে রাখার সাথে সাথে সে এর যোগ্য হয় যে, তিনি তাকে দুনিয়াতেও শীঘ্র শাস্তি দিবেন। (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪২০)

ব্যাখ্যাঃ যেহেতু বিদ্রোহ ও সম্পর্ক ছিন্নতার প্রতিক্রিয়া দুনিয়াতেও পড়ে তাই এদের শাস্তি দুনিয়াতেও হবে আবার আখিরাতেও হবে। (ফাতহুল মারাম)

اَلْبِرُّ بِالْوَالِدَيْنِ

মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ বা উত্তম ব্যবহার

(٨١٨) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٤٢١)

(৮১৮) অর্থ হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক বা অধিকার কি? তিনি বললেন, তাঁরাই তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত-৪২১)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখাই হল সন্তান থেকে তাঁদের প্রাপ্য। আর এই সন্তুষ্টিই হলো সন্তানের জান্নাতে যাওয়ায় উপলক্ষ্য ও মাধ্যম। পক্ষান্তরে তাদের অবাধ্য হওয়াই হলো সন্তানের জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ও সহায়ক। (ফাতহুল মারাম)

(٨١٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢١)

(৮১৯) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– প্রতিপালকের সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টিতে এবং প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টিতে নিহিত।

(তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪১৯)

ব্যাখ্যাঃ তবে অবশ্যই পিতার সন্তুষ্টি শরীযত সমর্থিত হতে হবে। যদি শরীয়ত বিরোধী হয় তাহলে তার অসন্তুষ্টি ধর্তব্য হবে না। (ফাতহুল মারাম)

(٨٢٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ اِلٰى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً قَالُوْا وَاِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢١)

(৮২০) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন কোন পিতা-মাতার অনুগত

http://kitabbhubon.com

সন্তান নিজের মাতা-পিতার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ পাক তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার জন্য (আমল নামায়) একটি হজ্জে মাবরুর (কবুল যোগ্য হজ্জ) এর সওয়াব লেখেন। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি দৈনিক একশতবার দৃষ্টি করে? তিনি বললেন, হাঁ তারও। আল্লাহ মহান ও পবিত্র। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪২১)

ব্যাখ্যাঃ পিতা-মাতা জগতের সেরা পুজি, তাই তাদের সাথে আনুগত্য করে চলা উচিত।

(٨٢١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٤١٨)

(৮২১) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তার নাসিকা (নাক) ধুলি-ধুসরিত হোক, তার নাসিকা ধুলি-ধুসরিত হোক, তার নাসিকা ধুলি-ধুসরিত হোক (অর্থাৎ অপদস্ত হোক) জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল কে সে? রসূল বললেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার কোন একজনকে অথবা উভয়কে বার্ধক্য তথা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অবস্থায় পেল অথচ তাদের খিদমত করে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারল না। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪১৮)

ব্যাখ্যাঃ রসূলের বদদুয়া অবশ্যম্ভাবী। তাই পিতা-মাতার খিদমত করে জান্নাত অর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ

পিতা-মাতার অবাধ্যচরণ করা

(٨٢٢) وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَاشَاءَ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهٗ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهٖ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة ص٤٢١)

(৮২২) অর্থঃ হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– প্রত্যেক পাপ (শিরক ছাড়া) আল্লাহ পাক যতটুকু ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যতা ক্ষমা করেন না। বরং এর শাস্তি আল্লাহ পাক দুনিয়াতেই তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে প্রদান করেন। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪২১)

ব্যাখ্যাঃ 'তার মৃত্যুর পূর্বে' এখানে তার দ্বারা উদ্দেশ্য পিতা-মাতাও হতে পারেন আবার অবাধ্য পুত্রও হতে পারে। দুনিয়ার শাস্তি হল আগাম শাস্তি। আসল শাস্তি তো রয়েছে পরকালেই। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٨٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، دَارِمِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢٠)

(৮২৩) অর্থঃ আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– উপকার করে খোটা দানকারী, পিতা মাতার অবাধ্য, লাগাতর মদ্যপায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (নাসায়ী, দারিমী, মিশকাত-৪২০)

ব্যাখ্যাঃ مَنَّانٌ ও عَاقٌّ এর অর্থ নির্ণয়ঃ مَنَّانٌ এসেছে مِنَّةٌ থেকে। অর্থঃ অনুদানকে বারংবার উল্লেখ করা। অর্থাৎ অনুগ্রহ করে খোটা দেয়া। তবে কেউ কেউ বলেছেন مَنَّانٌ এসেছে مَنٌّ থেকে। অর্থ قَطْعٌ অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। এই হিসাবে مَنَّانٌ অর্থ হবে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী। আর عَاقٌّ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য মা-বাপের অবাধ্য। এরা জান্নাতে যাবে না অর্থ প্রথমেই যাবে না। (ফাতহুল মারাম)

مَاذَا يَفْعَلُ بَعْدَ مَوْتِ الْوَالِدَيْنِ

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্য কি?

(٨٢٤) وَعَنْ اَبِىْ اُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَيْئٌ اَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ لَاتُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٤٢٠)

(৮২৪) অর্থঃ হযরত আবু উসাঈদ সায়িদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে আবেদন করল; হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার পিতা-মাতা ইন্তিকাল করার পরেও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার কোন কিছু অবশিষ্ট আছে কি? (তাদের জীবদ্দশায় যেমন আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতাম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ– (১) তাদের জন্য দুআ করতে থাকা (এতে জানাযার নামায অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল), (২) তাদের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা (৩) তাদের মৃত্যুর পরে তাদের অছিয়ত (যা শরীয়ত অনুযায়ী হবে) পুরা বাস্তবায়ন করা (৪) যে আত্মীয়দের তাদের সাথে সম্পর্ক ছিল তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা (৫) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত-৪২০)

ব্যাখ্যাঃ যারা পিতা-মাতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এটা সন্তানদের নৈতিক দায়িত্ব। দুনিয়াতে সন্তানরা আদিষ্ট হয়েছে পিতা-মাতার ব্যাপারে যে তারা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তাঁদের একজন বা উভয়ে যদি বার্ধক্যে উপণীত হয় তোমাদের জীবদ্দশায় তবে তাঁদেরকে উফ বলো না ও ধমক দিয়ে কথা বলো না বরং তাঁদের সঙ্গে

http://kitabbhubon.com

নম্র ও বিনয়ের সুরে কথা বল। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনত রাখিও (তাঁদের ইন্তিকালের পর) এই দুয়া করিও "হে আমার প্রভু! আমার পিতা-মাতাকে এমনভাবে তুমি তোমার রহমতের ক্রোড়ে লালন-পালন কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বানী ইসরাঈল)

(٨٢٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهٗ وَكُتِبَ بَرًّا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٥٤)

(৮২৫) অর্থঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার মা-বাপ উভয়ের বা তাদের একজনের কবর প্রতি সপ্তাহে (প্রতি জুমুআয়) জিয়ারত করবে তাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং ঐ ব্যক্তিকে উত্তম ব্যবহারকারীর মধ্যে গণ্য করা হবে। (অর্থাৎ সে পিতা-মাতার বাধ্য সন্তান রূপে গণ্য হবে।) (বায়হাকী, মিশকাত ১৫৪ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ প্রত্যেক সন্তানের পিতা-মাতার জন্য যারা মারা গিয়েছে তাদের কবর কমপক্ষে সপ্তাহে একবার জিয়ারত করা উচিত, তাতে জিয়ারতকারীর গোনাহ মাফ হবে ও বাধ্য সন্তানের তালিকাভুক্ত হতে পারবে। ঐ দিনটি জুমুআর দিন হলে বেশী উত্তম হবে।

(٨٢٦) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا وَاِنَّهٗ لَهُمَا الْعَاقٌّ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْلَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتّٰى يَكْتُبَهُ اللّٰهُ بَارًّا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢١)

(৮২৬) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কোন সন্তানের পিতা-মাতা বা একজন এমন অবস্থায় মারা যায় যে ঐ সন্তান তাদের অবাধ্য ছিল, অতঃপর সে পিতা-মাতার জন্য সদা-সর্বদা দুআ করতে থাকে ও তাদের জন্য সদা-সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। ফলে আল্লাহপাক ঐ সন্তানকে বাধ্য সন্তানের তালিকাভুক্ত করে নেন। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪২১)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের অবাধ্য থাকার কারণে জাহান্নামী ধার্য হয়ে গিয়েছিল, তারপর পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য দুআ ও ইস্তিগফার করার দ্বারা বাধ্যগতের মধ্যে গণ্য হয়ে জান্নাতী হওয়া সাব্যস্ত হলো। (ফাতহুল মারাম)

وَعِيْدُ الْكِبْرِ

অহংকারের উপর হুঁশিয়ারী

(٨٢٧) وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٤٣٣)

http://kitabbhubon.com

(৮২৭) অর্থঃ হযরত হারিছা বিন অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমি কি তোমাদিগকে জান্নাতবাসী কে তার সংবাদ দিব না? তারা হল প্রত্যেক দুর্বল লোক, লোকেরা তাদেরকে দুর্বল ও তুচ্ছ জ্ঞান করে। (অর্থাৎ তাদের দারিদ্রতার কারণে ও ভগ্নাবস্থার কারণে অন্যে তাদের উপর অহংকার ও জবরদস্তী করে) যদি আল্লাহ তায়ালার উপর শপথ করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে (বা তার শপথকে) অবশ্য সত্যে পরিণত করে দেন (তথা শপথ হতে মুক্তি দান করেন।) তোমাদের কি কারা জাহান্নামের অধিবাসী তাদের সংবাদ দিব না? তারা হল প্রত্যেক অনর্থক বিষয়ের উপর মারাত্মক বিতন্ডাকারী, চরম কৃপণ ও দাম্ভিক তথা অহংকারী। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৩৩)

ব্যাখ্যাঃ এখানে ضَعِيْف (দুর্বল) দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তারা অহংকারী ও জবরদস্তীকারী নয় এবং مُتَضَعَّف –এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হল ع –এ জবর দিয়ে পড়া। কেউ কেউ জেরও পড়েছে ع –এ। তার অর্থ তখন বিনয়, নগন্য, তুচ্ছ, অপরিচিত, ঐ সব লোকদের বেহেশতী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অধিকাংশ জান্নাতী ঐ শ্রেণীর লোক হবে। যেমন– অধিকাংশ জাহান্নামী অন্য শ্রেণী যাদেরকে জাহান্নামী বলা হয়েছে তাদের থেকে হবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের শপথ সত্যে পরিণত করে দেয়ার অর্থ হল– যদি তারা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের উপর ভরসা করে কোন শপথ করে বসে তবে আল্লাহ তায়ালা তা পূরণ করে দেন যাতে সে ঐ কসম ভঙ্গকারী না হয়। কিংবা যদি তারা শপথ করে যে, আল্লাহ তায়ালা অমুক কাজ করে দিবেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের কসমের খাতিরে ঐ কাজ করে দেন। (ফাতহুল মারাম)

(٨٢٨) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٣٣)

(৮২৮) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৩৩)

ব্যাখ্যাঃ ذرة হল ছোট পিপীলিকা বা রোদের মধ্যে ধুলার সামান্য যে কণা পরিলক্ষিত হয়ে উড়তে থাকে তা-ই। হাদীসের উদ্দেশ্য হল– অন্তরে অহংকার থাকাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না বরং এ হতে পরিষ্কার হয়ে প্রবেশ করতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা হয়ত শাস্তি দিয়ে পরিষ্কার করবেন বা ক্ষমা করে দিয়ে পরিষ্কার করবেন। আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, হাদীসটির দুই ব্যাখ্যা– (১) অহংকার দ্বারা উদ্দেশ্য কুফরী ও শিরকী, (২) আর অহংকার দ্বারা যদি প্রকৃতি অহংকার উদ্দেশ্য হয় তখন অর্থ হবে, আল্লাহ তায়ালা যখন তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে ইচ্ছা করবেন তখন তার অন্তর থেকে অহংকার বের করে ফেলে দিবেন ও তাকে জান্নাত দান করবেন। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٨٢٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ٤٣٣)

(৮২৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তিন প্রকার লোক আছে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না ও দয়া করে তাদেরকে পাপ হতে পবিত্রও করবেন না (বা তাদের কোন ধরণের প্রশংসা করবেন না)। অপর এক বর্ণনায় এও আছে যে, আল্লাহ্ পাক তাদের দিকে দয়ার দৃষ্টি দিবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক বেদনাদায়ক শাস্তি। (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (২) মিথ্যুক বাদশাহ, (৩) অহংকারী দেউলিয়া (দরিদ্র)।

(মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৩৩)

ব্যাখ্যাঃ عَائِل দ্বারা উদ্দেশ্য কেউ নিয়েছেন ঐ পরিবারস্থ ব্যক্তি যে দম্ভ ভরে আয় উপার্জন করে না বা মানুষের ইহসান কবুল করে না এবং নিজ পরিবার পরিজনকে কষ্টে নিপতিত করে। (ফাতহুল মারাম)

(٨٣٠) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَذَفَفْتُهُ فِى النَّارِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٣٣)

(৮৩০) অর্থঃ উক্ত হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ পাক বলেন, অহংকার আমার চাদর আর শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি স্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি এই দুয়ের কোনটি আমার থেকে ছিনিয়ে নেবে (অর্থাৎ জাতি বা ছিফাতীগতভাবে অহংকার করতে প্রয়াসী হবে বা করবে) আমি তাকে দোযখে প্রবেশ করাব। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, আমি তাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করব।

(মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৩৩)

ব্যাখ্যাঃ অহংকার চাদর আর শ্রেষ্ঠত্ব লুঙ্গি স্বরূপ হওয়ার মর্মার্থঃ اَلْعَظْمَةُ فِى اَلْكِبْرِيَاء শব্দ দুটি প্রায় সমার্থবোধক। তবে আজমত অপেক্ষা কিবরিয়া শব্দটি উচ্চপর্যায়ের। জাতি বা সত্ত্বাগত শ্রেষ্ঠত্বকে كِبْرِيَاء বলা হয়। আর ছিফাতী বা গুণগত শ্রেষ্ঠত্বকে عَظْمَتْ বলে। আল্লাহপাক كِبْرِيَاء–কে তাঁর চাদর এবং عَظْمَة –কে তাঁর লুঙ্গি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। চাদর ও লুঙ্গি যেমন শরীরের সাথে মিশে থাকে, অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে ঠিক তদ্রুপ কিবরিয়া ও আজমত নামক সিফাত দুটিও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের সাথে জড়িত। অর্থাৎ এই গুণের একমাত্র তিনিই অধিকারী। অতএব কেউ যদি এই শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় বা নেয় অর্থাৎ নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ধারণা করে ও ব্যক্ত করে; তাহলে সে জাহান্নামের ভয়াবহ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে। (তানবীরুল মিশকাত)

http://kitabbhubon.com

اَلْاِخْتِيَالُ وَالتَّكَبُّرُ

ঔদ্ধত্য ও অহংকার

(٨٣١) خَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِىْ حُلَّةٍ لَهُ يَخْتَالُ فِيْهَا فَاَمَرَ اللّٰهُ الْاَرْضَ فَاَخَذَتْهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَمَرْفُوْعًا صـ٧٢ جـ٢)

(৮৩১) অর্থঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এক ব্যক্তি (কারো মতে কারুণ) তার নতুন এক সেট বস্ত্র পরে নিয়ে এতে ঔদ্ধত্যভাবে (বাইরে) বের হলে আল্লাহ পাক জমিনকে আদেশ দিলেন যে, তাকে ধর। সুতরাং সে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ জমিনেই নিমজ্জিত হতে থাকবে। আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে তিরমিযী এ হাদীস মারফুভাবে বর্ণনা করেছেন। (২য় খন্ড ৭২ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ অহংকার শুধু ধন-সম্পদ ও বিদ্যাবুদ্ধিতে সীমিত নয় বরং প্রতিটি কাজে এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদেও অহংকার হয় এবং এর পরিণাম ইহকালে কারূণের মত ও পরকালে তো রয়েছেই। তাই অহংকার থেকে মুক্ত হওয়া ঈমানী দায়িত্ব সবার। আল্লাহ পাক সহায়।

(٨٣٢) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِىْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٣٤)

(৮৩২) অর্থঃ হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা বিনয়ী হও। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সে নিজেকে খুবই ছোট মনে করে কিন্তু মানুষের চোখে সে খুবই মহান ও সম্মানিত হয়। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ পাক তাকে হেয় করে দেন। সে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট অপাংক্তেয় অথচ (মনে মনে) নিজেকে বড় মনে করে এমনকি সে শেষ পর্যন্ত মানুষের চোখে কুকুর ও শুকরের চেয়েও অধিক ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয়। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৩৪)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহর সামনে ছোট হওয়া তার জন্য নত হওয়া সৃষ্টির সেরা বড় হওয়ার মাপকাঠি ও আল্লাহর সামনে বড়ত্ব দেখানো অর্থ হচ্ছে, জগত কুখ্যাত তুচ্ছ ও ছোট হওয়ার মাপকাঠি।

http://kitabbhubon.com

(٨٣٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ اَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ اِلٰى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ يُسَمّٰى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٣٣)

(৮৩৩) অর্থঃ হযরত আমর বিন শুয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন অহংকারীকে ছোট পিপীলিকার ন্যায় একত্রিত করা হবে। কিন্তু আকৃতি হবে মানুষের। চতুর্দিক হতে অপমান তাদেরকে ঘিরে থাকবে। তাদেরকে বাওলাস নামক জাহান্নামের এক জেলখানার দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তাদের উপর আগুনের আগুন হবে এবং তাদের দেহ নিংড়ানো ত্বীনাতুল খাবাল নামক রক্ত ও পুঁজ পান করানো হবে। (তিরমিযী, মিশকাত-৪৩৩)

ব্যাখ্যাঃ একটি প্রশ্ন ও তার জওয়াবঃ হযরত শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) বলেন যে, যেহেতু হাদীসে আছে কিয়ামতের দিন মানুষ মূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে কবর হতে উত্থিত হবে, কাজেই অহংকারীদের পিপীলিকার ন্যায় ওঠার অর্থ কি? এর জবাব কোন কোন মুহাদ্দিস এভাবে দিয়েছেন যে- উদ্দেশ্য হলো অপদস্থ ও লাঞ্ছনার শিকার হওয়া। কিন্তু বাস্তব হলো হাদীসকে প্রকাশ্য অর্থের উপর প্রয়োগ করা। আল্লাহ তায়ালা পিপীলিকার ন্যায় ছোট আকৃতির মধ্যেও মানুষের সমস্ত মূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে উঠাতে সক্ষম। মোল্লা আলী কারী বলেন, কবর থেকে পুরা অঙ্গ নিয়ে উঠবে তবে হিসাব দিতে যাওয়ার সময় পিপীলিকার ন্যায় ছোট হয়ে যাবে। আল্লাহর ভয়ে ও প্রভাবে। بَوْلَسْ-এর لَامْ এ জবর ও بَا -তে জবর। "কামুছে" আছে بُوْلِس এর با -তে পেশ ও لام -এ জের। اِبْلَاسْ থেকে গৃহীত। অর্থ- হয়রান, নৈরাশ্য। اِبْلِيْس ও اِبْلَاسْ হতে গৃহীত। আগুনের আগুন দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণ আগুন কাঠের সাথে যেমন ব্যবহার করে ঐ আগুন অন্যান্য আগুনের সাথে ঐ ব্যবহার করবে। خَبَال অর্থ- ফাসাদ, কোন কোন হাদীস ব্যাখ্যাকার বলেছেন, عُصَارَةٌ জাহান্নামবাসীদের নাম এবং عُصَارَةٌ পুঁজ ও রক্ত যা দোযখীদের থেকে বের হবে। (ফাতহুল মারাম)

اَلْغَضَبُ

ক্রোধের অনিষ্টতা ও এর চিকিৎসা

(٨٣٤) وَعَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْاِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٣٤)

http://kitabbhubon.com

(৮৩৪) অর্থঃ হযরত বাহয তার পিতা হাকীম থেকে এবং হাকীম বাহযের দাদা.[হযরত মুয়াবিয়া বিন হাইদাতুল কুশাইরী (রাঃ)] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– গোস্বা ঈমানকে তেমনভাবে বিনষ্ট করে দেয় যেমনভাবে ছবির নামক তিক্ত ফল মধুকে বিনষ্ট করে দেয়। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৩৪)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ ক্রোধ ঈমানের নূর ও পরিপূর্ণতাকে বিদূরীত করে দেয় এবং (নাউজুবিল্লাহ) কখনো মূল ঈমান দূর হবারও কারণ হয়। صَبِرُ কে হিন্দিতে ঈলু বলে–বহু তিক্ত জাতীয় ফল বিশেষ। যা মধুর মত মিষ্টি জিনিসকেও তিক্ত করে দেয়। (ফাতহুল মারাম)

কারো মতে সাবির বলা হয় এক প্রকার তিক্ত ফল অথবা গাছের তিক্ত রসকে। আর এটা যেমন মধুর গাঢ় স্বাদকে পর্যন্ত বিনষ্ট করে দেয় তেমনি ক্রোধও ঈমানকে বরবাদ করে। রাগ হল শয়তানের স্বভাব। আর ঈমান হল খোদার প্রদত্ত নিয়ামত। উভয়টির অবস্থান এক সময় একই স্থানে হতে পারে না। অতএব রাগ বা ক্রোধ কামালিয়াতে ঈমান তথা ঈমান পরিপূর্ণতার অন্তরায়। (তানবীরুল মিশকাত)

(٨٣٥) وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٤٣٤)

(৮৩৫) অর্থঃ হযরত আতিয়্যাহ বিন উরওয়াহ সাদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে এবং শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আগুন পানি দ্বারা নিভানো যায়। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ রাগান্বিত হয় তখন তার উজু করা উচিত যাতে রাগ প্রশমিত হয়। (আবু দাউদ, মিশকাত পৃঃ ৪৩৪)

ব্যাখ্যাঃ উজু করার আদেশ দানের রহস্যঃ হাদীসে ক্রোধ অতিমাত্রায় হলে উজু করতে বলা হয়েছে। এর রহস্য ও ফায়দা সম্পর্কে উলামাগণ লেখেন যে, উজু সাধারণত পানি দ্বারাই করা হয়। আর ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার ও পান করার দ্বারা ক্রোধ প্রশমিত হয়, দূর হয়। কুরআনে শয়তানের ধোকার সময় আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে রাগের সময়ও উহা পড়ার প্রতি কোন কোন হাদীসে জোর তাগিদ এসেছে। সুতরাং উত্তম পন্থা হলো, ক্রোধ এলে প্রথমে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়া। এতে ক্রোধ সংবরণ না হলে অতঃপর উজু করা এবং দু রাকাআত নামায পড়া। (ফাতহুল মারাম)

(٨٣٦) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٣٤)

(৮৩৬) অর্থঃ হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ রাগান্বিত হয়।

http://kitabbhubon.com

আর সে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সে যেন বসে পড়ে। এতে যদি তার রাগ চলে যায় তবে তো ভালো নতুবা সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত-৪৩৪)

ব্যাখ্যাঃ বসা ও শোয়ার দ্বারা উদ্দেশ্যঃ রাগ অত্যাধিক হলে পরে প্রথমত বসা। এতে কাজ না হলে শুয়ে পড়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এর দ্বারা মূলতঃ উদ্দেশ্য হল অবস্থান পরিবর্তন করা। অর্থাৎ রাগের সময় এমন কার্য শুরু করা যাতে রাগ পড়ে যায়। (ফাতহুল মারাম)

اَلنَّهْىُ عَنْ تَصْوِيْرِ الْحَيَوَانِ وَالْوَعِيْدُ عَلَيْهِ

জীব-জন্তুর ছবি আঁকা এবং তোলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর হুঁশিয়ারী

(٨٣٧) وَعَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٨٥)

(৮৩৭) অর্থঃ হযরত আবু তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– ফেরেশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে কুকুর থাকে এবং সেই ঘরেও না যাতে থাকে (জীব জন্তুর) ছবি। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৮৫)

ব্যাখ্যাঃ গৃহে ছবি ও কুকুর থাকার ক্ষতি ঃ আল্লামা খাত্তাবী (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতা ঐ গৃহে প্রবেশ করে না যে গৃহে ঐ কুকুর এবং ছবি বা ফটো থাকে যা রাখা হারাম। পক্ষান্তরে যে কুকুর রাখা জায়িয যেমন– শিকারীয় কুকুর, পাহারার কুকুর এবং ঢেকে রাখা ও হেলান দেয়ার স্থানে অবস্থিত ফটো, যার কোন সম্মান নেই বরং তাকে আরও হেয় করা হয়। এমনকি পায়ে মাড়ান হয়– তাহলে এ ধরনের ছবি ও কুকুর ফেরেশতা আসার প্রতিবন্ধক হবে না কিন্তু ইমাম নববী (রাঃ) বলেন যে, যদিও কোন কোন কুকুর পোষা জায়িয এবং কতিপয় ফটো ঘরে রাখা জায়িয কিন্তু এই জায়িয হওয়াটা ফেরেশতার প্রবেশের জন্য যথেষ্ট হবে না। অর্থাৎ এমতাবস্থায়ও ফেরেশতা প্রবেশ করবে না। উলামাগণ আরও লিখেছেন, যে ঘরে ছবি ও মূর্তি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ না করার কারণ হলো এদের অনেকে পূজা করে। সুতরাং এদের উপস্থিতিতে ফেরেশতা না প্রবেশ করাই শ্রেয়। যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালবে তার ঘরে ফেরেশতার আগমন-নির্গমন, তাদের দুয়া ও ইস্তিগফার থেকে সে মাহরূম থাকবে। আড়ালে রাখা অথবা ঢেকে রাখা ফটো রাখার ব্যাপারে যদিও কিছুটা জায়িয আছে কিন্তু প্রকাশ্যে রাখা সম্পূর্ণ কবীরা গুনাহ। এর প্রতি কঠোর শাস্তির কথা এসেছে। প্রকাশ্যে ফটো ঝুলিয়ে রাখা ফ্রেমে বেঁধে সাজিয়ে রাখা স্পষ্ট হারাম। চাই সে ছোট সাইজের ফটো হোক বা বড় সাইজের হোক। (ছোট বাচ্চার হোক বা বড় মানুষের এবং প্রাণীর হোক) অনুরূপভাবে চাই তা কাপড়ে আঁকা থাকুক চাই টাকা পয়সায় মুদ্রিত হোক। (ফাতহুল মারাম)

(٨٣٨) وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٨٥)

http://kitabbhubon.com

(৮৩৮) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে ঐসব লোক যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশতা করে (অর্থাৎ ছবি তোলে, ছবি আঁকে।) (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৮৫)

ব্যাখ্যাঃ সতর্কবাণী– যদি কেউ ছবি তোলা বা জীবের চিত্র অংকনকে জায়িয মনে করে তা করে, সে অবশ্যই কাফির হয়ে যাবে। কেননা সে এক হারামকে হালাল মনে করেছে ও বিশ্বাস করেছে। (ফাতহুল মারাম)

(٨٣٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ اَلْمُصَوِّرُوْنَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٣٨٥)

(৮৩৯) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর নিকট সবচে কঠিন আযাব হবে চিত্রকর ও ছবি প্রস্তুতকারীদের। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৮৫)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম নববী বলেন, যদি ছবি মূর্তির হয় তবে তা কুফর হবে। আর কুফরের কারণেই যে সবচে বেশী আযাব হবে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ফটো তোলা ও চিত্রাংকন সম্পূর্ণ পরিহার করা উচিত। (ফাতহুল মারাম)

(٨٤٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهٗ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَيُعَذِّبُهٗ فِىْ جَهَنَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَالَا رُوْحَ فِيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٣٨٥)

(৮৪০) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। সে যতগুলো ছবি তৈরী করেছে (কিয়ামতের দিন) সেগুলোর মধ্যে প্রাণ দান করা হবে এবং জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হবে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, যদি তোমাকে একান্তই ছবি তৈয়ার ও চিত্রাংকন করতে হয়, তাহলে গাছপালা এবং এমন জিনিসের ছবি তৈরী কর বা ফটো তোল যার মধ্যে প্রাণ নেই। যেমন– ঘরবাড়ী, গাছপালা, তরুলতা, আসবাবপত্র ইত্যাদি। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৮৫)

ব্যাখ্যাঃ প্রাণীর চিত্রাঙ্কন হারাম ও উহা জাহান্নামে শাস্তি পাওয়ার মাধ্যম। তাই তা ত্যাগ করা জরুরী।

(٨٤١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَاُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُوْلُ اِنِّىْ وُكِّلْتُ بِثَلٰثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٣٨٦)

http://kitabbhubon.com

(৮৪১) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হতে এমন একটি ঘাড় বের হবে যার থাকবে দেখার দুটি চোখ, শ্রবণের দুটি কান ও বলার জিহবা। সে বলবে, আমাকে তিন শ্রেণীর লোকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে– ১. প্রত্যেক ঔদ্ধত্য জালেম ২. ঐ সকল লোক যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মাবুদ হিসাবে ডাকে এবং ৩. ছবি অংকনকারীদের। (তিরমিযী, মিশকাত –৩৮৬)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে বহুত বড় হুঁশিয়ারী ও ধমক দেয়া হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٨٤٢) اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصُّوْرَةِ فِى الْبَيْتِ وَ قَالَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(৮৪২) অর্থঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে ছবি বা ফটো রাখতে নিষেধ করেছেন এবং আরো বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন সবচে কঠোর শাস্তি হবে তাদের যারা ছবি তৈরী ও চিত্রাঙ্কন করে। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ ঘরের শোভা বর্ধনের জন্য নিষ্প্রাণ ছবি টাঙ্গানো জায়িয, প্রকাশ্যভাবে প্রাণীর ছবি ঝুলিয়ে রাখা নিঃসন্দেহে হারাম। অথচ এই ব্যাধি আজ ফ্যাশন হিসাবে পরিগণিত হয়ে গৃহের শোভা বর্ধনে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। বড় আফসোসের সাথে বলতে হয়, যে ছবি বা ফটোর কারণে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না আজ সেই ছবি সযত্নে আমরা মুসলমান ঘরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সুচারুরূপে স্থাপন করছি। এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও বড় গুনাহের কাজ। কিয়ামতের দিন চিত্রকর তার চিত্রিত ফটোতে প্রাণের স্পন্দন না জাগানো পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না। যেহেতু নিষ্প্রাণ জড় পদার্থে সে কখনও প্রাণ সঞ্চারিত করতে পারবে না তাই কোন আলিম এই হাদীসের আলোকে বলেন যে, চিত্রকর ও প্রকাশ্যে ছবি স্থাপনকারী সদা সর্বদা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। কখনও জান্নাতে যেতে পারবে না। (ফাতহুল মারাম)

اَلْمَضَارَّةُ فِى الْوَصِيَّةِ

ওছিয়্যাতে (ওয়ারিশদের) ক্ষতি করা

(٨٤٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ، مِشْكٰوة صـ٢٦٥)

(৮৪৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন কোন পুরুষ বা নারী ষাট বছর যাবত আল্লাহর ইবাদাত-উপাসনা করে। অতঃপর তাদের নিকট মৃত্যু পৌঁছুলে (অর্থাৎ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পেলে) তারা যদি ওসিয়ত দ্বারা (ওয়ারিশদের) ক্ষতি করে। তাহলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন আবশ্যক হয়ে যায়।

(আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৬৫)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ ক্ষতির দ্বারা উদ্দেশ্য– এখানে ক্ষতির দুটি দিক হতে পারে। (১) হয়ত সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশী কোন অপরিচিত (ওয়ারিশ ব্যতীত) ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া অথবা (২) এক ওয়ারিশকে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দেয়া। উভয়ই অনুচিত।

(ফাতহুল মারাম)

(٨٤٤) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهٖ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٢٦٦)

(৮৪৪) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি (অতিরিক্ত অছিয়ত দ্বারা) ওয়ারিশের অংশ কাটবে (অর্থাৎ তাদের বঞ্চিত করেছে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর জান্নাতের মীরাছের অংশ কাটবেন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৬৬)

ব্যাখ্যাঃ মুমিনদের মীরাছি সম্পত্তি– আল্লাহ পাক মুমিনদের জন্য বেহেশতের ওয়ারিশ করার অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং জান্নাতই হলো তাদের মীরাছি সম্পত্তি। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন ওয়ারিশকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করবে, আল্লাহ তাকে তার মীরাছ তথা জান্নাতপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। অবশ্য পরে আবার সে মীরাছ ফিরে পাবে। (ফাতহুল মারাম)

একটি মাসআলা– যদি ওছিয়তকারী ওয়ারিশদের মধ্যে কারোর দ্বীনের দিকটা প্রাধান্য দেয় অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ সন্তানদের মধ্যে কেউ দ্বীনদার আলিম আছে– কিন্তু তার বাকিটা জেনারেল শিক্ষিত। তবে এমতাবস্থায় ওছিয়তকারীর জন্য জায়িয আছে যে, সে তার মালের থেকে ঐ আলিম ছেলেকে কিছু বেশী প্রদান করবে। (ফাতহুল মারাম)

اَلنَّهْىُ عَنِ الْعَصَبِيَّةِ

অন্যায় পক্ষপাতিত্ব বা সাম্প্রদায়িকতা থেকে নিষেধাজ্ঞা

(٨٤٥) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهٗ عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِىْ رَدِّىَ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهٖ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٤١٨)

(৮৪৫) অর্থঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিজ সম্প্রদায়ের সাহায্য করে, তার তুলনা সেই উটের সাথে, যা কুপে পড়ে গেছে অতঃপর তার লেজ ধরে (উদ্ধারের জন্য) টানা হচ্ছে। (আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪১৮)

ব্যাখ্যাঃ উটের সাথে তুলনা করার নেপথ্যেঃ নিজ সম্প্রদায়ের অন্যায়ভাবে সাহায্যকারীকে কুপে পতিত উটের সাথে তুলনার দুটি দিক হতে পারে। যথা– (১) উদ্দেশ্য হলো কুপে পতিত উটের লেজ ধরে টেনে যেমন বাঁচান যাবে না, তেমন যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন জাতির সাহায্য করে রক্ষা করতে চায়, সেটাও সম্ভব না বরং সে নিজেই সেই ধ্বংসে পড়ে যায় অথবা (২) উদ্দেশ্য এটা বর্ণনা করা, যে জাতি অন্যায়ের উপর থাকে তারা হলো কুপে পতিত উটের ন্যায়। আর সেই জাতির

http://kitabbhubon.com

সাহায্যকারী হলো উটের লেজের ন্যায়। সুতরাং যেরূপভাবে কূপে পতিত উটের লেজ ধরে টেনে তোলা সম্ভব নয়, তেমনি ঐ সাহায্যকারীও তার জাতিকে রক্ষা করতে পারবে না, যারা অন্যায়ের পথে আছে। (ফাতহুল মারাম)

(٨٤٦) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٤١٨)

(৮৪৬) অর্থঃ হযরত জুবাইর বিন মুতইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার (অর্থাৎ অন্যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার) জন্য মানুষদেরকে আহবান করে, নিজে সাম্প্রদায়িকভাবে (অন্যায়) যুদ্ধ করে এবং এই সাম্প্রদায়িকতার উপরই (অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থ রক্ষাকালে) মৃত্যুবরণ করে সে আমাদের থেকে নয়। (অর্থাৎ সে আমাদের আদর্শ অনুসরণকারী নয়।) (আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪১৮)

ব্যাখ্যাঃ সাম্প্রদায়িকতা ইসলাম তুলে দিয়েছে। তাই এটা পরিহার করা ঈমানী কর্তব্য।

مُذَمَّةُ ذِى الْوَجْهَيْنِ

দ্বিমুখী স্বভাবের নিন্দাবাদ

(٨٤٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٤١١)

(৮৪৭) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা কিয়ামতের দিন সবচে খারাপ লোক তাকে পাবে, যে দুমুখো (অর্থাৎ কপট)। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে যায় এবং আরেক মুখ নিয়ে ওদের কাছে যায়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত-৪১১)

ব্যাখ্যাঃ দু' মুখোরা খারাপ কেন? আলোচ্য হাদীসে মুনাফিকদের সংজ্ঞা প্রচ্ছন্নভাবে দেয়া হয়েছে এবং তাদের সবচে ঘৃণিত মানুষ বলা হয়েছে। যেমন– এ ধরনের লোক অতি ধূর্ত ও গন্ডগোল বাঁধিয়ে দেয়ায় অত্যন্ত উস্তাদ। এরা পরস্পর দু দলের কাছে যেয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে তাদের অনুকূলে কথা বলে। অত্যন্ত চাপাবাজির সাথে এক দলের সাথে অপর দলের সম্পর্কে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা করে, যাতে করে দু দলের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। এমনকি তারা একে অপরকে শত্রু ভাবতে আরম্ভ করে। (ফাতহুল মারাম)

(٨٤٨) وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤١٣)

http://kitabbhubon.com

(৮৪৮) অর্থঃ হযরত আম্মার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দু মুখো হবে (এখানে এক কথা ওখানে এক কথা বলবে) কিয়ামতের দিন তার জন্য দুটি আগুনের জিহ্বা হবে। (দারেমী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪১৩)

ব্যাখ্যাঃ দু'মুখো হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্যঃ এর দ্বারা দু' রকম উদ্দেশ্য হতে পারে– (১) কারো সামনে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া আর তার অবর্তমানে তার নিন্দা ও দোষ বলে বেড়ান ও (২) দু ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা আছে এমতাবস্থায় তার প্রত্যেকের নিকট যেয়ে এরকম কথা বলা যাতে সে বোঝে যে এ ব্যক্তি (দুমুখো) তার খুবই বন্ধু মানুষ। অর্থাৎ প্রত্যেকের কাছে যেয়ে মহব্বত দেখায় এবং তাকে বুঝায় যে আমি তোমার বন্ধু। (ফাতহুল মারাম)

(٨٤٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ صـ٢٣ جـ٢)

(৮৪৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা খারাপ তারাই যারা দুমুখো। (অর্থাৎ কপটচারী মুনাফিকরাই সবচে নিকৃষ্ট মানুষ।) (তিরমিযী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২৩)

ব্যাখ্যাঃ মুনাফিকী স্বভাব পরিহার করে খালিছ ঈমানী স্বভাব গ্রহণ না করলে পরকালে অবশ্যই সবচে নিকৃষ্ট মানুষরূপে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

اَلْوَعِيْدُ عَلٰى مَنْ لَّمْ يُعْطِ اَجْرَ الْاَجِيْرِ

মজদুরীর মজুরী (শ্রমিকের পাওনা) আদায় না কারীর উপর চরম হুঁশিয়ারী

(٨٥٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلٰثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اِسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ اَجْرَهٗ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة صـ٢٥٨)

(৮৫০) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ পাক বলেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাদের সাথে আমি কিয়ামতের দিন ঝগড়া করব। (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার নামে শপথ দিয়ে তা ভঙ্গ করেছে, (২) ঐ ব্যক্তি যে কোন আজাদ ব্যক্তিকে বিক্রি করে মূল্য ভক্ষণ করেছে ও (৩) ঐ ব্যক্তি যে কাউকে মজদুর (শ্রমিক) হিসাবে নিয়ে কাজ পূর্ণমাত্রায় নিয়েছে কিন্তু তাঁকে তার মজুরী (পাওনা) দেয়নি। (বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৫৮)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ তায়ালা যার সাথে ঝগড়া করবেন তার ধ্বংস অনিবার্য। তাই উল্লেখিত গুণের ব্যক্তি না হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

(٨٥١) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهٗ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص٢٥٨)

(৮৫১) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– শ্রমিকের (মজদুরের) পারিশ্রমিক (মজুরী) তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই দিয়ে দাও।

(ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২৫৮)

ব্যাখ্যাঃ শ্রমিকের পাওনা জলদি পরিশোধ করার প্রতি গুরুত্বারোপঃ শ্রমিকের কাজ শেষ হলে তার মজুরী যথাসম্ভব জলদি দেয়া যেমন মানবতার দাবী, তেমনি তা ইসলামের একটি নির্দেশও বটে। ইসলামে শ্রমিকের কাজ শেষে তার ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার নির্ধারিত মূল্য তাকে দিয়ে দিতে বলা হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

اَلتَّحْذِيْرُ عَنِ الْفِتَنِ

ফিতনা-বিপর্যয়ের সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

(٨٥٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهٗ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٤٦٢)

(৮৫২) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– ঘুট ঘুটে অন্ধকার রাত্রের টুকরার ন্যায় ফিতনা আসার পূর্বেই তোমরা (বেশী বেশী) আমল তথা সৎকর্মে মশগুল হও। (এমনও সময় আসবে, ফিতনার প্রচণ্ডতায়) মানুষ সকালে মুমিন থাকবে তো দেখা যাবে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে গেছে। ও সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে তো দেখা যাবে সকালে কাফির হয়ে গেছে। আর সে তার দ্বীনকে দুনিয়ার সামান্য মাল-সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৬২)

ব্যাখ্যাঃ ফিতনার ব্যাপক আবির্ভাবের বার্তাঃ আলোচ্য হাদীসে কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে যে ফিতনা ব্যাপকহারে প্রকাশ পাবে তার কথা বলা হয়েছে। আর এ ফিতনা মূলত সৃষ্টি হবে বেশী বেশী খুন-খারাবী দ্বীনী এবং দুনিয়ার বিষয় মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সীমাহীন মতভেদ হওয়ার কারণে। সুতরাং এরূপ দুঃসময় আসার পূর্বেই আমাদের বেশী বেশী সৎ কর্মে নিমজ্জিত হওয়া উচিত। কেননা তখন আর ইচ্ছা থাকলেও অধিক হারে ইবাদাত করার অবকাশ পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা যেন সেই ফিতনারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। সুতরাং আর দেরী নয় ফিতনার যুগ শুরু হয়ে গেছে। বেশী বেশী আমল শুরু করুন। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

اَلْخَسْفُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ

এই উম্মতের মধ্যেও ভূমি-ধ্বস (আযাব) হবে

(٨٥٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُهْلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا ظَهَرَ الْخُبْثُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ صـ٤١ جـ٢)

(৮৫৩) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– এই উম্মতের শেষ দিকে (কিয়ামতের পূর্ব সময়ে) ভূমি ধ্বসা, আকৃতি বিকৃতি এবং প্রবল বর্ষণ (আজাবও) হবে। হযরত আয়িশা বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন অশ্লীলতা ও অন্যায় প্রকাশ পাবে। (তিরমিযী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১)

ব্যাখ্যাঃ এটা সত্যবাদী নবীর সংবাদ, এর উপর ঈমান লওয়া উচিত। হাদীস কার্যকরী হওয়ার জন্য এটা জরুরী নয় যে, ঐ প্রকার শাস্তি সমস্ত উম্মতকে বেষ্টন করে নিবে বরং এটুকুই যথেষ্ট যে, কোন এক সময় কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর ঐ প্রকার শাস্তি নাযিল হবে। (ফাতহুল মারাম)

اَلْغِيْبَةُ

গীবত বা পরনিন্দা

(٨٥٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَااَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤١٢)

(৮৫৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা (সাহাবীদের) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (গীবত হলো) তোমার ভাই সম্পর্কে তোমার এমন কোন আলোচনা করা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি আমার ভাই সম্পর্কে যা বলছি তা যদি তাঁর মধ্যে থাকে তবুও কি আপনি গীবত মনে করেন? তিনি বললেন, তুমি যা বললে (বাস্তবে) তা যদি তাঁর মধ্যে থেকে থাকে তবে অবশ্যই তুমি তাঁর গীবত

http://kitabbhubon.com

করলে। আর যদি তুমি যা বললে তা তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তাকে অপবাদ দিলে। (অর্থাৎ তখন এটা অপবাদ বলে গণ্য হবে।)

(মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪১২)

ব্যাখ্যাঃ জানা গেল যে, গীবত এক মারাত্মক গোনাহ। অপরাপর গোনাহের তুলনায় এটা মানব সমাজে বেশী প্রচলিত। এ থেকে বেঁচে থাকা লোকের সংখ্যা খুবই কম। গীবত বলা হয়, কারো এমন দোষের সাথে আলোচনা করা যা তার কাছে অপছন্দ লাগে। চাই ঐ দোষ তার শরীরে হোক বা মস্তিষ্কে, তার দ্বীনে, দুনিয়ায়, তার চরিত্রে, তার মনে, তার মালে, তার আওলাদে, তার মা-বাপে, তার বিবিতে, তার খাদিমে, তার কাপড়ে, তার কথাবার্তা, চলাফেরা অবস্থায় কিংবা উঠাবসায় হোক। মোটকথা ব্যক্তি সম্পর্কিত সকল দোষ চর্চা। (ফাতহুল মারাম)

ذَمُّ الْاِفْتِخَارِ بِالْاٰبَاءِ

বাপ-দাদা উল্লেখ করে গৌরব করার তীব্র নিন্দা

(٨٥٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِاٰبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا اِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ جَهَنَّمَ اَوْلَيَكُوْنُنَّ اَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْجُعْلِ الَّذِىْ يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِاَنْفِهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عِيَّبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِىٌّ اَوْ فَاجِرٌ شَقِىٌّ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة صـ٤١٧ - ٤١٨)

(৮৫৫) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– ঐ সমস্ত জাতি তাদের সেই সব বাপ-দাদাদের গৌরব করা হতে বিরত থাকবে, যারা মৃতুবরণ করে দোযখের আযাবে পরিণত হয়েছে। নতুবা আল্লাহর সমীপে আবর্জনার কীট অপেক্ষা হেয় ও লাঞ্ছিত হবে। যে কীট আবর্জনাকে নিজের নাক দ্বারা দোলা দেয়। আল্লাহ পাক তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের গর্ব অহংকার দূর করেছেন, তখন চাই সে গৌরবকারী ধর্মভীরু মুমেন বা ধর্মহীন পাপী হোক– সকল মানুষ আদমের সন্তান আর আদম মাটি দ্বারা তৈরী। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪১৭–৪১৮)

ব্যাখ্যাঃ নিজের গৌরব বড়ত্ব প্রকাশ করতে যেয়ে বাপ-দাদাদের গৌরব গাঁথা বর্ণনা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত ও উচিত নয়। অথবা নিজের বড়ত্ব বুঝানোর জন্য নয় বাপ-দাদার মর্যাদাকে আকাশচুম্বি করার জন্য এরকম বাগাড়ম্বর করাও অনুচিত। হাদীসে এরকম গৌরব বর্ণনা করার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

لَمَّةُ الْمَلَكِ وَالشَّيْطَانِ

ফেরেশতা ও শয়তানের ছোঁয়া

(٨٥٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ اٰدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَاَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَاِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ وَاَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَاِيْعَادُ الْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ اَنَّهٗ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ الْاُخْرٰى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَرَأَ ـ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٩)

(৮৫৬) অর্থঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মানুষের সাথে শয়তানের একটি ছোঁয়াচ রয়েছে এবং ফেরেশতার একটি ছোঁয়াছ রয়েছে। শয়তানের ছোঁয়াচ হল অমঙ্গলের ভীতি প্রদর্শন। (যথা– দান করলে ধন কমে যাওয়া) এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। পক্ষান্তরে ফেরেশতার ছোঁয়াচ হল মঙ্গলের সুসংবাদ প্রদান (যথা– দানে তোমার ভালো হবে) এবং সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। সুতরাং যে ব্যক্তি ফেরেশতার ছোয়াচ অনুভব করবে সে যেন মনে করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে। আর এর জন্য যেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অপর অবস্থা অনুভব করবে সে যেন শয়তান হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চায়। অতঃপর হুজুর এই আয়াত পাঠ করলেন–

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। (তিরমিযী, মিশকাত ১৯ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ শয়তানের কার্যকলাপ চিরদিন খারাপ, আর ফেরেশতাদের কার্যকলাপ চিরদিন ভাল।

(٨٥٧) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهٖ قَرِيْنُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهٗ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ قَالُوْا وَاِيَّاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِيَّايَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمُ فَلَا يَأْمُرُنِيْ اِلَّا بِخَيْرٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٨)

(৮৫৭) অর্থঃ উক্ত হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমাদের মধ্যে এমন কেউ

http://kitabbhubon.com

নেই যার সাথে তার জ্বীন জাতীয় সহচরকে অথবা ফেরেশতা জাতীয় সহচরকে নিযুক্ত করে দেয়া হয়নি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর! আপনার সাথেও কি? তিনি বললেন (হ্যাঁ) আমার সাথেও। তবে আল্লাহ পাক তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। অতএব সে আমার অনুগত হয়ে গেছে, সে কখনও আমাকে ভালো ব্যতীত (মন্দ কাজের) পরামর্শ দেয় না। (মুসলিম, মিশকাত-১৮)

ব্যাখ্যাঃ প্রত্যেকের দু'জন সহচর- মানুষ মাত্রেরই দু'জন সহচর রয়েছে। (১) শয়তান যে মন্দ কথা বলে দেয় এবং অন্তরে খারাপ চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক করে। এ শয়তানের নাম আহারমান এবং ওয়াসওয়াস (২) ফেরেশতা। যিনি ভালো কথা শিক্ষা দেন এবং অন্তরে উত্তম চিন্তা-ভাবনা এনে দেন। এঁর নাম মুলহিমা। (ফাতহুল মারাম)

اِنَّ اِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهٗ عَلَى الْمَاءِ

ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে

(٨٥٨) وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهٗ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ يَفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَاَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيْءُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَاصَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيْءُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَاتَرَكْتُهٗ حَتّٰى فَرَّقْتُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اِمْرَأَتِهٖ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ اَنْتَ قَالَ الْاَعْمَشُ اُرَاهُ فَيَلْتَزِمُهٗ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ١٨)

(৮৫৮) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- শয়তান পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চর্তুদিকে তার সারিয়া বাহিনী তথা সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। এদের মধ্যে তার নিকট সর্বাধিক সম্মানী সেই যে সর্বাধিক ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ এসে বলে, (প্রভু) আমি এরূপ এরূপ (আমল) সাধন করেছি। সে তখন বলে, তুমি কিছুই করতে পারনি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর অপর একজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছাড়িনি এমনকি তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। হুযূর বলেন, শয়তান তাকে নৈকট্য দান করে এবং বলে সবচেয়ে উত্তম তুমিই। রাবী আমাশ বলেন, আমি মনে করি জাবির এও বলেছেনঃ (হুযূর বলেছেন) অতঃপর শয়তান তার সাথে আলিঙ্গন করে। (মুসলিম, মিশকাত- পৃষ্ঠা ১৮)

ব্যাখ্যাঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গন্ডগোল বাধিয়ে দেয়া এ দুনিয়ায় জাহান্নাম জ্বালানোর নামান্তর। তাই শয়তান এত খুশী।

http://kitabbhubon.com

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدَهٗ اَوْ اَبْغَضَهٗ

যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভালোবাসেন অথবা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন

(٨٥٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرَئِيْلَ فَقَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبَّهٗ قَالَ فَيُحِبُّهٗ جِبْرَئِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ فِى السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهٗ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٤٢٥)

(৮৫৯) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন আল্লাহ পাক কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিব্রাইলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি। সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর জিব্রাঈলও তাকে ভালবাসতে থাকেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর অমুক বান্দাকে ভালবাসেন তোমরাও সকলে তাকে ভালবাস। তখন আসমানের অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেন। অতঃপর তার জন্য পৃথিবীতেও গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করা হয়। (অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষও তাকে ভালবাসে।) (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪২৫)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসের বাকী অংশঃ হাদীসটি দীর্ঘ হওয়ায় সংক্ষিপ্তের মানসে লেখক শুধু যে ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন তার প্রতি কিরূপ আচরণ করেন তার বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। এবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সাথে আচরণ সম্পর্কিত বাকী অংশ উল্লেখ করা হল। "আর যখন আল্লাহ কোন বান্দার প্রতি রাগান্বিত হন। তখন জিব্রাঈলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দার প্রতি রাগান্বিত। তুমি তার প্রতি রাগান্বিত হও। অতঃপর জিব্রাঈলও তার প্রতি রাগান্বিত হন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তির প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। সুতরাং তোমরাও তার প্রতি রাগান্বিত হও। অতঃপর আকাশবাসীরাও তার প্রতি রাগান্বিত হয়। এরপর দুনিয়াতেও তার প্রতি ঘৃণা স্থাপন করা হয়"। (ফাতহুল মারাম)

مُذَمَّةُ اِسْبَالِ الْاِزَارِ

লুঙ্গি, পাজামা (প্যান্ট) টাখনু গিরার নীচে পরিধান করার উপর নিন্দা জ্ঞাপন

(٨٦٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهٗ بَطَرًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٣٧٣)

http://kitabbhubon.com

(৮৬০) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনু গীরার নীচে লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট ঝুলায় (অর্থাৎ এগুলো গীরার নীচে করে পরিধান করে) আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি) (মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৭৩)

ব্যাখ্যাঃ অত্র হাদীসে অহংকার–এর শর্ত উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে, যদি এরূপ অহংকার বশত না হয় তাহলে হারাম হবে না। তবে মাকরূহ হবে। আর যদি কোন ওজর বা অসুবিধার কারণে হয় তাহলে মাকরূহও হবে না। (ফাতহুল মারাম)

(٨٦١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٧٣)

(৮৬১) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি অহংকারবশত পরিধেয় কাপড় টাখনু গীরার নীচে নামাবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টি করবেন না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৭৩)

ব্যাখ্যাঃ এখানে কাপড় দ্বারা উদ্দেশ্য যা কিছুই পরিধান করা হয় না কেন তা টাখনু গীরার নীচে হওয়া নিষিদ্ধ। যেমন– লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট, জুব্বা, জামা, শেরওয়ানী ইত্যাদি। (ফাতহুল মারাম)

(٨٦٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ اِزَارَهٗ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهٖ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة ص٣٧٣)

(৮৬২) অর্থঃ উক্ত হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– এক ব্যক্তি অহংকারবশত তার ইজার (লুঙ্গি, পাজামা) হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় মাটিতে তাকে ধ্বসিয়ে দেয়া হল। ফলে সে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকবে। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৭৩)

ব্যাখ্যাঃ কে এই লোক? কারো মতে, এই লোক হযরত মূসা (আঃ)-এর যামানার কারূন। আবার কেউ বলেন, এই লোক পারস্যের কোন গ্রাম্য বুদ্দু বেদুইন। কিন্তু ইমাম নববী বলেন, যদিও সাবেক উম্মতের সংবাদ হিসাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তথাপিও লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত থেকে হওয়া যুক্তি সংগত। (মিরকাত)

http://kitabbhubon.com

(৮৬৩) অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– লুঙ্গি বা পাজামার যে অংশ টাখনু বা গীরার নীচে থাকবে তা জাহান্নামে যাবে। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৭৩)

ব্যাখ্যাঃ ইমাম খাত্তাবী বলেন যে, এই হাদীসে দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। (১) একথা বলা যে, টাখনু গীরার নীচের অংশ জাহান্নামে যাবে (২) অথবা কাপড় এমনভাবে পরা মন্দ কাজ। সুতরাং এরূপ করলে তা জাহান্নামের কাজ বলে বিবেচ্য হবে।

(ফাতহুল মারাম)

(٨٦٤) وَعَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى مُسْبِلَ إِزَارِهِ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَّتَوَضَّأَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارِهِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبَلُ صَلٰوةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكٰوة ص٧٣ كِتَابُ الصَّلٰوةِ)

(৮৬৪) অর্থঃ উক্ত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি তার লুঙ্গি– টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে নামায পড়লে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন– যাও, পুনরায় উযু কর। লোকটি গিয়ে উযু করে তারপর এল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল (হে আল্লাহর রসুল!) সে উজু অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আপনি কেন তাকে উজু করার আদেশ দিলেন? তিনি বললেন, সে তার লুঙ্গি টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। অথচ আল্লাহপাক ঐ ব্যক্তির নামায কবুল করেন না, যে তার লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট, টাখনু গীরার নীচে ঝুলায় (অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় নামায পড়লে আল্লাহ পাক তা কবুল করেন না।) (আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৭৩ নামায পর্ব)

ব্যাখ্যাঃ প্রকৃত কথা হল টাখনুর নীচে কাপড় পরলে তাতে উজু নষ্ট হয় না। কিন্তু এখানে উজু পূনরায় করার আদেশটি ছিল উত্তমতার দিক লক্ষ্য করত। যাতে তার নামাযটি পূর্ণাঙ্গ এবং গ্রহণযোগ্য হয়। (ফাতহুল মারাম)

(٨٦٥) وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَااَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِى النَّارِ قَالَ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَلَايَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلٰى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة ص٣٧٤)

(৮৬৫) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মুমিনের ইজার (লুঙ্গি, পায়জামা ও প্যান্ট) পায়ের অর্ধ নলা (নিসফসাক) পর্যন্ত থাকা চাই। তবে এর নীচে টাখনু গীরার মধ্যবর্তী পর্যন্ত হওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। কিন্তু টাখনুর নীচে যা যাবে তা দোযখে যাবে। এই কথাটি তিনি তিনবার

http://kitabbhubon.com

বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত ইজার টেনে টেনে (হেঁচড়িয়ে) চলে; কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার প্রতি দৃষ্টি দিবেন না।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩৭৪)

ব্যাখ্যাঃ টাখনু গীরার নীচে কাপড় পরা সম্পর্কে কতিপয় জরুরী কথা ও মাসআলা। টাখনুর নিচে কাপড় পরা বড় গুনাহ। অহংকারবশত পরলে হারাম হবে, নতুবা মাকরূহ হবে। অবশ্য ওজর থাকলে জায়িয আছে।

টাখনুর নিচে বস্ত্র পরিধানকারীর প্রতি কঠিন হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহপাক কিয়ামতের দিন তার সাথে সাথে দয়াসুলভ কথা বলবেন না।

শবে বরাতের ক্ষমার রাত্রেও যারা ক্ষমা পায় না তাদের মধ্যে একজন হলো টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী।

ইজার দ্বারা উদ্দেশ্য, শুধু লুঙ্গি নয়, বরং পাজামা, প্যান্ট, জামা ইত্যাদি ঐ সমস্ত পোষাক যা শরীয়ত বিধি-বহির্ভূত পরিধান করা হয়।

ইজারের কথা হাদীসে বেশী উল্লেখের কারণ: এর অন্যগুলোর তুলনায় বেশী ব্যবহৃত হওয়া।

মহিলাদের জন্য সতরের দিক লক্ষ্য করত টাখনুর নিচে এক এক বিঘত কিংবা দু' বিঘত পরিমাণ বৃদ্ধি করা জায়িয আছে, বরং মুস্তাহাব। এর থেকে বেশী যাওয়া অর্থাৎ টাখনুর নিচে দুই আঙ্গুলের পরে কাপড় পরা হারাম।

জামার হুকুম ইজারের মতই। কেননা ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে-

مَاقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْاِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيْصِ

অর্থাৎ হুজুর যা ইজার সম্পর্কে বলেছেন, সেটাই জামার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টাখনুর উপর কাপড় পরতেন, যেমন- ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

اِنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ قَمِيْصًا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ

(اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرُ لِلسُّيُوْطِى بِحَوَالَةِ مِرْقَاتِ بَاكِسْتَانِىْ صـ٢٤٥ جـ٨)

এবং ইমাম নববী (রহঃ) লেখেন যে,

وَاَمَّا الْمُسْتَحَبُّ فِيْمَا يَنْزِلُ اِلَيْهِ طَرَفُ الْقَمِيْصِ وَالْاِزَارِ فَنِصْفُ السَّاقَيْنِ

অর্থাৎ জামা ও লুঙ্গি নিসফসাক পর্যন্ত হওয়া মুস্তাহাব।

হুজুরের জামা ও লুঙ্গি নিসফসাক পর্যন্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে হযরত শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লেখেন যে, হুজুরের জামা, ইজার ইত্যাদি অর্ধগোড়ালী পর্যন্ত ছিল। (মাদারিজুন নবুওয়াত ১ম খন্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

نِصْفِ سَاق -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে অর্ধনলা তথা نِصْفِ سَاق কাপড় পরিধান সুন্নাত। তবে এ نِصْفِ سَاق কি শুধু অর্ধনলাই বুঝা যায়? না মোটেই নয়, বরং نِصْفِ سَاقْ دুই প্রকার হতে পার। (১) نِصْفِ سَاقْ حَقِيْقِىْ (২) نِصْفِ سَاقْ حُكْمِىْ অর্থাৎ হুবহু অর্ধনলা পর্যন্ত হতে পারে আবার কম বেশীও হতে পারে। হাদীস সমূহে বর্ণিত نِصْفِ سَاق টা তার حَقِيْقِىْ অর্থে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এখানে نِصْفِ سَاق দ্বারা উদ্দেশ্য نِصْفِ سَاق حُكْمِىْ অর্থাৎ হাটুর নিচে ও টাখনু গীরার উপরে হয়ে জামা, লুঙ্গি,

http://kitabbhubon.com

পাজামা যে পর্যন্ত আসুক না কেন তার উপরে نِصْفِ سَاق -এর প্রযোজ্য হবে। শুধু যে অর্ধনলা হলেই نِصْفِ سَاق হবে এটা ঠিক নয়। হ্যাঁ তবে حَقِيْقِى -এর উপর আমল করাই উত্তম। অর্ধনলার নিচে গেলেও যে তার উপর نِصْفِ سَاق -এর اِطْلَاق করা যায় এবং তা জায়িয তার উপর প্রমাণ বহন করে হুজুরের হাদীসের একাংশ। যেমন বলা হয়েছে- اِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ اِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ

হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) মাদারিজুন নবুওয়াতের ১ম খন্ড ৪৭২ পৃষ্ঠায় লেখেন যে, হাদীসে اَنْصَاف শব্দটি جَمع বা বহুবচন হিসেবে এসেছে। এর দ্বারা এদিকে ইশারা রয়েছে যে, نِصْفِ سَاق -এর মধ্যে نِصْف দ্বারা حَقِيْقِىْ نِصْف তথা অর্ধনলাই হতে হবে তা শর্ত না। কেননা حَقِيْقِى তথা প্রকৃত نِصْف তথা অর্ধতো একটিই হয় একাধিক হয় না! আর যখন একাধিক অর্থবহ শব্দ (اَنْصَاف) নিয়ে এসেছে তখন জানা গেল হাঁটুর নীচে টাখনুর উপর যে কোন স্থান পর্যন্ত লুঙ্গি, জামা, পাজামা পরিধান করা হোক না সুন্নাত তরীকার উপর আমল হয়ে যাবে। (ফাতহুল মারাম ৪২১ পৃষ্ঠা)

رَفْعُ الْاَمَانَةِ وَالْاِيْمَانِ

প্রকৃত আমানতদারী ও ঈমানের নূর উঠে যাওয়া

(٨٦٦) وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَاَيْتُ اَحَدَهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْاَمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهٖ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهٖ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهٗ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْئٌ ثُمَّ اَخَذَ حَصًى فَدَحْرَجَهٗ عَلٰى رِجْلِهٖ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ لَايَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلَانٍ رَجُلًا اَمِيْنًا حَتّٰى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا اَجْلَدَهٗ مَا اَظْرَفَهٗ مَا اَعْقَلَهٗ وَمَا فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ وَلَقَدْ اَتٰى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا اُبَالِىْ اَيَّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهٗ عَلَىَّ دِيْنُهٗ وَاِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا اَوْ يَهُوْدِيًّا لَيَرُدَّنَّهٗ عَلَىَّ سَاعِيْهِ وَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِاُبَايِعَ مِنْكُمْ اِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ صـ٨٢ جـ١)

(৮৬৬) অর্থঃ হযরত হুজাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (এক,

http://kitabbhubon.com

আমানত বা ঈমান অবতারিত হওয়া সম্পর্কে ও দুই, আমানত উঠে যাওয়া সম্পর্কে) আমি এর থেকে একটি (প্রথমটি) দেখেছি আর বাকীটির অপেক্ষা করছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বয়ান করেছেন যে, (সর্বপ্রথম) মানুষের অন্তর মূলে তথা অন্তরের অন্তস্থলে আমানত অর্থাৎ ঈমান অবতারিত (প্রতিক্রিয়াশীল) হয়েছে। এরপর কুরআন নাযিল হয়েছে। সাহাবারা কুরআন ও হাদীস থেকে জ্ঞান আহরণ ও শিক্ষার্জন করেছেন। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আমানত তথা ঈমান বা ঈমানের নূর উঠে যাওয়া সম্পর্কে বয়ান করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ ঘুমালে পরে তার অন্তর থেকে আমানত তথা ঈমান উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর আমানতের চিহ্ন কালো বিন্দুর ফোটার ন্যায় বাকী থাকবে। এরপর ঘুমালে তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে তখন আমানতের আলামত ফোসকা পড়ার ন্যায় হবে। যেমন– এ জ্বলন্ত অঙ্গার যাকে তুমি নিজের পায়ের উপর রেখে দাও। অতঃপর উহা ফোস্কা পড়িয়ে দেয়, আর তুমি তাকে দেখ কাঁপা ও উঁচু অথচ তার মধ্যে কিছুই নাই (পানি ছাড়া)। অতঃপর হুযূর একটি পাথর হাতে নিয়ে তা আপন পায়ের উপর রাখলেন। (অবশেষে মানুষের অবস্থা এমন হবে যে,) মানুষেরা পরস্পরে লেন-দেন (ক্রয়-বিক্রয়) করবে কিন্তু কেউ আমানত আদায়ের নিকটবর্তী হবে না। এমনকি বলা হবে, অমুক গোত্রের মধ্যে এক বিশ্বস্থ লোক আছে এবং আরো বলা হবে কোন ব্যক্তিকে যে, সে কতই না চালাক-চতুর, কতইনা বিদ্যান-প্রজ্ঞাবান অথচ তার অন্তরে থাকবে না শস্য পরিমাণও ঈমান। (হযরত হুজাইফা বলেন) আমার উপর এমন যুগও অতিবাহিত হয়েছে, যাতে আমি যার সাথেই ক্রয়-বিক্রয় করেছি না কেন কোনই পরওয়া করিনি। যদি সে মুসলমান হত তাহলে তার ধর্ম আমাকে স্বীয় প্রাপ্য পৌঁছে দিতো। আর যদি সে নাসারা-ইহুদী হত তাহলে সে অবশ্যই তার অভিভাবক বা তার কর্মচারী কারো মাধ্যমে তা আমার কাছে পৌঁছে দিতো। আর বর্তমানে (হুজাইফার সময়ে) আমি অমুক অমুক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো থেকে ক্রয়-বিক্রয় করি না। (মুসলিম ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮২)

ব্যাখ্যাঃ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী বলেন, হাদীসটির অর্থ হচ্ছে, অন্তর হতে আস্তে আস্তে আমানত উঠে যাবে, যখন আমানতের প্রথমাংশ দূর হয়ে যাবে তখন তার নূরও দূর হয়ে যাবে এবং অকাতের মত অন্তরে ঈমানের যায়গায় অন্ধকার এসে পড়বে, অকাত হল শরীরের পূর্বের রংয়ের উল্টো অন্যত্র অন্য রং এসে পড়া। এরপর যখন আরও দূর হবে তখন তা মাজল তথা অনেক মিয়াদ ছাড়া দূর হয় না তার মত হবে। (ফাতহুল মারাম)

فَضَائِلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَفَضْلُ الدُّعَاءِ فِيْهِ

আরাফার দিনের ফযীলত ও তাতে দুয়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা

(٨٦٧) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَاقُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ

http://kitabbhubon.com

قَبْلِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ١٩٥)

(৮৬৭) অর্থঃ হযরত আমর বিন শুয়াইব তার বাপের মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– সমস্ত দুয়ার শ্রেষ্ঠ দুয়া হল আরাফার দিনের দুআ এবং সমস্ত যিকির যা আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছি ও করেছেন তার শ্রেষ্ঠটি হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুলমুলকু অলাহুল হামদু ওহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বদীর" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নাই, তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা তিনি সর্বশক্তিমান।

(তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ১৯৫)

ব্যাখ্যাঃ যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীসোক্ত দুয়ায় কোন প্রার্থনা নেই তথাপি ইহা শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হলো, এতে আল্লাহর বিশেষ বিশেষ গুণের উল্লেখ আছে, যা প্রার্থনা মঞ্জুরের জন্য খুবই সহায়ক। বান্দা কিছু না চেয়ে শুধু আল্লাহর গুণকীর্তণ করবে। এতেই আল্লাহ তাঁর (বান্দার) অভিলাষ পূর্ণ করে দিবেন। (ফাতহুল মারাম)

(٨٦٨) وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ كَرِيْزٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَارُأِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيْهِ اَصْغَرُ وَلَا اَدْحَرُ وَلَا اَحْقَرُ وَلَا اَغْيَظُ مِنْهُ فِيْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَاذَاكَ اِلَّا لِمَا يَرَاى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللّٰهِ عَنِ الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ اِلَّا مَارُأِيَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقِيْلَ مَارُأِيَ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَاِنَّهٗ قَدْ رَاٰى جِبْرَئِيْلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ (رَوَاهُ مَالِكٌ، مِشْكٰوة صـ٢٢٩)

(৮৬৮) অর্থঃ হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ কারীয (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– শয়তানকে কোন দিন এত অধিক অপমানিত, এত অধিক বিকৃত, এত অধিক হীন ও এত অধিক দুঃখিত দেখা যায় না আরাফার দিনে যতটা দেখা যায়। যেহেতু সে দেখতে থাকে যে, বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হচ্ছে, তাদের বড় বড় গুনাহ মাফ করা হচ্ছে; কিন্তু যা দেখা গিয়েছিল বদরের দিনে; (তা এ অপেক্ষাও অধিক গুরুতর) জিজ্ঞাসা করা হল, বদর যুদ্ধের দিন সে কি দেখেছিল? তিনি বললেন, সে দিন সে (শয়তান) নিশ্চিতরূপে দেখেছিল যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাদের সারি বন্দী করছেন। (মালিক, মিশকাত– পৃষ্ঠা ২২৯)

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা মুসলিহুদ্দীন শেখ সাদী (রহঃ) তাঁর কিতাব বোঁস্তা এর মধ্যে বলেছেন– আল্লাহর দয়া সম্পর্কে–

اگر در دهد ايك صلائی كرم × عزازيل گويد نصيبے برم

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যদি দয়ার ঘোষণা কখনো করেন তখন চির নৈরাশ ইবলীসও বলে আমি এ হতে একটা অংশ নিব। এমনিভাবে আল্লাহর জালালাত সম্পর্কে তিনি

http://kitabbhubon.com

(সাদী) বলেছেন– بتهديد گر بر كشد تيغ حكم × بما ندكر وبيان صم وبكم অর্থাৎ ক্রোধের তরবারী উঠালে নিকটস্থ ফেরেশতারা ভয়ে বোবা ও বধির হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। তাই বান্দার সাধারণ ক্ষমা ইবলীস দেখলেই ওর কপালে আগুন লাগে।

(٨٦٩) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَبَاهٰى بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِىْ اَتَوْنِىْ شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ يَارَبِّ فُلَانٌ كَانَ يُرْهِقُ وَفُلَانٌ وَفُلَانَةٌ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرُ عَتِيْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ـ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة ص٢٢٩)

(৮৬৯) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আরাফার দিন হয় তখন আল্লাহ পাক এই নিকটবর্তী আসমানে আসেন তথা তাঁর ঘোষণাকারী আসে এবং হাজীদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন এবং বলেন যে, দেখ আমার বান্দাদের দিকে তারা আমার নিকট এসেছে এলোমেলো কেশে, ধুলাবালী গায়ে, ফরিয়াদ করতে করতে বহু দূর-দূরান্ত হতে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি– আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে পরওয়ারদেগার! অমুককে তো বড় গুনাহগার বলা হয় আর অমুক পুরুষ ও অমুক স্ত্রীকেও। তখন আল্লাহপাক বলেন, আমি তাদেরও মাফ করে দিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন কোন দিন নেই যাতে আরাফার দিন অপেক্ষা অধিক দোযখ হতে মুক্তি দেয়া হয়। (শরহে সুন্নাহ, মিশকাত পৃষ্ঠা ২২৯)

ব্যাখ্যাঃ আরাফার দিন কোনটি? আরবী জিলহজ্জ মাসের নবম তারিখকে বলা হয় ইয়াওমে আরাফা বা আরাফার দিবস। বৎসরের সমস্ত দিনের মধ্যে এ দিনের ফযিলত সবচে বেশী। যারা আরাফাতের ময়দানে যেতে পারে না তাদেরও এই দিনের মর্যাদা দেওয়া উচিত। এদিনে খুব বেশী ইবাদাত করা এবং রোযা রাখা উত্তম। তবে আরাফার ন্যায় অন্যত্র কিছু লোক একত্রিত হয়ে আরাফার ময়দানের দৃশ্য সৃষ্টি করার কোন যৌক্তিকতা বা এতে কোন লাভ নেই। (ফাতহুল মারাম)

اَلْقَنَاعَةُ عَنِ الدُّنْيَا بِالْقَلِيْلِ

সামান্য দুনিয়া অর্জনে তুষ্ট থাকা

(٨٧٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَامِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَاِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا

http://kitabbhubon.com

مَايَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَايَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهٖ كَرَاهِيَةَ اَنْ تُرٰى عَوْرَتُهٗ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مِشْكٰوة ص٤٤٧)

(৮৭০) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি সুফফা বাসীদের মধ্য হতে সত্তর জন লোককে দেখেছি যে, তাদের কারো কাছেও একটি চাদর ছিলো না। হয়তো একটি লুঙ্গী অথবা একটি কম্বল ছিল যা তারা নিজেদের ঘাড়ের সাথে পেঁচিয়ে রাখত। এটা কারো অর্ধ গোড়ালী পর্যন্ত আবার কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছুত। আর তারা তা নিজেদের হাতে ধরে রাখত- ছতর খুলে যাওয়া অপছন্দ করার কারণে। অর্থাৎ যেন সতর না খুলে যায় তার জন্য ধরে রাখতেন। (বুখারী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪৪৭)

ব্যাখ্যাঃ সুফ্ফা বাসীদের পরিচয়- আসহাবে সুফফা হলেন গরীব মুহাজির সাহাবাদের প্রায় চারশত লোকের ঐ দল যাদের ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমি, আসবাবপত্র কিছুই ছিলো না। তারা সবকিছু ফেলে সর্বদা মসজিদে নববীর চত্বরে ইলমে নববীর পিপাসা নিয়ে পড়ে থাকতেন। জীবিকা নির্বাহের কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা তাঁদের ছিলো না। তাঁরা হুযূরের মেহমানে পরিগণিত হতেন। হুযূরের দরবারে হাদিয়া-তোহফা হিসাবে যা আসত তা তাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হত। হযরত আবু হুরাইরা ছিলেন তাদের সর্দার। তিনি তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর নিতেন। কুরআনে সুফ্ফাবাসীদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। (ফাতহুল মারাম)

(٨٧١) وَعَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوْعَ فَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهٖ عَنْ حَجَرَيْنِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص٤٤٨)

(৮৭১) অর্থঃ হযরত আবু তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করে আমাদের প্রত্যেকের পেটে এক একখানা পাথর বাঁধা ছিল, তা জামা খুলে দেখালাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পেট মুবারক উচিয়ে দুইখানা পাথর দেখালেন। (তিরমিযী, মিশকাত, ৪৪৮ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ পেটে কেন পাথর বাঁধাঃ আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন- ক্ষুধায় পেটে পাথর বাঁধার অভ্যাস আরব জনপদ বা মদীনাবাসীদের জন্য খাছ ছিল। কোন কোন আলিম বলেন, মদীনাতে বিশেষ কিছু পাথর ছিল 'মুশবিয়া' নামী। তাদের বৈশিষ্ট্য হল, অতি ক্ষুধায় তা পেটে বাঁধলে ক্ষুধার জ্বালা কিছুটা হ্রাস পেত। সর্দারে দোজাহান হয়েও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ক্ষুধার কষ্টে পড়েছেন, এ হাদীস তার জলন্ত প্রমাণ। কেউ কেউ আলোচ্য ঘটনাটি খন্দক যুদ্ধের সময়ের কথা বলেছেন। তখন একদিকে পরিখা খনন ও অপরদিকে ক্ষুধার জ্বালায় সাহাবারা ও হুযূর পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। যাতে পেটে শক্তি সঞ্চারিত হয়, চলাফেরা করার শক্তি আসে। (ফাতহুল মারাম)

(٨٧٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ اَصَابَهُمْ جُوْعٌ فَاَعْطَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمْرَةً تَمْرَةً (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة ص٤٤٨)

http://kitabbhubon.com

(৮৭২) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার সাহাবায়ে কিরাম ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এক একটি করে খেজুর দিলেন। (তিরমিযী, মিশকাত-৪৪৮)

ব্যাখ্যাঃ এখানে এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, কোন কোন সময় পরিস্থিতি এমন হয়ে পড়ত যে, সাহাবাদের খাদ্যদ্রব্য মোটেই থাকত না অথবা থাকলেও সীমিত থাকত। তবুও সর্বাবস্থায় তারা তাতেই তুষ্ট থেকেছেন, অধৈর্য হননি। (ফাতহুল মারাম)

(٨٧٣) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهٖ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِيَّاكَ وَالتَنَعُّمَ فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٤٤٩)

(৮৭৩) অর্থঃ হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামান দেশে পাঠালেন তখন তাকে বললেন– তুমি বিলাসিতা হতে বেঁচে থেক। কেননা আল্লাহর খাছ বান্দাগণ বিলাসী জীবন-যাপন করেন না। (আহমাদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৪৯)

ব্যাখ্যা ঃ বিলাসিতা ও সীমাতিরিক্ত আনন্দ-উল্লাস করা কাফির, পাপী, উদাসীন ও মূর্খদেরই বৈশিষ্ট্য। কাজেই ঈমানদার সে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিতে পারে না। এজন্য মহানবী (সঃ) সাহাবী মুয়াজকে ঐরূপ অমূল্য উপদেশ দান করে চির শিক্ষা দিয়েছেন।

(٨٧٤) وَعَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَضِىَ مِنَ اللّٰهِ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٤٩)

(৮৭৪) অর্থঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে পরিতৃপ্ত ও আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয় আল্লাহ তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হন।

(বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৪৯)

ব্যাখ্যাঃ অল্প আমল অর্থ অল্প ইবাদাত। কুরআনে رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ الخ আল্লাহর সন্তুষ্টি আগে বান্দার সন্তুষ্টি পরে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ হাদীসে বান্দার সন্তুষ্টি আগে আল্লাহর সন্তুষ্টি পরে, এর জবাব হলো– আল্লাহর রাজী আযালী হিসাবে আগে আর বান্দার রাজী আল্লাহর রাজীর প্রতিক্রিয়া মাত্র। (মিরকাত)

(٨٧٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاعَ اَوْ اِحْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَنْ يَّرْزُقَهٗ رِزْقَ سَنَةٍ مِّنْ حَلَالٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٤٩)

http://kitabbhubon.com

(৮৭৫) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে অভুক্ত ও অভাবী ব্যক্তি তার প্রয়োজনের কথা মানুষের নিকট গোপন করে, তখন আল্লাহর উপর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি তাকে এক বছরের হালাল রুজি দান করবেন।

(বায়হাকী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৪৯)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে অভুক্ত ব্যক্তির দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ অভুক্ত, যার প্রয়োজন পূরণ কষ্ট হলেও সম্ভব। কিন্তু যদি অতি ক্ষুধাতুর হয় আর কারো কাছে না চেয়ে ঐ ক্ষুধায় মারা যায় তাহলে সে গুনাহগার হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। (ফাতহুল মারাম)

(٨٧٦) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٤٤٩)

(৮৭৬) অর্থঃ হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহপাক তাঁর মুমিন বান্দাকে ভালবাসেন, যিনি যাঞ্চামুক্ত ফকির এবং পরিবারের ভারবাহী (অভিভাবক) হন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৪৯)

ব্যাখ্যাঃ مُتَعَفِّف অর্থ পবিত্র, মুক্ত অর্থাৎ পরিবারের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্বশীল ও গরীব-নিঃস্ব হওয়া সত্ত্বেও যে অন্যায় অবলম্বন ও অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকে, বিরত থাকে সে-ই কামিল মুমিন। আল্লাহ পাক তাকে ভালবাসেন। (ফাতহুল মারাম)

(٨٧٧) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مَلَأَ اٰدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ اٰدَمَ اُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهٗ فَاِنْ كَانَ لَامَحَالَةَ فَثُلُثٌ طَعَامٍ وَثُلُثٌ شَرَابٍ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهٖ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٤٤٢)

(৮৭৭) অর্থঃ হযরত মিকদাম বিন মাআদি কারাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– কোন ব্যক্তি তার উদর (পেট) অপেক্ষা মন্দ কোন পাত্রকে ভর্তি করেনি। আদম সন্তানের জন্য এই পরিমাণ কয়েক লোকমাই যথেষ্ট যা দ্বারা সে নিজের কোমরকে সোজা রাখতে পারে (ও আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে)। যদি এর অধিক খাওয়া প্রয়োজন মনে করে তবে এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য আরেক তৃতীয়াংশ পানীয় এবং অপর তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৪২)

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা ইমাম গাযালী (রহঃ) ক্ষুধার দশটি উপকারিতা বর্ণনা করেছেন যা মিরকাত ও মাজাহিরে হক গ্রন্থে বিদ্যমান। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে। পরিপূর্ণভাবে উদর পূরণ করে খাওয়া জানোয়ারের স্বভাব। ঐ মানুষ জানোয়োরের চেয়েও নিকৃষ্ট। (ফাতহুল মারাম, মিরকাত)

http://kitabbhubon.com

(٨٧٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَتَجَشَّأُ فَقَالَ اَقْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ فَاِنَّ اَطْوَلَ النَّاسِ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَطْوَلُهُمْ شَبْعًا فِى الدُّنْيَا (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة صـ٤٤٢)

(৮৭৮) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ঢেকুর দিতে শুনে বললেন– তোমার ঢেকুর কম কর। কেননা কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তিই সবচে বেশী ক্ষুধার্ত হবে, যে দুনিয়াতে খুব বেশী পরিতৃপ্ত হয়েছে (খাওয়ায়)। (শরহে সুন্নাহ, মিশকাত–৪৪২)

ব্যাখ্যাঃ উক্ত ব্যক্তি কে? আলোচ্য ব্যক্তি, যাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢেকুর কম করতে আদেশ করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত হুযাইফা (রাঃ)। তিনি তখন অপেক্ষাকৃত কম বয়সী ছিলেন। হুজুরের ঢেকুর কম করার আদেশ তাঁর মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই নিজেই বলেছেন, এরপর একধারে ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি কখনও পেট ভরে খানা খাইনি। এমনকি জীবনের শেষ পর্যায়ে আমার অভ্যাস এরকম হয়ে পড়ে যে, যদি সকালে খেতাম তো সন্ধ্যায় আর খেতাম না। আর সন্ধ্যায় খেলে সকালে খেতাম না। (ফাতহুল মারাম)

اِسْتِحْبَابُ الْمَالِ
ধন-সম্পদ প্রিয় হওয়া

(٨٧٩) وَعَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَنْفَعُ فِيْهِ اِلَّا الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٢٤٣)

(৮৭৯) অর্থঃ হযরত মিকদাম বিন মাদি কারাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। মানুষের সামনে এমন এক যুগ আসবে, যে যুগে দিনার এবং দিরহাম তথা টাকা-পয়সা ব্যতীত কোন কিছুই ফায়দা দিবে না। (আহমাদ, মিশকাত ২৪৩ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ এমন যুগ আসবে যখন হারাম থেকে বাঁচার জন্য উপার্জন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা থাকবে না। ঐ সময় জ্ঞানী-গুণী এবং যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কোন মর্যাদা থাকবে না, মর্যাদা থাকবে সব ধন-সম্পদ ওয়ালাদের।(ফাতহুল মারাম)

(٨٨٠) وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ كَانَ الْمَالُ فِيْمَا مَضٰى يُكْرَهُ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَوْلَا هٰذِهِ الدَّنَانِيْرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هٰؤُلَاءِ الْمُلُوْكُ وَقَالَ مَنْ كَانَ فِىْ يَدِهٖ مِنْ هٰذِهِ شَيْئٌ فَلْيُصْلِحْهُ فَاِنَّهٗ زَمَانٌ اِنِ احْتَاجَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِيْنَهٗ وَقَالَ اَلْحَلَالُ لَايَحْتَمِلُ السَّرَفَ ـ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ، مِشْكٰوة صـ٤٥١)

(৮৮০) অর্থঃ হযরত সুফ্ইয়ান ছাওরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীতকালে মাল-সম্পদকে অপছন্দ করা হত। কিন্তু আজকাল মাল-সম্পদ হলো

http://kitabbhubon.com

মুমিনদের জন্য ঢাল স্বরূপ। তিনি আরও বলেন, যদি আমাদের কাছে এসব দীনার (স্বর্ণ-মুদ্রা) না থাকত তাহলে এই সমস্ত রাজা-বাদশাহরা আমাদেরকে হাত মোছার রুমাল বানিয়ে ফেলত। (অর্থাৎ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত)। তিনি আরও বলেছেন, যার হাতে এই মাল-সম্পদের কিছু পরিমাণ আছে সে যেন অবশ্যই তার সঠিক ব্যবহার করে। কেননা বর্তমান সময়ে যদি কেউ অভাবে পতিত হয়, সে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া লাভ করবে। সুফ্ইয়ান (রহঃ) আরও বলেছেন– হালালভাবে অর্জিত মালের মধ্যে ব্যয় অতিরঞ্জিতার অবকাশ নেই। (অর্থাৎ তা এমন প্রচুর হয় না যে হিসাব ছাড়াই তা ব্যয় করা যেতে পারে।) (শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৫১)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জনের জন্য জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। আর ধন-সম্পদ থাকলে তার কদর করার কথা বলা হয়েছে। জনৈক ব্যক্তি খুব সুন্দরই বলেছেন– اَلدَّرَاهِمُ لِلْجَرَاحَاتِ مَرَاهِمُ অর্থাৎ টাকা-পয়সা হলো ক্ষতের মলম। (ফাতহুল মারাম)

(٨٨١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الدُّنْيَا لِاَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهٗ وَيَصِلُ رَحِمَهٗ وَيَعْمَلُ لِلّٰهِ فِيْهِ بِحَقِّهٖ فَهٰذَا بِاَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَاَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِىْ مَالِهٖ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَايَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهٗ وَلَا يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهٗ وَلَايَعْمَلُ فِيْهِ بِحَقٍّ فَهٰذَا بِاَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُهٗ وِزْرُهُمَا سَوَاءٌ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة ص٤٥١)

(৮৮১) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হলো চার শ্রেণীর লোকের জন্য– (১) এমন বান্দা– আল্লাহ পাক যাকে মাল ও ইলম (ধন ও জ্ঞান) উভয় দান করেছেন। তবে সে তা খরচ করতে আপন রবকে ভয় করে (অর্থাৎ হারাম পথে ব্যয় করে না।) আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মালের হক মুতাবিক আমল করে (অর্থাৎ খরচ করে)। এই ব্যক্তির মর্যাদা সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। (২) এমন বান্দা যাকে আল্লাহ পাক ইলম দান করেছেন, কিন্তু তাকে সম্পদ দান করেননি তবে সে এই সত্য এবং সঠিক নিয়তে বলে, যদি আমার মাল-সম্পদ থাকত তবে আমি অমুকের ন্যায় সওয়াবের পথে খরচ করতাম। এই দুই ব্যক্তির সওয়াব হবে একই সমান। (৩) এমন বান্দা যাকে আল্লাহ পাক মাল সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু ইলম দান করেননি। তার ইলম না থাকার দরুণ সে নিজের সম্পদের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়ে যায়, এতে সে খোদাকে ভয় করে না, আত্মীয়-স্বজনের সাথে আর্থিক সদ্ব্যবহার রাখে না এবং নিজ সম্পদ হক পথে ব্যয় করে না। এই ব্যক্তি হলো সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পর্যায়ের। (৪) এমন বান্দা

http://kitabbhubon.com

যার কাছে মালও নেই ইলমও নেই। সে আকাঙ্খা করে বলে, যদি আমার কাছে মাল থাকত তবে তা আমি অমুক ব্যক্তির মত (যত্রতত্র ইচ্ছাধীন) ব্যয় করতাম। এই বান্দাও তার নিয়ত অনুযায়ী হবে এবং তাদের গোনাহ হবে বরাবর। অর্থাৎ মন্দ নিয়তের দরুণ গোনাহের মধ্যে সে হবে তৃতীয় ব্যক্তির সমান। (তিরমিযী, মিশকাত-৪৫১)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে নিয়ত শব্দের অর্থ আযম তথা দৃঢ় সংকল্প ধরা উচিত। মানুষকে عَزْم -এর উপর পাকড়াও করা হয়। عَزْم –এর অর্থ হল, কোন কাজ করার পোক্তআ্যা সংকল্প করা ও নিজের পক্ষ হতে কোন বাধা না থাকা, সুযোগ পেলেই কাজে পরিণত করবে। (ফাতহুল মারাম)

وَعِيْدُ شُرْبِ الْخَمْرِ

মদ পানের প্রতি হুঁশিয়ারী

(٨٨٢) وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوْنَهُ بِاَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَ مُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ اِنَّ عَلَى اللّٰهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ اَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ عِرْقُ اَهْلِ النَّارِ اَوْ عُصَارَةُ اَهْلِ النَّارِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة صـ٣١٧)

(৮৮২) অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জুরা তথা চীনা ধান হতে প্রস্তুত মদের বিধান জিজ্ঞাসা করল, যা তাদের দেশে পান করা হয়। একে 'মিযর' বলা হয়। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওটা কি নেশাদার? (অর্থাৎ ওটা পানে কি নেশা আসে?) লোকটি বলল, হ্যাঁ! তখন হুজুর বললেনঃ প্রত্যেক নেশাদার বস্তু হারাম। আর আল্লাহর প্রতিজ্ঞা হলো, যে ব্যক্তি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস পান করবে তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেন, উহা জাহান্নামীদের গায়ের ঘাম অথবা তিনি বলেছেন, দোযখীদের রক্ত ও পূঁজ। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩১৭)

ব্যাখ্যাঃ خَبَال এর অর্থ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে– আর طِيْنَة –এর অর্থ– তেলে গাঁদ, (ফাতহুল মারাম) কুরআনে পাকে মদ পান করা চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে। কেননা এর অনিষ্ট সুদূর প্রসারী। একে সব পাপের উৎস বলা হয়েছে অন্য হাদীসে। উল্লেখিত হাদীসটি গবেষণা করে প্রত্যেকেরই মদ পান বর্জন করা ফরজ।

(٨٨٣) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَحْمَدَ حَلَفَ رَبِّىْ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِزَّتِىْ لَايَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيْدِىْ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ اِلَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا ـ (مِشْكٰوة صـ٣١٨)

(৮৮৩) অর্থঃ আর আহমাদের এক বর্ণনায় আছে যে, (হুজুর [সাঃ] বলেছেন) আমার রব তাঁর মহা ক্ষমতার শপথ করে বলেছেন, আমার বান্দাদের যে কোন

http://kitabbhubon.com

বান্দা এক ঢোক মদ পান করবে, আমি নিশ্চয় তাকে অনুরূপ দোযখীদের পঁচা পুঁজ পান করাব। (মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩১৮)

ব্যাখ্যাঃ জাহান্নামের অধিবাসীদের নির্গত পুঁজ সবচেয়ে মারাত্মক দুর্গন্ধময় হবে উহার দুর্গন্ধ অসহনীয়। তা ভক্ষণ করা কতই লাঞ্ছনাকর ও কষ্টকর। আর আল্লাহর শপথ বাস্তবায়িত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাই এ হতে বাঁচতে হলে অবশ্যই মদপান ত্যাগ করতে হবে।

(٨٨٤) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا قَمَّارٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، مِشْكٰوة صـ٣١٨)

(৮৮৪) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহারকারী, জুয়াড়ি, উপকার করে খোটা দানকারী ও সদা-সর্বদা মদপানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (দারিমী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩১৮)

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত বিষয় কয়টি হালাল মনে করে এতে লিপ্ত হলেও বিনা তওবায় মারা গেলে চির জাহান্নামী। জান্নাতে যাবে না, কেননা হারামকে হালাল মনে করায় সে কাফির হয়ে গেছে। আর যদি হালাল মনে না করে তবে ঈমান নিয়ে মারা গেলে শাস্তি ভোগ না করে প্রথমে জান্নাতে যেতে পারবে না।

(٨٨٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِيْ اَهْلِهِ الْخَبَثَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، مِشْكٰوة صـ٣١٨)

(৮৮৫) অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তিন শ্রেণীর লোকদের জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতকে হারাম করেছেন। (১) নিত্য মদ পানকারী (২) পিতা-মাতার অবাধ্যচারণকারী ও (৩) দাইয়ূস অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারস্থ অশ্লীলতাকে স্বীকৃতি দিয়ে জিইয়ে রাখে। (আহমাদ, নাসায়ী, মিশকাত- ৩১৮)

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা ত্বীবী বলেন, "দায়ূছ" ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তির তার পরিবারে খারাপ কাজ দেখেও এর উপর তার আত্মচেতনাবোধ হয় না। পরিবারস্থ লোকদের ঐ খারাপ কাজ হতে নিষেধও করেনা। আফসোস! আজ মুসলমানদের প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে এই অবস্থা, যে নিজের মেয়ে, বিবিকে বিনা পর্দায় চলতে ও বেগানা পুরুষদের সংশ্রবে দেখে কিন্তু আত্মচেতনাবোধ হয় না কারো। (ফাতহুল মারাম)

(٨٨٦) وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ مُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ ـ (رواه احمد، مشكوة صـ٣١٨)

(৮৮৬) অর্থঃ হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না (১) সদা নিত্য মদ্যপায়ী, (২) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী (৩) যাদু বিদ্যা (অর্থাৎ যাদুর নিজস্ব কার্যকারিতায়) বিশ্বাসী। (আহমাদ, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৩১৮)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত গোনাহ তিনটি মর্মান্তিক। ঐসব কাজে যারা অভ্যস্ত হবে ও প্রতিটি কাজ বৈধ মনে করে করবে তারা কোনদিনও জান্নাতে যেতে পারবে না যদি বিনা তওবায় মারা যায়।

(٨٨٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُدْمِنُ الْخَمْرِ اِنْ مَاتَ لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى كَعَابِدِ وَثَنٍ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة ص٣١٨)

(৮৮৭) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– সদা মদপানকারী মারা গেলে (কিয়ামতের দিন সে) মূর্তি পূজকের ন্যায় আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে তথা সম্মুখীন হবে। (আহমাদ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩১৮)

ব্যাখ্যাঃ এটা মারাত্মক ধমক ও হুঁশিয়ারী। মুর্তিপূজকের সাথে উপমা দেয়ার কারণ সম্ভবত এদিক দিয়ে যে প্রবৃত্তির পূজা হয় মদপানে। প্রবৃত্তির পূজা মূর্তিপুজার চেয়ে কম নয়। কেননা কুরআনে প্রবৃত্তির পূজারী প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানায় বলে উল্লেখ আছে। মূর্তিপুজার ন্যায় মদপানে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা হয়। আর মূর্তি ও মদ হারামকে এক আয়াতে আল্লাহ পাক জমা করেছেন। (মিরকাত)

اَلْجِهَادُ فِى الْاِسْلَامِ

ইসলামে জিহাদ প্রসঙ্গ

(٨٨٨) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٢٩)

(৮৮৮) অর্থঃ হযরত সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে যেয়ে) এক দিন পাহারা দেয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরের সমস্ত কিছুর থেকে উত্তম। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩২৯)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসের মর্মার্থ দুটি হতে পারে। (১) দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে যে সওয়াব হয় আল্লাহর রাস্তায় মাত্র একদিন পাহারা দিলে তার থেকেও বেশী সওয়াব হয়। (২) অথবা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর রাস্তায় একদিনে পাহারাদারী নসীব হওয়া তামাম দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার মালিক হওয়া অপেক্ষাও অধিক উত্তম। (ফাতহুল মারাম)

(٨٨٩) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٢٩)

(৮৮৯) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকেও বেশী উত্তম। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩২৯)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ لَغَدْوَةٌ –এর لام ابتداء –এর জন্য বা قَسَمْ –এর। অর্থ– সকালে ও বিকেলে আল্লাহর রাস্তার ফযীলত দুনিয়ার সকল নিয়ামতের চেয়ে শ্রেয়। কেননা দুনিয়াবী নেয়ামত ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী। আর আখিরাতের নিয়ামত স্থায়ী, অবিনশ্বর ও পরিপূর্ণ। (মিরকাত)

(٨٩٠) وَعَنْ اَبِىْ عَبْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مِشْكٰوة ص٣٢٩)

(৮৯০) অর্থঃ হযরত আবী আব্‌স (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে বান্দার পদদ্বয় আল্লাহর রাস্তায় ধুলি-মলিন হয় (অর্থাৎ ধুলা-বালি লাগে), তাকে (দোযখের) আগুন স্পর্শ করবে না। (বুখারী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩২৯)

ব্যাখ্যাঃ জিহাদের ময়দান আল্লাহর নিকট কত মূল্যবান যে, মুজাহিদের পায়ে এর যে ধুলা লাগবে তার কারণে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহর পথ যত আছে সেসব স্থানেও ঐ ফযীলত مُتَعَدِّى হয়ে প্রযোজ্য হতে পারে। তবে এ হাদীসটি জিহাদের অধ্যায়ের।

(٨٩١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَحْدُثْ بِهٖ نَفْسُهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٣٣١)

(৮৯১ অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে জিহাদ করেনি কিংবা অন্তরে জিহাদের ইচ্ছাও পোষণ করেনি, সে একপ্রকার মুনাফিক্বির (অবস্থায়) উপর মারা গেল। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৩১)

ব্যাখ্যাঃ মুনাফিক অবস্থায় মারা যাওয়ার কারণঃ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জিহাদ প্রত্যেকের উপর ফরযে কিফায়া। কিন্তু "নাফীরে আম" তথা সাধারণ অঙ্গনের পর তা ফরজে আইন হয়ে যায়। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের জিহাদের জন্য হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত থাকা উচিত। আর হাতিয়ার তথা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত না থাকলেও কমপক্ষে অবশ্যই অন্তরে জিহাদের নিয়ত ও প্রেরণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বরং ওয়াজিব। যদি অন্তরেও ইচ্ছা না রাখে জিহাদের, তবে সে হাদীসের ভাষায় মুনাফিকদের এক দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তার মৃত্যুটাও হবে মুনাফিক্বির মৃত্যু। (ফাতহুল মারাম)

(٨٩٢) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٣٣٠)

(৮৯২) অর্থঃ হযরত সাহল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি একান্ত নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে শাহাদাত কামনা করবে, আল্লাহ পাক তাকে শহীদদের মর্তবায় পৌছান (অর্থাৎ মর্যাদা দান করেন)। যদিও সে তার বিছানায় (অর্থাৎ জিহাদ না করে এমনিতেই ঘরে) মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩৩০)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ শাহাদাতের আকাংখা যথার্থভাবে থাকলে জিহাদে শরীক না হয়ে অন্যত্র মৃত্যুবরণ করলেও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা যায়। তাই প্রতিটি ঈমানদারের অন্তরে শাহাদাতের তামান্না থাকা ঈমানী দায়িত্ব। নইলে মুনাফিক হয়ে মরতে হবে।

(٨٩٣) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهٖ فَقَدْ غَزَا
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٢٩)

(৮৯৩) অর্থঃ হযরত জাইদ বিন খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করে, তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দেয় (তবে) সে (নিজেই যেন) জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদের (অনুপস্থিতিতে তাঁর) পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখা-শুনা করে, সেও (যেন নিজেই) জিহাদ করল। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩২৯)

ব্যাখ্যাঃ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি তথা যুদ্ধের সরঞ্জামের প্রস্তুতি করে দেয়া ও মুজাহিদের পরিবারস্থ লোকদের উত্তমরূপে দেখাশুনা করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এটা এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল। তাই যুদ্ধে যেতে না পারলেও কমপক্ষে ঐ কাজ দুটি করা উচিত একেবারে বঞ্চিত না থেকে।

(٨٩٤) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُّ اَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٣٢٩)

(৮৯৪) অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) এর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার জীবন। আমি অত্যন্ত ভালবাসি ও প্রিয় মনে করি যে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই। অতঃপর পুনরায় জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই। আবার জীবিত হই এবং আবার নিহত হই, তারপর পুনঃজীবন লাভ করি, পরে আবার নিহত হই।
(মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৩২৯)

ব্যাখ্যাঃ শহীদদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। এমন অন্য হাদীসে আছে আল্লাহ পাক নবীদের চেয়েও উর্ধ্বে তথা শহীদের পাঁচটি মর্যাদা এমন দিয়েছেন যা নবীদেরকেও দেন নাই। তন্মধ্যে একটা হলো নবীদের জান মালাকুল মউত কবজ করে আর শহীদদের জান স্বয়ং আল্লাহ পাক কবজ করেন। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বড় সম্মানের অধিকারী হয়েও এতবার শহীদ হওয়ার আকাংখা করেছেন, তবে আংশিক ফযীলতের দ্বারা শহীদদের মৌলিকভাবে নবীদের চেয়ে মর্যাদাবান হওয়া জরুরী নয়।
(দাকায়িকুল হাকায়িক)

(٨٩٥) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (اِبْنُ مَاجَةَ ص٢٠٥)

http://kitabbhubon.com

(৮৯৫) অর্থঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, আত্মমর্যাদাবোধে যুদ্ধ করে এবং রিয়া তথা মানুষদের দেখানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে (তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি?)। উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে শুধু এই নিয়তে যে, আল্লাহর কালিমাহ বুলন্দ তথা ইসলামের বিজয় হোক- তবে কেবল সেটাই আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ বলে পরিগণিত) হবে।

(ইবনে মাজাহ- পৃষ্ঠা ২০৫)

ব্যাখ্যাঃ জিহাদের সংজ্ঞাই হল- بَذْلُ الْمَجْهُوْدِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর কালিমাহ সমুন্নত করার মানসে নিজের সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করা। তাই ঐ নিয়ত ছাড়া কোন লৌকিকতার আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ করা কখনো মূল জিহাদ বলে বিবেচিত হবে না একথা এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টই বুঝে আসে।

اَلنَّصَائِحُ النَّافِعَةُ

প্রয়োজনীয় ও উপকারী নসীহতসমূহ

(٨٩٦) وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ وَاِنَّهٗ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ تُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ تَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتّٰى بَلَغَ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذُرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَالِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ بَلٰى يَانَبِىَّ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِلِسَانِهٖ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهٖ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَامُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ١٤)

(৮৯৬) অর্থঃ হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে এবং দোযখ হতে দূরে

http://kitabbhubon.com

রাখবে। হুজুর বললেনঃ তুমি একটি বড় বিষয়ের প্রশ্ন করলে, কিন্তু আল্লাহ পাক যার পক্ষে তা সহজ করে দেন, তার পক্ষে অবশ্যই এটা সহজ। তা হল এই– তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। নামায কায়িম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। অতঃপর হুজুর বললেনঃ মুয়াজ! আমি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না? (জেনে রেখ) রোযা হচ্ছে (শয়তানের মোকাবেলায়) ঢাল স্বরূপ। দান-খয়রাত গোনাহকে নির্বাপিত করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নির্বাপিত করে। (এভাবে) মানুষের মধ্যে (গভীর) রাতে নামায (ও গোনাহকে মুছে দেয়) অতঃপর হুযূর (প্রমাণে) কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেনঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা হতে পৃথক থাকে অর্থাৎ তারা শয্যা গ্রহণ করেনা বরং ইবাদাতে মশগুল থাকে। তারা (গযবের) ভয়ে এবং (রহমতের) আশায় তাদের রবকে ডাকতে থাকে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে দান করে থাকে। কেউ জানে না যে, তাদের আমলের পুরস্কার স্বরূপ (আখিরাতে) তাদের জন্য কি জিনিস গোপন রাখা হয়েছে।

পুনরায় হুজুর বললেনঃ আমি তোমাকে বলে দিবো না যে, (দ্বীনের) কাজের শিরোমণি ও স্তম্ভ কি? এবং তার উচ্চশিখরই বা কি? আমি বললামঃ হ্যাঁ বলুন– হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি বললেন, দ্বীনের (সমস্ত কাজের) আসল হচ্ছে ইসলাম (অর্থাৎ কালিমাহ) আর এর স্তম্ভ বা ভিত্তি হচ্ছে নামায এবং এর উচ্চ শিখর হচ্ছে জিহাদ। অতঃপর হুযূর বললেন, আমি কি তোমাকে বলে দিবনা যে, এসবের গোড়া কি? আমি বললাম, হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহর নবী! তখন হুযূর নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, একে সংযত রাখা। আমি বললাম, হুযূর! আমরা এই জিহ্বা দ্বারা যা বলি, এ সম্পর্কেও কি (কিয়ামতে) আমাদেরে ধরা হবে? হুযূর বললেন, সর্বনাশ! কি বললে মুয়াজ! কিয়ামতের দিন যা মানুষকে তার মুখের উপর অথবা নাকের উপর উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবে তা এই মুখের অসংযত কথা ছাড়া আর কি? (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত-পৃষ্ঠা ১৪)

ব্যাখ্যাঃ জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ শিখরঃ জিহাদকে আলোচ্য হাদীসে ইসলামের উচ্চ শিখর বলার দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, জিহাদ খুবই মুশকিল এবং উচ্চ কাজ এবং অন্যান্য কাজের উপর এর মর্তবা বেশী। এই جِهَاد শব্দটি হয়ত جَهْدٌ শব্দ থেকে এসেছে অথবা جُهْدٌ থেকে এসেছে। প্রথম অবস্থায় অর্থ হবে কষ্ট-শ্রম আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে শক্তি। যেহেতু জিহাদে কষ্ট এবং শক্তি উভয়ের অবস্থিতি রয়েছে তাই জিহাদকে জিহাদ বলা হয়। এই জিহাদ আবার দুই প্রকার (১) কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ ও (২) নফস/আত্মা (কু-প্রবৃত্তির) বিরুদ্ধে জিহাদ। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ হলো আল্লাহর হুকুম মত চলা ও যাবতীয় গোনাহ থেকে বিরত থাকা। আর কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ হলো ইসলামের বিজয় ও পতাকাকে সমুন্নত রাখতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।
(ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

اَلْوَصَايَا النَّافِعَةُ

মূল্যবান অছিয়্যাত নামা

(٨٩٧) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْصِنِىْ قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ اَزْيَنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّهٗ ذِكْرٌ لَّكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَاِنَّهٗ مَطْرَدَةٌ وَعَوْنٌ لَّكَ عَلٰى اَمْرِ دِيْنِكَ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ اِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَاِنَّهٗ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ لَاتَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَاتَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ١٥-٤١٤)

(৮৯৭) অর্থঃ হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে অছিয়্যাত করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অছিয়্যাত করছি। কেননা এটা সকল কাজের অধিক সৌন্দর্য বর্দ্ধক (অর্থাৎ কারণ) হবে। আমি বললাম, আরো কিছু অছিয়্যাত করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুরআন পাঠ ও আল্লাহর স্মরণকে তোমার জন্য আবশ্যক করে নাও। কেননা এটা তোমার জন্য আকাশে (ফেরেশতাদের মধ্যে) স্মরণযোগ্য এবং পৃথিবীতে আলোক স্বরূপ হবে। আমি আরজ করলাম, আরও কিছু বেশী অছিয়্যাত করুন। তিনি বললেন, দীর্ঘ সময় চুপ থাক। কেননা চুপ থাকা শয়তানকে দূরীভূত করে এবং তোমার দ্বীনী কাজে তোমার সহায়ক হয়। আমি আরজ করলাম, আরও কিছু অছিয়্যাত করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অধিক হাসি হতে নিরাপদ থাক। কেননা এটা অন্তরকে মৃত করে দেয় এবং মুখমন্ডলের জ্যোতিকে দূর করে দেয়। আমি বললাম, আর কিছু বলুন! রসূল বললেন, তিক্ত হলেও ন্যায় কথা বল। আমি অনুরোধ করলাম, আরও অছিয়্যাত করুন– তিনি বললেনঃ আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে যেয়ে কোন নিন্দুকের তিরস্কারকে ভয় করো না। আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু বলুন। তিনি বললেনঃ যখন তোমাদের অন্তরে অপরের কুৎসা রটানোর ইচ্ছা হয়, তখন এই ধারণায় তোমার ইচ্ছাকে অবদমিত করবে যে, তোমার মধ্যেও ত্রুটি রয়েছে। (বায়হাকী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪১৪-১৫)

ব্যাখ্যাঃ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম جَوَامِعُ الْكَلِمِ তথা অল্প শব্দ অর্থবহুল আলোচনার অধিকারী ছিলেন। আরবী প্রবাদে বলা হয় كَلَامُ الْمُلُوْكِ مُلُوْكُ الْكَلَامِ অর্থাৎ বাদশাহর কথা কথার বাদশাহ। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্বোধনে যদিও শুধু আবু যর ছিলেন, কিন্তু ঐ অছিয়্যাত ভার সীমিত নয় বরং কিয়ামতাবধী সকল উম্মতের জন্য কার্যকরী ও প্রত্যেকের জীবন পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

http://kitabbhubon.com

شَفَاعَةُ الْعُلَمَاءِ

হাশরের ময়দানে আলিমগণের শাফায়াত বা সুপারিশ

(٨٩٨) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلٰثَةٌ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٤٩٥)

(৮৯৮) অর্থঃ হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবেন। (১) নবীগণ (২) আলিমগণ ও (৩) শহীদগণ।

(ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৯৫)

ব্যাখ্যাঃ শহীদের চেয়েও আলিমগণের ফযীলত বেশীঃ মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লেখেন যে, হাদীসে ثُمَّ শব্দ দ্বারা আতফ করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উলামায়ে কিরামের ফযীলত শহীদদের চেয়েও বেশী। এ প্রসঙ্গেই আল্লামা সিরাজী (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এবং ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) হযরত আবু দারদা (রহঃ) থেকে ও ইবনুল যাওজী (রহঃ) হযরত নু'মান বিন বশীর (রাঃ) থেকে মারফূভাবে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে– يُوْزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ فَيُرْجَحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلٰى دَمِ الشُّهَدَاءِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উলামায়ে কিরামের কলমের কালী এবং শহীদের রক্ত পরিমাপ করা হবে। অতঃপর কি শহীদদের রক্তের উপর উলামায়ে কিরামের কলমের কালির ওজন প্রাধান্য পাবে। (ফাতহুল মারাম)

(٨٩٩) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُفُّ اَهْلُ النَّارِ فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَافُلَانُ اَمَا تَعْرِفُنِىْ اَنَا الَّذِىْ سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَا الَّذِىْ وَهَبْتُ لَكَ وَضُوْءً فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة صـ٤٩٤)

(৮৯৯) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– জাহান্নামীগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, তখন জান্নাতী একব্যক্তি তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে। এই সময় জাহান্নামীদের সারি হতে এক ব্যক্তি বলবে, হে অমুক! তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি? আমি সেই ব্যক্তি, যে একদিন তোমাকে পান করিয়ে ছিলাম। আর একজন বলবে, আমি সেই ব্যক্তি যে একদিন তোমাকে উজুর পানি দিয়েছিলাম। তখন সে বেহেশতী ব্যক্তি তার জন্য সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে।

(ইবনে মাজাহ, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৯৪)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসে জাহান্নামীগণ দ্বারা গোনাহগার মুমিনদের বুঝানো হয়েছে। কেবল তাদের বেলাই আলিমদের সুপারিশ কবুল করা হবে। বেঈমান, কাফির, মুশরিকরা আলিমদের থেকে কোন সাহায্য পাবে না।

http://kitabbhubon.com

(٩٠٠) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصَبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتّٰى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ـ(رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٩٤)

(৯০০) অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমার উম্মতের কোন ব্যক্তি এমন হবে, যে বিরাট একটি দলের জন্য সুপারিশ করবে। কেউ একটি গোত্রের জন্য সুপারিশ করবে। আবার কেউ আপন আত্মীয়-স্বজনের জন্য সুপারিশ করবে আবার কেউ শুধু একটি লোকের জন্য সুপারিশ করবে। অবশেষে আমার সমস্ত (মুমিন) উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৯৪)

ব্যাখ্যাঃ যারা আলিম হওয়াকে অনর্থক ও খয়রাতি বিদ্যা বলে নিজেদের ঈমানে কুঠারাঘাত করে তারা একটু এই হাদীসটির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিবেচনা করুক। নিশ্চয় নিরপেক্ষ ও ইনসাফের দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে বলতে বাধ্য হবে যে এর চেয়ে রাজকীয় বিদ্যা জগতে নেই।

(٩٠١) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْجَدْعَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِىْ اَكْثَرُ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٩٤)

(৯০১) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবুল জাদআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে বনী তামীম গোত্রের লোক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪৯৪)

ব্যাখ্যাঃ বনু তামীমের পরিচয়– আরবের একটি বহুত বড় গোত্রের নাম বনু তামীম। এই গোত্রের লোকসংখ্যা অনেক। তথাপি এক ব্যক্তির সুপারিশে তারা সবাই জান্নাতী হয়ে যাবে। যেহেতু এই ব্যক্তি হবেন বড় মর্যাদাবান একজন লোক, তাই এ লোকটি নির্দিষ্ট করতে যেয়ে কেউ কেউ বলেছেন– তিনি হলেন, হযরত উসমান (রাঃ)। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হলেন– ওয়ায়িস করণী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিনি অন্য কোন ব্যক্তি হবেন। আল্লামা জয়নুল আরব (রহঃ) এই মতকেই প্রায় বিশুদ্ধ বলেছেন। (ফাতহুল মারাম)

بَيَانُ الْحَوْضِ

হাউজে কাউসারের বিবরণ

(٩٠٢) وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ حَوْضِىْ مِنْ عَدَنٍ اِلٰى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ مَاؤُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَاَكْوَابُهُ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا اَبَدًا اَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْدًا عَلَيْهِ

http://kitabbhubon.com

فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشَّعِثُ رُؤُسًا اَلدَّنِسُ ثِيَابًا اَلَّذِيْنَ لَايَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَايُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لٰكِنِّيْ نَكَحْتُ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَفُتِحَتْ لِيَ السُّدَدُ نَكَحْتُ فَاطِمَةَ عَبْدِ الْمَلِكِ لَاجَرَمَ اَنِّيْ لَااَغْسِلُ رَأْسِيْ حَتّٰى يَشْعَثَ وَلَا اَغْسِلُ ثَوْبِيَ الَّذِيْ يَلِيْ جَسَدِيْ حَتّٰى يَتَّسِخَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، صـ٦٧ جـ٢، مِشْكٰوة صـ٤١٣)

(৯০২) অর্থঃ হযরত ছাওবান (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন– আমার হাউজ আদন হতে বলকার মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ হবে। এর পানি দুগ্ধ অপেক্ষা সাদা ও মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং এর পান-পাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় অগণিত। যে তা হতে এক ঢোক পান করবে, সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। উক্ত হাউজের কাছে সর্বপ্রথম ঐ সমস্ত গরীব মুহাজিরীনগণ আসবে, যাদের মাথার চুল অবিন্যস্ত, পরনের কাপড়-চোপড় ময়লা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণকে যাদের সাথে বিয়ে দেয়া হয় না এবং তাদের জন্য (ঘরের) দরজা খোলা হয় না। হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহঃ) বলেন যে, যদিও আমি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের বিয়ে করেছি এবং আমার জন্য দরজা খুলে গেছে যে, আমি (বাদশাহ থাকা অবস্থায়) আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের কন্যা ফাতিমাকে বিয়ে করেছি (কিন্তু ঐ ফযীলত অর্থাৎ হাউজের পানি পান করার জন্য) এখন থেকে আমার মাথা ধৌত করব না, যাতে তা অবিন্যস্ত ও উস্কখুস্ক হয়ে যায় এবং আমার শরীরের কাপড় ধৌত করব না, যাতে তা ময়লা হয়ে যায়। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৭, মিশকাত-৪৯৩)

ব্যাখ্যাঃ عَدْن শব্দটি غَيْر مُنْصَرِف ও مُنْصَرِف পড়া যায়। আদন ভারত মহাসাগরের সংলগ্ন ইয়ামানের শেষ শহর। আম্মানে বলকা শামের একটি শহর। মোটকথা হাউজে কাওছার সম্পর্কে বহু মতামত আছে। তাই সারকথা হল– উহা বহু লম্বা-চওড়া হবে তাই এখানে বুঝানো উদ্দেশ্য; পরিমাণ ধার্য করা উদ্দেশ্য নয়। গরীব বলতে যাদের প্রস্তাব মালদার মেয়ে কবুল করে না, বাদশাহর কাছে গেলে দর্জা খোলে না ইত্যাদি। তবে হাদীসের মূল ইশারা মক্কার মুহাজিরগণ।

فَضْلُ الرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ

সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া করার ফযীলত

(٩٠٣) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَايَرْحَمُ النَّاسَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة صـ٤٢١)

(৯০৩) অর্থঃ জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি মানুষের উপর দয়া করে না আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দয়া করবেন না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত-৪২১)

http://kitabbhubon.com

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, বান্দার দয়াটা তার প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ যথার্থই তাকে মানুষকে ভালবাসতে হবে, দয়া করতে হবে। আর আল্লাহর দয়া রূপক অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ আল্লাহর দয়া করার অর্থ হবে সন্তুষ্ট হওয়া। তখন অর্থ দাঁড়াবে, যে মানুষকে দয়া করবে আল্লাহ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। (ফাতহুল মারাম)

(٩٠٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ ﷺ يَقُوْلُ لَاتُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلَّا مِنْ شَقِيٍّ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢٣)

(৯০৪) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সত্যায়িত সত্যবাদী আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কেবল হতভাগ্যদের অন্তর থেকেই দয়া-অনুগ্রহ বের করে নেয়া হয়।

(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪২৩)

ব্যাখ্যাঃ হতভাগ্য ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্যঃ নির্দয় ব্যক্তি মাত্রই হতভাগ্য নয়; বরং এখানে হতভাগ্য দ্বারা উদ্দেশ্য কাফির বা ফাসিক-পাপী। (ফাতহুল মারাম)

(٩٠٥) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢٣)

(৯০৫) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- দয়াবান ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ রহমানুর রহীম দয়া করেন। অতএব তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর। (তাহলে) আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪২৩)

ব্যাখ্যাঃ পৃথিবীবাসী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে সমস্ত প্রাণী পৃথিবীতে বা ভূ-পৃষ্ঠে আছে, চাই তারা ভাল হোক বা মন্দ- সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন। আর আসমানে যিনি আছেন- এর দ্বারা উদ্দেশ্য কেউ কেউ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন আবার কেউ ফেরেশতার কথা বলেছেন। নির্দিষ্ট করে আসমানের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, যমিনের তুলনায় আসমানের প্রশস্ততা ও মর্যাদা বেশী হওয়া, নতুবা আল্লাহ তায়ালা তো সর্বত্র عِلْمًا বিদ্যমান। (ফাতহুল মারাম)

(٩٠٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢٣)

(৯০৬) অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না, বড়দেরকে সম্মান করে না, ভাল কাজের আদেশ করে না এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে না- সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৪২৩)

ব্যাখ্যাঃ ঐ পদের লোক আমাদের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা তার উপর বেজার। আমাদের তার মত লোকের দরকার নেই। (ফাতহুল মারাম)

http://kitabbhubon.com

(٩٠٧) وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا مِنْ اَجْلِ سِنِّهٖ اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَ سِنِّهٖ مَنْ يُكْرِمُهٗ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِشْكٰوة صـ٤٢٣)

(৯০৭) অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে যুবক কোন বৃদ্ধকে বার্ধক্যের কারণে সম্মান করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তার (যুবকের) বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নিয়োজিত করবেন, যে তাকে সম্মান করবে। (তিরমিযী, মিশকাত– পৃষ্ঠা ৪২৩)

ব্যাখ্যাঃ বৃদ্ধ বা সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান ও খিদমত করা সংক্রান্ত একটি ঘটনাঃ মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন যে, খোরাসানের জনৈক মুরীদের এক শাইখ থাকতেন মিসরে। একদা মুরীদ শাইখের সাক্ষাতে তথায় যেয়ে কিছুদিন অতিবাহিত করছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন কতিপয় আকাবির তথা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ঐ শাইখের কাছে এলে শাইখ মুরীদকে ইঙ্গিত করলেন তাদের বাহনের পশুগুলির হেফাজত ও বন্দোবস্ত করতে। মুরীদটি তাই করল, তবে তার মনে কিছুটা খটকা ও অপ্রিয়তার উদ্রেক ঘটল। অতঃপর আগত আকাবিররা চলে গেলে যখন মুরীদ শাইখের সামনে এলেন তখন শাইখ তাকে ডেকে বললেন, আমার প্রিয় বৎস! তোমার কাছেও এরকম আকাবিরদের এমন আনাগোনা হবে এবং আল্লাহপাক তোমার খিদমতের জন্য লোক নির্দিষ্ট করে দেবেন। শায়খুল ইসলাম আব্দুল্লাহ আনসারী যিনি মানাযিলিস সায়িরিন গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন; তিনি বলেন– শাইখ যে রকম বলেছিলেন হুবহু বাস্তবে সেরূপ হয়েছিল। কিছুদিন পরে এর সাক্ষাতে অসংখ্য মানুষের আনাগোনা সদা তার গৃহে ছিল। আর আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আনাসও এরকম একজন খাদিম ছিলেন। তিনি দশ বৎসর যাবত হুযূরের খেদমত করেছেন। এই খিদমতের বদৌলতে আল্লাহ পাক তাঁর জীবন ও পরিবারে প্রবৃদ্ধি দান করেছেন। তিনি বসরায় বসবাসরত সর্বশেষ মৃত সাহাবী ছিলেন। তিনি ১০৩ বছর জীবিত ছিলেন। তার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছিল ১০০ জন। তিনি অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য জীবন কাটিয়ে ছিলেন। (ফাতহুল মারাম)

فَضْلُ الرِّفْقِ

কোমলতা ও নম্রতার ফযীলত

(٩٠٨) وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَالَا يُعْطِيْ عَلٰى مَاسِوَاهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ قَالَ لِعَائِشَةَ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ اِنَّ الرِّفْقَ لَايَكُوْنُ فِيْ شَيْئٍ اِلَّا زَانَهٗ وَلَايُنْزَعُ مِنْ شَيْئٍ اِلَّا شَانَهٗ (مِشْكٰوة صـ٤٣١)

(৯০৮) অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহপাক কোমল-নম্র। তিনি কোমল ও নম্রতাকেই ভালবাসেন। আর তিনি কঠোরতা এবং অন্য কিছুর কারণে যা দান করেন না, তা কোমলতার জন্য দান করেন। (মুসলিম)

http://kitabbhubon.com

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশাকে বললেন- তুমি কোমলতা আর নম্রতাকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হতে নিজেকে বাঁচাও। বস্তুত যে জিনিসে নম্রতা ও কোমলতা থাকে সেটাই তার শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়। আর সেই জিনিস হতে তা প্রত্যাহার করা হয় যা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে। (মিশকাত-৪৩১)

ব্যাখ্যাঃ عُنْف এ শব্দটির ع অক্ষরে জবর, যের, পেশ যে কোনটা পড়া যায়। رِفْق শব্দের বিপরীত শব্দ। -কামুছুল মুহীত, (মিরকাত) عُنْف অর্থ- কঠোরতা, কর্কশতা।

فَضِيْلَةُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ

এই উম্মতের গুরুত্ব ও মর্যাদা

(٩٠٩) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَايَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذَالِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِشْكٰوة ص٥٨٣)

(৯০৯) অর্থঃ হযরত মুআবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- আমার উম্মতের এক দল লোক সর্বদা আল্লাহর হুকুমের উপর অটল-অবিচল থাকবে। যারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে চাবে এবং যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি তারা কিয়ামত পর্যন্ত (একের অবর্তমানে অন্য) এই অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত- পৃষ্ঠা ৫৮৩)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে সর্বদা কিছু লোক আল্লাহর হুকুমের উপর কায়িম থাকবে এবং তারা নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করে চলবে; দ্বীনের হেফাজতে তারা হবেন সর্বদা সচেষ্ট। কেউ কেউ বলেছেন- এরা ঐ সমস্ত ব্যক্তি হবেন, যারা ইলমের শিক্ষা দান-শিক্ষা গ্রহণে মশগুল থাকবেন। (ফাতহুল মারাম)

(٩١٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِىْ لِىْ حُبًّا نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِىْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ رَانِىْ بِاَهْلِهٖ وَمَالِهٖ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص٥٨٣)

(৯১০) অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি অত্যাধিক মহব্বত পোষণকারী লোক তারাই হবে, যারা আমার পর জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কেউ এই আকাঙ্খা করবে যে, তার পরিবার-পরিজন এবং মাল-সম্পদের বিনিময়ে হলেও যদি সে আমাকে দেখতে পেত। (মুসলিম, মিশকাত-৫৮৩)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসের উপর ভিত্তি করে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) সহ কতিপয় আলিম বলেন, সাহাবাদের পরে এমন মানুষও জন্মগ্রহণ করতে পারে যারা ফযীলতের দিক দিয়ে সাহাবাদের হয়ত বরাবর হবে অথবা তাদের থেকেও বেশী মর্যাদার অধিকারী হবে। কিন্তু পরবর্তী উলামাদের এ কথার উপর ইজমা হয়ে

http://kitabbhubon.com

গেছে যে, সাহাবাদের ফযীলতই সর্বোচ্চ; তাঁদের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান আর কেউ হতে পারে না। আর হাদীসের বিষয়ে তারা বলেন, এখানে পরবর্তী মানুষদের যে ফযীলতের কথা বলা হয়েছে; তা جُزْئِيْ فَضِيْلَتْ হিসাবে। অর্থাৎ একদিক দিয়ে ফযীলত। কিন্তু সাহাবাদের ফযীলত হলো كُلِّيَتْ-এর দিক দিয়ে। অর্থাৎ সার্বিক দিক লক্ষ্য করে। (ফাতহুল মারাম)

(٩١١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَعْجَبَ الْخَلْقِ اِلَىَّ اِيْمَانًا لِقَوْمٍ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ يَجِدُوْنَ صُحُفًا فِيْهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا فِيْهَا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٥٨٤)

(৯১১) অর্থঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আমার কাছে ঈমানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় ঐ সম্প্রদায়, যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে। যারা সহীফা (কুরআন) পাবে, এতে আল্লাহর যে সমস্ত বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার উপর তারা ঈমান আনবে। (বায়হাকী, মিশকাত ৫৮৪)

ব্যাখ্যাঃ চাক্ষুষ দেখা ব্যতিরেকে শুধু اَخْبَار ও اٰثَار শুনে তার উপর ঈমান আনবে। গায়েবের উপর বিশ্বাস করা মুমিনদের صِفَتْ বলে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন, এর مِصْدَاق চতুর্দিক হতে এরা। এ হাদীসে তাবেয়ী ও কিয়ামতাবধী সকল আগন্তুকদের ঈমানের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এটা جُزْئِيْ ফযীলত। (ফাতহুল মারাম)

(٩١٢) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ لَهُمْ مِثْلُ اَجْرِ اَوَّلِهِمْ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقَاتِلُوْنَ اَهْلَ الْفِتَنِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٥٨٤)

(৯১২) অর্থঃ হযরত আব্দুর রহমান বিন আলা হাজরামী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ শ্রবণকারী এক এক সাহাবী (রাঃ) হুযূরের এই ইরশাদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, শীঘ্র এই উম্মতের শেষ লোকদের মধ্যে এমন এক জাতির আবির্ভাব হবে, যাদের পূর্ববর্তী লোকদের (অর্থাৎ সাহাবাদের) সমপরিমাণ সওয়াব মিলবে। (তাদের বৈশিষ্ট্য হবে) তারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং ফিৎনাবাজদের (অর্থাৎ বিদ্রোহী, খারিজী, রাফিজী ও সমস্ত বিদআতীদের) সাথে (হাত বা মুখের দ্বারা) লড়াই তথা মোকাবেলা করবে। (বায়হাকী, মিশকাত-৫৮৪)

ব্যাখ্যাঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহা প্রস্থানের পর হতে ফিতনাবাজদের বহিঃপ্রকাশ বর্ষার মত নেমে বসেছে ও আগাছার ন্যায় বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু ঐ অন্যায় ও অশ্লীলতাকে গলাটিপে বা জীবন্ত প্রোথিত করে হকের ঝান্ডা নিয়ে একদল হকপন্থী সোনালী যুগ হতে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব রূপ ঐসব উম্মতের আলিমগণ।

(٩١٣) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ طُوْبٰى لِمَنْ رَاٰنِىْ وَطُوْبٰى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِىْ وَاٰمَنَ بِىْ (رَوَاهُ اَحْمَدُ، مِشْكٰوة صـ٥٨٤)

http://kitabbhubon.com

(৯১৩) অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তাঁদের জন্য সুসংবাদ যারা আমাকে দেখেছে (এবং ঈমান এনেছে অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম) এবং সাতবার সুসংবাদ ঐ সকল লোকের জন্য, যারা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান এনেছে।

(আহমাদ, মিশকাত পৃষ্ঠা ৫৮৪)

ব্যাখ্যাঃ সাত নির্দিষ্টকরণের রহস্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সোপর্দিত। তিনি যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা তিনি-ই জানেন। কিংবা সাত দ্বারা বহুবার উদ্দেশ্য; সীমিত সংখ্যা যে সাত তা উদ্দেশ্য নয়। (ফাতহুল মারাম)

(٩١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ الْخَطَاءَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ ـ

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ، مِشْكٰوة صـ٥٨٤)

(৯১৪) অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহপাক আমার উম্মতের অসতর্কতাকে ও বিস্মৃতিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সে কাজটিও ক্ষমা করে দিয়েছেন যে কাজটি তাদের দ্বারা জবরদস্তি করান হয়।

(ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ خَطَاء এবং نِسْيَان এর সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণঃ خَطَاء এটা تَعْمِيْد –এর বিপরীত। অর্থাৎ تَعْمِيْد অর্থ ইচ্ছাপূর্বক আর خَطَاء অর্থ অনিচ্ছাপূর্বক। خَطَاء শব্দটি আরবীতে আলিফ সহ (خَطَاءٌ)ও আলিফ ছাড়া (خَطَأٌ) দু'ভাবেই আসে। অবশ্য তখন অর্থ হয় বে-ঠিক। অর্থাৎ صَوَاب তথা সঠিকতার বিপরিতার্থ। অর্থ হয় গোনাহ-পাপ। আর কেউ কেউ বলেছেনঃ خَطَا বলা হয় ঐ সময় যখন ইচ্ছাপূর্বক করা হয়। আর خَطَأ বলা হয় ঐ সময় যখন ইচ্ছাপূর্বক না করা হয় কোন ব্যক্তি একটি বিষয়কে করতে চেয়ে পরিশেষে তার বিপরীত বিষয় করে ফেলে তখন তার সম্পর্কে বলা হয় যে, সে خَطَا করেছে তথা বিপরীত করেছে। এ সময় এটা عَمد এর মুকাবিল পতিত হয়। যেমন কোন ব্যক্তি কোন শিকারকে তীর মারল কিন্তু দেখা গেল তীর কোন মানুষের গায়ে বিদ্ধ হয়েছে এবং সে এতে মারা গেছে। অনুরূপভাবে কেউ পানি গালে নিয়ে কুলি করতে চাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ পানি গলার মধ্যে চলে গেল। হাদীসে خَطَاء বলতে এ অর্থটাই উদ্দেশ্য অর্থাৎ অসতর্কতা ও অনিচ্ছাকৃত ভুল।

আর نِسْيَان টা হলো حِفْظ এর বিপরীত। অর্থাৎ حِفْظ অর্থ স্মরণ আর نِسْيَان অর্থ বিস্মৃতি অর্থাৎ অজ্ঞাতবশত ভুল। سَهْو শব্দটিও نِسْيَان –এর সমার্থক শব্দ। যেমন বলা হয়– অমুক ব্যক্তি কাজে سَهْو করেছে তথা نِسْيَان করেছে এবং তা থেকে গাফিল বা অসতর্ক হয়েছে ও এর অন্যত্র চলে গেছে। خَطَاءً এবং نِسْيَانً ক্ষমা হওয়ার অর্থ– এরূপ কাজে গোনাহ হয় না এবং তা গোনাহের কারণও হয় না। কিন্তু এই অর্থ নয় যে, একেবারে জবাবদিহি করতে হবে না। কেননা قَتْلِ خَطَاء -তে দিয়াত এবং কাফফারা লাযিম হয় আর خَطَاء হিসাবে রোযা ভেঙ্গে গেলে তা কাযা করা ওয়াজিব হয়। অবশ্য

http://kitabbhubon.com

ভুলে-অসতর্কতায় কিছু খেয়ে ফেললে কাযা অপরিহার্য হয় না। কেননা এটা খোদ আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা করা হয়েছে। এইরূপভাবে নামাযে نسيان سهو হলে তথা অনিচ্ছায় ও অসতর্কতায় নামাজের বিরোধী কিছু হলে তার জন্য সাজদা সহু ওয়াজিব। এইরূপভাবে ভুলে অন্যের মাল নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হয়। استكرهوا মাজহুল হিসাবে পড়তে হবে। অর্থ হবে কাউকে কোন কাজ করতে চাপ দেয়া ও তাকে বাধ্য করা হয়েছে, (যা সে অপছন্দ করে) যেমন, কাউকে কোন কাজ করতে দিয়ে তাকে কেঁটে দেয়া বা হত্যা করার হুমকি দেয়া। এমতাবস্থায় যদি কেউ কোন গোনাহের কাজ করে ফেলে তাহলে সেটা ক্ষমা করা হবে। তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। (ফাতহুল মারাম)

(৯১৫) জান্নাত তরবারির ছায়াতলে

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ (صحيح بخارى)

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জেনে রাখ, জান্নাতে তরবারির ছায়াতলে (নিহিত)। –বোখারী

ব্যাখ্যা : তলোয়ারের চমক, গোলাগুলির আওয়াজ ও তোপ-কামানের ঠুমঠাম আওয়াজ দ্বারা জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহপাক মুমিনদের জানমাল খরিদ করে নিয়েছেন। সোবহানাল্লাহ! এক জন মুসলমানের জন্য কতই না মূল্যবান এই সওদা, কতই না সৌভাগ্যের বিষয় যে, রাজাধিরাজ আল্লাহপাক নিজেই জেহাদের বাজারের কাস্টমার।

(৯১৬) দুটি চোখের ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ (رواه البخارى)

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুটি চোখের ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম। প্রথমত, ঐ চোখ যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে; দ্বিতীয়ত, ঐ চোখ যা আল্লাহর রাহে প্রহরায় বিনিদ্র থাকে। –বোখারী

ব্যাখ্যা : রণাঙ্গন ও সীমান্ত প্রহরা ছওয়ার প্রাপ্তির একটি অনবদ্য মাধ্যম। ওলামায়ে কেরাম লেখেন, এ দুটি স্থানে প্রহরার ছওয়াব আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখেন।

(৯১৭) তীরন্দাযী শিখে ভুলে গেলে

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ـ اَوْ عَصَانِيْ ـ

অর্থ : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তীরন্দাযী শিখে ভুলে গেল কিংবা চর্চা ত্যাগ করল সে আমার উম্মৎ নয়। অথবা সে আমার নাফরমানি করল। –মুসলিম

http://kitabbhubon.com

(৯১৮) শহীদের মৃত্যুকালীন ব্যথা না পাওয়া

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم لَايَجِدُ الشَّهِيْدِ مِنْ اَلَمِ الْقَتْلِ اِلَّالَمْسَ الْقَرْصَةِ ـ

(ترمذى)

অর্থ : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শহীদ মৃত্যুকালে পিপীলিকার কামড়ের তুল্য সামান্য ব্যথা পায় মাত্র। –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ القرصة বলা হয় হাতের তুড়ি ফুটানোকে। মুজাহিদ যখম হলে তার মৃদু শারীরিক কষ্ট হয়, এর পাশাপাশি শাহাদাতের তৃপ্তিবোধও শুরু হয়। তাই যখমের যাতনা কেবল পিপীলিকার মতই অনুভূত হয়। ব্যথার বাদবাকীই শহীদি তৃপ্তিবোধের কাছে লীন হয়ে যায়।

(৯১৯) অল্প আমল নেকী বেশি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুটি বাক্য এমন রয়েছে যা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়, জিহ্বার উচ্চারণে অতি সহজ এবং মিজানের পাল্লায় খুবই ভারী। (বাক্য দুটি হচ্ছে:) সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সোবহানাল্লাহিল আজীম। –বোখারী

ব্যাখ্যা : আমলটা খুবই সহজ। যা দুনিয়ার সমস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে সহজে উচ্চারণ করা যায় এবং যার ছওয়াব বা প্রতিদান কেয়ামতের ময়দানে মিজানের পাল্লায় ভারী হবে বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা রয়েছে। কাজেই এই আমলটা জিকরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। মোহাদ্দিসীনে কেরামের মতে মানুষ মারা যাওয়ার পর তার সমস্ত এবাদত করার শখ শেষ হয়ে যায়; কাজেই জান্নাতে তার কোন এবাদত না থাকলেও এই জিকির থাকবে। যেহেতু এটি সর্বশেষ আমল সেহেতু ইমাম বোখারী তার কিতাবে এটি সর্বশেষ এনেছেন।

সমাপ্ত

প্রিয় পাঠক! বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা প্রথম সংস্করণে ৯১৯ টি হাদীসের অধিক সংযোজন করাতে পারিনি, সম্ভব হলে পরবর্তী সংস্করণে সহস্রাধিক হাদীস সংকলনের ইচ্ছা রাখি ইন্‌শাআল্লাহ! আমাদের এই "বিষয় ভিত্তিক হাদীস" গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসগুলো "সিহাহ্-সিত্তাহ' (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ) ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থসমূহ থেকে সংকলিত।

–প্রকাশক।

http://kitabbhubon.com